

হাদিস সংগ্রহকারী
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইসমাইল বুখারী রহ.

আল-আদাবুল মুফরদ
অন্য শিষ্টাচার

হাদিস তাহকীক
ইমাম নাসীরুদ্দীন আলবানী রহ.

তাহকীক- ইমাম মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দিন আলবানী রহ.

দারুস্ সিন্দীক্ব (সৌদি আরাবিয়াহ্) প্রকাশিত
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদনায়
আব্দুল্লাহ্ আরিফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কে.জেড. ডব্লিউ মাওলা

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ
আব্দুল্লাহ্ আরিফ

প্রকাশনায়
বাক্বাহ্ ডিটিপি হাউজ
২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩

মূল্য ৩০০/-

১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার	০২
২. অনুচ্ছেদ : মাতার প্রতি সদ্যবহার	০২
৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি সদ্যবহার	০৩
৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সদ্যবহার	০৪
৫. অনুচ্ছেদ : বাবা-মা'র সাথে নরম ভাষায় কথা বলা	০৫
৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতিদান	০৫
৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতা	০৬
৮. অনুচ্ছেদ : যে পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ্ও তাকে অভিশাপ দেন	০৭
৯. অনুচ্ছেদ : পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য	০৭
১০. অনুচ্ছেদ : পিতামাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পর যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করে না	০৮
১১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সাথে সদ্যবহারের মাধ্যমে আয়ু বৃদ্ধি	০৮
১২. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে নাই	০৮
১৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে সদ্যবহার	০৯
১৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে গালিগালাজ করবে না	১০
১৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি	১১
১৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে কাঁদানো	১১
১৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার দু'আ	১১
১৮. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান	১৩
১৯. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি সদ্যবহার	১৩
২০. অনুচ্ছেদ : পিতা যাহাদের প্রতি সদ্যবহার করতেন তাহাদের প্রতি সদ্যবহার	১৪
২১. অনুচ্ছেদ : তার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নিভে যাবে	১৪
২২. অনুচ্ছেদ : ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে	১৫
২৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য	১৫
২৪. অনুচ্ছেদ : পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?	১৫
২৫. অনুচ্ছেদ : ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্যবহার	১৬
২৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ	১৬
২৭. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত	১৭
২৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়	১৮
২৯. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন	১৮
৩০. অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠতর জনের সাথে ঘনিষ্ঠতর আচরণ	১৯

৩১. অনুচ্ছেদ : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ'র রহমত বর্ষিত হয় না	১৯
৩২. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ	২০
৩৩. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্শ্ব জগতে	২০
৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে	২০
৩৫. অনুচ্ছেদ : যালিম আত্মীয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত	২১
৩৬. অনুচ্ছেদ : ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্যবহারের ফল	২১
৩৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিক আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার ও উপহার দেয়া	২১
৩৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয় স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জেনে রাখা	২২
৩৯. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে?	২২
৪০. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত	২৩
৪১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান প্রতিপালন করে	২৩
৪২. অনুচ্ছেদ : তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী	২৪
৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন	২৪
৪৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।	২৫
৪৫. অনুচ্ছেদ : সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীকু করে	২৫
৪৬. অনুচ্ছেদ : শিশুকে কাঁধে উঠানো	২৫
৪৭. অনুচ্ছেদ : সন্তানে চক্ষু জুড়ায়	২৫
৪৮. অনুচ্ছেদ : সাথীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা	২৬
৪৯. অনুচ্ছেদ : মা'জাতি স্নেহময়ী	২৭
৫০. অনুচ্ছেদ : শিশুদিগকে চুমু দেয়া	২৭
৫১. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার ও আদব শিক্ষা দান	২৮
৫২. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার	২৮
৫৩. অনুচ্ছেদ : যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না	২৮
৫৪. অনুচ্ছেদ : দয়ার শত ভাগ	২৯
৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ	২৯
৫৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অধিকার	৩০
৫৭. অনুচ্ছেদ : দান প্রতিবেশী হতে শুরু করবে	৩০
৫৮. অনুচ্ছেদ : সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে	৩০

৫৯. অনুচ্ছেদ : নিকট হতে নিকটতর প্রতিবেশী	৩১
৬০. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর জন্য যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে দেয়	৩১
৬১. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে ছেড়ে ভুরি ভোজন	৩২
৬২. অনুচ্ছেদ : তরকারীতে ঝোল বেশী করে দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাবে	৩২
৬৩. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম প্রতিবেশী	৩২
৬৪. অনুচ্ছেদ : সৎ প্রতিবেশী	৩২
৬৫. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্ট প্রতিবেশী	৩৩
৬৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না	৩৩
৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশিনী তার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেয়াকেও অবমাননা মনে করবে না।	৩৪
৬৮. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অভিযোগ	৩৪
৬৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়	৩৬
৭০. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদী প্রতিবেশী	৩৬
৭১. অনুচ্ছেদ : সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে?	৩৬
৭২. অনুচ্ছেদ : সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্যবহার	৩৭
৭৩. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য	৩৭
৭৪. অনুচ্ছেদ : নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য	৩৭
৭৫. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ফযিলত	৩৭
৭৬. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদ্যবহার করা হয়	৩৮
৭৭. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও	৩৮
৭৮. অনুচ্ছেদ : ধৈর্যশীলা বিধবা রমনীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চেয়ে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না	৩৯
৭৯. ইয়াতীমকে শাসন	৪০
৮০. অনুচ্ছেদ : সন্তানহারার মাহাত্ম্য	৪০
৮১. অনুচ্ছেদ : গর্ভকালেই যার সন্তানের মৃত্যু হল	৪২
৮২. অনুচ্ছেদ : সদ্যবহার	৪৩
৮৩. অনুচ্ছেদ : অসদ্যবহার	৪৩
৮৪. অনুচ্ছেদ : বেদুইনের নিকট দাসদাসী বিক্রি	৪৪
৮৫. অনুচ্ছেদ : খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন	৪৪
৮৬. অনুচ্ছেদ : দাস যখন চুরি করে	৪৫

৮৭. অনুচ্ছেদ : খাদেম অপরাধ করলে	৪৬
৮৮. অনুচ্ছেদ : মোহরাংকিত করে খাদেমের কাছে মাল দেয়া	৪৬
৮৯. অনুচ্ছেদ : কুধারণা হতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুণে দেয়া	৪৬
৯০. অনুচ্ছেদ : খাদেমকে শাসন করা	৪৬
৯১. অনুচ্ছেদ : চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ	৪৭
৯২. অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলের উপর মারবে না	৪৭
৯৩. অনুচ্ছেদ : দাসের গালে যে চড় মারে তার উচিৎ তাকে নিজ ইচ্ছায় মুক্ত করে দেয়া	৪৭
৯৪. গোলামের প্রতিশোধ	৪৯
৯৫. অনুচ্ছেদ : তোমরা যা পরিধান কর, দাসদাসীদেরকে তাই পরতে দিবে।	৫০
৯৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীকে গালি দেয়া	৫০
৯৭. অনুচ্ছেদ : দাসকে কি সাহায্য করবে?	৫১
৯৮. অনুচ্ছেদ : দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাবে না	৫১
৯৯. অনুচ্ছেদ : চাকর-বাকরের ভরণপোষণ স্বদাকা স্বরূপ	৫২
১০০. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি চাকরের সাথে খেতে না চায়	৫২
১০১. অনুচ্ছেদ : নিজে যা খাবে, তাই দাসকে খাওয়াবে	৫২
১০২. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে ?	৫৩
১০৩. অনুচ্ছেদ : দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে	৫৩
১০৪. অনুচ্ছেদ : দাস রাখাল স্বরূপ	৫৪
১০৫. অনুচ্ছেদ : দাস হবার সাধ	৫৫
১০৬. অনুচ্ছেদ : 'আমার দাস' বলবে না	৫৫
১০৭. অনুচ্ছেদ : দাস কি মনিবকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করবে?	৫৫
১০৮. অনুচ্ছেদ : গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ	৫৬
১০৯. অনুচ্ছেদ : নারী ঘরের রাখাল	৫৬
১১০. অনুচ্ছেদ : উপকারীর উপকার করা কর্তব্য	৫৭
১১১. অনুচ্ছেদ : উপকারীর উপকার করতে না পারলে তার জন্য দু'আ করবে	৫৭
১১২. অনুচ্ছেদ : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়	৫৭
১১৩. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের সাহায্য করা।	৫৮
১১৪. অনুচ্ছেদ : ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল	৫৮
১১৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি সৎকর্ম স্বদাকাহ্ স্বরূপ	৫৯
১১৬. অনুচ্ছেদ : কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ	৬০

১১৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা	৬০
১১৮. অনুচ্ছেদ : সজি বাগানে যাওয়া ও জাম্বিল কাঁধে উঠানো	৬১
১১৯. অনুচ্ছেদ : খেজুর বাগানে বেড়াতে যাওয়া	৬২
১২০. অনুচ্ছেদ : মুসলিম তাঁর অপর মুসলিম ভাইয়ের আয়না স্বরূপ	৬৩
১২১. অনুচ্ছেদ : অবৈধ হাসি-ঠাট্টা	৬৩
১২২. অনুচ্ছেদ : পুণ্যের পথ যে দেখায়	৬৩
১২৩. অনুচ্ছেদ : ক্ষমাপরায়ণতা	৬৪
১২৪. অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করা	৬৪
১২৫. অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি	৬৬
১২৬. অনুচ্ছেদ : হাস্যালাপ	৬৬
১২৭. অনুচ্ছেদ : তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।	৬৭
১২৮. অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই	৬৭
১২৯. অনুচ্ছেদ : পরামর্শ	৬৮
১৩০. অনুচ্ছেদ : ভুল পরামর্শদানের গুনাহ	৬৮
১৩১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সম্প্রীতি	৬৮
১৩২. অনুচ্ছেদ : অন্তরঙ্গতা	৬৯
১৩৩. অনুচ্ছেদ : রসিকতা	৬৯
১৩৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে রসিকতা	৭০
১৩৫. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা	৭১
১৩৬. অনুচ্ছেদ : হৃদয়ের উদারতা	৭২
১৩৭. অনুচ্ছেদ : কৃপণতা	৭৩
১৩৮. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা যদি লোকে বোঝে	৭৩
১৩৯. অনুচ্ছেদ : কার্পণ্য	৭৬
১৪০. অনুচ্ছেদ : নেক লোকের জন্য সম্পদ	৭৬
১৪১. অনুচ্ছেদ : যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ	৭৭
১৪২. অনুচ্ছেদ : মনের প্রসন্নতা	৭৭
১৪৩. অনুচ্ছেদ : অসহায়ের সাহায্য করতে হবে	৭৮
১৪৪. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লা'র নিকট দু'আ করা	৭৯
১৪৫. অনুচ্ছেদ : মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না	৭৯
১৪৬. অনুচ্ছেদ : অভিশাপকারী	৮০

১৪৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার গোলামকে অভিশাপ দিল তার উচিত তাকে মুক্ত করে দেয়া	৮১
১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র লা'নাত আল্লাহ'র গযব এবং জাহান্নামের অভিশাপ দেয়া	৮১
১৪৯. অনুচ্ছেদ : কাফিরদেরকে অভিসম্পাত দেয়া	৮১
১৫০. চোগলখোর	৮১
১৫১. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা শ্রবণ করে যে তা ছড়ায়	৮২
১৫২. অনুচ্ছেদ : লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী	৮২
১৫৩. অনুচ্ছেদ : সম্মুখে প্রশংসা করা	৮৩
১৫৪. অনুচ্ছেদ : সেই সাথীর প্রশংসায় হবার আশংকা নাই	৮৪
১৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ	৮৪
১৫৬. অনুচ্ছেদ : কবিতার প্রশংসা করা	৮৬
১৫৭. অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা	৮৬
১৫৮. অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তার কষ্ট হয়	৮৬
১৫৯. অনুচ্ছেদ : সৌজন্য সাক্ষাৎ	৮৬
১৬০. অনুচ্ছেদ : দেখা করতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা	৮৭
১৬১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সাক্ষাতের ফাযীলাত	৮৮
১৬২. অনুচ্ছেদ : যে এমন লোকদেরকে ভালবাসে (আ'মালের দ্বারা) যাদের নাগাল পেতে পারে না	৮৮
১৬৩. অনুচ্ছেদ : বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা	৮৯
১৬৪. অনুচ্ছেদ : বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৮৯
১৬৫. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক ব্যক্তিগণ বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করবে	৯০
১৬৬. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক ব্যক্তিগণ কথা না বললে ছোটরা বলতে পারে কি?	৯০
১৬৭. অনুচ্ছেদ : বয়স্কদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া	৯১
১৬৮. অনুচ্ছেদ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খেতে দেয়া	৯১
১৬৯. অনুচ্ছেদ : ছোটদের প্রতি দয়া	৯২
১৭০. অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে আলিঙ্গন	৯২
১৭১. অনুচ্ছেদ : ছোট বালিকাকে চুমু দেয়া	৯২
১৭২. অনুচ্ছেদ : বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো	৯২
১৭৩. অনুচ্ছেদ : ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলে সম্বোধন	৯৩
১৭৪. অনুচ্ছেদ : ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর	৯৪
১৭৫. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া	৯৪

১৭৬. অনুচ্ছেদ : পশুর প্রতি দয়া	৯৫
১৭৭. অনুচ্ছেদ : হুম্মারা পাখির ডিম পেড়ে আনা	৯৫
১৭৮. অনুচ্ছেদ : পিঞ্জিরায় পাখি রাখা	৯৬
১৭৯. অনুচ্ছেদ : লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা	৯৬
১৮০. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা বলা নিষেধ	৯৬
১৮১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে	৯৭
১৮২. অনুচ্ছেদ : লোকের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ	৯৭
১৮৩. অনুচ্ছেদ : আপোস-মীমাংসা	৯৮
১৮৪. অনুচ্ছেদ : কারো সাথে এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে তাকে সত্য মনে করে	৯৮
১৮৫. অনুচ্ছেদ : তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করো না	৯৮
১৮৬. অনুচ্ছেদ : বংশ তুলে খোঁটা দেয়া	৯৮
১৮৭. অনুচ্ছেদ : নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালবাসা	৯৯
১৮৮. অনুচ্ছেদ : লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা	৯৯
১৮৯. অনুচ্ছেদ : মুসলিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ	১০০
১৯০. অনুচ্ছেদ : বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা	১০১
১৯১. অনুচ্ছেদ : সম্পর্কচ্ছেদকারী	১০১
১৯২. অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ	১০১
১৯৩. অনুচ্ছেদ : সালাম কথা বন্ধ করার কাফ্ফারা স্বরূপ	১০৩
১৯৪. অনুচ্ছেদ : তরুণদেরকে পৃথক পৃথক রাখা	১০৩
১৯৫. অনুচ্ছেদ : না চাইতেই স্বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেয়া	১০৪
১৯৬. অনুচ্ছেদ : মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হলে	১০৪
১৯৭. অনুচ্ছেদ : ছল ও প্রতারণা	১০৪
১৯৮. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানো	১০৫
১৯৯. অনুচ্ছেদ : গালাগালির যে সূচনা করবে উভয় পক্ষের পাপ তার ঘাড়ে চাপবে	১০৫
২০০. অনুচ্ছেদ : গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সাদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে	১০৬
২০১. অনুচ্ছেদ : মুসলিমকে গালি দেয়া গুরুতর অপরাধ	১০৬
২০২. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাউকে মুনাফিক বলা	১০৮
২০৩. অনুচ্ছেদ : কোন মুসলিমকে যে কাফির বলে	১০৯
২০৪. অনুচ্ছেদ : শত্রুর উল্লাস	১০৯

২০৫. সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়	১০৯
২০৬. অনুচ্ছেদ : অপচয়কারীগণ	১১০
২০৭. অনুচ্ছেদ : ২০৯. বাসস্থান নিরাপদকরণ	১১০
২০৮. অনুচ্ছেদ : বাড়ির পেছনে অর্থ ব্যয়	১১০
২০৯. অনুচ্ছেদ : মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা	১১০
২১০. অনুচ্ছেদ : অটালিকা নিয়ে গর্ব করা	১১১
২১১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘর নির্মাণ করে	১১১
২১২. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ত বাসগৃহ	১১২
২১৩. অনুচ্ছেদ : যে কোঠায় অবস্থান করল	১১২
২১৪. অনুচ্ছেদ : অটালিকায় কারুকার্য	১১৩
২১৫. অনুচ্ছেদ : নম্রতা অবলম্বন	১১৩
২১৬. অনুচ্ছেদ : সহজ-সরল জীবনযাপন	১১৫
২১৭. অনুচ্ছেদ : নম্রতায় যা মিলে	১১৫
২১৮. অনুচ্ছেদ : শান্তি	১১৫
২১৯. অনুচ্ছেদ : কঠোরতা	১১৬
২২০. অনুচ্ছেদ : উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ	১১৭
২২১. অনুচ্ছেদ : মাযলুমের দু'আ	১১৭
২২২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বান্দাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন “প্রভু, আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।” (৫ : ১৬)।	১১৭
২২৩. অনুচ্ছেদ : যুল্ম হল অন্ধকার	১১৮
২২৪. অনুচ্ছেদ : রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফ্যারাম্বরূপ	১২০
২২৫. অনুচ্ছেদ : গভীর রাতে রোগী দেখতে যাওয়া	১২২
২২৬. অনুচ্ছেদ : রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবার আগের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে	১২৩
২২৭. অনুচ্ছেদ : অসুস্থতার কথা প্রকাশ করার কি অভিযোগ?	১২৫
২২৮. অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীনকে দেখতে যাওয়া	১২৬
২২৯. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখতে যাওয়া	১২৯
২৩০. অনুচ্ছেদ :	১২৭
২৩১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুইনকে (মরুবাসীথে) দেখতে যাওয়া	১২৭
২৩২. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	১২৭

২৩৩. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা	১২৯
২৩৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা	১৩০
২৩৫. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট স্বলাত আদায় করা	১৩০
২৩৬. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাকে দেখতে যাওয়া	১৩০
২৩৭. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে কি বলবে ?	১৩০
২৩৮. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?	১৩২
২৩৯. অনুচ্ছেদ : ফাসেকের রুগ্নাবস্থায় তার কুশল জানতে যাওয়া	১৩২
২৪০. পুরুষের রুগ্নাবস্থায় নারীর দেখতে যাওয়া	১৩২
২৪১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো	১৩২
২৪২. অনুচ্ছেদ : চক্ষু রোগীকে দেখতে যাওয়া	১৩২
২৪৩. রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাতকারী কোথায় বসবে?	১৩৩
২৪৪. অনুচ্ছেদ : পুরুষ তার গৃহে কি কাজ করবে?	১৩৪
২৪৫. অনুচ্ছেদ : যে তার ভাইকে ভালবাসল, তাকে তা জানিয়ে দিবে	১৩৪
২৪৬. অনুচ্ছেদ : যাহাকে ভালবাসবে তার সাথে ঝগড়া করবে না ও তার নিকট কিছু চাইবে না	১৩৫
২৪৭. অনুচ্ছেদ : বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ	১৩৫
২৪৮. অনুচ্ছেদ : অহংকার	১৩৬
২৪৯. অনুচ্ছেদ : যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়	১৩৮
২৫০. অনুচ্ছেদ : দূর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন	১৩৯
২৫১. অনুচ্ছেদ : অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন	১৪০
২৫২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ'র ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়	১৪০
২৫৩. অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি	১৪০
২৫৪. অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন	১৪১
২৫৫. অনুচ্ছেদ : ইসলামী যুগে সাবেক আ'মালের চুক্তি	১৪১
২৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা	১৪১
২৫৭. অনুচ্ছেদ : ছাগল বারাকাত স্বরূপ	১৪১
২৫৮. অনুচ্ছেদ : উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্তু	১৪২
২৫৯. অনুচ্ছেদ : যাযাবর জীবন	১৪৩
২৬০. অনুচ্ছেদ : উজাড় জনপদে বাসকারী	১৪৩
২৬১. অনুচ্ছেদ : মরু এলাকায় বসবাস	১৪৩
২৬২. অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা	১৪৩

২৬৩. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা	১৪৩
২৬৪. অনুচ্ছেদ : ধীরেসুস্থে কাজ করা	১৪৫
২৬৫. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ	১৪৫
২৬৬. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা	১৪৮
২৬৭. অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না	১৪৮
২৬৮. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা	১৪৮
২৬৯. অপর এক সূত্রে একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি	১৪৯
২৭০. অনুচ্ছেদ : সকালে উঠে কি বলবে?	১৫০
২৭১. অনুচ্ছেদ : অপরকে দু'আয় শামিল করা	১৫০
২৭২. অনুচ্ছেদ : অন্তরের অন্তঃস্থল হতে দু'আ	১৫১
২৭৩. অনুচ্ছেদ : পরম আগ্রহভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ কিছু করতে বাধ্য নন	১৫১
২৭৪. অনুচ্ছেদ : দু'আর সময় হাত উঠানো	১৫২
২৭৫. অনুচ্ছেদ : সাইয়েদুল ইস্তিগফার-গুনাহ্ মাফের সেরা দু'আ	১৫২
২৭৬. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ	১৫৬
২৭৭. অনুচ্ছেদ :	১৫৭
২৭৮. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর প্রতি দরুদ	১৬০
২৭৯. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া স্বত্বেও যে স্বলাত পাঠায় না	১৬২
২৮০. অনুচ্ছেদ : যালিমের প্রতি বদ দু'আ করা	১৬৩
২৮১. অনুচ্ছেদ : দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা	১৬৪
২৮২. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া না করলে দু'আ কবুল হয়ে থাকে	১৬৫
২৮৩. অনুচ্ছেদ : অলসতা থেকে যে আল্লাহ'র কাছে পানাহ্ চায়	১৬৫
২৮৪. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহ'র নিকট চায় না আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হন	১৬৫
২৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ	১৬৬
২৮৬. অনুচ্ছেদ : ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ	১৭২
২৮৭. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর জন্য দু'আ করা	১৭২
২৮৮. অনুচ্ছেদ : আপদকালীন দু'আ	১৭৬
২৮৯. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার দু'আ	১৭৭
২৯০. অনুচ্ছেদ : শাসকের পক্ষ হতে যুলুমের ভয় হলে	১৭৯
২৯১. প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব বঞ্চিত হয়	১৮০

২৯২. অনুচ্ছেদ : দু'আর ফাযীলাত	১৮০
২৯৩. অনুচ্ছেদ : তুফানের সময় পাঠ করার দু'আ	১৮১
২৯৪. অনুচ্ছেদ : বায়ুকে গালি দিবে না	১৮১
২৯৫. অনুচ্ছেদ : বজ্রধ্বনির সময় দু'আ	১৮২
২৯৬. অনুচ্ছেদ : যখন বজ্রধ্বনি শুনবে	১৮২
২৯৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ'র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে	১৮২
২৯৮. পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়	১৮৩
২৯৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চরম পরীক্ষা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে	১৮৪
৩০০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে	১৮৪
৩০১. অনুচ্ছেদ :	১৮৫
৩০২. অনুচ্ছেদ : গীবত, আল্লাহ তা'আলার বাণী, “তোমরা একে অপরের গীবত করবে না”	১৮৫
৩০৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গীবত	১৮৬
৩০৪. অনুচ্ছেদ : পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বারাকাতের দু'আ করা	১৮৭
৩০৫. অনুচ্ছেদ : মুসলিমদের মধ্যে একের মালের উপর অপরর আবদার খাটানো	১৮৭
৩০৬. অনুচ্ছেদ : নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা	১৮৮
৩০৭. অনুচ্ছেদ : মেহমানের অতিথেয়তা	১৮৮
৩০৮. অনুচ্ছেদ : আতিথ্য তিনদিন	১৯৮
৩০৯. অনুচ্ছেদ : মেহমান মেজবানের অসুবিধা করে থাকবে না	১৯৮
৩১০. অনুচ্ছেদ : মেজবানের বাড়িতে মেহমানের ভোর	১৯৮
৩১১. অনুচ্ছেদ : বঞ্চিত অতিথি	১৯৮
৩১২. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সেবায় মেজবান	১৯০
৩১৩. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়ে নিজে স্বলাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া	১৯০
৩১৪. অনুচ্ছেদ : নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা	১৯১
৩১৫. অনুচ্ছেদ : সর্বব্যাপারেই সাওয়াব আছে এমন কি স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া গ্রাসেও	১৯২
৩১৬. অনুচ্ছেদ : রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ	১৯২
৩১৭. অনুচ্ছেদ : নিন্দার উদ্দেশ্যে নয় পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাউকেও নিছো, বেঁটে বা লাম্বু প্রভৃতি বলা	১৯২
৩১৮. অনুচ্ছেদ : ঘটনা বা উপমা বর্ণনা করা দোষের নয়	১৯৪
৩১৯. অনুচ্ছেদ : যে মুসলিম দোষ গোপন করে	১৯৪
৩২০. অনুচ্ছেদ : লোক ধ্বংস হয়েছে বলা	১৯৪

৩২১. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকদের নেতা বলবে না	১৯৪
৩২২. অনুচ্ছেদ : অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কি বলবে	১৯৫
৩২৩. অনুচ্ছেদ : অথানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন বলবে	১৯৫
৩২৪. অনুচ্ছেদ : রংধনু	১৯৫
৩২৫. অনুচ্ছেদ : ছায়াপথ	১৯৬
৩২৬. অনুচ্ছেদ : রহমাতের স্থানের দু'আ	১৯৬
৩২৭. অনুচ্ছেদ : তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না	১৯৬
৩২৮. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না	১৯৬
৩২৯. অনুচ্ছেদ : তোমার সর্বনাশ হোক বলা	১৯৭
৩৩০. অনুচ্ছেদ : ইমারত নির্মাণ	১৯৮
৩৩১. অনুচ্ছেদ : তোমার মঙ্গল হোক বলা	১৯৮
৩৩২. অনুচ্ছেদ : কারো কাছে কিছু চাইতে হলে তোষামোদ না করে সোজাসুজি চাইবে	১৯৯
৩৩৩. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুও অমঙ্গল হোক বলা	১৯৯
৩৩৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ও অমুক বলবে না	১৯৯
৩৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র মর্জি ও আপনার মর্জি বলা	২০০
৩৩৬. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ	২০০
৩৩৭. অনুচ্ছেদ : সৎভাব ও উত্তম পছন্দ	২০১
৩৩৮. অনুচ্ছেদ : যাকে তুমি পাথেয় দাও নাই যে উত্তম তোমার নিকট পৌঁছাবে	২০২
৩৩৯. অনুচ্ছেদ : অবাস্তিত আকাজ্জা	২০২
৩৪০. অনুচ্ছেদ : আগুরকে 'কারম' বলা	২০২
৩৪১. অনুচ্ছেদ : কাউকে এমন বলা "তোমার মন্দ হোক"	২০২
৩৪২. অনুচ্ছেদ : লোকের কথা "ইয়া হানতাহ্"	২০৩
৩৪৩. অনুচ্ছেদ : আমি ক্লান্ত বলা	২০৩
৩৪৪. অনুচ্ছেদ : অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা	২০৩
৩৪৫. অনুচ্ছেদ : আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত	২০৪
৩৪৬. অনুচ্ছেদ : "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান" বলা	২০৫
৩৪৭. অনুচ্ছেদ : অমসুলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন	২০৫
৩৪৮. অনুচ্ছেদ : 'আমি খবীস নাপাক হয়ে গিয়েছি' বলবে না	২০৫
৩৪৯. অনুচ্ছেদ : উপ-নাম রাখতে সঙ্গতি রক্ষা	২০৬
৩৫০. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) ভাল নাম পছন্দ করতেন	২০৬

৩৫১. অনুচ্ছেদ : দ্রুত হাঁটা	২০৭
৩৫২. মহিমাম্বিত আল্লাহ'র নিকট প্রিয়তম নাম	২০৭
৩৫৩. অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন	২০৭
৩৫৪. অনুচ্ছেদ : অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা	২০৮
৩৫৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকা	২০৮
৩৫৬. অনুচ্ছেদ : আসিয়া নাম পরিবর্তন	২০৮
৩৫৭. অনুচ্ছেদ : স্বরম নাম পরিবর্তন করা	২০৯
৩৫৮. অনুচ্ছেদ : গুরাব নামের পরিবর্তন	২১০
৩৫৯. অনুচ্ছেদ : শিহাব নামের পরিবর্তন	২১০
৩৬০. অনুচ্ছেদ : আশ্ব বা অবাধ্য নাম রাখা	২১০
৩৬১. অনুচ্ছেদ : নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকা	২১০
৩৬২. অনুচ্ছেদ : জাহাম নাম রাখা	২১১
৩৬৩. অনুচ্ছেদ : বাররাহ নাম পরিবর্তন	২১২
৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আফলাহ নাম সম্পর্কে	২১২
৩৬৫. অনুচ্ছেদ : রবাহ নাম	২১২
৩৬৬. অনুচ্ছেদ : নাবীগণের নামানুসারে নাম রাখা	২১৩
৩৬৭. অনুচ্ছেদ : হুয্ন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)	২১৪
৩৬৮. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর নাম ও কুনিয়ত	২১৪
৩৬৯. অনুচ্ছেদ : মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?	২১৫
৩৭০. অনুচ্ছেদ : বালকের কুনিয়ত	২১৫
৩৭১. অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মের আগেই শিশুর পিতা বলে অভিহিত করা	২১৬
৩৭২. অনুচ্ছেদ : নারীদের কুনিয়ত, অমুকের মা বলে অভিহিত করা	২১৬
৩৭৩. অনুচ্ছেদ : অবস্থা অনুপাতে কুনিয়ত বা নাম রাখা	২১৬
৩৭৪. অনুচ্ছেদ : বয়জ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানীগণের সাথে চলার নিয়ম	২১৭
৩৭৫. অনুচ্ছেদ : শিরোনামবিহীন অধ্যায়	২১৭
৩৭৬. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে	২১৭
৩৭৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে	২১৯
৩৭৮. অনুচ্ছেদ : কবিতা শোনানোর আবেদন করা	২২০
৩৭৯. অনুচ্ছেদ : কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়	২২০
৩৮০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, “কবিরা হলো এরকম যে, কেবল পথভ্রষ্ট	২২০

লোকেরাই তাদের অনুগামী হয়।” -সূরাহ্ আশ্-শু'আরা (২৬) ২২৪

৩৮১. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে	২২১
৩৮২. অনুচ্ছেদ : অবাস্তিত কবিতা	২২১
৩৮৩. অনুচ্ছেদ : বাচালতা	২২১
৩৮৪. অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্ক্ষা	২২২
৩৮৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বস্তু বা ঘোড়াকে ‘সাগর’ বলা	২২২
৩৮৬. অনুচ্ছেদ : ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা	২২৩
৩৮৭. অনুচ্ছেদ : বাতিল বস্তু সম্পর্কে ‘তা কিছুই না’ মন্তব্য করা	২২৩
৩৮৮. অনুচ্ছেদ : কাব্যিক উপমা প্রয়োগ	২২৩
৩৮৯. অনুচ্ছেদ : গোপন তথ্য ফাঁস করা	২২৪
৩৯০. অনুচ্ছেদ : উপহাস করা	২২৪
৩৯১. অনুচ্ছেদ : রয়ে-সয়ে চলা	২২৫
৩৯২. অনুচ্ছেদ : পথ দেখিয়ে দেয়া	২২৫
৩৯৩. অনুচ্ছেদ : অন্ধকে পথহারা করা	২২৫
৩৯৪. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ	২২৬
৩৯৫. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহের পরিণাম	২২৬
৩৯৬. অনুচ্ছেদ : কৌলীণ্য	২২৬
৩৯৮. অনুচ্ছেদ : মানবাত্মাসমূহ সাঁরিবদ্ধ সৈন্যদল	২২৭
৩৯৯. অনুচ্ছেদ : আশ্চর্যান্বিত হলে ‘সুবহানাল্লাহ্’ বলা	২২৭
৪০০. অনুচ্ছেদ : মাটিতে হাত বুলানো	২২৮
৪০১. অনুচ্ছেদ : গুলতি ব্যবহার না করা	২২৮
৪০২. অনুচ্ছেদ : বাতাসকে গালি দিও না	২২৯
৪০৩. অনুচ্ছেদ : গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে বলা	২২৯
৪০৪. অনুচ্ছেদ : লোকজন মেঘমালা দেখে কি বলবে?	২২৯
৪০৫. অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ ধরা	২৩০
৪০৬. অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ যারা ধরে না তাদের মাহাত্ম্য	২৩০
৪০৭. অনুচ্ছেদ : জিনের আশ্রয় হতে বাঁচার অহেতুক তদবীর	২৩১
৪০৮. অনুচ্ছেদ : ফাল নেয়া	২৩১
৪০৯. অনুচ্ছেদ : উত্তম নামকে বারাকাতের লক্ষণ হিসেবে নেয়া	২৩১
৪১০. অনুচ্ছেদ : ঘোড়াতে কুলক্ষণ	২৩২

৪১১. অনুচ্ছেদ : হাঁচি	২৩২
৪১২. অনুচ্ছেদ : হাঁচির সময় কি বলবে	২৩২
৪১৩. অনুচ্ছেদ : যে হাঁচি দেয় তার জবাব দেয়া	২৩৩
৪১৪. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনে 'আল-হমাদুলিল্লাহ' বলা	২৩৫
৪১৫. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনে কিভাবে জবাব দিবে?	২৩৫
৪১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিতে নাই	২৩৬
৪১৭. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা কি বলবে?	২৩৭
৪১৮. অনুচ্ছেদ : 'তুমি যদি আল্লাহ'র প্রশংসা করে থাক তবে আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন" বলা	২৩৭
৪১৯. অনুচ্ছেদ : 'আ-বা" বলবে না	২৩৭
৪২০. অনুচ্ছেদ : বার বার হাঁচি আসলে	২৩৮
৪২১. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ইয়াহুদী হাঁচি দেয়	২৩৮
৪২২. অনুচ্ছেদ : নারীর হাঁচির জবাব পুরুষের দেয়া	২৩৮
৪২৩. অনুচ্ছেদ : হাই তোলা	২৩৯
৪২৪. অনুচ্ছেদ : ডাকের জবাবে লাকবাইক বলা	২৩৯
৪২৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো	২৩৯
৪২৬. অনুচ্ছেদ : বসে থাকা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো	২৪১
৪২৭. অনুচ্ছেদ : হাই উঠলে মুখে হাত দিবে	২৪১
৪২৮. অনুচ্ছেদ : অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা	২৪২
৪২৯. অনুচ্ছেদ : বিস্ময়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরা	২৪৩
৪৩০. অনুচ্ছেদ : বিস্ময়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা	২৪৪
৪৩১. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মেরে কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়	২৪৪
৪৩২. অনুচ্ছেদ : বসে থাকা ব্যক্তির সামনে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়	২৪৬
৪৩৩. অনুচ্ছেদ :	২৪৭
৪৩৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে ঝাঁ ঝাঁ ধরলে কি বলবে	২৪৭
৪৩৫. অনুচ্ছেদ :	২৪৮
৪৩৬. অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে মোসাফাহা	২৪৮
৪৩৮. মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো	২৪৯
৪৩৯. অনুচ্ছেদ : মু'আনাকা (আলিঙ্গন)	২৪৯
৪৪০. অনুচ্ছেদ : কন্যাকে চুমু দেয়া	২৫০

৪৪১. অনুচ্ছেদ : হাতে চুমু দেয়া	২৫০
৪৪২. অনুচ্ছেদ : পায়ে চুমু দেয়া	২৫১
৪৪৩. অনুচ্ছেদ : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো	২৫১
৪৪৪. অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা	২৫২
৪৪৫. অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার	২৫২
৪৪৬. অনুচ্ছেদ : যে সালাম প্রথমে দেয়া	২৫২
৪৪৭. অনুচ্ছেদ : সালামের মাহাত্ম্য	২৫৩
৪৪৮. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাতে সালাম করা মুসলিমের অধিকার	২৫৫
৪৪৯. অনুচ্ছেদ : পদচারী বসে থাকা থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে	২৫৫
৪৫০. অনুচ্ছেদ : আরোহী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে	২৫৬
৪৫১. অনুচ্ছেদ : পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?	২৫৬
৪৫২. অনুচ্ছেদ : কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে	২৫৬
৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ছোট বড়কে সালাম দিবে	২৫৭
৪৫৪. অনুচ্ছেদ : সালামের পরম সীমা	২৫৭
৪৫৫. অনুচ্ছেদ : ইঙ্গিতে সালাম	২৫৭
৪৫৬. অনুচ্ছেদ : শুনিয়ে সালাম	২৫৭
৪৫৭. অনুচ্ছেদ : সালাম আদান প্রদানের জন্য বের হওয়া	২৫৮
৪৫৮. অনুচ্ছেদ : মাজলিসে গিয়ে সালাম দেয়া	২৫৮
৪৫৯. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে উঠবার সময় সালাম	২৫৮
৪৬০. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক	২৫৯
৪৬১. অনুচ্ছেদ : মুসাফাহ'র উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা	২৫৯
৪৬২. অনুচ্ছেদ : পরিচয় অপরিচয়ে সালাম	২৫৯
৪৬৩. অনুচ্ছেদ রাস্তার হক	২৫৯
৪৬৪. অনুচ্ছেদ : ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না	২৬০
৪৬৫. অনুচ্ছেদ : আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসক্তদেরকে সালাম না দেয়া	২৬১
৪৬৬. অনুচ্ছেদ : আমীরকে সালাম প্রদান	২৬২
৪৬৭. অনুচ্ছেদ : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া	২৬৪
৪৬৮. অনুচ্ছেদ : 'আল্লাহু হায়াত দারাজ করুন' বলা	২৬৪
৪৬৯. অনুচ্ছেদ : মারহাবা স্বাগতম	২৬৪
৪৭০. অনুচ্ছেদ : কিভাবে সালামের জবাব দিবে	২৬৫

৪৭১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না	২৬৫
৪৭২. অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য	২৬৬
৪৭৩. অনুচ্ছেদ : বালকদেরকে সালাম দেয়া	২৬৬
৪৭৪. অনুচ্ছেদ : মহিলার সালাম পুরুষকে	২৬৭
৪৭৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সালাম করা	২৬৭
৪৭৬. অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট করে কাউকেও সালাম দেয়া জরুরী নয়	২৬৭
৪৭৭. অনুচ্ছেদ : পর্দার আয়াত কেমন করে নাযিল হয়?	২৬৮
৪৭৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার	২৬৯
৪৭৯. অনুচ্ছেদ : অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ	২৭০
৪৮০. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে	২৭০
৪৮১. অনুচ্ছেদ : ‘শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়’ কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে	২৭০
৪৮২. অনুচ্ছেদ : মায়ের কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা	২৭০
৪৮৩. অনুচ্ছেদ : পিতার নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা	২৭১
৪৮৪. অনুচ্ছেদ : পিতা এবং পুত্রের নিকট যেতে অনুমতি চাইবে	২৭১
৪৮৫. অনুচ্ছেদ : বোনের নিকট যেতে অনুমতি চাওয়া	২৭১
৪৮৬. অনুচ্ছেদ : ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া	২৭২
৪৮৭. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা তিনবার	২৭২
৪৮৮. অনুচ্ছেদ : সালাম না করে অনুমতি প্রার্থনা	২৭৩
৪৮৯. অনুচ্ছেদ : ঘরে উঁকি মারলে চক্ষু ফুঁড়ে দেয়া	২৭৩
৪৯০. অনুচ্ছেদ : তাকানোর জন্যই অনুমতির প্রয়োজন	২৭৩
৪৯১. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেয়া	২৭৪
৪৯২. অনুচ্ছেদ : ডেকে পাঠানোই অনুমতি দান	২৭৫
৪৯৩. অনুচ্ছেদ : দরজার সামনে কেমন করে দাঁড়াবে	২৭৬
৪৯৪. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা করলে যদি জবাব আসে যে, আমি আসছি তখন কোথায় বসবে?	২৭৬
৪৯৫. অনুচ্ছেদ : দরজা খটখটানো	২৭৬
৪৯৬. অনুচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে প্রবেশ	২৭৭
৪৯৭. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, ‘আসতে পারি কি? এবং সালাম করে না’	২৭৭
৪৯৮. অনুচ্ছেদ : কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়	২৭৮
৪৯৯. অনুচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর ‘কে?’ বলার জবাবে ‘আমি’ বলা সম্পর্কে	২৭৮

৫০০. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার জবাবে ‘শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর’ বলা	২৭৯
৫০১. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা!	২৭৯
৫০২. অনুচ্ছেদ : সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফাযীলাত	২৮০
৫০৩. অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাত্রিয়াপন করে	২৮১
৫০৪. অনুচ্ছেদ : যেখানে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন নেই	২৮১
৫০৫. অনুচ্ছেদ : বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না	২৮১
৫০৬. অনুচ্ছেদ : ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ	২৮১
৫০৭. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী সালাম লিখে পত্র দিলে জবাব দেয়া	১৮২
৫০৮. অনুচ্ছেদ : যিম্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না	১৮২
৫০৯. অনুচ্ছেদ : যিম্মীদেরকে (বিধর্মীদেরকে) ইশারায় সালাম করা	১৮২
৫১০. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?	২৮৩
৫১১. অনুচ্ছেদ : মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মাজলিসে সালাম দেয়া	২৮৩
৫১২. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদেরকে কিভাবে পত্র লিখিবে?	২৮৩
৫১৩. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদেরকে সংকীর্ণ পথে ঠেলে দিতে হবে	২৮৪
৫১৪. অনুচ্ছেদ : জিম্মির জন্য কিভাবে দু’আ করবে?	২৮৪
৫১৫. অনুচ্ছেদ : না চিনে খৃষ্টানকে সালাম দেয়া	২৮৫
৫১৬. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, ‘অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে’	২৮৫
৫১৭. অনুচ্ছেদ : পত্রের জবাব দান	২৮৫
৫১৮. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়	২৮৬
৫১৯. অনুচ্ছেদ : পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হবে?	২৮৬
৫২০. অনুচ্ছেদ : ‘বাদ সমাচার’ লেখা	২৮৬
৫২১. অনুচ্ছেদ : পত্রের শুরুতে “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম” লেখা	২৮৭
৫২২. অনুচ্ছেদ : পত্রের শুরুতে কী লেখা হবে?	২৮৭
৫২৩. অনুচ্ছেদ : ‘সকাল কেমন-অতিবাহিত হলো’-বলা	২৮৮
৫২৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে	২৮৯
৫২৫. কেমন আছেন? বলা	২৮৯
৫২৬. অনুচ্ছেদ : ‘সকাল কেমন গেল’, বললেন, জবাবে কী বলা হবে	২৮৯
৫২৭. অনুচ্ছেদ : প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম	২৯০
৫২৮. অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে বসা	২৯১

৫২৯. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে উঠে গিয়ে ফিরে আসা	২৯১
৫৩০. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা	২৯১
৫৩১. অনুচ্ছেদ : মাজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও	২৯২
৫৩২. অনুচ্ছেদ : মাজলিসের শেষ প্রান্তে বসা	২৯২
৫৩৩. অনুচ্ছেদ : দু'জনের মধ্যস্থলে বসবে না	২৯২
৫৩৪. অনুচ্ছেদ : মাজলিস প্রধানের কাছে লোক ডিঙ্গিয়ে যাওয়া	২৯২
৫৩৫. অনুচ্ছেদ : তার পাশের জন সর্বাধিক সম্মানের পাত্র	২৯৩
৫৩৬. অনুচ্ছেদ : পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?	২৯৪
৫৩৭. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসে থুথু ফেলা	২৯৪
৫৩৮. অনুচ্ছেদ : বারান্দায় মজলিস জমানো	২৯৪
৫৩৯. অনুচ্ছেদ : কূপের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসা	২৯৫
৫৪০. অনুচ্ছেদ : মাজলিসে কেউ জায়গা ছেড়ে দিলেও সেখানে বসবে না	২৯৬
৫৪১. অনুচ্ছেদ : আমানতদারী	২৯৬
৫৪২. অনুচ্ছেদ : কারও দিকে তাকালে পুরোপুরি তাকাবে	২৯৭
৫৪৩. অনুচ্ছেদ : কারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না	২৯৭
৫৪৪. অনুচ্ছেদ : 'কোথেকে এলেন' বলা	২৯৭
৫৪৫. অনুচ্ছেদ : কারো অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পেতে তার কথা শোনা	২৯৮
৫৪৬. অনুচ্ছেদ : খাটে বসা	২৯৮
৫৪৭. অনুচ্ছেদ : চুপি চুপি যারা কথা বলছে তাদের মধ্যে ঢুকবে না	৩০০
৫৪৮. অনুচ্ছেদ : তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'কানেকানে কথা বলবে না	৩০০
৫৪৯. অনুচ্ছেদ : যখন চারজন থাকে	৩০০
৫৫০. অনুচ্ছেদ : যখন কারো কাছে বসবে তখন উঠার সময় তার অনুমতি নিবে	৩০১
৫৫১. অনুচ্ছেদ : রৌদ্রে বসবে না	৩০১
৫৫২. অনুচ্ছেদ : পায়ের গোছা ও কোমরে বেঁধে কাপড় পরা	৩০১
৫৫৩. অনুচ্ছেদ : আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান	৩০২
৫৫৪. অনুচ্ছেদ : গোট মেরে বসা	৩০২
৫৫৫. অনুচ্ছেদ : চারজানু বসা	৩০২
৫৫৬. অনুচ্ছেদ : কাপড় জড়িয়ে গোট মেরে বসা	৩০৩
৫৫৭. অনুচ্ছেদ : দুই জানু বসা	৩০৪
৫৫৮. অনুচ্ছেদ : চিত হয়ে শয়ন	৩০৪

৫৫৯. অনুচ্ছেদ : উপুড় হয়ে শয়ন করা	৩০৫
৫৬০. অনুচ্ছেদ : ডান হাতে আদান-প্রদান	৩০৫
৫৬১. অনুচ্ছেদ : বসবার সময় জুতা কোথায় রাখবে ?	৩০৫
৫৬২. অনুচ্ছেদ : বিছানায় ধুলোবালি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ	৩০৫
৫৬৩. খোলা ছাদে ঘুমানো	৩০৬
৫৬৪. অনুচ্ছেদ : পা' ঝুলিয়ে বসা	৩০৬
৫৬৫. অনুচ্ছেদ : ঘর হতে বের হবার সময় কী পড়বে ?	৩০৬
৫৬৬. অনুচ্ছেদ : বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়িয়ে বসা বা বালিশ ব্যবহার করা	৩০৭
৫৬৭. অনুচ্ছেদ : ভোরে পাঠের দু'আ	৩০৮
৫৬৮. অনুচ্ছেদ : সন্ধ্যায় কী বলবে ?	৩০৯
৫৬৯. অনুচ্ছেদ : ঘুমাবার সময় যা বলবে	৩১০
৫৭০. অনুচ্ছেদ : ঘুমের দু'আর ফাযীলাত	৩১২
৫৭১. অনুচ্ছেদ : গালের নীচে হাত রাখবে	৩১৩
৫৭২. অনুচ্ছেদ :	৩১৩
৫৭৩. অনুচ্ছেদ : ঘুম থেকে উঠার পর পুনরায় ঘুমালে বিছানা ঝেঁড়ে নিবে	৩১৪
৫৭৪. অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম ভাঙলে কি বলবে ?	৩১৪
৫৭৫. অনুচ্ছেদ : হাতে চর্বি লাগাবস্থায় ঘুমাবে না	৩১৪
৫৭৬. অনুচ্ছেদ : বাতি নিভিয়ে দেয়া	৩১৫
৫৭৭. অনুচ্ছেদ : ঘুমের সময় ঘরে প্রজ্জ্বলিত আগুন রাখবে না	৩১৫
৫৭৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দ্বারা বারাকাত হাসিল করা	৩১৬
৫৭৯. অনুচ্ছেদ : কোড়া ঘরে ঝুলিয়ে রাখা	৩১৬
৫৮০. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় দরজা বন্ধ করা	৩১৬
৫৮১. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় শিশুদেরকে বের হতে দিবে না	৩১৬
৫৮২. অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করানো	৩১৭
৫৮৩. অনুচ্ছেদ : কুকুর ও গাধার নৈশ চিৎকার	৩১৭
৫৮৪. অনুচ্ছেদ : মোরগের ডাক শুনলে	৩১৭
৫৮৫. অনুচ্ছেদ : মশাকে গালি দিবে না	৩১৮
৫৮৬. কাইলুলা বা দুপুরে খাবারের পর বিশ্রাম	৩১৮
৫৮৭. অনুচ্ছেদ : শেষ প্রহরে ঘুমানো	৩১৯
৫৮৮. অনুচ্ছেদ : মা'যুবাহ্ বা গণ দাওয়াত খাওয়ানো	৩১৯

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্	৩১৯
৫৯০. অনুচ্ছেদ : স্ত্রী লোকের খাৎনাহ্	৩২০
৫৯১. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্ উপলক্ষ্যে দাওয়াত	৩২০
৫৯২. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্ উপলক্ষ্যে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ	৩২০
৫৯৩. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীর দাওয়াত	৩২০
৫৯৪. অনুচ্ছেদ : বাঁদীদের খাতনা	৩২১
৫৯৫. অনুচ্ছেদ : অধিক বয়সে খাতনা	৩২১
৫৯৬. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে দাওয়াত	৩২২
৫৯৭. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান	৩২২
৫৯৮. অনুচ্ছেদ : জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ করা	৩২২
৫৯৯. অনুচ্ছেদ : ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সুষ্ঠুদেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহ'র প্রশংসা করা	৩২৩
৬০০. অনুচ্ছেদ : নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা	৩২৩
৬০১. অনুচ্ছেদ : সময় সীমা নির্ধারণ	৩২৩
৬০২. অনুচ্ছেদ : মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা	৩২৪
৬০৩. অনুচ্ছেদ : বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেয়া	৩২৪
৬০৪. অনুচ্ছেদ : কবুতরের জুয়া	৩২৪
৬০৫. অনুচ্ছেদ : রমণীদের উদ্দেশ্যে হুদীখানি বা গান গাওয়া	৩২৪
৬০৬. অনুচ্ছেদ : গান গাওয়া	৩২৫
৬০৭. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়দেরকে সালাম দিবে না	৩২৫
৬০৮. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলার পাপ	৩২৬
৬০৯. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হতে বের করে দেয়া	৩২৬
৬১০. অনুচ্ছেদ : মু'মিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না	৩২৭
৬১১. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় তীরন্দাযী করা	৩২৭
৬১২. মৃত্যুস্থানের হাতছানি	৩২৮
৬১৩. অনুচ্ছেদ : কাপড় দিয়ে নাক ঝাঁড়া	৩২৮
৬১৪. অনুচ্ছেদ : ওয়াস্ওয়াসা বা অশুভের কুমন্ত্রণা	৩২৮
৬১৫. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা	৩২৯
৬১৬. অনুচ্ছেদ : বাঁদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুগুন	৩৩০
৬১৭. অনুচ্ছেদ : বগলের লোম পরিষ্কার করা	৩৩০
৬১৮. অনুচ্ছেদ : সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দতা প্রদর্শন	৩৩০

৬১৯. অনুচ্ছেদ : পরিচয়	৩৩১
৬২০. অনুচ্ছেদ : বালকদের জন্য খেলাধুলোর অনুমতি	৩৩১
৬২১. অনুচ্ছেদ : কবুতর যবাই করা	৩৩১
৬২২. অনুচ্ছেদ : যার প্রয়োজন সেই অপরজনের কাছে যাবে	৩৩২
৬২৩. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসে থুথু ফেলতে হলে	৩৩২
৬২৪. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কথা বলতে একজনের দিকেই কেবল তাকাবে না	৩৩২
৬২৫. অনুচ্ছেদ : অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো	৩৩২
৬২৬. অনুচ্ছেদ : বেহুদা কথাবর্তা	৩৩৩
৬২৭. অনুচ্ছেদ : দু'মুখী লোক	৩৩৩
৬২৮. অনুচ্ছেদ : দু'মুখো লোকের পাপ	৩৩৩
৬২৯. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো সে, যার অনিষ্ট হতে মানুষ দূরে পালায়	৩৩৩
৬৩০. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা	৩৩৪
৬৩১. অনুচ্ছেদ : অত্যাচার	৩৩৪
৬৩২. অনুচ্ছেদ : যখন লজ্জাবোধই কর না তখন যা ইচ্ছা করতে পারো	৩৩৪
৬৩৩. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ	৩৩৫
৬৩৪. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কি বলবে ?	৩৩৫
৬৩৫. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় নীরবতা অবলম্বন করবে	৩৩৫
৬৩৬. অনুচ্ছেদ : বন্ধুত্বের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি ঠিক নয়	৩৩৬
৬৩৭. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়	৩৩৬

১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার। আল্লাহ তা'আলা বলেন : “আমি মানুষকে পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করছি।”

-সূরাহ আনকাবুত (২৯), ৮

১. আবু নাসর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু হামিদ ইবনে হারুন ইবনু আব্দুল জাব্বার আল-বুখারী উরফে ইবনুন্ নিয়াযেকী যখন ৩৭০ হিজরীর সফর মাসে হাজ্জ উপলক্ষে আমাদের এখানে আসেন। তখন তিনি বর্ণনা করেন এইভাবে যে, এই কিতাব “আল-আদাবুল মুফরাদ” তাঁর সামনে পাঠ করা হয় এবং তিনি তা অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে, আবুল খায়ের আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল জালীল ইবনু খালিদ ইবনু হুরায়স আল-বুখারী আল-কিরমানী আল-আবকাসী আল-বাজ্জার (র) ৩২২ হিজরীতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা ইবনুল আহনাফ আল-জু'ফ আল-বুখারী (র) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবুল ওয়ালীদ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট শু'বা (র) বর্ণনা করেছেন, ওয়ালীদ ইবনু ঈজার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আমর শায়বানীকে আমি বলিতে শুনেছি এ বাড়ির মালিক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন-বলে তিনি আব্দুল্লাহ (রা.) এর বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করলেন-আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ'র নিকট সব চেয়ে প্রিয় আ'মাল কি? বললেন : স্বলাত যথাসময়ে আদায় করা। আমি বললাম : তারপর কোনটি? বললেন : পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করা। আমি বললাম : অতঃপর কোনটি? বললেন : আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদ করা।

রাবী বলেন, তিনি আমাকে এসব বর্ণনা করলেন। যদি আমি আরো অধিক প্রশ্ন করতাম, তবে তিনি অবশ্যই আরও অধিক বর্ণনা করতেন। -স্বহীহ

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন : প্রতিপালকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২. অনুচ্ছেদ : মাতার প্রতি সদ্যবহার

৩. আবু আসিম বাহ্য ইবনু হাকীমের প্রমুখাৎ, তিনি তার পিতার এবং তার পিতা তার পিতামহের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ (দ.)! সদ্যবহার লাভের সর্বাধিক

যোগ্য পাত্র কে? তিনি বললেন : তোমার মা। বললাম : তারপর কে? বললেন : তোমার মা। আবার বললাম : তারপর কে? বললেন : তোমার মা পুনরায় প্রশ্ন করলাম : তারপর কে? বললেন : তোমার বাবা। অতঃপর যে যত ঘনিষ্ঠ সে তত বেশী। -হাসান

৪. আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন : এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একজন রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল এবং সে ঐ প্রস্তাব পছন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল এবং আমি তাকে রাগের মাথায় হত্যা করে ফেললাম। আমার জন্য কি তাওবার মাধ্যমে উক্ত পাপ হতে নিষ্কৃতি লাভের কোন সুযোগ আছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বলিল : জ্বী না। তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ'র নিকট তাওবাহ্ কর এবং যথাসাধ্য ইবাদত ও নফল কার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও!

রাবী আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন : তখন আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : তাঁর মা জীবিত কিনা, এ কথা আপনার জিজ্ঞেস করার হেতু কি? তিনি বললেন : মা'র সাথে সদ্যবহারের চেয়ে আল্লাহ'র নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতর কোন আ'মাল আমার জানা নেই। -স্বহীহ্

৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি সদ্যবহার

৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, যে একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে জিজ্ঞেস করা হল : ইয়া রসূলুল্লাহ্ (দ.) সদ্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে? বললেন : তোমার মা। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলেন : অতঃপর কে? বললেন : তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : অতঃপর কে? বললেন : তোমার মা। সে ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : অতঃপর কে বললেন : তোমার বাবা। -স্বহীহ্

৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নাবীযুল্লাহি (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি আমাকে কি করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন : তোমার মায়ের প্রতি সদ্যবহার করবে। সে ব্যক্তি পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন করল, জবাবে তিনি বললেন : তোমার মায়ের প্রতি সদ্যবহার করবে। সে ব্যক্তি আবার ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, তিনি বললেন : তোমার মায়ের প্রতি সদ্যবহার করবে। অতঃপর সে ব্যক্তি চতুর্থবার প্রশ্ন করল, তিনি বললেন,

তোমার বাবার প্রতি সদ্যবহার করবে। -স্বহীহ্

৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সদ্যবহার

৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এমন কোন মুসলিম নাই-যার মুসলিম বাবা-মা রয়েছেন এবং সে প্রত্যুষে তাঁদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে না দেন। আর যদি একজন থাকেন তবে একটি দরজা। আর যদি সে ব্যক্তি তাঁদের মধ্যকার কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। জিজ্ঞেস করা হল : যদি তার উপর যুলুম করেন, তবুও কি? বললেন : হ্যাঁ, যদি তাঁর উপর যুলুমও করেন তবুও। -যঈফ

৫. অনুচ্ছেদ : বাবা-মা'র সাথে নরম ভাষায় কথা বলা

৮. তাইসালা ইবনু মাইয়াস বলেন : আমি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। সেখানে এমন কিছু কার্যকলাপ আমার দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলোকে আমি কবীরা গুনাহ্ বলে মনে করি। ইবনু ওমার (রা.) এর খিদমাতে আমি সে প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তা কি কি ? আমি বললাম : অমুক অমুক ব্যাপার। তিনি বললেনঃ এই গুলি তো কবীরা গুনাহ্ নয়, কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে নয়টি :

১. আল্লাহ্'র সাথে শির্ক করা (আল্লাহ্'র অধিকারে ভাগ বসানো), ২. নরহত্যা, ৩. জিহাদ হতে পলায়ন, ৪. সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের অপবাদ রটানো, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৭. মাসজিদে ধর্মদ্রোহিতা (ইহলাদ), ৮. দীন নিয়ে উপহাস করা, এবং ৯. সন্তানের অবাধ্যতার দ্বারা মাতাপিতাকে কাঁদানো।

ইবনু ওমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? সে ব্যক্তি বলিল : আল্লাহ্'র কসম, আমি তা চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেনঃ কসম আল্লাহ্'র তুমি যদি তাঁর সাথে নম্রভাষায় কথা বল এবং তাঁকে ভরণপোষণ কর তবে, তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অবশ্য, যতক্ষণ কবীরা গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক। -স্বহীহ্

৯. হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, “দয়ার্দ্রতার সাথে বিনয় ও নম্রতার ডানা তাদের জন্য সম্প্রাসারিত করে দাও [সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭), ২৪]” প্রসঙ্গে বলেন : তাঁরা যাই পছন্দ করেন না কেন, তাই তাঁদেরকে প্রদান কর। -স্বহীহ্

৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতিদান

১০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন : সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়, তবে হ্যাঁ, সে যদি তাঁকে ক্রীতদাস অবস্থায় পায় এবং সে তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেয়, তবেই প্রতিদান হতে পারে। -স্বহীহ্

১১. সাঈদ ইবনু আবু বুরদা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, ইবনু ওমার (রা.) একদা জনৈক ইয়েমিনী যুবককে স্বীয় মা'কে পৃষ্ঠে নিয়া তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে তখন নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করছিল : “আমি তাঁর অনুগত উষ্ট্রের মত। যদি তাঁর রেকাব (পা-দানী) দ্বারা আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই, তবুও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করে যাই।”

তারপর সে বলিল : আমি কি আমার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন : না তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয়নি! অতঃপর ইবনু ওমার (রা.) তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে-ইব্রাহীমে পৌঁছে দুই রক'আত স্বলাত আদায় করলেন এবং বললেন : হে আবু মূসার পুত্র! প্রত্যেক দুই রক'আত স্বলাত পূর্ববর্তী পাপের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। -স্বহীহ্

১২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মারওয়ান তাঁকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি তখন যুল-হুলাইফা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করতেন এবং তাঁর মাতা ভিন্ন আর একটি ঘরে বাস করতেন। যখন তিনি ঘর হতে বের হতেন, তখন তাঁর মাতার দরজার দিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন : “আস্সালামু আলাইকি ইয়া উম্মাতাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্”-আপনার “প্রতি শান্তি, রহমত ও বারাকাত বর্ষিত হউক হে আম্মাজান! প্রত্যুত্তরে তাঁর মাতা বলতেন : ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যাই ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্- তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বারাকাত বর্ষিত হউক হে বৎস!

অতঃপর আবু হুরাইরাহ্ (রা.) আবার বলতেন “আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন যেভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমার প্রতিপালন করেছিলেন।” প্রত্যুত্তরে আবার মা বলতেন : “আল্লাহ্

তোমার প্রতি দয়া করুন- যেরূপ বার্ষিক্যে আমার প্রতি তুমি সদ্যবহার করেছ।” অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি অনুরূপ সালাম-সম্ভাষণ করতেন। -যঈফ

১৩. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়'আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, অথচ ঘরে তার পিতামাতা তখন ক্রন্দনরত ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন : তুমি তোমার পিতামাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে যেমন কাঁদিয়েছ, তেমনি তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দাও! -স্বহীহ

১৪. আবু হাযিম বর্ণনা করেন, উম্মু হানী বিনতে আবু তালিবের আযাদকৃত গোলাম আবু মুরার তাঁকে বলেছেন যে, একদা তিনি আকীকে অবস্থিত তাঁর জমিতে উপনীত হলেন, তখন উচ্ছ্বরে বলে উঠলেন : আলাইকিস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। প্রত্যুত্তরে তাঁর মাতা বললেনঃ ওয়া-আলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবু হুরাইরাহ (রা.) বললেন : প্রত্যুত্তরে তাঁর মাতা বললেনঃ রহিমাকিল্লাহি কামা রব্বাইতিনী সগীরা। প্রত্যুত্তরে তাঁর মাতা বললেনঃ ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া আংতা জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া-রদ্বিয়া 'আংকা কামা বাররতানী কাবীরা-“আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন বৎস এবং তোমার প্রতি তিনি সম্ভ্রষ্ট হউন যেভাবে আমার বার্ষিক্যে তুমি আমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করেছ।”

আবু হাযিমের কাছে ও হাদিসখানা বর্ণনাকারী রাবী মুসা বলেন : আবু হুরাইরাহ'র আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু আমর। -হাসান

৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতা

১৫. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকার (রা.) তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন : একদা রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন : আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবগত করব? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। স্বহাবাগণ বললেন অবশ্যই ইয়া রসূলুল্লাহ (দ.)।

রসূলুল্লাহ (দ.) তখন বললেন : আল্লাহ'র সাথে শরীক (আল্লাহ'র অধিকারে ভাগ বসানো) সাব্যস্ত করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা- এ কথা বলে তিনি হেলান দেয়া অবস্থা হতে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, “এবং মিথ্যা বলা” তিনি এ কথাটি বার-বার বলছিলেন। তখন আমি মনে-মনে বলছিলাম হায়। যদি নাবী (দ.) এবার ক্ষান্ত হতেন। -স্বহীহ

১৬. মুগীরা ইবনু শু'বারা সচিব (কাতিব) ওয়াররাদ বলেন : একদা মু'আভিয়া (রা.) মুগীরাকে পত্র লিখলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর পবিত্র মুখে তুমি যা (হাদীস) শুনেছ, তা আমাকে লিখে জানাও। ওয়াররাদ বলেন : তখন মুগীরা আমার দ্বারাই লিখলেন এবং আমি স্বহস্তে লিখলাম : আমি তাঁকে বেশী আবদার করতে, সম্পদের অপচয় করতে এবং অনাবশ্যক বিতর্কে লিপ্ত হতে বারণ করতে শুনেছি। -স্বহীহ্

৮. অনুচ্ছেদ : যে পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহও তাকে অভিশাপ দেন

১৭. আবু তুফাইল বলেন, আলী (রা.) কে একথা প্রশ্ন করা হল যে, রসূলুল্লাহ (দ.) কি এমন কোন ব্যাপার বিশেষভাবে আপনাকে বলেছেন, যা সাধারণভাবে সবাইকে তিনি বলেননি? জবাবে আলী (রা.) বললেন : অন্য কাউকেও বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা তো রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে বিশেষভাবে বলেননি; অবশ্য আমার তরবারীর কোষ মধ্যে রক্ষিত এ ব্যাপারটি ছাড়া। একথা বলেই তিনি (তাঁর কোষ মধ্যে রক্ষিত) একখানা লেখা বের করলেন। তাতে লেখা ছিল : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পণ্ড জবাই করে, তার প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা-চিহ্ন চুরি করে, তার প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ যে ব্যক্তি তার পিতামাতার প্রতি অভিসম্পাত করে, তার প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ। যে ব্যক্তি দ্বীনে কোন নয়া আবিষ্কারের (বিদ্'আতের) প্রশ্রয় দেয়, তার প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ।” -স্বহীহ্

৯. অনুচ্ছেদ : পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য

১৮. আব্দ দারদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে নয়টি ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। তা হল : (১) আল্লাহ'র সাথে অপর কাউকেও শরীক (আল্লাহ'র অধিকারে ভাগ বসানো) সাব্যস্ত করো না-যদিও বা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়, (২) কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফারয স্বলাত তরক করবে না যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফারয স্বলাত তরক করবে, তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্বই আর অবশিষ্ট রইল না, (৩) কখনো মদ্যপান করবে না; কেননা, তা হচ্ছে সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি (৪) তোমার পিতামাতার আনুগত্য করবে। তাঁরা যদি তোমাকে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস ছাড়তেও আদেশ করে, তবে তাও করবে, (৫) শাসকদের সাথে বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইও না, যদিও দেখ যে, তুমিই তুমি, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনও পলায়ন করবে না-যদিও বা তুমি ধ্বংসে নিঃপতিত হও অথচ তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে, (৭)

তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করবে, (৮) তোমার পরিবারের উপর লাঠি উঠাবে না এবং (৯) আল্লাহ'র ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ ভীতির উপদেশ প্রদান করিবে)। **-হাসান লি-গইরিহী**

১৯. আবদুল্লাহ ইবন ওমার (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করল : আমি হিজরতের জন্য আপনার নিকট বায়'আত (অঙ্গীকারাবদ্ধ) হতে এসেছি, অথচ আসার সময় আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত রেখে এসেছি। তিনি বললেন : তুমি তাঁদের কাছে ফিরে যাও এবং যেভাবে তাঁদেরকে কাঁদিয়েছ, সেভাবে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দাও। **-স্বহীহ**

২০. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিহাদে যাত্রার উদ্দেশ্যে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। নাবী (দ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেনঃ জী হ্যাঁ। বললেন : যাও, তাঁদের (সেবা-যত্নের) জিহাদে গিয়ে প্রবৃত্ত হও। **-স্বহীহ**

১০. অনুচ্ছেদ : পিতামাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পর যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করে না

২১. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : তার নাক ধূলি-ধূসরিত হোক! তার নাক ধূলি-ধূসরিত হোক! !! তার নাক ধূলি-ধূসরিত হোক! !!! স্বহাবাগণ আরয করলেন : কার নাক ইয়া রসূলুল্লাহ ! বললেন : যে ব্যক্তি তার পিতামাতা দুই জনকে বা তাঁদের কোন একজনকে তাঁদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, অথচ সে জাহান্নামে গেল। (অর্থাৎ তাঁদের সেবা-যত্নে ক্রটির কারণে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবার উপযুক্ত বিবেচিত হল না।)। **-স্বহীহ**

১১. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার সাথে সদ্যবহারে আয়ু বৃদ্ধি

২২. সাহল ইবনু মু'আয তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করল, তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তা'আলা তার আয়ু বৃদ্ধি করেন। **-যঈফ**

১২. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে নাই

২৩. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “যদি পিতামাতা দুইজন বা তাঁদের কোন একজন তোমার সামনে বৃদ্ধাবস্থা উপনীত হন, তবে তুমি তাঁদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উফ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলো না বরং নম্রভাবে কথা বলবে এবং দু'আ করবে : রব ! তাদের উভয়কে আপনি কৃপা করুন- যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।” [সূরাহ বানী ইসরাঈল (১৭), ২৪] নির্দেশ সূরাহ বার'আতের “অংশীবাদী (মুশরিক)-দের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করা নাবী এবং ঈমানদারদের জন্য মোটেই শোভনীয় নহে-যদিও তা তারা হয় তাদের নিকটাত্মীয়, যখন তাদের কাছে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামী।” [সূরাহ তাওবাহ (৯), ১১৩] এই আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। -হাসান

১৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে সদ্যবহার

২৪. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন : আমাকে উপলক্ষ্য করে কুরআন মাজীদে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (প্রথমত) আমার মাতা শপথ করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (দ.) এর সঙ্গ ত্যাগ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “তারা (পিতামাতা) যদি আমার সাথে অংশী সাব্যস্ত (শিরক) করতে তোমাকে চাপ দেয়-যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই-তবে তুমি (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করবে না, তবে, পার্থিব ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে সৌজন্য রক্ষা করে চলবে।” [সূরাহ লুকমান (৩১), ১৫] (দ্বিতীয়ত) একদা (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভারের) একখানা তরবারী আমি পাই। ওটা আমার বড় পছন্দ হয়। আমি বললাম : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে তা দান করুন। তখন নাযিল হল : “লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে প্রশ্ন করে।”

(তৃতীয়ত) একদা আমি রোগগ্রস্ত হই। রসূলুল্লাহ (দ.) রোগশয্যায় আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আমার সম্পদ বন্টন করে দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে অসিয়ত করব ? তিনি বললেন, ‘না’। আমি বললাম : তা হলে এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে ? তখন তিনি নিরন্তর রইলেন এবং তাই শেষ পর্যন্ত বৈধ হয় (অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তার উল্টরাধিকারীদেরকে প্রদানের পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যয় করবার অসিয়ত করে যেতে পারে। ততোধিক পরিমাণের অসিয়ত করলেও তা কার্যকরী করা সিদ্ধ নয়)।

(চতুর্থত) একদা আমি কতিপয় আনসারী স্বহাবীর সাথে একত্রে মদ্যপান করি। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি (মাতাল অবস্থায়) উটের নিচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুড়ে মারে। তখন আমি নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হই এবং আল্লাহ তা'আলার মদ্যপান অবৈধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন। -স্বহীহ্

২৫. আসমা বিনতু আবু বাকার (রা.) বলেন : আমার মাতা নাবী (দ.) এর যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি নাবী (দ.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি কি তার সাথে নিকটাত্মীয়ের মত ব্যবহার করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

ইবনু উয়াইনা (রা.) বলেন : এই উপলক্ষেই নাযিল হয় : “যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি, তাদের সাথে সদ্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে বারণ করেন না।” [সূরাহ মুমতাহিনা (৬০), ৮] -স্বহীহ্

২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, একদা ওমার (রা.) একটি কারুকার্যখচিত বহুমূল্য পিরহান বিক্রি হতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (দ.) তা আপনি ক্রয় করে নিন। জুমু'আর দিন ও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সাথে সাক্ষাতকালে তা আপনি পরিধান করবেন। তিনি বললেন : কেবল সেই সব লোকই পরবে, যাদের পরকাল বলতে কিছু নেই। অতঃপর পরবর্তীকালে অনুরূপ কিছু সংখ্যক কারুকার্য খচিত পিরহান নাবী (দ.) এর দরবারে এলো তিনি তার একটি ওমারের কাছে পাঠিয়ে দিলে। ওমার (রা.) তখন (নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে) আরজ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! কেমন করে আমি তা পরিধান করব? আপনি তো তা পরিধান সম্পর্কে যা বলেছেন? রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন : আমি তা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং এই জন্য পাঠিয়েছি যে, তা তুমি বিক্রি করে দিবে অথবা কাউকেও পরতে দিবে। একথা শুনে ওমার (রা.) তা তাঁর জনৈক মাক্কাহবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন-যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। -স্বহীহ্

১৪. অনুচ্ছেদ : পিতামাতেকে গালিগালাজ করবে না

২৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : একটি অন্যতম কবীরা গুনাহ হল পিতামাকে গালি দেয়া। স্বাহাবীগণ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন : নিজের পিতামাতাকে কোন ব্যক্তি কেমন করে গালি দিতে পারে? বললেন : সে অন্যের পিতামাতাকে গালি দিবে,

প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দিবে। (তাই তো প্রকারান্তরে তার নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া।) -স্বহীহ্

২৮. ওরওয়া ইবনু আয়ায বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আ'স (রা.) কে বলতে শুনেছেন যে, পিতাকে গালি গুনানো হচ্ছে আল্লাহ'র নিকট অন্যতম কবীরা গুনাহ। -হাসান

১৫. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি

২৯. আবু বাক্রহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : পিতামাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তা ছেদনের মত শীঘ্রই (অর্থাৎ জীবদ্দশায়) শাস্তিযোগ্য পাপ আর কিছুই নাই। পরকালের নির্ধারিত শাস্তিতো আছেই। -স্বহীহ্

৩০. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান এবং চুরি সম্পর্কে কি বল? স্বহাবাগণ বললেন, আল্লাহ'র এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। বললেন : এগুলো হচ্ছে জঘন্য পাপাচার এবং এগুলোর জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। আরো বললেন : “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হচ্ছে আল্লাহ'র সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা।” তিনি হেলান দিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং দৃঢ়তার সাথে বললেন। -যঈফ

১৬. অনুচ্ছেদ : পিতামাতাকে কাঁদানো

৩১. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন : পিতামাতাকে কাঁদানো এবং তাঁদের অবাধ্যতাও কবীরা গোনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। -স্বহীহ্

১৭. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার দু'আ

৩২. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : তিনটি দু'আ এমন, যা আল্লাহ'র দরবারে কবুল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই : ১. মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ, ২. মুসাফিরের দু'আ, ৩. সন্তানের প্রতি পিতামাতার অভিশাপ। -হাসান লি-গইরিহী

৩৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, ইসা ইবনু মারইয়াম (আ.) এবং জুরায়জওয়ালা ছাড়া আর কোন মানব-সন্তানই ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মাতৃকোলে কথা বলে নাই। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞেস করা হল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! জুরায়জওয়ালা আবা কি? বললেন : জুরায়জ ছিলেন একজন আশ্রমবাসী সংসার ত্যাগী দরবেশ। তাঁর আশ্রম-প্রান্তেই এক রাখাল বাস করত। গ্রামবাসিনী এক মহিলা সেই রাখালের কাছে আসা-যাওয়া করত। একদা জুরায়জের মাতা তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে ‘জুরায়জ, জুরায়জ!!’ বলে ডাকতে লাগলেন। তিনি তখন তপস্যারত অবস্থায়ই ভাবলেন, এক দিকে জননী, অপর দিকে তপস্যা, এখন কি করা যায়! তিনি ভাবলেন, তপস্যাকে জননীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তখন দ্বিতীয়বারের মত তাঁর মা হাঁক দিলেন- ‘জুরায়জ, জুরায়জ!!’ জুরায়জ তপস্যারত অবস্থায়ই ভাবলেন, এক দিকে মাতা অপর দিকে তপস্যা! মায়ের উপর তপস্যাকে প্রাধান্য দানকেই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করলেন। তৃতীয়বার মা হাঁক দিলেন জুরায়জ, জুরায়জ!!’ এবারও সাধু তপস্যাকে মায়ের উপরে প্রাধান্য দান শ্রেয় বিবেচনা করলেন। জুরায়জ উত্তর দিলেন না। তখন রুষ্ট মা তাকে অভিশাপ দিলেন- “পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ্ তোর মৃত্যু না ঘটান।” অতঃপর তাঁর মাতা প্রস্থান করলেন। ঘটনাক্রমে সদ্যভূমিষ্ঠ একটি অবোধ শিশুসন্তানসহ সেই মহিলাটিকে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন- “কার ঔরসে এ শিশুটির জন্ম?” সে বলল : জুরায়জের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন : আশ্রমবাসী সেই জুরায়জ? মহিলাটি বলল- ‘জী হ্যাঁ’। রাজা তখন তাঁর লোকজনকে নির্দেশ দিলেন আশ্রমটিকে চুড়মার করে দিয়া ঐ ভণ্ড তপসকে আমার দরবারে হাযির কর। তারা কুঠারাঘাতে সাধুর আশ্রমটিকে চুড়মার করে দিল এবং তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় তাঁকে নিয়ে রাজদরবারের দিকে যাত্রা করল। সম্মুখে পতিতা নারীরা পড়ল। সাধু পতিতা নারীদেরকে দেখলেন এবং মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখল। রাজা সাধুকে লক্ষ্য করে বললেনঃ (সাধুপ্রবর।) সে কি ধারণা করে জানেন? সাধু বললেনঃ কি কি ধারণা করে? রাজা বললেনঃ তার ধারণা, ঐ শিশু সন্তানটি আপনার ঔরশজাত। সাধু তখন পতিতাকে লক্ষ্য করে বললেন- “সত্য সত্যই কি তোমার ধারণা এই?” সে বলল ‘হ্যাঁ’। সাধু বললেনঃ কোথায় সেই সন্তানটি? তারা বলিল, ঐ যে তার মায়ের কোলে। সাধু তখন তার সম্মুখে গেলেন এবং শিশুটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কি হে! তোমার পিতা কে? তৎক্ষণাৎ শিশুটি বলিয়া উঠল : আমার পিতা গরু রাখাল।

এবার (লজ্জিত ও অনুতপ্ত) রাজা বললেন, সাধু প্রবর! আমরা কি স্বর্ণের দ্বারা তা (আপনার আশ্রম) বানিয়ে দিব? সাধু বললেন, জ্বী না। রাজা পুনর্বার বললেন, তবে কি রৌপ্যের দ্বারা বানিয়ে দিব? সাধু বললেনঃ তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন : তবে

আপনার মুচকি হাসার কারণ কি ? সাধু বললেনঃ মুচকি হাসার পিছনে একটি ব্যাপার আছে-যা আমার জানা ছিল আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি পূর্বের সকল ঘটনা তাহাদিগকে অবহিত করলেন। -স্বহীহ্

১৮. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান

৩৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, আমার পরিচিত এমন কোন ইয়াহুদি বা খৃষ্টানও নাই--যে আমাকে ভাল না বাসে। আমি কামনা করিতাম যে, আমার মা যেন ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হতেন না। একদা আমি তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আবেদন করলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হলেন না। তখন আমি নবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর জন্য দু'আ করতে বললাম। তারপর আবার তাঁর সমীপে গেলাম। তখন তিনি দরজা বন্ধ অবস্থায় ঘরে ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবু হুরাইরাহ্ ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি তাহা নাবী (দ.) কে অবগত করলাম এবং বললাম যে, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি বললেনঃ প্রভু! তোমার বান্দা আবু হুরাইরাহ্ এবং তাঁর মাতা--তাহাদের উভয়কেই সর্বজনপ্রিয় করে দাও! -হাসান

১৯. অনুচ্ছেদ : পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি সদ্যবহার

৩৫. আবু উসায়দ (রা.) বলেন, আমরা নাবী (দ.) এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি কোনরূপ সদ্যবহার করার অবকাশ আছে কি? বললেন : হ্যাঁ, চারটি কাজ (১) তাঁদের জন্য দু'আ করা। (২) তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা (৩) তাঁদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা ও (৪) তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্যবহার করা। -যঈফ

৩৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তি বলে, “প্রভু! এ কি ব্যাপার?” তখন তাহাকে বলা হয়--“তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করেছে।” -হাসান

৩৭. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (র.) বলেন : একদা রাত্রিতে আমি আবু হুরাইরাহ্ (রা.) এর গৃহে

ছিলাম। এমন সময় তিনি (দু'আচ্ছলে) বললেনঃ প্রভু, আবু হুরাইরাহ্কে আমার মাতাকে এবং তাহাদের দুইজনের জন্য যে ব্যক্তি মাগফিরাত প্রার্থনা করিল, সবাইকে তুমি মার্জনা কর ! মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (র) বলেন : আমরা তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি যাহাতে আমরাও তাঁর দু'আর অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। -স্বহীহ্

৩৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আ'মাল বন্ধ হইয়া যায়; তবে তিনটি আ'মালের ফল বাকী থাকে- ১. সাকাকায়ে জারিয়া, ২. ইল্ম যাদ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয় এবং ৩. সুসন্তান-যে তার জন্য দু'আ করে। -স্বহীহ্

৩৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ তিনি কোনরূপ অসিয়ত করে যান নাই। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তাহাতে তাঁর ফায়দা হবে কি? রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন : হ্যাঁ। -স্বহীহ্

২০. অনুচ্ছেদ : পিতা যাহাদের প্রতি সদ্যবহার করতেন তাহাদের প্রতি সদ্যবহার

৪০. আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক বেদুইনের সাথে সফরে তাঁর সাক্ষাৎ। সেই বেদুইনের পিতা তাঁর পিতা ওমারের বন্ধু ছিলেন। তখন বেদুইনটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! অতঃপর তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে প্রদান করলেন এবং তার নিজ পাগড়ী মাথা হতে খুলে তাকে প্রদান করলেন, তখন তার জনৈক সঙ্গী বললেন, তাকে দু'টি দিরহাম দিলেই কি যথেষ্ট হত না? তখন তিনি বললেনঃ নাবী (দ.) বলেছেন : পিতার বন্ধুত্বকে অটুট রাখ, তাকে ছিন্ন করিও না, নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার (ঈমানের) আলো নির্বাপিত করে দিবেন। -যঈফ

৪১. আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত, আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : সর্বোত্তম সদ্যবহার হল পিতার বন্ধুর প্রতি সদ্যবহার। -স্বহীহ্

২১. অনুচ্ছেদ : তাঁর বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নিভে যাবে

৪২. সা'দ ইবনু উব্বাদ যুরকী (র) বলেন, তাঁর পিতা বলিয়াছেন : আমি মাদীনার মাসজিদে উসমানের পুত্র আমরের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রা.) তাঁর

ভাতিজার কাঁধে ভর করে আমাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করলেন। তিনি মাজলিস অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন এমন সময় ফিরে তাকালেন এবং আবার সেখানে ফিরে এলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমার ইবনু উসমান! কি ব্যাপার? দুই তিনবার তিনি একথা বললেন। তারপর বললেনঃ কসম সেই সত্তার যিনি মুহাম্মাদ (দ.) কে সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কিতাবে (তাওরাতে) দুই দুইবার বলা হয়েছে : তোমার পিতা যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করতেন, তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিন্লে করো না; নতুবা তোমার ঈমানের আলো নিভে যাবে। -যঈফ

২২. অনুচ্ছেদ : ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে

৪৩. আবু বাক্র ইবনু হাযম (র.) বলেন, নাবী (দ)-এর জনৈক স্বহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন : ভালবাসা উত্তরাধিকারসূত্রে আসে। (অর্থাৎ ভালবাসা ও আন্তরিকতা এমনি কেটি গুণ-যা উর্ধ্বতন বংশধরদের নিকট হতে অধঃস্তন বংশধররা পুরুষানুক্রমে লাভ করে থাকে)। -যঈফ

২৩. অনুচ্ছেদ : পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য

৪৪. হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা বা অন্য কারো প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা আবু হুরাইরাহ্ (রা.) দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন : উনি তোমার কে হন ? সে ব্যক্তি বলল : ইনি আমার পিতা হন। তখন আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বললেনঃ (সাবধান!) তাঁকে নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে না এবং তাঁর পূর্বে কোথাও বসবে না। -স্বহীহ্

২৪. অনুচ্ছেদ : পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?

৪৫. শাহর ইবনু হাওশাব বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমারের সাথে সফরে বের হলাম। তখন (তার পুত্র) সালিম বলয়া উঠলেন : আবদুর রহমানের পিতা ! স্বলাত! (অর্থাৎ স্বলাতের সময় হয়েছে।) -যঈফ

৪৬. আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, আমার একাধিক সাথী ওয়াক্কী, সুফিয়ান ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু দিনার হতে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার রা. কখনো-কখনো বলেছেন, হাফসার

পিতা ওমার রা. এভাবে বিচার ফায়সাল করেছেন। -স্বহীহ্

২৫. অনুচ্ছেদ : ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্যবহার

৪৭. কুলায়ব ইবনু মুনফায়া বলেন, আমার দাদা বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে? বললেন : তোমার মাতাপিতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদসঙ্গে তোমার সেই গোলাম- যে তাহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এই সব হচ্ছে ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। -যঈফ

৪৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, যখন আয়াত নাযিল হল : “নিকটাত্মীয়দিগকে সতর্ক কর।” [সূরাহ্ শুয়ারা (২৬), ২১৪] তখন নাবী (দ.) হাঁক দিলেন : হে বনি কা'ব ইবনু লুই! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর! হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর! হে হাশিম বংশীয়রা! নিজেদিগকে আগুন হতে রক্ষা কর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদিগকে আগুন হতে রক্ষা কর! হে মুহাম্মাদ- তনয়া ফাতিমাহ্ ! নিজেদিগকে আগুন হতে রক্ষা কর! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহ্'র কোপানল হতে রক্ষা করতে পারব না। ঐদিন আমার করার কিছুই থাকবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা। আমি আমার রক্তের হক আদায় করব। -স্বহীহ্

২৬. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ

৪৯. আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) বলেন, জনৈক বেদুইন নাবী (দ.) এর এক ভ্রমণকালে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন (ইয়া রসূলুল্লাহ্!), যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হতে দূরবর্তী করবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন! তিনি বললেন, আল্লাহ্'র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ঘনিষ্ঠ আচরণ করবে। -স্বহীহ্

৫০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করে সম্পন্ন করলেন, তখন ‘রহম’ উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন : কি চাও হে ? সে নিবেদন করিল : আমাকে ছিন্নকারী হতে তোমার শরণ কামনা করছি প্রভূ! বললেন : তুমি কি তাতে সম্মত নও যে, যে তোমাকে যুক্ত রাখিবে, আমি

তাকে যুক্ত রাখিব আর যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করব? রহম বলল : জ্বী হ্যাঁ, প্রভু! বললেন : ইহা তো তোমারই জন্য। অতঃপর আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বললেনঃ ইচ্ছা হলে পড়তে পার :

“তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধনসমূহকে ছিন্ন করবে?” -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ২২ -স্বহীহ্

৫১. আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) (কুরআন মাজীদেব আয়াত শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বললেন) যদি কারো হাতে অর্থ সম্পদ বলতে কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা শুরুতেই তার সবচাইতে জরুরী কর্তব্য বলে দিলেন-“নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের হক প্রদান কর এবং দুঃস্থ-দরিদ্র ও পথিকজনকেও!” [সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭), ২৬] তারপর যদি তার কাছে কিছু একান্তই না থাকে, তবে কি করবে, তা শিক্ষা দিলেন। (এই বলে) “যদি তুমি তোমার প্রভুর রহমতের আশায় থাক-যা তোমার আকাঙ্ক্ষিত (অর্থাৎ বর্তমানে হাতে কিছু নাই-যার কারণে যাক্ষকারীর যাক্ষা পূরণ করতে পারছ না) “তা হলে তাকে কোমল বাক্য বলে দাও।” [সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭), ২৮] অর্থাৎ উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও! যেন কা নিশ্চিত এবং আল্লাহ্ চাহেত শীঘ্রই হয়ে যাবে। “এবং নিজের হাতকে ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রেখো না (অর্থাৎ দানে একেবারেই বিরত থেকো না)। “আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করেও দিও না (অর্থাৎ যা আছে সবই দান করে বসো না) তা হলে তোমরা তিরস্কৃত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। -সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭), ২৯ -স্বহীহ্

২৭. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত

৫২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ ও সদ্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার প্রতি পরসূলভ আচরণ ও অসদ্যবহার করে। তারা আমার সাথে গোয়ারতুমি করে। আমি সহ্য করে যাই। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন : যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাঁই পুরে দিচ্ছো! তোমার কারণে তাদের দূর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্'র পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী তাদের মোকাবেলায় তোমার সাথে থাকবেন। -স্বহীহ্

৫৩. আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা.) বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছেন যে,

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমি রহমকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম (রহমান) হতে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে যুক্ত করবে, আমি তাকে আমার সাথে যুক্ত করব এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমার থেকে ছিন্ন করব। -স্বহীহ্

৫৪. আবু আম্বাসা বলেন, আমি একদা আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) এর তায়েফস্থ খামারবাড়ী 'ওহ্ত'-এ গেলাম। তখন তিনি বললেনঃ একদা নাবী (দ.) তাঁর পবিত্র অঙ্গুলিসমূহকে মিলিত করলেন এবং বললেনঃ রহম হচ্ছে রহমানেই অংশ বিশেষ; যে তাকে যুক্ত করবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত করবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন। ক্রিয়ামাতের দিন তা প্রাঞ্জলভাষী রসনার অধিকারী হবে। -স্বহীহ্

৫৫. আইশাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : রহম আল্লাহ তা'আলারই শাখা বিশেষ, যে তাকে যুক্ত রাখবে আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন। -স্বহীহ্

২৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়

৫৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যে চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করে। -স্বহীহ্

৫৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি : যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করে। -স্বহীহ্

২৯. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন

৫৮. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে জুড়ে রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁর পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসেন। -হাসান

৫৯. ইবনু ওমার (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন জুড়িয়া রাখে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হয়, তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাঁকে ভালবাসেন। -হাসান

৩০. অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠতর জনের সাথে ঘনিষ্ঠতর আচরণ

৬০. মিকদাম ইবনু মা'দী কারাব (রা.) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন, তারপর তোমাদেরকে তোমাদের মা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন, তারপর তোমাদের বাবা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। তারপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠজন সম্পর্কে। -স্বহীহ

৬১. উসমানের গোলাম আবু আইয়ুব সুলাইমান বলেন, একদা আবু হুরাইরাহ (রা.) বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে এলেন এবং বললেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীকে আমি ভালবাসি না। এমন কেহ থাকলে সে যেন এখান থেকে চলে যায়। তখন কেউ মাজলিস হতে সরল না। তিনি তিনবার একথা বললেন। (একথা শোনার পর) জনৈক যুবক তার ফুফুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল- যে ফুফুর সাথে দুই বৎসরের অধিক কাল সে সম্পর্ক ছিল করে রেখেছিল। তার ফুফু তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি হঠাৎ কি মনে করে? যুবকটি বললঃ আমি আবু হুরাইরাহ (রা.) কে এরূপ বলতে শুনলাম। তখন সে বলল, আচ্ছা, পুনরায় আবু হুরাইরাহ'র কাছে যাও এবং জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি বললেন? জবাবে তিনি বললেনঃ আমি নাবী (দ.) বলতে শুনেছিঃ আদম সন্তানের আ'মালসমূহ আল্লাহ'র সমীপে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে পেশ করা হয়, তখন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারী ব্যক্তির আ'মাল গৃহীত হয় না। -স্বহীহ

৬২. ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যা তার নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্য পুণ্য প্রাপ্তির আশায় ব্যয় করে, তার প্রত্যেকটির জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিদান (সোওয়াব) দিবেন। তার পোষ্যদের ব্যয় হতে সে আরম্ভ করে এবং তারপর অবশিষ্ট থাকলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে প্রদান করে, তাদের অবশিষ্ট থাকলে তার পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে, তারপর অবশিষ্ট থাকলে দানের হাত আরো সম্প্রসারিত করে। -যঈফ

৩১. অনুচ্ছেদ : যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ'র রহমত বর্ষিত হয় না

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রা.) নাবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন, যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা-

ছেদনকারী কোন ব্যক্তি থাকে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় না। -যঈফ

৩২. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ

৬৪. জুবায়র ইবনু মুতঈম (রা.) বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তা ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -স্বহীহ

৬৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : ‘রহম’ (রক্তের বাঁধন) ‘রহমানের’ অংশ-বিশেষ। সে বলবে- “হে প্রভু পরোয়ারদিগার ! আমি মাযলুম, আমি ছিন্নকৃত! প্রভু ! আমি আমি...” তখন আল্লাহ তা’আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করব এবং যে তোমাকে যুক্ত করবে, আমি তাকে যুক্ত করব? -হাসান লি-গইরিহী

৬৬. সাঈদ ইবনু সাম’আন (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরাইরাহ (রা.) কে বালকদের এবং নিবোধদের নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব হতে শরণ প্রার্থনা করতে শুনেছি। রাবী সাঈদ ইবনু সাম’আন (রা.) বলেন, ইবনু হাসানা জুহানী তাঁকে বলেছেন, তিনি আবু হুরাইরাহ (রা.) কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, উহার নিদর্শন কি? জবাবে তিনি বললেনঃ (উহার নিদর্শন হল) আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হবে। -স্বহীহ

৩৩. অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্থিব জগতে

৬৭, আবু বাকরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : আত্মীয়তা ছেদন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিত শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নাই। পরকালে তার জন্য সে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হবে, তা তো আছেই। -স্বহীহ

৩৪. অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে

৬৮. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) রিওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : প্রতিদানে আত্মীয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণকারী প্রকৃত আত্মীয়তা যুক্তকারী নয়; বরং আত্মীয়তা যুক্তকারী হচ্ছে এ ব্যক্তি, যাকে ছিন্ন করে দিলেও দূরে ঠেলে দিলেও সে আত্মীয়তা রক্ষা করে (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ

আচরণ করে)। -স্বহীহ্

৩৫. অনুচ্ছেদ : যালিম আত্মীয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত

৬৯. বারা (ইবনু আযিব (রা.) বলেন, একদা জনৈক বেদুইন নাবী (দ.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র নাবী ! আমাকে এমন একটি আ'মাল শিক্ষা দিন-যাহা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। বললেন : তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হয়ে থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মত প্রশ্নই তুমি করেছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর ! সে ব্যক্তি বলল : দুইটা একই বস্তু নহে কি ? বললেন : না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তা না পার, তবে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে সদ্বাক্য বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখবে। -স্বহীহ্

৩৬. অনুচ্ছেদ : ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্যবহারের ফল

৭০. উরওয়া ইবনু যুযায়র (রা.) বলেন, হাকি ইবনু হিয়াম (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি নাবী (দ.) কে প্রশ্ন করলেন : (ইয়া রসূলুল্লাহ্‌!) জাহিলিয়াতের যুগে আমি যে পুণ্যজ্ঞানে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার করেছি, গোলাম আযাদ করেছি এবং দান খয়রাত করেছি, তার কোন প্রতিদান কি আমি পাবে ? রসূলুল্লাহ্‌ (দ) বললেন : (না পাইবে কেন?) তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহের কারণেইতো তুমি মুসলিম হতে পেরেছ! -স্বহীহ্

৩৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিক আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার ও উপহার দেয়া

৭১. আবদুল্লাহ্‌ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা ওমার (রা.) একটি বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা দেখতে পেয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) কে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আপনি উহা খরিদ করে নিন! জুমু'আর দিন এবং বাহিরের প্রতিনিধি দল এলে তাদের সাথে সাক্ষাৎকালে যাদের পরকাল বলতে কিছু নাই।" অতঃপর (পরবর্তী কোন এক সময়) অনুরূপ কিছু বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা নাবী (দ) এর খিদমাতে উপটৌকন স্বরূপ এলো। তিনি তার একটা ওমারের কাছে উপহার দিলেন এবং বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ ! আপনি উহা আমার কাছে (দ.)

পাঠালেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যা যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন : তুমি পরিধান করার জন্য আমি তোমাকে তা উপহার দেই নাই, বরং এই জন্য দিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা কাউকেও (তোমার পক্ষ হতে উপহার স্বরূপ) পরিয়ে দিবে। ওমার (রা.) তাঁর এক বৈপিত্রের মুশরিক ভাইকে উহা উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। -স্বহীহ্

৩৮. অনুচ্ছেদ : আত্মীয় স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জেনে রাখা

৭২. জুবায়র ইবনু মুতঈম (রা.) বলেন, তিনি ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে মিসরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন : তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জেনে রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ কর। আল্লাহ'র কসম, অনেক সময় কোন ব্যক্তি ও তাঁর (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটে যায় ; যদি সে জানতে পারত যে, তার এবং তার মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তবে তা তাকে তার ভাইকে অপদস্থ করা হতে নিবৃত্ত করত। -হাসান

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, বংশপঞ্জিকা জেনে রাখ (এক তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ কর; কেননা, দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অনুপস্থিতিতে দূর হয়ে যায়। রক্তের বন্ধন ক্রিয়ামাতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি যে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। -স্বহীহ্

৩৯. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে?

৭৪. আবদুর রহমান ইবনু আবু হাবীব (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) আযাতে জিজ্ঞেস করলেন : ওহে! তুমি কোন বংশের লোক? ইবনু- তৈয়ম তামীম গোত্রের ? ইবনু ওমার- সেই বংশেই তোমার জন্ম, না তুমি সেই বংশের আযাদকৃত? আমি-তাঁদের আযাদকৃত।

আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বললেন : তা হলে (প্রথমেই) বল নাই কেন যে, তুমি তাহাদের আযাদকৃত? -যঈফ

৪০. অনুচ্ছেদ : কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত

৭৫. রিফা'আ ইবনু রাফি' (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ (দ.) একদা ওমার (রা.) কে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আমার সামনে হাযির কর! ওমার (রা.) তাদিগকে সমবেত করলেন। যখন তারা নাবী (দ.) এর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হল, তখন ওমার নাবী (দ.) এর সামনে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন : “আমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আপনার সম্মুখে সমবেত করেছি।” আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন তা শুনতে পেয়ে ধারণা করলেন যে নিশ্চয়ই কুরায়শগণের সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছে। তাদেরকে কি বলা হয় তা শুনার জন্য দর্শক এসে ভীড় করলেন। তখন নাবী (দ.) বের হয়ে এলেন এবং তাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : তোমাদের (এই সমাবেশের) মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য কেহ আছে কি? জবাবে তাঁরা বললেনঃ জ্বী হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুগোত্রের লোকজন, আমাদের ভাগ্নেয়রা এবং আমাদের আযাদকৃতরাও আমাদের মধ্যে রয়েছে। তখন নাবী (দ.) বললেন : আমাদের বন্ধু গোত্রের লোকজন আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের ভাগ্নেয়রা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের আযাদকৃতরা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা (মনোযোগ সহকারে) শুন তোমাদের মধ্যকার আল্লাহ ভীরু (মুত্তাকী) ব্যক্তিগণই কেবল আমার বন্ধু; তোমরা যদি তাই হও, তবে তো বেশ, নতুবা জেনে রাখ, ক্রিয়ামাদের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাদের সৎকর্মসমূহ নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে তোমাদের (পাপাচারসমূহের) বোঝাসমূহ নিয়ে এবং তাই তোমাদের পক্ষ হতে পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে লোকসকল ! এবং তখন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় তিনি কুরায়শদের মাথার উপর রাখলেন-“লোকসকল ! কুরায়শগণ হচ্ছে আমানতওয়ালা ; যে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে-রাবী যুহায়র বলেন, আমার মনে হয় তিনি যেন বলেছেন- সে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় করে ফেলবেন।” তিনি একথা তিনবার বললেন। (মূলে আছে, তার দুই থুংনীর উপর উপুড় করে ফেলবেন। অর্থাৎ চরম লাঞ্চিত ও অপদস্থ করবেন।) -হাসান

৪১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান প্রতিপালন করে

৭৬. উক্বা ইবনু আমির (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি : যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে (তাদেরকে বোঝাস্বরূপ মনে করে না) এবং তাদেরকে সাধ্যানুসারে ভাল (খাওয়ায়) পরায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষাকারী হবে। -স্বহীহ

৭৭. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : যে মুসলিমের দুইটি কন্যা সন্তান হবে এবং সে তাদেরকে উত্তমভাবে রাখবে, তারা তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। -হাসান লি-গইরিহী

৭৮. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যার তিনটি কন্যা আছে, সে তাদেরকে আশ্রয় দান করে, তাদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করে এবং তাদের সাথে দয়াদ্র ব্যবহার করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। উপস্থিত জনতার মধ্য হতে একজন প্রশ্ন করল, যদি কারো দু'টি কন্যা সন্তান হয়, ইয়া রসূলুল্লাহ ? জবাবে তিনি বললেন : দু'টি কন্যা হলেও। -হাসান

৪২. অনুচ্ছেদ : তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী

৭৯. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন হবে এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -হাসান লি-গইরিহী

৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন

৮০. মুসা ইবনু উলাই তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) সুরাকা ইবনু জুসামকে লক্ষ করে বললেন- “আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম স্বদাকা অথবা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাদাকা সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বললেন :

অবশ্যই ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন : তোমার কাছে (স্বামী কর্তৃক) প্রত্যাখ্যান অবস্থায় আগত তোমার কন্যা-তুমি ছাড়া তার জন্য উপার্জনকারী আর কেউ নাই (তাকে প্রতিপালন করা)। -যঈফ

৮১. সুরাকাহ বিন জু'শুম রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, হে সুরাকাহ অতঃপর পূর্বের হাদিসের মত। -যঈফ

৮২. মিকদাম ইবনু মা'দী কারাব (রা.) বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন : যা তুমি নিজে খেয়েছ, তা স্বদাকা-বিশেষ, যা তুমি তোমার সন্তানকে খাইয়েছ তা স্বদাকা-বিশেষ এবং যা তুমি তোমার চাকরকে খাইয়েছ তা স্বদাকা-বিশেষ। -সহীহ

৪৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট থাকত। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। একবার সে তাদের মৃত্যু কামনা করল। তা শুনে ইবনু ওমার (রা.) রাগ হলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন- তুমিই কি তাদেরকে জীবিকা প্রদান কর? -যঈফ

৪৫. অনুচ্ছেদ : সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীকু করে

৮৪. আইশাহ (রা.) বলেন : একদা আবু বাকর (রা.) বলিলেন- “আল্লাহর কসম পৃথিবীর বুকে ওমারের চাইতে প্রিয়তম আমার কাছে আর কেউই নাই।” তা বলে যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, অতঃপর বললেন বৎস! আমি কোন শব্দ দ্বারা শপথ করেছি আমি তাকে তার পুনরাবৃত্তি করে শুনালাম। তখন তিনি বললেনঃ ‘প্রিয়তম। আর সন্তান তো মানুষের প্রাণাধিক প্রিয়। -হাসান

৮৫. ইবনু আবু নি'আম বলেন, আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা. এর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম যখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে মারলে (ইহ্রাম অবস্থায়) তার প্রতিবিধান কি করে করতে হয়, তাহা জিজ্ঞেস করলেন : তোমার বাড়ী কোথায় হে? সে ব্যক্তি বলল : ইরাকে। তখন তিনি বললেনঃ দেখ, লোকটি মশা মারল তার প্রতিবিধান কি জানিতে চাচ্ছে; অথচ তারা নাবী (দ.) এর সেই প্রিয় বংশধরকে হত্যা করেছে-যাদের সম্পর্কে আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, তারা দুইজন আমার পার্থিব জীবনে দুইটি ফুল স্বরূপ। -স্বহীহ

৪৬. অনুচ্ছেদ : শিশুকে কাঁধে উঠানো

৮৬. বারা (রা.) বলেন : আমি নাবী (দ.) কে দেখেছি এমন অবস্থায় যে, যখন হাসান রা. তাঁর কাঁধের উপর তখন তিনি বলেছেন- “প্রভু! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবেসো। -স্বহীহ

৪৭. অনুচ্ছেদ : সন্তানে চক্ষু জুড়ায়

৮৭. আব্দুর রহমান ইবনু জুবাইর ইবনু নুফাইর বলেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা আমি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা.) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট

দিয়া অতিক্রম করতে করতে বলল, ধন্য এই চক্ষুদ্বয়-যা রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে দর্শন করেছে। আল্লাহ্‌র কসম, বাসনা হয় যদি আমিও তা দেখতাম যা আপনি দেখেছেন এবং যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকতাম যেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন। এতদ্রূপে মিকদাদ ত্রুঙ্ক হলেন। আমি বিস্মিত হলাম সে ব্যক্তি তো ভাল কথাই বলেছে (তাতে ক্রোধের কি আছে?)। অতঃপর তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ লোক কেন এমন স্থলে উপস্থিত থাকতে আকাজ্জা করে যেখানে হতে আল্লাহ্ তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? কি জানি, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকত, তবে কি করত? আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে এমন সব লোকও দেখেছে- আল্লাহ্ তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন- তারা তাঁর আস্থানে সাড়া দেয় নাই এবং তাঁকে সত্য বলে মেনেও নেয় নাই। তোমরা কোন আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর না যে, এমন যুগে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাউকেও তোমরা চিন না; তোমাদের নাবী (দ.) যা নিয়া আবির্ভূত হয়েছেন, তাকে তোমরা সত্য বলে জান! (ভালই হয়েছে যে, সে পরীক্ষা তোমাদের উপর দিয়া যায় নাই।) আল্লাহ্‌র কসম, নাবী (দ.) আবির্ভূত হন কঠোরতম পরিস্থিতিতে-এমন কঠোর পরিস্থিতিতে অপর কোন নাবী আবির্ভূত হন নাই। নাবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বকাল সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তারা মূর্তি পূজার চাইতে উত্তম কোন ধর্ম আছে বলে মনে করত না। এমন সময় তিনি ফুরকুন (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) সহকারে আবির্ভূত হন। তার দ্বারা হক ও বাতিলের তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতার ও তার পুত্রের মধ্যে এমন কি যদি কোন ব্যক্তি তার পিতা, পুত্রের বা ভাইকে বিধর্মী অবস্থায় দেখত আর তখন তার অন্তরের অর্গল আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দ্বারা মুক্ত করে দিয়েছেন- তখন সে ভাবত, যদি এই অবস্থায় সে ব্যক্তি (ঐ আত্মীয়টি) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে যাবে। প্রিয়জন জাহান্নামের আগুনে রয়েছে জানা থাকতে কারো চক্ষু জুড়াত না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

“যারা বলে প্রভু! আমাদের স্ত্রী সন্তানাদির দ্বারা আমাদের চক্ষু জুড়াও।” [সূরাহ্ ফুরকুন (২৫), ৭৪] -স্বহীহ্

৪৮. অনুচ্ছেদ : সাখীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা

৮৮. আনাস (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে হাযির হলাম। সে সময় আমার মা ও খালা উম্মু হারাম ছাড়া সেখানে আর কেহই ছিলেন না। এমন সময় নাবী (দ.) তাশরীফ আনলেন। তিনি এসেই বললেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে স্বলাত আদায় করব না?” অথচ

তখন কোন (নির্ধারিত) স্বলাতের ওয়াক্ত ছিল না। তখন কে একজন প্রশ্ন করল ? সে সময় আনাসকে কোথায় দাঁড় করেছিলেন ? জবাবে তিনি বললেনঃ ডান দিকে ? অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়া স্বলাত আদায় করলেন (অর্থাৎ তিনি স্বলাতে আমাদের ইমামতি করলেন।) অতঃপর তিনি আমাদের তথা গৃহবাসীদের জন্য দু'আ করলেন- দু'আ করলেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য। তখন আমার মাতা বলে উঠলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনার এই ক্ষুদ্রে খাদেমটির জন্য আল্লাহ'র কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি আমার সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। তাঁর দু'আর শেষ কথা ছিল : “প্রভু! তাকে অধিক ধন ও সন্তান দান করুন এবং তাকে বরকত দান করুন।” -স্বহীহ্

৪৯. অনুচ্ছেদ : মা'জাতি স্নেহময়ী

৮৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন : একদা একজন মহিলা আইশাহ্ (রা.) এর কাছে এলো। আইশাহ্ (রা.) তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তার ছেলে দু'জনকে একটি করে খেজুর দিয়া নিজের জন্য একটি হাতে রেখে দিন। ছেলে দু'টি খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাতে লাগল। মহিলাটি তৃতীয় খেজুরটিকে দু টুকরা করে এক-এক টুকরা এক-এক ছেলের হাতে দিয়া দিল। তঃপর নাবী (দ.) ঘরে এলে আইশাহ্ (রা.) তাঁর কাছে এই ঘটনা বিবৃত করলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন : তাতে তোমার বিস্মিত হবার কি আছে ? তার ছেলে দু'টির প্রতি তার দয়াপ্রবণতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দয়াপ্রবণ হয়েছেন। -স্বহীহ্

৫০. অনুচ্ছেদ : শিশুদিগকে চুমু দেয়া

৯০. আইশাহ্ (রা.) বলেন : জনৈক বেদুইন নাবী (দ.) এর খিদমাতে এসে বলল, “আপনারা কি শিশুদেরকে চুমু দেন ? কই, আমরা তো শিশুদের চুমু দেই না।” তখন নাবী (দ.) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমার অন্তর হতে দয়ামায়া একান্তই তুলে নেন, তবে আমার তাতে কী করার আছে।” -স্বহীহ্

৯১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (দ.) একদা আলী (রা.) এর পুত্র হাসানকে চুমু দিলেন। আক্রা ইবনু হাবিস তামীমী (রা.) তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আক্রা বললেনঃ আমার তো দশটি সন্তান রয়েছে। কই আমি তো কোন দিন তাদেরকে চুমু দেই নাই। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না। -স্বহীহ্

৫১. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার ও আদব শিক্ষা দান

৯২. নুমায়র ইবনু আওস বলেন, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, মুরুব্বীগণ বলতেন : সৎপথে চলার প্রবৃত্তি আল্লাহ'র দান, কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান। -হাসান

৯৩. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) বলেন যে, একদা তাঁর পিতা তাঁকে কোলে করে রসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে একথার সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি নু'মানকে অমুক-অমুক বস্তু দান করলাম। তখন তিনি দ. বললেন, তোমার সব সন্তাকেই কি দিয়েছ? তিনি রা. বললেন, না। তিনি দ. বললেন : তা হলে তুমি অন্য কাউকেও সাক্ষী কর! অতঃপর বললেন : তুমি চাওনা যে তোমার সকল সন্তানই তোমার সাথে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ আচরণ (সদ্যবহার) করুক? তিনি বললেন : নিশ্চয়ই। তখন তিনি দ. বললেন, তাহলে এমনটি করো না। ইমাম বুখারী রহ. বলেন এই বক্তব্যে নাবী দ. বাশীর (রা.) কে অপর কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখার অনুমতি ব্যক্ত করা হয় নাই। -স্বহীহ

৫২. অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি পিতার সদ্যবহার

৯৪. ইবনু ওমার (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে 'আব্রার' বা সদাচারী বলিয়া অভিহিত করেছেন। কেননা তাঁরা তাঁদের পিতাগণও পুত্রদের প্রতি সদ্যবহার করেছেন। যেমন তোমার পিতার তোমার উপর হক আছে, তেমনি হক আছে তোমার সন্তানেরও তোমার উপর। -যঈফ

৫৩. অনুচ্ছেদ : যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না

৯৫. আবু সাঈদ (রা.) নাবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে দয়া করে না সে দয়া পায় না। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৯৬. জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দয়া করবেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। -স্বহীহ

৯৭. জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : “যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন না।” -স্বহীহ্

৯৮. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা একদল বেদুইন নাবী (দ.) এর কাছে উপস্থিত হল। তাদের একজন বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনারা কি শিশুদেরকে চুমু দেন। আল্লাহ্'র কসম! আমরা তো তাদেরকে চুমু দেই না। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের অন্তর হতে একান্তই রহমত (দয়া) উঠিয়ে নেন, তবে আমি তার কী করতে পারি? -স্বহীহ্

৯৯. আবু উসমান (রা.) বলেন : একদা ওমার (রা.) এক ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলেন। তখন সেই কর্মচারীকে বলল, আমার এত-এত সন্তান রয়েছে। কই, তাদের কোন একজনকেওতো কোনদিন একটি চুমু দিলাম না! তখন ওমার (রা.) ভাবলেন, অথবা ওমার (রা.) বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে হতে সৎ ব্যক্তিদেরকে ছাড়া আর কাউকেও ভালবাসেন না। -হাসান

৫৪. অনুচ্ছেদ : দয়ার শত ভাগ

১০০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা দয়াকে একশত ভাগ করেছেন, তন্মধ্যে নিরানব্বই ভাগই নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে একভাগ মাত্র অবতীর্ণ করেছেন- যাহা দ্বারা গোটা সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমন কি ঘোটকি (মেয়ে ঘোড়া) তার পায়ের খুর এই আশংকায় উঠিয়ে নেয় যেনো তার শাবক ব্যথা না পায়। -স্বহীহ্

৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ

১০১. আইশাহ্ (রা.) নাবী (দ.) এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি বলেছেন : জিবরিল আলাইহিস্ সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করতে লাগলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীও বানিয়ে দিবেন। -স্বহীহ্

১০২. আবু শুরাইহ্ খুযায়ী (রা.) নাবী (দ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে আল্লাহ্'তে এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার উচিত তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার উচিত তার

মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার উচিত যেন সে উত্তম কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে। -স্বহীহ্

৫৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অধিকার

১০৩. মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) একদা তাঁর স্বহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন (যে উহা কেমন? উত্তরে) তাঁরা বললেনঃ হারাম, আল্লাহ ও আল্লাহ'র রসূল তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তখন তিনি বললেন : কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় লঘুতর (পাপ)। অতঃপর আবার বললেন : কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্ত্র সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চাইতে লঘুতর (পাপ)। -স্বহীহ্

৫৭. অনুচ্ছেদ : দান প্রতিবেশী হতে শুরু করবে

১০৪. আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : জিবরিল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করতে থাকেন, এমন কি আমার এরূপ ধারণা হতে লাগল যে, অচিরেই বুঝি তাকে আমার উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করবেন। -স্বহীহ্

১০৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর গৃহে একটি ছাগল জবাই করা হলে। তখন তিনি তাঁর বালক ভৃত্তকে বার-বার বলতে লাগলেন : তুমি কি তা আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে দিয়েছ? তুমি কি তা আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে দিয়েছ? আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি : জিবরিল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমন তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা জন্মে যে, অচিরেই বুঝি তাকে আমার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। -স্বহীহ্

১০৬. ওমারাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি আইশাহ (রা.) কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন যে, জিবরিল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করতে থাকেন এমন কি আমার এরূপ ধারণা হতে লাগল যে, অচিরেই বুঝি তাকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। -স্বহীহ্

৫৮. অনুচ্ছেদ : সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে

১০৭. আইশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : একদা আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কার নিকট হাদিয়া পাঠাব ? বললেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তার নিকট। -স্বহীহ্

১০৮. তুলহা বিন আব্দুল্লাহ্ বলেন, তাইম বিন মাররতা গোত্রের একব্যক্তি আইশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একদা আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কার নিকট হাদিয়া পাঠাব ? বললেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তার নিকট। -স্বহীহ্

৫৯. অনুচ্ছেদ : নিকট হতে নিকটতর প্রতিবেশী

১০৯. হাসান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, প্রতিবেশী কাকে বলে ? তিনি বললেন, নিজের ঘর হতে সামনের চল্লিশ ঘর, পেছনে চল্লিশ ঘর, ডান পাশের চল্লিশ ঘর এবং বাম পাশের চল্লিশ ঘর (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী বিবেচ্য)। -হাসান লি-গইরিহী

১১০. আলকুমাহ্ ইবনু বাজালা ইবনু যায়িদ (রা.) বলেন, আমি শুনেছি আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেছেন, নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরবর্তী প্রতিবেশী হতে (উপটোকনাদি প্রেরণ) শুরু করবে না বরং দূরবর্তী ব্যক্তির পূর্বে নিকটবর্তী ব্যক্তি হতে শুরু করবে। -যঈফ

৬০. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর জন্য যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে দেয়

১১১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, এক সময় এমন ছিল যখন আমাদের নিকট মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে আমাদের দীনার দিরহামের যোগ্যতর হক্দার আর কেইই ছিল না; আর এখন এমন যুগ এসেছে যখন দীনার দিরহামই আমাদের নিকট মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে প্রিয়তর (বিবেচিত হচ্ছে)! আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি : অনেক প্রতিবেশী ক্রিয়ামাতের দিন তার প্রতিবেশীকে পাক্ড়াও (অভিযুক্ত) করবে এবং (আল্লাহ্'র দরবারে নালিশ করে) বলবে- “প্রভু! এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দ্বার রুদ্ধ রেখেছিল এবং আমাকে তার প্রতিবেশীসুলভ সদ্যবহার হতে বঞ্চিত করেছিল।” -হাসান লি-গইরিহী

৬১. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে ছেড়ে ভুরি ভোজন

১১২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুসাওতির বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) ইবনু যুবারকে অবগত করে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি : সে ব্যক্তি মু'মিন নয়- যে নিজে পেট ভরে খায় করে, অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। -স্বহীহ্

৬২. অনুচ্ছেদ : তরকারীতে ঝোল বেশী করে দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাবে

১১৩. আবু যর (রা.) বলেন, আমার পরম বন্ধু (রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন : ক. শুনবে এবং আনুগত্য করবে যদিওবা (আনুগত্যের অধিকারী নেতা) নাক-কান কাটা গোলামও হয়। খ. যখন তরকারী রাঁধবে তখন তাতে ঝোল একটু বেশী করেই দিবে এবং প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে এবং তা তাদেরকে খুশি মনে বিলাবে এবং গ. স্বলাত তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে! যদি দেখতে পাও যে, ইমাম স্বলাত আদায় করে ফেলেছেন (আর তুমিও তোমার স্বলাত আদায় করে ফেলেছ) তা হলে (ভাবনার কিছু নাই) তোমার স্বলাত তো হয়েই গিয়েছে নতুবা তা (অর্থাৎ ইমামের সাথে তোমার দ্বিতীয়বারের স্বলাত) নফল হিসাবে গণ্য হবে। -স্বহীহ্

১১৪. আবু যর (রা.) বলেন, নাবী (দ.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আবু যর! যখন ঝোল রান্না করো, তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা পড়শীদের মধ্যে বিলাবে। -স্বহীহ্

৬৩. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম প্রতিবেশী

১১৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ'র নিকট সেই সাথীই উত্তম- যে তার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহ'র নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তার নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম। -স্বহীহ্

৬৪. অনুচ্ছেদ : সৎ প্রতিবেশী

১১৬. নাফি ইবনু আবদুল হারিস (রা.) নাবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : একজন মুসলিমের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৬৫. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্ট প্রতিবেশী

১১৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর দু'আর মধ্যে একথাও থাকত প্রভু, আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হতে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা, দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হতে থাকে। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১১৮. আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : ক্রিয়ামাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করবে। -হাসান

৬৬. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না

১১৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলা হবে যে, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (দ.)! অমুক নারী সারা রাত নফল স্বলাত পড়ে এবং সারা দিন স্বওম (রোজা) পালন করে, আ'মাল করে এবং স্বদাকা-খয়রাত করে এবং সাথে-সাথ প্রতিবেশীদিগকে মুখে কষ্ট দেয়। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই, সে জাহান্নামী। উপস্থিত স্বহাবীগণ তখন বললেনঃ আর অমুক নারী স্বলাত আদায় করে এবং বস্ত্র দান করে; কিন্তু কাউকেও কষ্ট দেয় না। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন : সে জান্নাতী। -স্বহীহ্

১২০. ওমার ইবনু গুরাব বলেন, তাঁর ফুফু তাঁকে বলেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ্ (রা.) কে প্রশ্ন করলেন : আমাদের মধ্যকার কেউ যখন তার স্বামী তাকে কামনা করে তখন সে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না-হয় রাগবশত নতুবা প্রবৃত্তি হয় না বলে; তাতে কি দোষ আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, দোষ আছে বৈ কি! তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, দোষ আছে বৈ কি! (কেননা) তোমার উপর তার হক হচ্ছে যখন সে তোমাকে কামনা করে, তখন তুমি তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিবে-যদিও তুমি তখন উটের পিঠেই হওনা কেন। বর্ণনাকারীণী বলেন, তখন আমি তাঁহাকে বললাম আমাদের মধ্যকার কেহ ঋতুমতী হয়, অথচ তার ও তার স্বামীর একটি মাত্র বিছানা বা লেপ থাকে, তখন সে কি করবে? বললেন, সে তার নিম্নাঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র কষে বাঁধবে, অতঃপর তার সাথেই শুবে। তার উপর দিয়া সে যা করতে পারে তা করবার অধিকার তার আছে। উপরন্তু নাবী (দ.) কি করেছিলেন তার আমি এম্মুণি তোমাকে বলছি। একদা রাতে আমার পালা ছিল। আমি কিছু যব পিষলাম এবং তাঁর জন্য পিঠা তৈরী করলাম। তিনি ঘরে এলেন এবং দরজা বন্ধ করলেন, অতঃপর মাসজিদে গিয়া প্রবেশ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল

যখন তিনি ঘুমাতে চাইতে, তখন দরজা বন্ধ করতেন, মশক বন্ধ করতেন, পেয়াল বরতন ঘরের একটি পাশে রাখতে এবং বাতি নিভিয়ে দিতেন। আমি তখন অপেক্ষায় রইলাম যে তিনি ফিরবেন এবং আমি তাঁকে পিঠা খাওয়াব, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং শীত তাঁকে কষ্ট দিতে লাগল। এমন সময় তিনি আমার নিকট এলেন এবং তুললেন। তারপর বললেনঃ আমাকে উত্তাপ দাও! আমাকে উত্তাপ দাও!! আমি তাঁকে বললাম, আমি তো ঋতবতী। তিনি বললেন, তারপরও তোমার জানুদ্বয় একটু বিস্তার করে দিলাম, তিনি তাঁর গণ্ডদেশ ও মস্তক আমার জানুদ্বয়ের উপর রাখলেন-যাতে তাঁর শরীরেও স্বাভাবিক উত্তাপ আসল। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশীর পোশা ছাগী এসে পড়ল এবং পিঠা খেতে উদ্যত হল। আমি তখন তা তুলে ফেললাম এবং তাকে তাড়া করলাম। আইশাহ্ (রা.) বলেন : আমার এই নড়াচড়া করায় নাবী (দ.) এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তখন ক্ষিপ্ৰগতিতে তাকে দরজার দিকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন নাবী (দ.) বললেন : তুমি যে পিঠা উঠিয়েছ, তা রেখে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তার ছাগীর জন্য (কটুবাক্য দ্বারা) কষ্ট দিও না। -যঈফ

১২১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : যাহার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। -স্বহীহ্

৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশিনী তার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেয়াকেও অবমাননা মনে করবে না।

১২২. আমর ইবনু মু'আয আশ্হালী তাঁর দাদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে বিশ্বাসী নারীকুল! তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যেন তার কোন প্রতিবেশিনীকে কস্মিনকালেও অবমাননা না করে-যদিও তা ছাগলের পোড়া ক্ষুর এর মত সামান্যও হয়। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১২৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন : হে মুসলিম নারী সমাজ!! হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর কোন প্রতিবেশিনীর অবমাননা না করে- যদিও তা ছাগলের ক্ষুরের মত সামান্য বস্তু উপলক্ষেও হয়। -স্বহীহ্

৬৮. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অভিযোগ

১২৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন , এক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কাছে এসে) জিজ্ঞেস করল : ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন : যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী গিয়ে রাস্তায় বের করে ফেল। সে ব্যক্তি তখন ঘরে যেয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করল। তাতে লোকজন জড় হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হল হে ? সে ব্যক্তি বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নাবী (দ.) এর কাছে ব্যক্ত করি। তিনি বললেনঃ যাও, ঘরে যেয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের কর। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক দিতে দিতে বলতে লাগল- “আল্লাহ্! তার উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। আল্লাহ্, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর! এই কথাটি সেই প্রতিবেশীটির কানেও গেল এবং সে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে তখন বলল- “তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্’র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে কষ্ট দিব না।” -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১২৫. আবু জুহায়ফা (রা.) বলেন : একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নাবী (দ.) রে দরবারে অভিযোগ করিল। তিনি তাকে বললেনঃ যাও, তোমার দ্রব্য সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে-ই রাস্তা অতিক্রম করবে, সেই তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তখন তাই করল এবং) সত্য সত্য। রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নাবী (দ.)-এর কাছে হাযির হল। তিনি তখন বললেন, লোকদের নিকট তুমি কি পেলো ? তিনি আবারও বললেন : লোকজনের অভিসম্পাতের উপরও রয়েছে আল্লাহ্’র অভিসম্পাত। অতঃপর অনুযোগকারীকে বললেনঃ “তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।” অথবা তিনি অনুরূপ অন্য কোন বাক্য বললেন। -হাসান

১২৬. জাবির (রা.) বলেন : একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর কাছে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এলো। তখন তিনি ‘রুকন’ এবং ‘মাকাম’-এর মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। যখন সে ব্যক্তি এলো এবং নাবী (দ.) কে দেখল, তখন তিনি মাকামের নিকট একজন সাদাবস্ত্র পরিহিত লোকের সম্মুখে ছিলেন- সেখানে সচরাচর জানাযার স্বলাত আদায় হয়েই থাকে। তখন সে ব্যক্তি নাবী (দ.) এর সম্মুখীন হয়ে বলল : আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউন ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আপনার সম্মুখে সাদাবস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে দেখলাম, উনি কে? তখন তিনি বললেন : তুমি তাঁকে দেখতে পেয়েছ ? সে ব্যক্তি বলিল : জ্বী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : তা হলে তুমি প্রভুত কল্যাণই প্রত্যক্ষ করেছ। উনি হচ্ছেন জিবরিল আমার প্রভুর পয়গামবাহী। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনি তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা হতে লাগল যে, শেষ

পর্যন্ত বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। -যঈফ

৬৯. অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়

১২৭. আবু আমির হিমসী বর্ণনা করেন যে, সাওবান (রা.) প্রায়ই বলতেন : যখন দু ব্যক্তি তিন দিনের বেশী কাল ধরিয়া সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়েই যায়, আর যদি দু'জনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয় এবং যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে- যার ফলে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, (এ অপরাধের কারণে) সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। -স্বহীহ্

৭০. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদী প্রতিবেশী

১২৮. মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমি একদা আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) এর সমীপে ছিলাম তখন তাঁর বালক ভৃত্য ছাগলের চামড়া খসেছিল। তিনি বললেনঃ বালক। অবসর হয়েই আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশী হতে (গোশ্বত বিলাতে) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কী ? ইয়াহুদী। আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তখন তিনি বললেনঃ আমি নাবী (দ.) কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে গুনেছি। এমন কি আমার আশংকা হতে লাগল অথবা আমাদের কাছে বর্ণনা করা হল যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে আমাদের পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও বানিয়ে দিবেন। -স্বহীহ্

৭১. অনুচ্ছেদ : সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে?

১২৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) কে প্রশ্ন করা হল : মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? বললেন : মানুষের মধ্যে সেই-সর্বাধিক সম্মানিত, যার আল্লাহ্‌ভীতি (তাক্বওয়া) সর্বাধিক। প্রশ্নকারী বললেনঃ আমরা আপনাকে এই প্রশ্ন করি নাই। বললেন, তা হলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ইউসুফ আল্লাহ্‌র নাবী-আল্লাহ্‌র নাবী ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র খলীলুল্লাহ ইবরাহীম (আ.) এর নাতি। প্রশ্নকারীগণ বললেন, আমরা এই প্রশ্নও আপনাকে করিনি। বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবদের সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করছ? তাঁরা বললেন :

জ্বী হ্যা। বললেন : জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম বিবেচিত হত, ইসলাম-উত্তর যুগেও তাঁরাই উত্তম বিবেচিত হবে-অবশ্য, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে।

-স্বহীহ্

৭২. অনুচ্ছেদ : সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্যবহার

১৩০. মুহাম্মাদ ইবনু আলী (ইনুল হানফিয়া) বলেন : কুরআন মাজীদে আয়াত : “সদ্যবহারের প্রতিদান সদ্যবহার ভিন্ন আর কি হতে পারে ?” তা সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নীতি। আবু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : আবু উবায়দা তার ব্যাখ্যায় বলেছেন : তা হচ্ছে সাধারণ নীতি। -হাসান

৭৩. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

১৩১. আবু হুরাইরাহ (রা.) নাবী (দ.) এর হতে বর্ণনা করেন, বিধবা ও নিঃস্বদের প্রতিপালনে যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তি সমতুল্য এবং সেই ব্যক্তি সমতুল্য- যে দিনে স্বওম (রোজা) পালন করে এবং রাতের বেলা নফল স্বলাতে লিপ্ত থাকে। -স্বহীহ্

৭৪. অনুচ্ছেদ : নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

১৩২. নাবী দ. এর স্ত্রী আইশাহ (রা.) বলেন : একবার একজন স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট আসল। সে আমার কাছে এসে যাক্ষণ করল। আমার কাছে তখন একটি খেজুর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তাকে প্রদান করলাম। সে তা তার কন্যা দুইটিকে ভাগ করে দিল। এমন সময় নাবী (দ.) ঘরে এলেন। আমি তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি তাদের সামান্যতম সাহায্য করে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তাদের প্রতি সামান্যতম সদয় ব্যবহার করবে, তারা জাহান্নামের আগুনের মোকাবিলায় তার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। -স্বহীহ্

৭৫. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ফযিলত

১৩৩. উম্মে সাঈদ তদীয় পিতা মুররা ফাহরীর এবং তিনি নাবী (দ.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন

যে, নাবী (দ.) বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এ দু'টির মত একসাথে অবস্থান করব। অথবা তিনি বলেছেন এটি হতে ঐটির মত। এ হাদীসের একজন অধঃস্তন রাবী সুফিয়ান (রা.) বলেন, আমার সন্দেহ হয়, তিনি বুঝি মধ্যমা ও তর্জনিয়র প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। -স্বহীহ্

১৩৪. হাসান (রা.) বলেন, একটি ইয়াতীম বালক ইবনু ওমার (রা.) এর খাবারের সময় নিয়মিত উপস্থিত হত। একবার তিনি যখন খাবার আনালেন এবং ইয়াতীমটিকে ডাকলেন, তখন সে অনুপস্থিত ছিল। অতঃপর তাঁর খাবার গ্রহণের পর সে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু তখন আর খাবার অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তখন ছাতু ও মধু আনলেন এবং বললেন নাও, তাই গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম, খাবার থাকতে আমি গোপন করি নাই। হাসান এই হাদী বর্ণনাকালে বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! ইবনু ওমার (রা.) সত্য-সত্যই খাবার থাকতে গোপন করেন নাই। -যঈফ

১৩৫. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী ক্রিয়ামাতের দিন এইরূপ থাকব। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। -স্বহীহ্

১৩৬. আবু বাক্র ইবনু হাফস বলেন : আবুদল্লাহ (রা.) একটি ইয়াতীমকে সঙ্গে নেয়া ছাড়া কখনো খাবার গ্রহণ করতেন না। -স্বহীহ্

৭৬. অনুচ্ছেদ : সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদ্যবহার করা হয়

১৩৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : মুসলিমের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহই সর্বোত্তম, যে গৃহে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদ্যবহার করা হয়ে থাকে এবং মুসলিমদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেইটি, যাতে কোন ইয়াতীম আছে আর তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এ দু'টির মত অবস্থান করব। এই কথা বলে তিনি তাঁর দু'টি অঙ্গুলের প্রতি ইংগিত করলেন। -যঈফ

৭৭. অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও

১৩৮. দাউদ বলেন, ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসদৃশ হও এবং জেনে রাখ, তুমি যেমন বপন করবে, ঠিক সেরূপ কর্তনও করবে। স্বচ্ছলতার পর অস্বচ্ছলতা কতই না মন্দ কথা। তার চাইতেও মন্দ বা নিকৃষ্টতর হচ্ছে হিদায়েত লাভের পর গোমরাহী। যখন তুমি কোন সাথীর সাথে কোন ওয়াদা করবে তখন তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। নতুবা তাতে তোমার এবং তার মধ্যে শত্রুতা জন্মাবে। এমন বন্ধু হতে আল্লাহ'র শরণ প্রার্থনা কর-বিপদে যাকে স্মরণ করলে সে তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করবে না এবং তুমি যদি তাকে ভুলে যাও, তবে সে তোমাকে স্মরণ করবে না।

-স্বহীহ

১৩৯. হাসান (রা.) বলেন : আমি ঐ মুসলিমদের যুগ পেয়েছি-যাঁদের মধ্যকার কেউ প্রত্যহ সকালে তাঁর পরিবার পরিজনকে লক্ষ্য করে বলতেন : হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের ইয়াতীম! তোমাদের ইয়াতীম! হে আমার ঘরবাসীরা। তোমাদের দুঃস্থরা! তোমাদের দুঃস্থরা!! হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের প্রতিবেশী! তোমাদের প্রতিবেশী। (অর্থাৎ উহাদের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের অধিকার ভুলে যেও না।) তোমাদের সেই উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিগণ (স্বাহাবীগণ) তো শীঘ্রই গতায়ু হয়ে গেল আর তোমরা দিন দিন অপদস্থ ও অধঃপতিত হচ্ছে। রাবী আবু ওমারা বলেন, আমি হাসানকে আরো বলতে শুনেছি : যদি তুমি দেখতে চাও, তা হলে অনাচারী লোককে দেখতে পাবে যে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে সে জাহান্নামের গভীরে প্রবেশ করেছে। তার কি হল? আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আল্লাহ'র কাছে তার যে অংশ ছিল, তাহা সে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিল। দেখতে চাইলে এমন লোকও তুমি দেখতে পাবে যে নিজের অনিষ্ট করে শয়তানের রাস্তায় চলতে আত্মহীন। কারো উপদেশ সে শুনে না-না তার নিজের অন্তরে ভ্রমসনা, আর না কোন লোকের উপদেশ। **-যঈফ**

১৪০. আসমা ইবনু ওবায়দ বলেন, আমি ইবনু সীরীনকে বললাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে তিনি বললেন, তুমি তার সাথে সেরূপ ব্যবহারই করবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সাথে করে থাক। তুমি তাকে প্রহার করবে, যে রূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করে থাক। **-স্বহীহ**

৭৮. অনুচ্ছেদ : ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চেয়ে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না

১৪১. আউফ ইবনু মালিক (রা.) বলেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, আমি ও বিষণ্ণ পাণ্ডু চেহারার সেই রমণী-যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অথচ সে তার সন্তানের মুখ চেয়ে ধৈর্যধারণ করল

(দ্বিতীয়বার বিবাহ করল না।) জান্নাতে এই দু' (অঙ্গুলি) এর মত পাশাপাশি অবস্থা করব। -যঈফ

৭৯. ইয়াতীমকে শাসন

১৪২. শুমায়সা আতকিয়া (র) বলেন : একদা আইশাহ্ (রা.) এর নিকট ইয়াতীমের শাসন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। তিনি বললেনঃ ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই (শাসনচ্ছলে) প্রহার করি। -স্বহীহ্

৮০. অনুচ্ছেদ : সন্তানহারার মাহাত্ম্য

১৪৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : যে মুসলিমের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, জাহান্নামের আগুন তাহাকে স্পর্শ করবে না-অবশ্য মিথ্যা শপথকারী তার অন্তর্ভুক্ত নয়। -স্বহীহ্

১৪৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : একদা জনৈক রমণী নাবী (দ.) এর কাছে একটি শিশু সন্তানসহ উপস্থিত হল এবং বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! তার জন্য দু'আ করুন। আমি তো ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করেছি। তিনি বললেন : তা হলে তো তুমি জাহান্নামের মোকাবেলায় মজবুত প্রতিবন্ধক গড়েছ। -স্বহীহ্

১৪৫. খালিদ আবসী বলেন : আমার একটি পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করল। তাতে আমি নিদারুণ মর্মান্বিত হয়ে পড়লাম। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরাইরাহ্! আপনি নাবী (দ.) এর নিকট এমন কি শুনেছেন-যার মাধ্যমে আমরা পুত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্যে একটু সান্তনা লাভ করতে পারি? তিনি বললেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি : “তোমাদের ছোট-ছোট শিশু সন্তান জান্নাতের পতঙ্গ স্বরূপ।” -স্বহীহ্

১৪৬. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি : যার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং সে সাওয়াব লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করল, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আমরা বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! আর যার দু'টি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল (তার অবস্থা কী হবে)? বললেন : এবং যার দু'টি সেও। জাবিরের বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনাকারী মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, আমি জাবিরকে আল্লাহ্'র কসম দিয়া বললাম, আমারতো মনে হয়, যদি আপনি এক সন্তানের মৃত্যুর কথাও বলতেন, তবুও তিনি তাই বলতেন। তিনি বললেন :

কসম আল্লাহ্‌র আমারও ধারণা তাই। -হাসান

১৪৭. হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : একদা জনৈকা রমণী নাবী (দ.) এর খিদমাতে একটি শিশু-সন্তানসহ উপস্থিত হল এবং বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! তার জন্য দু'আ করুন। আমি তো ইতিমধ্যেই তিন তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করেছি। তিনি বললেন : তাহা হলে তো তুমি জাহান্নামের মোকাবেলায় মজবুত প্রতিবন্ধক গড়েছ। -সহীহ্

১৪৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা এক রমণী নাবী (দ.) এর কাছে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমরা তো আপনার মাজলিসে আসতে পারি না; আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন যেদিন আমরা আপনার খিদমাতে হাযির হতে পারব। বললেন : আচ্ছা, অমুকের ঘরে তোমাদের জন্য (অমুক দিন) নির্দিষ্ট রহল। তাঁর সেই নির্ধারিত দিনের উপদেশসমূহের মধ্যে এ কথাটিও ছিল : তোমাদের মধ্যকার যে স্ত্রী-লোক তিনটি সন্তানের মৃত্যুতেও (সাওয়াবের আশায়) ধৈর্যধারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। একটি মহিলা বলে উঠল : আর যদি দু'টি সন্তান মারা যায় ? বললেন, হ্যাঁ, দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও। এই হাদীসের একজন রাবী সুহায়ল হাদীসের ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি অবলম্বন করতেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে হাদীস মুখস্থ রাখতেন এবং তাঁর দরবারে কারো হাদীস লেখার সাধ্য ছিল না। -সহীহ্

১৪৯. উম্ম সুলাইম (রা.) বলেন : একদা আমি নাবী (দ.) এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বললেনঃ হে উম্ম সুলাইম! মুসলিমগণের মধ্যে যাদেরই তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুইজনকে (পিতামাতাকে) আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাতের কল্যাণে। আমি বললাম : আর যদি দু'জন হয়? বললেন : হ্যাঁ, দু'জন হলেও। -সহীহ্

১৫০. সা'সা' ইবনু মুয়াবিয়া বলেন, আবু যার (রা.) এর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করলেন এমন অবস্থায় যে আবু যার (রা.) মশক জড়িয়ে ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ আপনার আর সন্তানের কী প্রয়োজন হে আবু যার? তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাব না? বললাম, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে আমি বলতে শুনেছি যে, মুসলিমের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের প্রতি তাঁর রহমাতের কল্যাণে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে মুক্তকারীর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি করে নাজাত প্রদান করবেন। -সহীহ্

১৫১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) নাবী (দ.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যার তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাকে এবং তাদেরকে তাঁর রহমতের কল্যাণে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন। -সহীহ

৮১. অনুচ্ছেদ : গর্ভকালেই যার সন্তানের মৃত্যু হল

১৫২. সাহল ইবনু হাযালিয়া (রা.) হতে বর্ণিত আছে- আর তাঁর কোন সন্তান হত না- “যদি ইসলাম উত্তর যুগে আমার একটি সন্তান গর্ভে মারা যায় এবং আমি তাতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় ধৈর্যধারণ করি, তবে তাকে আমি সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হওয়ার চাইতেও উত্তম বিবেচনা করিব। ইবনু হানযালিয়া (রা.) ছিলেন বায়’আতে- রিদওয়ানের দিনে বৃক্ষতলে রসূলুল্লাহ (দ.) এর হাতে শপথ গ্রহণকারী বিশিষ্ট স্বহাবীগণের অন্যতম। -যঈফ

১৫৩. আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) একদা বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার নিজ সম্পত্তির চাইতে তার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিই তার কাছে প্রিয়তর?” উপস্থিত স্বহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের সকলের কাছেতো নিজের সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর সম্পদের চেয়ে প্রিয়তর। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নাই, যার কাছে তার নিজ সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদের চেয়ে প্রিয়তর। তোমার সম্পদ তো কেবল তাই যা তুমি আগেভাগে প্রেরণ করেছ অর্থ্যাৎ কোন পূণ্যকাজে নিজ হাতে ব্যয় করেছ) আর তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি হল ঐগুলি যা তুমি পরবর্তীকালের জন্য রেখে দিয়েছ। -সহীহ

১৫৪. তিনি আরও বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আরো বললেন, তোমরা আটকুড়া বলে কাউকেও অভিহিত কর? উপস্থিত স্বহাবীগণ বললেন, আটকুড়া তো হল সে ব্যক্তি যার সন্তান হয় না। বললেন, না, বরং আটকুড়া সেই যার কোন সন্তান অথো প্রেরণ করে নাই (অর্থ্যাৎ যাহার কোন সন্তানের মৃত্যু হয় নাই।) -সহীহ

১৫৫. তিনি আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আরও বললেন : তোমরা বীর বলে কাকে অভিহিত কর? স্বহাবীগণ বললেনঃ যাকে কেউ কুস্তিতে পরাজিত করতে পারে না। বললেন : না, বীর হচ্ছে সেই যে ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে। -সহীহ

৮২. অনুচ্ছেদ : সদ্যবহার

১৫৬. আলী-তঁার উপর আল্লাহ'র অগণিত রহমত বর্ষিত হোক- বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) এর অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ হে আলী! একখানা ফলক আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাতে এমন কিছু লিখে দিব-যাতে আমার উম্মাত আর পথভ্রষ্ট হবে না। আমার আশঙ্কা হল যে, পাছে তা ছুটে যায়-আমি বললাম : আমি আমার হস্তস্থিত ফলকেই তা সংরক্ষণ করব (আপনি বলুন) আর তখন তঁার পবিত্র মস্তক তঁার কনুই এবং আমার বাহুর মধ্যে ছিল। তিনি তখন স্বলাত, যাকাত এবং দাসদাসী সম্পর্কে অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্যবহার এবং অনুরূপ তাগিদ দিচ্ছিলেন। তিনি এরূপ বলছিলেন এমন সময় তঁার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। এই সময় তিনি “আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া-রসূলুহু”-এর সাক্ষ্যদানের আদেশ প্রদান করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তার সাক্ষ্য প্রদান করবে, জাহান্নামের জন্য তাকে হারাম করে দেয়া হল। -যঈফ

১৫৭. আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন : আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে, হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করবে না এবং মুসলিমদিগকে প্রহার করবে না। -সহীহ

১৫৮. আলী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর অন্তিম কথা ছিল : স্বলাত। স্বলাত। তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ'কে ভয় করবে। -সহীহ

৮৩. অনুচ্ছেদ : অসদ্যবহার

১৫৯. জুবাইর ইবনু নুফাইর তঁার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা (রা.) লোকদেরকে প্রায়ই বলতেন : পশু চিকিৎসকগণ পশুদেরকে যেমন চিনতে পারে; আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে অধিক চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও অধমদেরকে আমি ভালভাবে চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম হল তারা-যাদের নিকট মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায় এবং তাদের অনিষ্ট হতে সকলেই নিরাপদবোধ করে, আর তোমাদের মধ্যকার মন্দলোক হল তারা-যাদের নিকট মঙ্গলের প্রত্যাশা করা চলে না বা তাদের অনিষ্ট হতেও কেউ নিরাপদ বোধ করে না এবং তাদের প্রতিশ্রুত দাসেরা মুক্তি পায় না।

১৬০. ইবনু হানী বলেন, আমি আবু উমামা (রা.) কে বলতে শুনেছি : (কুরআনে বর্ণিত) ‘কানুদ’ বা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার দান-খয়রাত বন্ধ রাখে, একাকিত্ব বরণ করে এবং দাসকে প্রহার করে। -যঈফ

১৬১. হাসান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর গোলামকে উটে করে কূপ হতে পানি তোলে আনতে হুকুম করল। গোলামটি নিদ্রাবিভূত হয়ে পড়ল। তাতে তার মনিব (ক্রুদ্ধ হয়ে) একটি আগুনের হুকা এনে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করল। গোলাম তখন কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল। পরদিন প্রত্যুষে সে ওমার (রা.) এর দরবারে হাযির হল। তিনি তার মুখে দাগ দেখতে পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্ত করে দিলেন। -যঈফ

৮৪. অনুচ্ছেদ : বেদুইনের নিকট দাসদাসী বিক্রি

১৬২. ওমার (রা.) বলেন, আইশাহ্ (রা.) তাঁর এক দাসীকে তাঁর মৃত্যু সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করলেন। অতঃপর আইশাহ্ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ জনৈক ‘যাত’ গোত্রোদ্ভূত চিকিৎসকের কাছে তাঁর ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। চিকিৎসক বলল, আপনার এমন এক মহিলা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন-যার দাসী তাকে যাদুমন্ত্র করে রেখেছে। আইশাহ্ (রা.) কে তা অবগত করা হল। তিনি দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুই এমনটি করেছিস? কস্মিনকালেও তুই আর মুক্তি পাবি না। তারপর তাঁর লোকজনকে ডেকে আইশাহ্ (রা.) বললেন, তাকে একটি উগ্র মেজাজের অসদাচারী বেদুইনের কাছে বিক্রি করে দাও। -সহীহ

৮৫. অনুচ্ছেদ : খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৬৩. উমামা (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এর দু’টি গোলাম নিয়া এলেন। তার একটি তিনি আলীকে-তাঁর উপর আল্লাহ্‌র অগণিত রহমাত বর্ষিত হোক-দান করলেন এবং বলে দিলেন : দেখ, তাকে মারধর করবে না; কেননা, স্বলাত আদায়কারীকে মারতে আমাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) বারণ করা হয়েছে এবং তার আসা অবধি আমি লক্ষ্য করছি যে, সে রীতিমত স্বলাত পড়ে। অপর গোলামটি তিনি আবু যার (রা.) কে দান করলেন এবং বলে দিলেন, দেখ, তার সাথে সদ্যবহার করবে। আবু যার (রা.) তাকে মুক্তই করে দিলেন। নাবী (দ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কি করেছে? (অর্থাৎ তার মধ্যে এমন কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখতে পেলেন যে তাকে

একেবারে মুক্তই করে দিলে?) জবাবে আবু যার (রা.) বললেন, আপনি আমাকে তার সাথে সদ্যবহার করতে বলয়ছেন; তাই আমি তাকে মুক্তই করে দিলাম। -হাসান

১৬৪. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন মাদীনায়ে আগমণ করলেন তখন তাঁর কোন খাদেম ছিল না। তখন আবু তালহা (রা.) আমার হাত ধরে আমাকে নাবী (দ.) এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ্'ন নাবী! আনাস তীক্ষ্ণদী ও বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার সেবকরূপে থাকবে। আনাস (রা.) বলেন : তারপর আমি তাঁর সেই মাদীনা আগমণের দিন হতে তাঁর ওফাৎ পর্যন্ত তাঁর সফরে ও ঘরে অবিশ্রান্ত তাঁর সেবায় লাগিয়া থাকি। তিনি কোন দিন আমার কোন কাজের জন্য বলেন নাই যে, এমনটি কেন করেছ? অথবা আমার কোনো কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন করেছ? অথবা আমার কোন কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন কর নাই? -স্বহীহ

৮৬. অনুচ্ছেদ : দাস যখন চুরি করে

১৬৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যখন দাস চুরি করে তখন তাকে বিক্রয় করে ফেলবে যদি একটি 'নাশ'-এর বিনিময়েই হয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন : 'নাশ' হচ্ছে বিশ দিরহাম, 'নাওয়াত' পাঁচ দিরহাম আর উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। -যঈফ

৮৭. অনুচ্ছেদ : খাদেম অপরাধ করলে

১৬৬. আসিম ইবনু লাকীত ইবনু সাবুরা তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর কাছে উপস্থিত হলাম। রাখাল চারণভূমিতে একটি ছাগলছানা ফেলে এসেছিল। (আমি তা নাবী (দ.) এর কাছে ব্যক্ত করলে) নাবী (দ.) বললেন, কখনও এরূপ ধারণা করবে না- 'কখনও এরূপ ধারণা করবে না' একথাটি নাবী দ. আর কখনও বলেননি-আমার তো একশত ছাগী আছে, আর অধিক আমার কি প্রয়োজন? অতঃপর যখন রাখাল চারণক্ষেত্র হতে ছাগল ছানাটি নিয়ে এলো, আমি তার স্থলে একটি ছাগীই জবাই করে ফেললাম। ঐ সময় উপদেশস্থলে নাবী (দ.) যা-যা বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল- "তোমার সহধর্মিনীকে দাসীর মত প্রহার করবে না, যখন নাক পরিস্কার কর, উত্তমরূপে পরিস্কার করবে অবশ্য, যদি স্বওম (রোজা) রেখে থাক, তবে নয়। -স্বহীহ

৮৮. অনুচ্ছেদ : মোহরাংকিত করে খাদেমের কাছে মাল দেয়া

১৬৭. আবুল আলীয়া বলেন : খাদেমের কাছ কোন বস্তু দেয়ার সময় মোহরাংকিত করে, ওজন করে বা গুণে দেয়ার জন্য আমাদিগকে আদেশ করা হত যাতে তার অভ্যাস নষ্ট হতে না পারে বা আমাদের মধ্যকার কেউ কুধারণা না করে। -স্বহীহ্

৮৯. অনুচ্ছেদ : কুধারণা হতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুণে দেয়া

১৬৮. সালমান (রা.) বলেন, আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেয়ার সময় গুণে দেই-যাতে কুধারণা হতে বেঁচে থাকতে পারি। -স্বহীহ্

১৬৯. হারিস বিন মুদাররিব বলেন, আমি সালমান (রা.)-কে বলতে শুনেছি। কুধারণা হবার ভয়ে আমি কোনো কিছু দেয়ার সময় গুণে দেই। -স্বহীহ্

৯০. অনুচ্ছেদ : খাদেমকে শাসন করা

১৭০. ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু কুসাইত বলেন, (আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) একদা তার এক গোলামকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দিয়া (বাজারে বা অন্য কোথাও) পাঠালেন। সে তাতে তসরূপ করল এবং তা কারো-কারো চক্ষে ধরাও পড়ল। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন তিনি তাকে ভীষণ বেত্রাঘাত করলেন এবং বললেন- “যা, আমার যা তা নিয়ে আয়, তাতে তসরূপ চলবে না।” -হাসান

১৭১. আবু মাসউদ (রা.) বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমন সময় আমার পিছন দিক হতে আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে আবু মাসউদ! নিশ্চয়ই তার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে আল্লাহ তোমার উপর তার চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান। আমি ফিরে তাকাতেই দেখি, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কথা বলছেন। বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। বললেন, যদি তুমি তা না করত, তবে জাহান্নাম তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত। -স্বহীহ্

৯১. অনুচ্ছেদ : চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ

১৭২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : এরূপ বলো না যে আল্লাহ্ তার চেহারাকে বিকৃত করুন। -হাসান

১৭৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, কস্মিনকালেও এরূপ বলো না যে, আল্লাহ্ তোমার চেহারাকে বা তোমার মত লোকের চেহারাকে বিকৃত করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : “আল্লাহ্ আদাম (আ.) কে তার নিজ গুণে সৃষ্টি করেছেন।” -হাসান

৯২. অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলের উপর মারবে না

১৭৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : যখন তেমাদের মধ্যকার কেউ তার খাদেমকে প্রহার করে, তখন যেনো মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে প্রহার করে। -সহীহ্

১৭৫. জাবির (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এমন একটি পশুর পাশ দিয়া অতিক্রম করলেন যার থুৎনীতে ধোঁয়ার দ্বারা দাগ দেয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তখন নাবী (দ.) বললেন, যে এমনটি করেছে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। কেউ যেন কখনও কোন কিছুর চেহারার উপর দাগ না দেয় এবং কখনও চোহারা উপর প্রহারও না করে। -সহীহ্

৯৩. অনুচ্ছেদ : দাসের গালে যে চড় মারে তার উচিত তাকে নিজ ইচ্ছায় মুক্ত করে দেয়া

১৭৬. হেলাল ইবনু ইউসাফ বলেন, সুয়েদ ইবনু মুকাররিন (রা.) এর বাড়ীতে আমরা কাপড় বিক্রয় করতাম। একদা জনৈকা দাসী বাড়ী হতে বের হয়ে একজনকে কি একটা কটুবাক্য বলল। তখন ঐ ব্যক্তি (উত্তেজিত হয়ে) তাকে চড় মারল। তখন সুয়েদ ইবনু মুকাররিন (রা.) বললেন, তুমি কি তার গালে চড় মারলে? আমি ছিলাম সাতজনের মধ্যে একজন, আমাদের সাতজনের একটি মাত্র দাসী ছিল। তন্মধ্যে একজন ঐ দাসীটিকে চড় মারল, তখন নাবী (দ.) তাকে মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দিলেন। -সহীহ্

১৭৭. ইবনু ওমার (রা.) বলেন আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে তার গোলামকে চড় মারল অথবা শারী'আহ্ নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্যতিরেকেই তাকে প্রহার করল, তার কাফ্যারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া। -স্বহীহ্

১৭৮. মু'আবিয়া ইবনু সুয়েদ ইবনু মুকাররিন (রা.) বলেন, আমাদের একজন গোলামকে আমি চড় মারলাম। গোলামটি পালিয়ে গেল। তখন আমার পিতা আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি একটি ঘটনা শুনাই। আমরা মুকাররিন (রা.) এর সন্তান ছিলাম। আমাদের একটি দাসী ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাকে একদা চড় মারল। নাবী (দ.) দরবারে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হল। তিনি বললেন, তাদেরকে বল তাকে মুক্ত করে দিতে তখন নাবী (দ.) কে বলা হল যে, ঐ দাসীটি ছাড়া যে তাদের আর কোন খাদেম নাই! বললেন, তা হলে আপাতত তারা তাকে তাদের কাজে রাখুক, তারপর যখন তার উপর নির্ভরশীলতা শেষ হয়ে যাবে, তখন যেন তাকে মুক্ত করে দেয়। -স্বহীহ্

১৭৯. শু'বা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি হে : আমি বললাম : শু'বা। তিনি বললেন আবু শু'বা আমার নিকট সুয়েদ ইবনু মুকাররিন আল-মুযনী'র প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তিকে তার গোলামকে চড় মারতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, মুখমণ্ডল সম্মানিত স্থান? আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম ভাই। তখন ছিল রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর যুগ। আমাদের একটি মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন সেই খাদেমটিকে একদিন চড় মারল। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তখন গোলামটিকে মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দিলেন। -স্বহীহ্

১৮০. যাযান আবু ওমার (রা.) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমার (রা.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর একটি গোলামকে ডাকলেন-যাকে তিনি প্রহার করেছিলেন। তখন তিনি তার পীঠ উন্মোচিত করলেন এবং বললেনঃ তুমি কি ব্যথা অনুভব করছ ? সে বলিল : জ্বী না। তখন তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি ভূমি হতে একখণ্ড কাঠ উঠালেন এবং বললেন- “তা দ্বারা এই কাঠখণ্ডের ওজনের সাওয়াবও আমি পাব না।”

তখন আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা, আপনি একথা কেন বললেন, জবাবে তিনি বললেন আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, অথবা আমি শুনেছি তিনি বলছেন, যে কেহ তার গোলামকে শারী'আহ্ নির্ধারিত পাপের শাস্তি ব্যতিরেকে প্রহার করবে অথবা তার মুখমণ্ডলে চড়

মারবে, তার কাফ্যারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া। -স্বহীহ্

৯৪. গোলামের প্রতিশোধ

১৮১. আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) বলেন : যে কেহ তার গোলামকে প্রহার করবে নির্যাতকরূপে, তাকেই ক্রিয়ামাতের দিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হবে। -স্বহীহ্

১৮২. আবু লায়লা, সালমান (রা.) একদা বের হলেন। তখন তাঁর বাহন পশুটির ঘাস হাওদা হতে রাস্তায় পড়ছিল। তখন তিনি (দ্রুত হয়ে) গোলামকে বললেন, যদি আমার ক্রিসাসের ভয় না হত, তবে আমি তোকে ভীষণ শাস্তি দিতাম। -স্বহীহ্

১৮৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, হকসমূহ অবশ্যই হকদারদের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে, এমন কি সিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট হতে প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। -স্বহীহ্

১৮৪. উম্মু সালামা (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর বা উম্মু সালামার জনৈকা দাসীকে ডাকলেন। সে আসতে বিলম্ব করল। তাতে নাবী (দ.) এর মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন উম্মু সালামা (রা.) উঠে পর্দার দিকে গেলেন এবং তাঁকে খেলাধুলাতে মত্ত দেখতে পেলেন। তখন তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিল। তিনি (দ.) বললেন, যদি আমার ক্রিয়ামাতের দিনের শাস্তির ভয় না থাকত, তবে এ মিসওয়াক দিয়ে তোমাকে মারতাম। মুহাম্মাদ ইবনু হাইসাম তাতে আরেকটু যোগ করে বলেন, দাসীটি একটি পোষা জন্তু নিয়ে খেলা করছিলো। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, যখন আমি তাকে নিয়ে নাবী (দ.) এর সামনে এলাম তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (দ.); সে কসম করে বলছে যে, সে আপনার ডাক শুনতে পায়নি। তিনি (রা.) আরো বলেন, তখন তাঁর (দ.) এর হাতে মিসওয়াক ছিলো। -যঈফ

১৮৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও প্রহার করবে, ক্রিয়ামাতের দিন তার প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। -হাসান

১৮৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকেও অন্যায়ভাবে প্রহার করবে, ক্রিয়ামাতের

দিন তার নিকট হতে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। -স্বহীহ্

৯৫. অনুচ্ছেদ : তোমরা যা পরিধান কর, দাসদাসীদেরকে তাই পরতে দিবে।

১৮৭. উবাদা ইবনু ওলীদ ইবনু সামিত বলেন, আমি এবং আমার পিতা আনস্বরদের জীবনকালে তাঁদের এই জনপদের দিকে বের হয়ে পড়ি। সর্বপ্রথম এই মহল্লার যাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাত হল, তিনি হলেন নাবী (দ.) এর স্বহাবী আবু ইয়াসার (রা.) তখন তাঁর সাথে তাঁর একটি গোলাম ছিল। তাঁদের দুইজনের গায়ের উপর তখন একটি দামী চাদর ও একটি খাকী সাধারণ চাদর ছিল। তখন আমি তাঁকে বললাম, চাচা! আপনি যদি গোলামের গায়ে দেয়া দামী চাদরের অংশটাও নিজের গায়ে টেনে সম্পূর্ণটা আপনার গায়ে নিয়ে নিতেন এবং গোলামকে সাধারণ খাকী চাদরের সম্পূর্ণটা চড়িয়ে দিতেন অথবা নিজে সম্পূর্ণটা খাকী চাদর গায়ে দিয়ে তাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা গায়ে দিয়ে দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা চাদর হয়ে যেত। আমার কথা শুনে তিনি (সস্নেহে) আমার মাথায় তাঁর হাত বুলিয়ে বললেন, আল্লাহ্ বারাকাত দান করুন। ভাতিজা, আমার এই চক্ষুযুগল দেখেছে, আমার এই কর্ণযুগল শুনেছে এবং আমার এই অন্তর তাকে সংরক্ষণ করেছে--এটুকু বলে তিনি তাঁর হৃদয় দেশের দিকে ইঙ্গিত করলেন- নাবী (দ.) বলেছেন : তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান কর, তাহাদেরকেও তাই পরাবে।” তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা ক্রিয়ামাতের দিন আমার পুণ্যসমূহের অংশ বিশেষ তার গ্রহণ করার চেয়ে আমার নিকট সহজতর। -স্বহীহ্

১৮৮. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ক্রীতদাসদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করতেন এবং বলতেন : তোমরা যা খাও, তাদেরকে তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান কর, তাদেরকেও তাই পরাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না। -স্বহীহ্

৯৬. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীকে গালি দেয়া

১৮৯. মা'রুর ইবনু সুয়েদ বলেন, আমি একদা আবু যার (রা.) কে নতুন এক জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন তাঁর গোলামের গায়েও অনুরূপ একজোড়া নতুন কাপড় ছিল। আমি তখন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি (আমার দাসদের মধ্যকার) এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম। তখন সে গিয়ে নাবী (দ.) এর দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নাবী (দ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি তার মা

নিয়ে গালি দিয়েছ হে ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের দাসরা হচ্ছে তোমাদের ভাই; আল্লাহ্ তাদেরকে তোমার অধীন করে দিয়াছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই রয়েছে, তার উচিত সে যা খায়, তাই তাকে খেতে দেয় এবং সে যা, পরে তাই তাকে পরতে দেয় এবং যে কাজ তার সাধ্যের অতীত তার উপর তা চাপাবে না এবং এরূপ কোন কাজ তাকে করতে দিলে তাকে সে কাজে সে নিজেও সাহায্য করবে। -যঈফ

৯৭. অনুচ্ছেদ : দাসকে কি সাহায্য করবে?

১৯০. নাবী (দ.) এর জনৈক স্বহাবী বর্ণনা করে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, ক্রীতদাসরা হচ্ছে তোমাদেরই ভাই, সুতরাং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ কর; আবার তাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তোমরাও তাদেরকে সাহায্য করবে। -স্বহীহ

১৯১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কর্মচারীকে তার কর্মসম্পাদনের সাহায্য করবে। কেননা, আল্লাহ্'র কর্মচারী ব্যর্থকাম হয় না। -স্বহীহ

৯৮. অনুচ্ছেদ : দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাবে না

১৯২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, ক্রীতদাসের হক হল তার খাবার ও পরিধেয় এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো হবে না। -স্বহীহ

১৯৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে।

১৯৩. নাবী (দ.) বলেছেন, যারা তোমাদের অধীনে থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের ভাই বানিয়েছেন। তোমরা তাদের তা খেতে দাও যা তারা খেতে চায় এবং তাকে তা পরিধান করতে দাও যা সে পরিধান করতে চায়। তাদের উপর সে কাজ চাপিয়ে দিয়ো না যা সে পারে না এবং সে যে কাজ করতে পারে তা তাকে দিয়ে করাও। ক্রীতদাসরা হচ্ছে তোমাদেরই ভাই, সুতরাং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ কর; আবার তাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাতে তোমরাও তাদেরকে সাহায্য করবে। -স্বহীহ

৯৯. অনুচ্ছেদ : চাকর-বাকরের ভরণপোষণ স্বদাকা স্বরূপ

১৯৪. মিকদাম (রা.) বলেন, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, তুমি তোমার নিজেকে যা খাওয়াও তা স্বদাকা বিশেষ, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র এবং চাকর-বাকরকে যা খাওয়াও, তা স্বদাকা বিশেষ। -স্বহীহ্

১৯৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : উত্তম স্বদাকা হল স্বচ্ছলভাবে যা অবশিষ্ট থাকে। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। তোমার অধীনস্থদের হতে (স্বদাকা) শুরু করবে। নতুবা তোমার স্ত্রী বলবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে তালাক দাও; তোমার ক্রীতদাস বলবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে বিক্রয় করে ফেল! তোমার সন্তান বলবে, আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? -স্বহীহ্

১৯৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন নাবী (দ.) একদা স্বদাকা করতে উপদেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। বললেন, তা তুমি নিজ ভরণ-পোষণে ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলল, আমার কাছে অপর আর একটি দীনারও আছে। বললেন, তা তোমার স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যয় কর! সে ব্যক্তি বলল, আমার কাছে আর একটি দীনারও আছে। বললেন, তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর! তারপর নিজেই বিবেচনা কর (যে অতঃপর কোন্ খাতে খরচ করলে তোমার জন্য উত্তম হবে)। -হাসান

১০০. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি চাকরের সাথে খেতে না চায়

১৯৭. ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি স্বহাবী জাবির (রা.) কে তাঁর খাদেম সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, যখন সে তাকে পরিশ্রম ও তাপ হতে রক্ষা করবে, তখন কি তাকে খাবার সময় ডাকতে রসূলুল্লাহ্ (দ.) আদেশ করেছেন? বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি একান্তই তার সাথে খেতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তার হাতেই এক লোকমা দিয়ে দিবে। -স্বহীহ্

১০১. অনুচ্ছেদ : নিজে যা খাবে, তাই দাসকে খাওয়াবে

১৯৮. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ক্রীতদাসদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করতেন এবং বলতেন, তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান কর, তাদেরকেও তাই পরাবে এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না। -স্বহীহ

১০২. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি আহ্বারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে ?

১৯৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যকার কারো খাদেম তার খাবার নিয়ে তার কাছে আসে, তখন তাকেও সাথে বসিয়ে নেয়া উচিত। সে যদি তাতে সম্মত না হয়, তবে তাকে তা হতে কিছু দিয়ে দেয়া উচিত। -স্বহীহ

২০০. আবু মাহযুরা (র) বলেন, আমি ওমার (রা.) এর দরবারে বসে ছিলাম। এমন সময় সাফওয়ান ইবনু ওমাইয়া (রা.) একটি বিরাট পাত্র সহকারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পাত্রটি একটি পশমী চোগায় করে কয়েক ব্যক্তি বহন করে এনেছিল। তারা তা এনে ওমার (রা.) এর সম্মুখে রাখল। তখন ওমার (রা.) দুঃস্থ-দরিদ্র লোকজনকে এবং তাঁর নিকটস্থ লোকজনের দাসদেরকে ডাকলেন। তারা তাঁর সাথে একত্রে বসে আহ্বার করল। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেছেন : আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায়কে অপদস্থ করেছেন যারা তাদের দাসদের সাথে খেতে অনিচ্ছুক, তাদের প্রতি বিমুখ ছিল। তখন সাফওয়ান বললেনঃ কসম আল্লাহ'র, আমরা তাদের প্রতি বিমুখ নই বরং তাদেরকে আমাদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। কসম আল্লাহ'র আমরা এমন কোন উত্তম খাবার পাই না যা নিজেরা খাব এবং তাদেরকে খাওয়াব। -স্বহীহ

১০৩. অনুচ্ছেদ : দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে

২০১. আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : গোলাম, যখন তার মনিবের মঙ্গল কামনা করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতও উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। -স্বহীহ

২০২. এক ব্যক্তি আমির শা'বীকে লক্ষ্য করে বলল, হে আমার পিতা ! আমরা পরস্পর বলাবলি করে থাকি যে, যখন কোন ব্যক্তি সন্তানদাত্রী দাসীকে মুক্তি দেয় এবং অতঃপর তাকে বিবাহ করে,

তখন সে যেন কুরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহারকারী সদৃশ কাজ করল। (এ ব্যাপারে আপনার মত কি?) তখন আমির বললেন, আবু বুরদা আমিরের নিকট তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁদের নিকট বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দুইটি করে পারিশ্রমিক রয়েছে : ১. আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি যে, তার স্বীয় নাবীর প্রতি ঈমান এনেছে, আবার মুহাম্মাদ (দ.) এর প্রতিও ঈমান এনেছে, তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। ২. ক্রীতদাস যখন আল্লাহ'র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাকে শয্যাসজিনী করল, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিল এবং উত্তমরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দিল, তারপর তাকে মুক্ত করে বিবাহের মাধ্যমে জীবন-সজিনীরূপে বরণ করল। তার জন্যও দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আমির বলেন : আমি তো তোমাকে তা কোনরকম বিনিময় ছাড়াই প্রদান করলাম, তার চেয়ে ছোট কথা শিখার জন্যও লোকজনকে ইতিপূর্বে মাদীনা পর্যন্ত সফর করতে হত। -স্বহীহ

২০৩. আবু মুসা (রা.) বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : যে ক্রীতদাস তার প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে সম্পন্ন করে এবং মনিবের আনুগত্য ও মঙ্গল কামনার যে দায়িত্ব তার উপর রয়েছে, তা পালন করে, তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। -স্বহীহ

২০৪. আবু বুরদা (রা.) তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, ক্রীতদাসের দু'টি পারিশ্রমিক- যখন সে আল্লাহ'র ইবাদাতের হক আদায় করে অথবা তিনি বলেছেন : উত্তমরূপে আদায় করে এবং মনিবের হক যা মালিক হিসাবে তার উপর রয়েছে, তা আদায় করে। -স্বহীহ

১০৪. অনুচ্ছেদ : দাস রাখাল স্বরূপ

২০৫. ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। শাসক-তার লোকজনের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার শাসিতদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। গৃহকর্তা তার গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার গৃহবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদাদির রাখাল স্বরূপ, তাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মনে রাখবে, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। -স্বহীহ

২০৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : দাস যখন তার মনিবের আনুগত্য করে, তখন সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে এবং যখন সে মালিকের অবাধ্যতা করে, তখন সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে। -যঈফ

১০৫. অনুচ্ছেদ : দাস হবার সাধ

২০৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : মুসলিম দাস যদি আল্লাহ্‌র হক এবং তার মনিবের হক (যুগপৎভাবে) আদায় করে, তা হলে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। যার হাতে আবু হুরাইরাহ্‌র প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ, হাজ্জ এবং আমার মাতার সেবাযত্নে দায়িত্ব যদি না হত, তা হলে আমি অবশ্যই ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করতে ভালবাসতাম। -স্বহীহ্

১০৬. অনুচ্ছেদ : ‘আমার দাস’ বলবে না

২০৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদেরকে কেউই যেন “আমার দাস” “আমার দাসী” না বলে, কেননা, তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র দাস এবং তোমাদের মহিলারাও আল্লাহ্‌র দাসী; বরং বলবে “আমার গোলাম”, “আমার বালিকা।” -স্বহীহ্

১০৭. অনুচ্ছেদ : দাস কি মনিবকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করবে?

২০৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো ‘আমার দাস’, ‘আমার দাসী’ বলবে না এবং ক্রীতদাসও কখনও ‘আমার প্রভু’, ‘আমার প্রভু পত্নী’ বলবে না; বরং বলবে ‘আমার বালক’, ‘আমার বালিকা’, ‘আমার মনিব’ ‘আমার মনিব-পত্নী’। কেননা তোমরা সকলেই (আল্লাহ্‌র) দাস এবং প্রভু একমাত্র মহিমান্বিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা’আলা। -স্বহীহ্

২১০. মাতরাফ তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বনু আমের গোত্রের প্রতিনিধিদলভুক্ত হয়ে নাবী (দ.) এর খিদমতে যান। তখন প্রতিনিধিদল নাবী (দ.) কে সম্বোধন করে বলেন : “আপনি আমাদের প্রভু!” তিনি বললেন : প্রভু তো আল্লাহ্ তা’আলা। তাঁরা তখন বললেনঃ গুণে গরিমায়

ও মানে-মর্যাদায় আপনি আমাদের সেরা পুরুষ। তখন তিনি বললেন : তোমাদের ভাষায় তোমরা যাই বল, শয়তান যেন-তোমাদের কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। -স্বহীহ্

১০৮. অনুচ্ছেদ : গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ

২১১. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই রাখার স্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। আমানতদার রাখালস্বরূপ, তাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে, গৃহকর্তা তার গৃহবাসীদের রাখালস্বরূপ, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। গৃহকর্তা তার স্বামীর ঘরের রাখালস্বরূপ, তাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং প্রত্যেককে তার সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। -স্বহীহ্

২১২. আবু সুলাইমান মালিক ইবনু হুরাইরিস (রা.) বলেন : আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক নাবী (দ.) এর খিদমাতে হাযির হলাম এবং বিশ দিন পর্যন্ত তাঁর খিদমাতে থাকলাম। তিনি তখন অনুভব করলেন যে আমরা ঘরে ফিরিতে উদ্যীব হইয়া উঠেছি। তখন তিনি আমাদের বাড়ীর লোকজন সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা নিজ নিজ বাড়ীর অবস্থা তাঁর কাছে বিবৃত করলাম। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও দয়ালু ছিলেন। বললেনঃ আচ্ছা, এবার তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও! তাদেরকে গিয়া (এখানে যা শিখিয়ে গেলে তা) শিক্ষা দাও এবং সৎকাজের আদেশ কর এবং আমাকে যেভাবে স্বলাত পড়তে দেখলে, সেভাবে স্বলাত আদায় কর। যখন স্বলাতের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যকার একজন উঠে আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার যে সবার বড়, সে ইমামতি করবে। -স্বহীহ্

১০৯. অনুচ্ছেদ : নারী ঘরের রাখাল

২১৩. ইবনু ওমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি রসূলুল্লাহ (দ.)-কে বলতে শুনেছেন : তিনি (দ.) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ। তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, শাসক-তার জনগণের রাখালস্বরূপ, তাকে তার জনগণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, গৃহকর্তা তার পরিবারের রাখালস্বরূপ (তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে), একজন স্ত্রী রাখালস্বরূপ তার বাড়ীর নারীদের ব্যাপারে (তাকে সেই নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে), খাদেম তার মনিবের সম্পদাদির রাখালস্বরূপ

(তাকে সেই সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে) এবং আমি নাবী (দ.) থেকে আরো শুনেছি যে, তিনি (দ.) বলেন, একজন লোক তার বাবার সম্পদেরও রাখাল (তাকে সেই সম্পদ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে)। -স্বহীহ্

১১০. অনুচ্ছেদ : উপকারীর উপকার করা কর্তব্য

২১৪. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : যার কোন উপকার করা হয়, তার উচিত তারও উপকার করা। যদি তার উপকারীর উপকার করার সামর্থ্য না থাকে, তবে তার উপকারের প্রশংসা করা উচিত। কেননা, যখন সে তার প্রশংসা করল, তখন সে তার কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করল। আর যদি সে তা গোপন করে, তবে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি তার মধ্যে যে গুণ অনুপস্থিত সেই ভূষণেই নিজেকে ভূষিত বলে প্রকাশ করল, সে যেন দু'টি মিথ্যা পোষাকে নিজেকে সাজালো। -হাসান লি-গইরিহী

২১৫. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন : যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নামে আশ্রয় কামনা করে, তাকে আশ্রয় দাও! যে আল্লাহ্‌র নামে চায়, তার চাহিদা পূরণ কর। যে তোমাদের উপকার করে, তোমরা তারও উপকার কর! যদি তোমাদের উপকারীর উপকার করার সামর্থ্য না থাকে, তবে উপকারীর জন্য দু'আ কর, যাতে সে জানতে পারে যে তোমরা তার উপকার করেছ। -স্বহীহ্

১১১. অনুচ্ছেদ : উপকারীর উপকার করতে না পারলে তার জন্য দু'আ করবে

২১৬. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সমুদয় পুণ্য তো আনসারগণই লুটে নিলেন! রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকবে এবং তাদের উপকারের প্রশংসা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। -স্বহীহ্

১১২. অনুচ্ছেদ : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়

২১৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন : যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। -স্বহীহ্

২১৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা নফস বা আত্মাকে বললেন, বাহর হয়ে পড়! সে বলল, আমি স্বেচ্ছায় তো বাহর হব না; তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপারগ হয়ে। -স্বহীহ্

১১৩. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের সাহায্য করা।

২১৯. আবু যার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম আ'মাল কি? বললেন : আল্লাহ্'র প্রতি ঈমাণ এবং আল্লাহ্'র রাহে জিহাদ। প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম গোলাম কে? বললেন : যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে তার মালিকের নিকট প্রিয়তর। প্রশ্নকারী বলল : আমি যদি তা করতে না পারি, তা হলে সেই সাওয়াব পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা কী? বললেন : তা হলে কোন কাছের লোকের কাজে সাহায্য কর অথবা কোন আনাড়ীর কাজটুকু গুছাইয়া দাও! সে ব্যক্তি বলল, যদি তাও করতে আমি অপারগ হই? বললেন : তা হলে তোমার অনিষ্ট হতে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা, তাও স্বদাকা বিশেষ- যা দ্বারা তোমার জ্ঞানের সাদাকা আদায় হয়ে যাবে। -স্বহীহ্

১১৪. অনুচ্ছেদ : ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল

২২০. কুবায়সা ইবনু বুরমা আল আসাদী (রা.) বলেন : আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : দুনিয়ার সৎকর্মশীলরাই আখিরাতেও সৎকর্মশীল (বলে গণ্য হবে) এবং দুনিয়ার অসৎকর্মশীলরাই আখিরাতেও অসৎকর্মশীল (বলে গণ্য হবে)। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

২২১. হারমালা ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, ঘর হতে বাহির হয়ে তিনি নাবী এর খিদমাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁকে চিনে ফেললেন। তিনি বলেন : যখন আমি বিদায় হয়ে যাবে, তখন আমি মনে-মনে বললাম, কসম আল্লাহ্'র, আমি নাবী (দ.) এর নিকট যাবে এবং আমার জ্ঞানে পরিধি বিস্তৃত করব। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং একেবারে তাঁর সম্মুখেই গিয়ে দাঁড়িলাম। আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে কী আ'মাল করতে উপদেশ দেন? তিনি তখন বললেন : হে হারমালা! সৎকর্ম করবে এবং গর্হিত কর্ম হতে দূরে থাকবে। তুমি ভেবে দেখবে, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার প্রস্থানের পর কী বললে তুমি সুখানুভব করবে এবং তাই করবে এবং ভেবে দেখবে, তোমার প্রস্থানের পর তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন কী বললে তুমি তা অপছন্দ করবে, তুমি তা

করবে না। হারামালা বলেন : যখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন ভেবে দেখলাম, তা তো এমন দু'টি কথা--যাতে আর কিছুই বাদ পড়ে নাই। -যঈফ

২২২. সালমান (রা.) বলেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্মশীল সে আখিরাতেও সৎকর্মশীল বলে গণ্য হবে। তিনি (রা.) বলেন, নিশ্চয়ই আমি শুনেছি যে, আবু উসমান হাদিস বর্ণনা করতেন সালমান থেকে এবং তাঁর বর্ণিত হাদিসগুলোকে গুরুত্ব দিতেন। -সহীহ লি-গইরিহী

১১৫. প্রতিটি সৎকর্ম স্বদাকাহ্ স্বরূপ

২২৩. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, প্রত্যেকটি সৎকর্ম স্বদাকাহ্ স্বরূপ। -সহীহ

২২৪. আবু মূসা (রা.) বলেন : নাবী (দ.) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিমের উপর স্বদাকা ওয়াজিব। স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : যদি কারো কাছে স্বদাকা করার মত কিছু না থাকে? বললেন : তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে উপকৃত করবে এবং স্বদাকা করবে। স্বহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে? বললেন, তাহলে সে কোন ভগ্নহৃদয় গরীব মানুষের সাহায্য করবে। স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে তাও না করে? বললেন, তবে সে কল্যাণের আদেশ করবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাও না করে? বললেন, তাহলে সে কারো অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা ওটাই তার জন্য স্বদাকা স্বরূপ। -সহীহ

২২৫. আবু যার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম আ'মাল কি? বললেন : আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ। প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম গোলাম কে? বললেন : যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে তার মালিকের নিকট প্রিয়তর। প্রশ্নকারী বলল : আমি যদি তা করতে না পারি, তা হলে সেই সাওয়াব পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা কী? বললেন : তা হলে কোন কাছের লোকের কাজে সাহায্য কর অথবা কোন আনাড়ীর কাজটুকু গুছিয়ে দাও! সে ব্যক্তি বলল, যদি তাও করতে আমি অপারগ হই? বললেন : তা হলে তোমার অনিষ্ট হতে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা, তাও স্বদাকা বিশেষ- যা দ্বারা তোমার নিজের স্বদাকা আদায় হয়ে যাবে।

২২৬. আবু যার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! বিত্তবানগণ তো সকল পুণ্য লুটে নিলেন! আমরা যেমন স্বলাত আদায় করি, তাঁরাও তেমনি স্বলাত আদায়

করেন, আমরা যেমন স্বওম রাখি তাঁরাও তেমনি স্বওম রাখেন। উপরন্তু তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ স্বদাকা-খয়রাত করেন। জবাবে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের জন্য স্বদাকার ব্যবস্থা রাখেন নাই? নিঃসন্দেহে প্রতিটি তাসবীহ ও তাহমীদ স্বদাকাস্বরূপ এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কও স্বদাকা বিশেষ। স্বহাবীগণ বললেন, কামরিপু চরিতার্থ করার মধ্যেও আবার স্বদাকা আছে নাকি? বললেন, কেন হবে না? যদি সে তা নিষিদ্ধ স্থানে চরিতার্থ করত, তবে কি ওটা তার জন্য পাপের বোঝাস্বরূপ হত না? ঠিক তেমনিভাবে যদি সে ওটা হালালভাবে চরিতার্থ করে, তবে ওটার জন্য তার পুণ্যও রয়েছে। -স্বহীহ

১১৬. অনুচ্ছেদ : কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

২২৭. আবু বুরযা আসলামী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন একটি আ'মাল শিক্ষা দিন-যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। বললেন, লোকজনের চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে। -স্বহীহ

২২৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁর পথে কাঁটা পড়ল। সে বলল, আমি অবশ্যই এই কাঁটা সরিয়ে দিব-যাতে ওটা কোন মুসলিমের কষ্টের কারণ হতে না পারে। তাঁকে এই জন্য ক্ষমা করা হল। -স্বহীহ

২২৯. আবু যার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমার নিকট উম্মাতের সমুদয় আ'মাল পেশ করা হল। আমি তাদের নেক আ'মাল সমূহের মধ্যে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর পুণ্যও পেলাম এবং তাদের বদ আ'মালসমূহের মধ্যে মাসজিদে নিক্ষিপ্ত থুথুও পেলাম--যা মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয় নাই। -স্বহীহ

১১৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা

২৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ খুতামী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, প্রত্যেকটি সৎকর্ম এক একটি স্বদাকা বিশেষ। -স্বহীহ

২৩১. আনাস (রা.) বলেন, যখনই নাবী (দ.) এর নিকট কোথা হতে কোন কিছু (উপটৌকন) আসত, তখন তিনি প্রায়ই বলতেন, যাও, অমুক রমণীকে দিয়ে আস; কেননা, তিনি খাদীজার

বান্ধবী ছিলেন, যাও ওটা অমুক মহিলার ঘরে দিয়ে আস; কেননা খাদীজাকে ভালবাসতেন। -হাসান

২৩২. হুযায়ফা (রা.) বলেন, তোমাদের নাবী (দ.) বলেছেন, প্রত্যেকটি সৎকর্মই স্বদাকা বিশেষ।
-স্বহীহ

১১৮. অনুচ্ছেদ : সজি বাগানে যাওয়া ও জাম্বিল কাঁধে উঠানো

২৩৩. ওমার ইবনু আবু কুররা কিন্দী বলেন, আমার পিতা আবুল কুররা সালমানের নিকট তাঁর বোনের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন এবং তাঁরই বুকায়রা নামে মুক্ত দাসীকে বিবাহ করলেন। একদা আবু কুররা সালমান এবং হুযাইফার মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়া মনোমালিন্য হওয়ার কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি সালমানের খোঁজে (তাঁর বাড়ীতে) গেলেন। তাঁকে জানান হল যে, তিনি তাঁর সজি বাগানে গেছেন। তখন তিনি সেখানে রওয়ানা হলেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তাঁর কাছে শাক ভর্তি ঝুঁড়ি ছিল এবং তিনি ওটার হাতলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ওটা কাঁধে নিলেন। তখন তিনি সালমানকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ্‌র পিতা! তোমার এবং হুযাইফার মধ্যে কী হয়েছে।

রাবী আবু কুররা বলেন, তখন সালমান (রা.) বললেন, “মানুষ স্বভাবগতভাবেই তাড়াহুড়ো প্রবণ” [সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭), ১১]।” অতঃপর তাঁরা দু’জনে পথ চলতে-চলতে সালমানের ঘরে এসে পৌঁছলেন। সালমান তখন ঘরে প্রবেশ করে “আসসালামু আলাইকা” বললেন এবং আবু কুররাকে ঘরে প্রবেশ করার জন্য ডাকলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করে দরজার প্রান্তে পেতে রাখা একখানা মাদুর এবং শিয়রে কয়েকটি ইট দেখতে পেলেন। সালমান বললেন, আপনার দাসীর বিছানায় বসে পড়ুন, সে ওটা নিজের জন্য বিছিয়ে রেখেছে।

অতঃপর তিনি তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হলেন এবং (পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাব স্বরূপ) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) রাগান্বিত অবস্থায় যা বিভিন্ন জনকে বলতেন। হুযাইফা (রা.) তাই লোকদের সামনে বর্ণনা করে থাকেন। লোকজন এসে আমাকে ঐ সবার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি বলতাম, হুযাইফা তা ভাল জানেন। আমি চাইতাম না যে, লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য হোক। তখন তারা আবার হুযাইফার কাছে গিয়ে বলত--“সালমান তো আপনার বক্তব্যকে অনুমোদনও করেন না, আবার ওটাকে মিথ্যাও প্রতিপন্ন করেন না।” তখন হুযাইফা (রা.) আমার নিকট ছুটে আসলেন এবং (রাগান্বিত হয়ে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন “হে

সালমানের মায়ের পুত্র সালমান আমি বলে উঠলাম হে হুযাইফার মায়ের পুত্র হুযাইফা!” তুমি এমন কাজ হতে বিরত হবে, নাকি আমি ওমার (রা.) কে তোমার সম্পর্কে লিখে জানাব?

আমি যখন তাঁকে ওমারের ভয় দেখালাম, তখন তিনি আমাক ছেড়ে দিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দ.) (দু’আর ছলে) বলেছেন, আমিও (রক্তে মাংশে গড়া) আদমেরই সন্তান। সুতরাং (মানবী দুর্বলতাবশত) আমার যে উম্মাতকে আমি অকারণে অভিশাপ দেই বা গালি দেই (হে আল্লাহ), ওটা তার পক্ষে আশীর্বাদ করে দাও। -স্বহীহ্

২৩৪. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদা ওমার (রা.) আমাদেরকে বললেন, চল, একবার আমাদের খামার এলাকায় ঘুরে আসি। (সত্য সত্যই) আমরা বাহির হইয়া পড়লাম। আমি এবং উবাই ইবনু কা’ব (রা.) ছিলাম কাফেলার মধ্যে সবার পেছনে। এমন সময় আকাশে মেঘ দেখা দিল। উবাই ইবনু কা’ব (রা.) দু’আ করলেন, প্রভু, আমাদের উপর হতে ওটার কষ্ট সরিয়ে দাও!

অতঃপর যখন আমরা কাফেলার অন্যান্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম, তখন তাঁদের উটের হাওদাসমূহ ভিজে গিয়েছিল। তখন তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের উপর যে বৃষ্টি বর্ষিত হল তা কি তোমাদের উপর বর্ষিত হয়নি। জবাবে আমি বললাম, উনি (উবাই ইবনু কা’ব) আল্লাহ’র নিকট ওটা কষ্ট সরিয়ে নেয়ার জন্য দু’আ করেছিলেন (ফলে, বৃষ্টি আমাদেরকে স্পর্শ করেনি)। তখন ওমার (রা.) বললেন, তোমাদের সাথে আমাদেরকেও দু’আয় शामिल করে নিলে না কেন? -যঈফ

১১৯. অনুচ্ছেদ : খেজুর বাগানে বেড়াতে যাওয়া

২৩৫. আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি একদা আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-র নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁকে বললাম, চলুন না একবার খেজুর বাগানে ঘুরে আসি! তিনি (আমার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং) বাহির হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর গায়ে একখানা কাল চাদর জড়ান ছিল। -স্বহীহ্

২৩৬. আলী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একদা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) কে গাছে চড়ে ফল পেড়ে আনতে আদেশ করলেন। (ইবনু মাসউদ (রা.) যখন গাছে চড়লেন) তখন সাথীদের নযর তাঁর পায়ের গোছার দিকে পড়ল। তাঁর পায়ের গোছা দ্বয় অত্যন্ত কৃশ হওয়ার দরুণ তাঁরা হাসাহাসি

করতে লাগলেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমরা কি হাসাহাসি করছ? পাপ-পুণ্যের ওজনের পাল্লায় পা ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও অধিকতর ভারী প্রতিপন্ন হবে। -স্বহীহু লি-গইরিহী

১২০. অনুচ্ছেদ : মুসলিম তাঁর অপর মুসলিম ভাইয়ের আয়না স্বরূপ

২৩৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তার অপর ঈমানদার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সে যখন তার মধ্যে কোনরূপ দোষ দেখতে পাবে, তখন সে তাকে সংশোধন করে দিবে। -হাসান

২৩৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তার অপর ভাইয়ের আয়না স্বরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সে তার অনুপস্থিতিতে তার মালের রক্ষা করবে এবং তার অনুপস্থিতিতেও তার প্রতি সমর্থন জানাবে। -হাসান

২৩৯. মুস্তাওরাদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে কেউ মুসলিমের মাল হতে অবৈধভাবে একটি লুক্‌মাও গ্রাস করবে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হতে অনুরূপ এক লুক্‌মা খাওয়াবেন এবং যে কেউ কোন মুসলিমের বস্ত্র অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে পরবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অনুরূপ বস্ত্র পরাবেন এবং যে কেউ কোন মুসলিমের মোকাবেলায় প্রদর্শন ও খ্যাতির আসন অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্রিয়ামাতের দিন প্রদর্শন ও খ্যাতিজনিত অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। -স্বহীহু

১২১. অনুচ্ছেদ : অবৈধ হাসি-ঠাট্টা

২৪০. আবদুল্লাহ ইবনু সাইব তাঁর পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার কোন সাথীর কোন বস্ত্র না ধরে-ঠাট্টাচ্ছেলেও নয়, গম্ভীরভাবেও নয়। একান্তই কেউ যদি তার সাথীর লাঠি সরিয়েও থাকে, তবে তার উচিত তা ফিরিয়ে দেয়া। -হাসান

১২২. অনুচ্ছেদ : পুণ্যের পথ যে দেখায়

২৪১. আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে

বললেন, (ইয়া রসূলুল্লাহ্ !) আমি অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে একটি বাহন দান করুন! তিনি বললেন, আমার কাছে তো বাহন নাই, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও, হয়ত বা সে তোমাকে বাহন দিতে পারবে। তখন সে ব্যক্তি ঐ লোকের নিকট গেল এবং সেই ব্যক্তি তাকে বাহন দান করল। তখন সেই ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে পুনরায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষয়টি অবগত করল। তখন তিনি বললেন, যে কেউ কোন পূণ্যের পথ দেখায়, পূণ্যকারীর তুল্য সাওয়াব সেও লাভ করবে। -স্বহীহ্

১২৩. অনুচ্ছেদ : ক্ষমাপরায়ণতা

২৪২. আনাস (রা.) বলেন, একদা জনৈক ইয়াহুদি রমণী নাবী (দ.) এর কিনট বিষাক্ত ছাগলের মাংস নিয়ে আসল। তিনি তা হতে কিছুটা খেলেন। [রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর দেখে বিষের ক্রিয়া শুরু হলো] তাকে ধরে আনা হল। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি ওকে হত্যা করব না? বললেন, না। নাবী আনাস (রা.) বলেন? আমি আজীবন রসূলুল্লাহ্ (দ.)-র মুখ-গহ্বরে সেই বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। -স্বহীহ্

২৪৩. ওহাব ইবনু কায়সান বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবার (রা.)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, “ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং গোঁয়ারদের প্রতি অশ্রদ্ধা করো না (সূরাহ্ আ’রফ [৭], ১৯৯)।” তিনি বলেন,, কসম আল্লাহ্’র! লোকদের উত্তম চরিত্র ছাড়া আর কিছু গ্রহণের আদেশ এই আয়াতের দ্বারা দেয়া হয় নাই। কসম আল্লাহ্’র, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাহচর্যে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওটা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে থাকব। -স্বহীহ্

২৪৪. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, জ্ঞান দান কর! সহজ কর!! কঠিন করো না এবং যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ ত্রুষ্ক হয়, তখন তার মৌনতা অবলম্বন করা উচিত। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১২৪. অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করা

২৪৫. আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইনু আস (রা.)-র সাথে দেখা করে বললাম, তাওরাতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর বিশেষণসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত

করুন। তখন তিনি বললেন হ্যাঁ, (তাই হবে) নিঃসন্দেহে তাওরাতেও রসূলুল্লাহ (দ.)-কে এমন কতিপয় বিষয়ে বিশেষিত করা হয়েছে-যা দ্বারা কুরআনে তিনি বিশেষিত হয়েছেন,

“হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি” (সূরাহ আহযাব [৩৩], ৪৫)।

এবং ‘নিরক্ষরদের আশ্রয় স্থল’, ‘আপনি আমার দাস ও আমার পয়গামবাহী রসূল’ আমি আপনার নামকরণ করেছি ‘মুতাওয়াক্কিল’ আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল। রক্ষা মেজাজ, দুর্মুখ বা হাট-বাজারে শোরগলোকারী নহেন, দুর্ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্যবহারের জবাব দেন না, বরং মার্জনা ও ক্ষমা করে দেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা’আলা তাঁকে উঠাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা’আলা তাঁর দ্বারা বক্রমুখী জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তারা বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্--‘আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই’ এবং তার দ্বারা তিনি অন্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত, বধির কণ্ঠকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন এবং অর্গলবদ্ধ অন্তরসমূহকে অর্গলমুক্ত করবেন। -স্বহীহ

২৪৬. আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর বলেন, কুরআন মাজীদে যে আয়াতে বলা হয়েছে, ‘হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।’ আর তাওরাতেও অনুরূপভাবেই আছে। -স্বহীহ

২৪৭. মু’আওিয়া (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.)-এর নিকট এমন বাণী শুনেছি যা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা’আলা আমাকে উপকৃত করেছেন। এবং আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, “যখন আপনি লোকজনের ব্যাপারে (কথায় কথায়) সন্দেহের বশবর্তী হবেন, তখন আপনি তাদের সর্বনাশ সাধন করবেন।” সুতরাং আমি তাদের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হব না এবং তাদের সর্বনাশও সাধন করব না। -স্বহীহ

২৪৮. আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) বলেন, আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার এই দু’চোখ দেখেছে, রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) তাঁর দু’হাত দ্বারা হাসান অথবা হুসাইন (রা.) এর দু’হাত চেপে ধরলেন। (তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হউক) তাঁর পদদ্বয় রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) এর পবিত্র পদদ্বয়ের উপরে ছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) বলছিলেন, আরোহণ কর! তখন বালকটি চড়তে থাকে এমন কি তাঁর দু’পা রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) এর পবিত্র বুকের উপর স্থাপন করল তখন রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) বললেন, তোমার মুখ উন্মোচিত কর! তারপর তিনি তাঁকে চুমু দিলেন এবং দু’আ করলেন, প্রভু!

আপনি তাঁকে দয়া করুন; কেননা, আমি তাঁকে ভালবাসি। -যঈফ

১২৫. অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি

২৪৯. কায়স বলেন, আমি জারীর (রা.) কে বলতে শুনেছি, আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমাকে যতবারই দেখেছেন, আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি হেসেছেন। রাবী বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, এই দরজা দিয়ে কল্যাণময় ও বারাকাতের অধিকারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে--যাহার চেহারায় মালাইকাহ'র (ফেরেশতা) হস্ত স্পর্শ রয়েছে। এমন সময় জারীর (রা.) সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। -স্বহীহ

২৫০. নাবী (দ.)-এর সহধর্মিণী আইশাহ্ (রা.) বলেন, আমি কখনও রসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে এমন হাসি হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসি হাসতেন। তিনি আরও বলেন, যখনই তিনি মেঘের ঘনঘটা অথবা জোরে বাতাস বইতে দেখতেন তখনই তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। একদা তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (দ.) লোকে যখন মেঘের ঘনঘটা দেখে, তখনই বৃষ্টির আশায় উৎফুল্ল হয় আর আপনি যখন মেঘের ঘনঘটা দেখেন, তখন আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব আমি লক্ষ্য করে থাকি! (উহার কারণ কী!) তখন তিনি বললেন, হে আইশাহ্! ওটাতে যে আল্লাহ'র শাস্তি নিহিত নাই সেই নিশ্চয়তা আমাকে কে দেয়? একটি সম্প্রদায়কে তো প্রবল বায়ু দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সেই সম্প্রদায় যখন (প্রবল ঝঞ্ঝারূপী) শাস্তি আসতে দেখল, তখন বলে উঠল, উহা আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করবে! (কিন্তু কার্যত ওটা আযাব ও গযবরূপে তাদের উপর নেমে এসেছিল। -স্বহীহ

১২৬. অনুচ্ছেদ : হাস্যালাপ

২৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, হাস্যালাপ কম করো; কেননা, অধিক হাস্যালাপ অন্তরের মৃত্যু ঘটায়। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৫২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, অধিক হাস্যালাপ করো না; কেননা, অধিক হাস্যালাপ অন্তরকে নিষ্প্রাণ করে ফেলে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৫৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) একদা তাঁর কতিপয় স্বহাবীর পাশ দিয়ে

অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁরা হাস্যালাপ ও গাল-গল্পে লিপ্ত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কসম সেই সত্তার--যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি যা অবগত আছি তা যদি তোমরা অবগত থাকতে তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। অতঃপর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন এবং লোকজন কাঁদতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন, “হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদিগকে কেন হতাশাগ্রস্ত করছ।”

তখন নাবী (দ.) তাদের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ! (অথবা উৎফুল্ল হও!) (কথা ও কাজে) সরল পথ অবলম্বন কর এবং (সৎকার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ'র) নৈকট্য লাভে তৎপর হও! -স্বহীহ

১২৭. তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।

২৫৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হাদীস বর্ণনাকালে রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর বরাত দিতে গিয়ে অনেক সময় এরূপ বলতেন, ওটা আমাকে সেই মহাত্মা বর্ণনা করেছেন যাঁর দু'ভ্রু প্রশস্ত, দু'হাত শুভ্র এবং যখন তিনি কারও দিকে মুখ করতেন সম্পূর্ণরূপে তার দিকে দেখতেন এবং যখন মুখ ফেরাতেন পূর্ণরূপেই ফেরাতেন (আড় চোখে কখনও কারো দিকে তাকাতেন না) কোন চক্ষু তাঁর সমকক্ষ অপর কাউকেও কোনদিন দেখেনি এবং কস্মিনকালেও দেখবে না। -স্বহীহ

১২৮. অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই

২৫৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী (দ.) আবুল হায়সামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন কাজের লোক আছে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, যখন আমার কাছে কোন বন্দী আসবে, তখন এসো। পরে নাবী (দ.)-এর কাছে দু'জন বন্দী আনা হল, তাদের সাথে তৃতীয় বন্দী ছিল না। আবুল হায়সাম (রা.) তার সমীপে উপস্থিত হলেন। নাবী (দ.) বললেন, তুমি দুইজনের মধ্যে একজনকে বেছে নাও। তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনিই আমার জন্য একজনকে বেছে দিন না। তখন নাবী (দ.) বললেন, যাহার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদারের মত বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হয়, একে নিয়ে যাও! কারণ আমি তাকে স্বলাত পড়তে দেখেছি! তার সাথে সদাচরণ করো। তারপর (যখন তিনি ঐ কাজের লোককে নিয়ে নিজ বাড়িতে

গেলেন তখন) তাঁর স্ত্রী বললেন, নাবী (দ.) এ ব্যাপারে যা বলেছেন আপনি তা মুক্ত করা ছাড়া আদায় হবে না। তখন আবুল হায়সার (রা.) বললেন, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। এ প্রসঙ্গে নাবী (দ.) বললেন, আল্লাহ্ কোন সকল নাবী অথবা খালীফাহ্'র সাথে দু'জন পরামর্শক পাঠিয়েছেন, এক বন্ধু তাকে পুণ্য কাজের প্রেরণা যোগায় এবং পাপ কাজ হতে বারণ করে এবং অপরটি তার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দের প্ররোচনাদানকারী হতে রক্ষা পেয়েছে সে প্রকৃতই বেঁচে গেছে। -স্বহীহ্

১২৯. অনুচ্ছেদ : পরামর্শ

২৫৬. আমর ইবনু দীনার বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) কুরআন মাজিদে “ওয়াশাওরুহুম ফিল আমর” এই আয়াতটি এভাবে পাঠ করেন “ওয়াশাওরুহুর ফী বা'ঈল আমরি” তাদের সাথে কোন কোন কাজ কর্মের ব্যাপারে (যেইসব বিষয়ে আল্লাহ্'র নির্দেশ নেই) পরামর্শ করুন। -স্বহীহ্

২৫৭. হাসান (রা.) বলেন, আল্লাহ্'র কসম! যে সম্প্রদায়ের লোকজন পরামর্শ করে কাজ করে, তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়। তারপর (তার সমর্থনে) তিলাওয়াত করলেন, “ওয়া-আমরুহুম শূরা বাইনাহুম” “তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।” -সূরাহ্ গুরা (৪২), ৩৮ -স্বহীহ্

১৩০. ভুল পরামর্শদানের গুনাহ্

২৫৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, আমি বলিনি এমন কোন কথা যে ব্যক্তি আমি তা বলেছি বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়। যার কাছে তার কোন মুসলিম ভাই পরামর্শ চাহে আর সে তাহাকে ভুল পরামর্শ দিল, প্রকৃতপক্ষে সে তার সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করল। আর যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে কোন ফাতওয়া দিল, এমন ফাতওয়া প্রদানের গুনাহ্ তার উপর বর্তাবে। -হাসান লি-গইরিহী

১৩১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সম্প্রীতি

২৫৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার

প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না, তোমরা মুসলিম হবে।। আর তোমরা মুসলিম হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করবে, তবে তোমরা পরস্পরে সম্প্রীতিবদ্ধ থাকবে। বিদ্বেষ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, তা মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে দিবে বরং তা তোমাদের দীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে ফেলবে।

মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ও আবু উসাইদ (রা.) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, “তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন কর।” -স্বহীহ

১৩২. অনুচ্ছেদ : অন্তরঙ্গতা

২৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স (রা.) নাবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মু'মিন দু'ব্যক্তির রূহ এক দিনের থেকে দূরত্ব অতিক্রম করে পরস্পর সাক্ষাৎ করে, অথচ তাদের একজন অপরজনকে দেখেনি। -যঈফ

২৬১. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, কত নি'আমাতের না-শোকরি করা হয়, কত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের নৈকট্যতার মত (শক্তিশালী) কোন কিছু আমরা দেখিনি। -স্বহীহ

২৬২. ওমায়র ইবনু ইসহাক (রা.) বলেন, আমরা এ ব্যাপারে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করতাম যে, (কিয়ামাতের পূর্বে) সর্বপ্রথম মানুষের মধ্য হতে যে বস্তুটি উঠিয়ে নেয়া হবে, তা হল অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা। -যঈফ

১৩৩. অনুচ্ছেদ : রসিকতা

২৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) তাঁর কতিপয় সহধর্মিণীর কাছে গেলেন। উম্মু সুলায়মও তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন তিনি (উদ্বেচালক আঞ্জাশাকে লক্ষ্য করে) বললেন, ধীরে হে আঞ্জাশা, ধীরে! তোমার চালান যে কাঁচের!

রাবী আবু কিলাবা (রা.) বলেন, নাবী (দগ.) এমনি একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করত, তবে তোমরা নিশ্চয়ই তার এই শব্দ প্রয়োগকে

দোষণীয় বলতে। তাঁর সেই বাক্যটি ছিল, “তোমার চালান যে কাঁজের চালান হে।” -স্বহীহ্

২৬৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা কতিপয় স্বহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি (রসূল হয়েও) আমাদের সাথে ঠাট্টা করেন? তখন তিনি (দ.) বললেন, (রসিকতা হলেও) আমি সত্য ভিন্ন কিছু বলিনা। -স্বহীহ্

২৬৫. বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.)-এর স্বহাবীগণ তো একে অপরের প্রতি তরমুজ নিষ্ক্ষেপ করে রসিকতা করতেন। কিন্তু যখন তাঁরা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁরা বীর পুরুষই প্রতিপন্ন হতেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন।) -স্বহীহ্

২৬৬. ইবনু আবু মুলাইকা (রা.) বলেন, একদা আইশাহ্ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর সাথে কোন একটি রসিকতা করলেন। তখন তাঁর মাতা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! এই মহল্লার কোন কোন চুটকি কিনানা গোত্র হতে এসেছে। তখন নাবী (দ.) বললেন, বরং বলুন এই মহল্লায় আমাদের কিছু রসিকতা। (এখানে অধিকতর সুশীল শব্দ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন)। -যঈফ

২৬৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর নিকট এসে একটি বাহন চাইল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা বাহন হিসেবে দিচ্ছি। তখন সে ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) বলে উঠল : ইয়া রসূলুল্লাহ্! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, সব উটনী তো বাচ্চা প্রসব করে! (অর্থাৎ প্রতিটি উটই তো উটনীর বাচ্চা)। -স্বহীহ্

১৩৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে রসিকতা

২৬৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) আমাদের সাথে এমনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন যে, তিনি আমার এক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলতেন,

“(বলো) হে আবু ওমায়ের!

কি করল তোমার নুগায়র?” (বুলবুলি) -স্বহীহ্

২৬৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নাবী (দ.) হাসান অথবা হুসাইন (রা.)

এর ঘরে গিয়ে তাঁর পা দু'টোকে তাঁর পা দু'টোর উপর স্থাপন করে বললেন, আরোহন কর। -যঈফ

১৩৫. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা

২৭০. আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, নেকী বদী ওজনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিকতর ভারী আর কোন আ'মালই হবে না। -স্বহীহ

২৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) অসচ্চরিত্র ছিলেন না নির্লজ্জও ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যাদের চরিত্র সর্বোত্তম। -স্বহীহ

২৭২. আমর ইবনু শু'আব (রা.) তার পিতার এবং তিনি তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়তর এবং ক্রিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মর্যাদায় আমার নিকটতম হবে তা কি তোমাদেরকে বলব না? তখন লোকজন চুপ রইল। তিনি দুই অথবা তিনবার একথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন লোকজন বলল, হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বোত্তম। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৭৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আমি তো প্রেরিত হয়েছি লোকের চরিত্রের পূর্ণতা বিধান করতে। -স্বহীহ

২৭৪. আইশাহ (রা.) বলেন, যখনই রসূলুল্লাহ (দ.) কে কোন দু'টি ব্যাপারে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সহজতরটিকে বেছে নিয়েছেন, যদি না উহা পাপকার্য হয়, যদি উহা পাপকার্য হত তবে তিনি লোকজনের মধ্যে ওটা হতে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী হতেন। আর রসূলুল্লাহ (দ.) কোন দিন তাঁর ব্যক্তি স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য যদি আল্লাহ তা'আলার (বিধানের) পবিত্রতা নষ্ট হয়, এমন কিছু লক্ষ্য করতেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য ওটার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। -স্বহীহ

২৭৫. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদের মধ্যে তোমার জীবিকা বন্টন করেছেন, ঠিক সেভাবে তিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রও বন্টন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন এবং যাকে ভালবাসেন না সকলকেই সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু

ঈমাণ তিনি কেবল যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকেই দান করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে দ্বিধাগ্রস্ত তার উচিত এই বাক্যগুলি বেশি বেশি পাঠ করা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

“আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ'র জন্য এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।”-স্বহীহ

১৩৬. অনুচ্ছেদ : হৃদয়ের উদারতা

২৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা মানুষ ধনী হয় না, বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে হৃদয়ের প্রাচুর্যতা ও অমুখাপেক্ষিতা। -স্বহীহ

২৭৭. আনাস (রা.) বলেন, আমি দীর্ঘ দশটি বৎসর নাবী (দ.) এর খিদমাতে নিয়োজিত ছিলাম। কোন দিন তিনি আমাকে (বিরক্তি সূচক) ‘উফ্’ শব্দটি বলেননি। অথবা কোন দিন এমন কোন কাজের জন্য যা আমি করি নাই, বলেননি যে, তুমি ওটা করলে না কেন বা যা করেছে তার জন্য বলেননি যে, তুমি ওটা করলে কেন? -স্বহীহ

২৭৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ছিলেন অতি দয়ালু। তাঁর কাছে যে ব্যক্তিই (যাঞ্চাকারীরূপে) আসত, তিনি তাকেই দানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং যদি তার কাছে দেয়ার মত কিছু থাকত তবে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূর্ণও করতেন। একদা স্বলাতের ইকামাত হয়ে গেছে, এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে তাঁর কাপড় টেনে ধরল ও বলল। আমার সামান্য একটি কাজ রয়েছে এবং আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমি ওটা ভুলে না যাই। তখন তিনি তার সাথে গেলেন এবং তার কাজ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন ও স্বলাত আদায় করলেন। -হাসান

২৭৯. জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) এর নিকট কিছু যাঞ্চা করা হলে জবাবে তিনি ‘না’ বলেননি। -স্বহীহ

২৮০. আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুযায়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আইশাহ্ ও আসমা (রা.)-এর চাইতে অধিকতর দানশীলা কোন দু'জন মহিলা দেখিনি। তাঁদের দানের রীতিপদ্ধতি

ছিল ভিন্নতর। আইশাহ্ (রা.) একটি একটি করে বস্ত্র সঞ্চয় করতেন এবং তারপর সঞ্চিতে সমস্ত সম্পদ বন্টন করে দিতেন; পক্ষান্তরে আসমা (রা.) পরদিনের জন্য কিছুই জমা করে রাখতেন না, সাথে সাথে দান করে দিতেন। -স্বহীহ্

১৩৭. অনুচ্ছেদ : কৃপণতা

২৮১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তার (জিহাদের) ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার পেটে কখনই একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কার্পণ্য এবং ঈমানও কোন বান্দার অন্তরে কখনই একত্রিত হতে পারে না। -স্বহীহ্

২৮২. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নাবী (দ.)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দু'টি কু-অভ্যাস কোন মু'মিন বান্দার মধ্যে একত্রি হতে পারে না, সেগুলি হচ্ছে কার্পণ্য এবং অসচ্চরিত্রতা। -যঈফ

২৮৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাবীয়া (রা.) বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর দরবারে বসেছিলাম। এমন সময় লোকজন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। তাঁরা তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ বললেন, আচ্ছা, যদি তোমরা তার মস্তক ছেদন কর, তবে কী আবার তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারবে? তারা বললেন, 'না'। তখন তিনি বললেন, তার হাত যদি কেটে ফেল? তাঁরা বললেন, 'না'। আবার তিনি বললেন, যদি তার পা কাট? তারা বললেন, 'না'। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা একটা লোকের বাহ্যিক অবয়বেরই পরিবর্তন সাধনে অক্ষম হও, তবে তার অব্যন্তরীণ ব্যাপারের (চরিত্রের) পরিবর্তন তোমরা কি করে সাধন করবে? বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে। তারপর বহমার রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর জমাট রক্ত এবং সর্বশেষে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আব্দুল্লাহ্ একজন মালাইকাহ্‌কে প্রেরণ করেন যে, তার জীবিকা, চরিত্র এবং সে হতভাগা, না ভাগ্যবান, তা লিপিবদ্ধ করেন। -হাসান

১৩৮. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্রতা যদি লোকে বোঝে

২৮৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, আছে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, সচ্চরিত্রতা এমনি গুণ যদ্বারা এক ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদাতকারীর মর্যাদা লাভ করে। -হাসান লি-গইরিহী

২৮৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আমি আবুল কাসিম (দ.)-কে বলতে শুনেছি, ইসলামে সেই ব্যক্তিরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যারা চরিত্রের বিবেচনায় সব চেয়ে সুন্দর, যদি তারা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়। -স্বহীহ

২৮৬. সাবিত ইবনু উবায়দ (রা.) বলেন, আমি যায়িদ ইবনু সাবিতের ন্যায় মাজলিসে গাম্ভীর্য অবলম্বনকারী এবং নিজগৃহে হাস্যরসিক ও খোশমেজাজ লোক আর একজনও দেখিনি। -স্বহীহ

২৮৭. ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নাবী (দ.) কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ দীন আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? বললেন, সহজ-সরল-উদারতার দীন (অর্থাৎ ইসলাম)। -হাসান লি-গইরিহী

২৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, চারটি গুণ যদি তুমি প্রাপ্ত হও তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু নাই পেলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। সেই সদগুণগুলি হচ্ছে (ক) সদাচার-সচ্চরিত্র, (খ) জীবিকার পরিচ্ছন্নতা (হালাল রিযিক), (গ) সত্য বলা (গ) এবং আমানত সংরক্ষণ। -স্বহীহ

২৮৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তখন স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন। তখন তিনি বললেন, দু'টি শূণ্যগর্ত- (ক) লজ্জাস্থান ও (খ) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আল্লাহ্'র ভয় এবং সচ্চরিত্রতা। -হাসান

২৯০. উম্মু দারদা (রা.) বলেন, একদা রাত্রিতে (আমার সঙ্গী) আবু দারদা (রা.) স্বলাতে দাঁড়ালেন। তারপর এই বলে কাঁদতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমার আকৃতিকে আপনি সুন্দর করেছেন। সুতরাং আমার প্রকৃতিকে (স্বভাব চরিত্র)ও সুন্দর করে দিন! ভোর পর্যন্ত তার এইরূপ কান্নাকাটি অব্যাহত রইল। তখন আমি বললাম, হে আবু দারদা! সারারাত ধরে আপনি তো কেবল সচ্চরিত্রেরই দু'আ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মু দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব চরিত্রকে সুন্দর করতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব চরিত্র তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আবার ঐ ব্যক্তি তার স্বভাব চরিত্রকে বিনষ্ট করতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত ওটা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। আবার মু'মিন বান্দাকে মাগফিরাত করা হবে অথচ সে ঘুমিয়ে থাকবে। তখন আমি বললাম, হে আবু দারদা! সে ঘুমিয়ে থাকলে তাকে মাফ করা হবে কেমন করে? বললেন, তার অপর ভাই শেষ রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহ্'র দরবারে দু'আ করবে। আল্লাহ্

তার দু'আ কবুল করবেন। সাথে সাথে সে তার ভাইয়ের জন্য দু'আ করবে, তখন আল্লাহ তার এই দু'আও কবুল করবেন (এইভাবে তার মাগফিরাত হয়ে যায় অথচ সে ঘুমিয়ে থাকে)। -যঈফ

২৯১. উসামা ইবনু শুরায়ক (রা.) বর্ণন করেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বিভিন্ন স্থান হতে বেশ কিছু সংখ্যক বেদুইন (জাযাবর) এসে উপস্থিত হল। তারা ছাড়া মাজলিসের সমস্ত লোক চুপ রইল, কথা বলল না। কেবল তারাই তখন কথা বলছিল। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের উপর কি কোন দোষ বর্তাবে। তারা তখন এমন কিছু ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল যাতে পাপের কিছুই ছিল না তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, “হে আল্লাহ'র বান্দাগণ! আল্লাহ তা'আলা পাপকে রহিত করে রেখেছেন। পাপ তো কেবল ঐ ব্যক্তিরই হতে পারে যে নিজের উপর অত্যাচার অবিচারকে ফারয বা অপরিহার্য করে তুলেছে। এটাতেই পাপ হয় এবং সে ধ্বংস হয়।” তখন তারা প্রশ্ন করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কি ঐষধপত্র ব্যবহার করব? বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ বান্দারা। তোমরা ঐষধপত্র ব্যবহার করবে। কেননা, মহিমাম্বিত আল্লাহ রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন। তবে একটি রোগ ছাড়া। তখন তারা প্রশ্ন করল, ওটা কি, ইয়া রসূলুল্লাহ! বললেন, বার্ধক্য। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ'র সর্বোত্তম নি'আমাতটি কি! তিনি বললেন, সচ্চরিত্র। -সহীহ

২৯২. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, দানশীলতায় রসূলুল্লাহ (দ.) ছিলেন সকলের অগ্রণী। আর তাঁর এই দানশীলতা উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছত রমযান মাসে যখন জিবরীল আলাইহিস্ সালাম তাঁর সাথে দেখা করতেন। জিবরীল রমাদ্বানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সাথে দেখা করতেন আর তিনি (দ.) তাঁকে কুরআন শুনাতে। যখন জিবরীল তাঁর সাথে দেখা করতেন তখন রসূলুল্লাহ (দ.)-এর দান মুক্ত বায়ুর চেয়েও অধিক ব্যাপক হত। -সহীহ

২৯৩. আবু মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তির আ'মালের হিসাব নেয়া হল। তখন তার আ'মালনামায় কোন পুণ্যই পাওয়া গেলা না তবে লোকটি জনগণের সাথে খুব মেলামেশা করত। তার অবস্থাও ছিল স্বচ্ছল। সে তার ভৃত্যদেরকে বলে রেখেছিল যে, অভাবীদের প্রতি যেন ক্ষমাশীল আচরণ করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন। এই গুণের আমিই তার চাইতে বেশি দাবিদার এবং তিনি তাকে মাফ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। -সহীহ

২৯৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে প্রশ্ন করা হল সর্বাধিক লোককে কিসে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? বললেন, “আল্লাহ্’র ভয় এবং সুন্দর স্বভাব।” প্রশ্নকারী তখন পুনরায় জিজ্ঞেস করল, আর অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে কিসে? বললেন, দুইটি শূণ্যগর্ত- মুখ ও লজ্জাস্থান। -হাসান লি-গইরিহী

২৯৫. নাওয়াস ইবনু সাম’আন আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, পুণ্য হচ্ছে সৎ স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হচ্ছে তাই যা তোমার বিবেকে বাঁধে এবং লোকে তা অবগত হউক, তা তুমি পছন্দ কর না। -সহীহ

১৩৯. অনুচ্ছেদ : কার্পণ্য

২৯৬. জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) একদা বললেন, হে বনী সালামা গোত্র! তোমাদের সর্দার কে? জবাবে আমরা বললাম, জাদ ইবনু কায়স। অবশ্য আমরা তাকে কৃপণ মনে করে থাকি। তখন তিনি বললেন, কৃপণতার চাইতে বড় ব্যাধি আর কি হতে পারে? বরং তোমাদের প্রকৃত সর্দার হচ্ছে আমার ইবনুল জামূহ। জাহিলী যুগে আমার তাদের প্রতিমাগুলির সেবায় ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বিবাহ করলে আমার তাঁর পক্ষ হতে ওলীমার আয়োজন করেছিলেন। -সহীহ

২৯৭. মুগীরার সচিব ওয়াদ বলেন, একদা মু’আওয়া (রা.) মুগীরা (রা.)কে লিখে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর নিকট হতে তুমি যা শুনেছ এমন কিছু লিখে পাঠাও। জবাবে মুগীরা (রা.) লিখলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বাদানুবাদ, সম্পদের অপচয়, অধিক চাওয়া, দেয়ার বেলায় সংযম এবং চাওয়ার বেলায় তৎপরতা, মায়াদের অবাধ্যতা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত গাঁড়ে ফেলা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। -সহীহ

২৯৮. জাবির (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কোনদিন কোন যাঞ্চাকারীর যাঞ্চার জবাবে ‘না’ বলেননি। -সহীহ

১৪০. অনুচ্ছেদ নেক লোকের জন্য সম্পদ

২৯৯. আমার ইবনুল ‘আস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমাকে এ বলে ডেকে পাঠালেন যে, আমি যেন পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর খেদমাতে উপস্থিত হই। আমি তাই

করলাম। আমি যখন তার নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি ওয়ূ করছিলেন। তিনি আমার দিকে একবার চোখ উঠিয়ে ভাল করে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করলেন, তারপর বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠাতে ইচ্ছা করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে (গণীমত) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী করেন। আমি তোমার জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কামনা করি। আমি তখন বললাম, আমি তো ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমি তো ইসলামের আকর্ষণে এবং রসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে অবস্থান করব এই লোভেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, হে আমর! সৎলোকের জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কতই না উত্তম! -স্বহীহ্

১৪১. অনুচ্ছেদ : যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ

৩০০. সালামা ইবনু ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহসিন আনসারী তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বললেন, যে ব্যক্তি শান্ত মন ও সুস্থ দেহে ভোরে (ঘম হতে) উঠল আর তার কাছে দিনের খাবার মওজুদ আছে তার জন্য যেন সমস্ত দুনিয়াই (পার্থিব সমস্ত কল্যাণ) প্রদান করা হয়েছে (কোন দিক দিয়া সে বঞ্চিত বলে বলা যায় না)। -হাসান লি-গইরিহী

১৪২. অনুচ্ছেদ : মনের প্রসন্নতা

৩০১. মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হাবীব তদীয় পিতার এবং তিনি মু'আযের চাচার (অর্থাৎ নিজ ভাইয়ের) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁকে দেখেই বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি গোসল করে এসেছেন, আর তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তার কোন স্ত্রীর সঙ্গলাভ করে এসেছেন। তখন আমরা বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনাকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আল-হামদুলিল্লাহ” তারপর প্রাচুর্য সম্পর্কে কথা উঠল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, যার তাকুওয়া আছে তার প্রাচুর্যে ক্ষতি নাই। আর যার তাকুওয়া আছে তার সুস্বাস্থ্য ধনের প্রাচুর্য হতে উত্তম। আর হৃদয়ের প্রসন্নতা নি'আমাতের অন্যতম। -স্বহীহ্

৩০২. নাওয়াস ইবনু সাম'আন আনসারী (রা.) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, পূণ্য হচ্ছে সুন্দর স্বভাব-চরিত্র আর পাপ তাই যা তোমার অন্তরে লজ্জার সঞ্চার করে এবং তা লোকে জানুক, তা তুমি পছন্দ কর না। -স্বহীহ্

৩০৩. আনাসা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ছিলেন সবচাইতে সুন্দর সর্বাধিক দাতা এবং সবচাইতে সাহসী পুরুষ। এক রাত্রিতে মাদীনাবাসী (একটি বিকট শব্দ শ্রবণে) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হন। তখন তারা শব্দের দিকে ছুটলেন। নাবী (দ.) তখন তাঁদের সম্মুখে পড়লেন (তিনি তখন সেদিক হতে ফিরে আসছিলেন) তিনি তাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন, “বিচলিত হইও না। বিচলিত হইও না।” তিনি তখন আবু তারহার ঘোড়া সাওয়ার ছিলেন। তাতে তখন জিন লাগানো ছিল এবং তাঁর গ্রীবায তরবারি ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আমি তো ওটাকে (ঘোড়াটিকে) সাগররূপী পেলাম, অথবা ওটা তো সাগর (অর্থাৎ পানির দ্রুতগামী)। -স্বহীহ্

৩০৪. জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, প্রত্যেকটি পূণ্যই স্বদাকাস্বরূপ। আর তেমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের একটু পানি ঢেলে দেয়ার পূণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১৪৩. অনুচ্ছেদ : অসহায়ের সাহায্য করতে হবে

৩০৫. আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম কাজ কি? বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। প্রশ্ন করা হল, কোন্ গোলাম (মুক্ত করা) সর্বোত্তম? বললেন, যার মূল্য অধিক এবং সে তার মনিবের নিকট প্রিয়তম। তখন প্রশ্নকারী বলল, আপনি বলেন যদি আমি তার কিছুটা করতে না পারি? তিনি বললেন, দুঃস্থ জনের সাহায্য কর এবং অনভিজ্ঞের কাজ সেরে দাও। তখন প্রশ্নকারী বলল, যদি আমি তাতে অপারগ হই? বললেন, তোমার অনিষ্ট হতে লোকজনকে নিরাপদ রাখবে। কেননা, ওটাও স্বদাকাস্বরূপ যা তোমার পক্ষ হতে তুমি করতে পার। -স্বহীহ্

৩০৬. সাঈদ ইবনু আবু বুরদা তার পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপরই স্বদাকা করা ওয়াজিব। একজন বলল, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে তবে কি হবে? বললেন, তা হলে সে নিজ হাতে কাজ করবে এবং ওটা দ্বারা নিজে উপকৃত হবে এবং স্বদাকা করবে। প্রশ্নকারী আবার বললেন, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে তা না করে, তবে কি হবে? বললেন, তা হলে কোন দুঃস্থ পতিত জনকে সাহায্য করবে। প্রশ্নকারী পুনরায় বলল, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে ওটা না করে? বললেন,

তা হলেপূণ্য কাজের আদেশ করবে। প্রশ্নকারী আবার বলল, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে ওটা না করে? বললেন, তা হলে সে কারো অনিষ্ট করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, ওটাও তার জন্য স্বদাকাস্বরূপ। -স্বহীহ্

১৪৪. অনুচ্ছেদ : সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লা'র নিকট দু'আ করা

৩০৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বহু পরিমাণে এই দু'আ করতেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাস্-স্বহুতা ওয়াল ইফফাতা ওয়াল আমানাতা ওয়াহসনুল খলুকি ওয়ার-রদ্ব-ই বিল-কুদর” “হে প্রভু! আমি তোমার কাছে সু-স্বাস্থ্য, নিষ্কলুষ চরিত্র, আমানতদারী, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।” -যঈফ

৩০৮. ইয়াযীদ ইবনু বাবানুস (রা.) বলেন, আমরা একদা আইশাহ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হে মু'মিনদের মা! রসূলুল্লাহ (দ.)-এর চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) কি ছিল? তিনি বললেন, কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। আপনারা সূরাহ মু'মিনুন পড়ে থাকবেন। বললেন, একটু পড়ুন তো, “কুদ আফলাহাল মু'মিনূনা... লিফুর্জিহিম হাফিযূনা” পর্যন্ত [সূরাহ মু'মিনুন (২৩), ১০৫] তিনি বললেন, উটাই ছিল রসূলুল্লাহ (দ.)-এর চরিত্র। -যঈফ (লাল অংশটুকু স্বহীহ্)

১৪৫. অনুচ্ছেদ : মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না

৩০৯. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, (আমার পিতা) আব্দুল্লাহকে কখনো আমি কাউকেও অভিশাপ দিতে শুনিনি, কোন একটি লোককেও না। সালিম আরও বলতেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেছেন, মু'মিনের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নহে। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৩১০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল আচরণকারীকে, অশ্লীলতা প্রশ্রয়দানকারীকে এবং হাটে বাজারে শোরগোলকারীকে ভালবাসেন না। -যঈফ

৩১১. আইশাহ (রা.) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহুদি নাবী (দ.) এর খিদমাতে আসল। তারা সম্ভাষণ করল, “আস্‌সামু আলাইকুম” অর্থ : “তোমার মৃত্যু হোক”! তখন আইশাহ (রা.) তাদের জবাবে বলে উঠলেন, “ওয়া আলাইকুম ওয়া লা'আনাকুমুল্লাহ ওগদ্বাল্লাহ আলাইকুম” অর্থ : এবং

তোমাদের উপরও, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন ও গযবে নিঃপতিত করুন।” তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, ধীরে আইশাহ! নম্রতা অবলম্বন কর এবং কখনও অশ্লীল ও রক্ষভাষা ব্যবহার করবে না। তখন আইশাহ (রা.) বললেন, আপনি কি শুনেনি তারা কি বলল, তিনি (দ.) বললেন, তুমি কি শুনি আমি কি বলেছি? আমি তো তাদের জবাব (ওয়া আলাইকুম বলে) দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দু’আ তো কবুল হয়ে যাবে অথচ আমার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কবুল হবে না। -স্বহীহ

৩১২. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, মু’মিন খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও নোংরা হতে পারে না। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩১৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কোন দু’মুখো ব্যক্তি বিশ্বস্ত (আমানতদার) হতে পারে না। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩১৪. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মু’মিনের চরিত্রে সব চাইতে দূষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, তার অশ্লীলভাষী হওয়া। -স্বহীহ

৩১৫. আলী আবু তালিব (রা.) অভিশাপকারীরা অভিশপ্ত। এই হাদিসের এক পর্যায়ের রাবী মারওয়ান ইবনু মু’আভিয়া বলেন, অভিশাপকারীরা হচ্ছে সেইসব লোক যারা লোকদেরকে অভিশাপ দেয়। -যঈফ

১৪৬. অনুচ্ছেদ : অভিশাপকারী

৩১৬. আবুদ দারদরা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, অভিশাপকারীরা ক্রিয়ামাতের দিন সাক্ষ্যদাতা এবং সুপারিশকারী (হওয়ার যোগ্য বিবেচিত) হবে না। -স্বহীহ

৩১৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন সিদ্দীকের (পরম সত্যবাণী) জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া শোভনীয় নহে। -স্বহীহ

৩১৮. হুযাইফাহ (রা.) বলেন, কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণনা করলে তাদের প্রতি নিজের অভিসম্পাত অবধারিত হয়ে যায়। -স্বহীহ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার গোলামকে অভিশাপ দিল তার উচিত তাকে মুক্ত করে দেয়া

৩১৯. আইশাহ্ (রা. বলেন, একদা আবু বাকার (রা.) তার কোন গোলামের (অসঙ্গত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার) প্রতি অভিসম্পাত করলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন, কা'বার রবের কসম! হে আবু বাকার! একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে সিদ্দীক ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। তিনি দু'বার তিনবার ওটা বললেন। আবু বাকার (রা.) সেই দিনই ঐ গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন এবং নাবী (দ.) এর খেদমাতে এসে বললেন, আর কখনো আমি এমন করব না। -স্বহীহ্

১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্'র লা'নাত আল্লাহ্'র গযব এবং জাহান্নামের অভিশাপ দেয়া

৩২০. সামুরা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা পরস্পরকে আল্লাহ্'র লা'নাত, আল্লাহ্'র গযব এবং জাহান্নামের দ্বারা অভিসম্পাত করো না। -হাসান লি-গইরিহী

১৪৯. অনুচ্ছেদ : কাফিরদেরকে অভিসম্পাত দেয়া

৩২১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলা হল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! মুশরিকদের উপর বদ্দু'আ করুন! তিনি বললেন, আমি তো অভিসম্পাতকারীরূপে প্রেরিত হইনি এবং আমি রহমাত রূপেই প্রেরিত হয়েছি। -স্বহীহ্

১৫০. চোগলখোর

৩২২. হুমাম (র) বলেন, আমরা হুযাইফাহ্ (রা.) এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁকে বলা হল যে, এক ব্যক্তি এখানকার) কথা উসমানের কানে গিয়ে লাগায়। তখন হুযাইফাহ্ (রা.) বললেন, আমি নাবী (দ.)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -স্বহীহ্

৩২৩. আসমা বিনত ইয়াযী (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব না? স্বহাবীগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া

রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যখন তাদেরকে দেখা যায়, তখন আল্লাহ'র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ! তিনি বললেন, যারা চোগলখুরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ (ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা) সৃষ্টি করে এবং পূণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। -হাসান লি-গইরিহী

১৫১. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা শ্রবণ করে যে তা ছড়ায়

৩২৪. আলী ইবনু আবু ত্বলিব (রা.) বলেন, অশ্লীল কথা যে বলে, আর যে তা প্রচার করে বেড়ায় পাপে তারা উভয়েই সমান। -হাসান

৩২৫. শুবায়ল ইবনু আউফ (রা.) বলেন, বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতার কথা শুনল এবং তা ছড়ালো সে পাপে ঐ ব্যক্তিরই সমতুল্য, যে তা করল। -স্বহীহ

৩২৬. আতা (র) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ব্যভিচার সম্পর্কিত কথা অথবা অশ্লীলতা ছড়ায় তার শাস্তি হওয়া উচিত। -স্বহীহ

১৫২. অনুচ্ছেদ : লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী

৩২৭. আলী (রা.) বলেন, ব্যতিব্যস্ত হইও না এবং কারো গোপন রহস্য ফাঁস করো না। কেননা, তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে (কিয়ামাতের) ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ। -স্বহীহ

৩২৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন সাথীর দোষচর্চা করতে মনস্থ কর তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ করবে। -যঈফ

৩২৯. ইবনু আব্বাস (রা.) আল্লাহ তা'আলার বাণী, “ওয়ালা-তালমিযু আংফুসাকুম” এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, তার অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। -যঈফ

৩৩০. আবু জুবাইরাহ ইবনু যাহ্‌হাক (রা.) বলেন, আমাদের অর্থাৎ বনু সালামা গোত্রীয় লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়, “ওয়ালা তানাবায়ু বিল আল-ক্বাব”-“একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না” (সূরাহু হুজুরাত [৪৯], ১২। এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন নাবী (দ.)

আমাদের কাছে এলেন, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি করে নাম ছিল। তখন নাবী (দ.) কাউকেও সম্বোধন করতে গিয়ে বলতে, হে অমুক! তখন স্বহাবীগণ বলতেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! এই নামে ডাকলে সে অসম্ভব হয় (কারণ তা তার দোষবহ নাম)। -স্বহীহ্

৩৩১. ইকরামা (রা.) বলেন, আমার খেয়াল নেই ইবনু আব্বাস (রা.), না তার চাচাত ভাই একে অপরকে খাবারের জন্য দাওয়াত করলেন। তাঁদের সম্মুখে এক দাসী (আহার পরিবেশনের) কাজ করছিল। তখন তাঁদের একজন তাকে “হে ব্যভিচারিণী” বলে সম্বোধন করলেন। তখন অপরজন বললেন, চুপ কর। সে যদি ইহাকালে এজন্য তোমাকে এই অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নাও দিতে পারে, পরকালে তো নিশ্চয়ই তার শাস্তি দেয়া হবে। তখন প্রথমজন বললেন, যদি ব্যাপারটা তাই হয়ে থাকে। তখন অপরজন বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে অশ্লীল কথা বলে আর অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাকে ভালবাসেন না। ইনি ছিলেন ইবনু আব্বাস (রা.) যিনি বলেছিলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ যে অশ্লীল কথা বলে ও অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাকে ভালবাসেন না। -হাসান

৩৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) নাবী (দ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দ.) বলেছেন, মু'মিন খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও নোংরা হতে পারে না। -হাসান

১৫৩. অনুচ্ছেদ : সম্মুখে প্রশংসা করা

৩৩৩. আবু বাকরা (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এর দরবারে এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠল। এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। এটা শুনতে পেয়ে নাবী (দ.) বললেন, সর্বনাশ, তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেললে? এ কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করলেন। (তারপর বললেন) তোমাদের কাউকেও যদি একান্তই প্রশংসা করতে হয় তবে এরূপ বলবে-আমার ধারণা মতে তিনি এরূপ, অবশ্য যদি সে তোমার ধারণা মত সত্য সত্যই এরূপ হয়ে থাকে। তার (যথার্থতা) হিসাব-নিকাশ তো আল্লাহ'রই হাতে। আর আল্লাহ'র সম্মুখে কাউকেও উচিত নয় নির্দোষ মনে করা। -স্বহীহ্

৩৩৪. আবু মূসা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুনলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন, তুমি তো তাকে হত্যা করে ফেললে অথবা তুমি তো লোকটির পিঠে ছুরি বসিয়ে দিলে! -স্বহীহ্

৩৩৫. ইবরাহীম তাইমী তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা আমি ওমার (রা.)-এর দরবারে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মুখের সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তার গলা কেটে ফেললে! আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করুন! -হাসান

৩৩৬. য়াসিদ ইবনু আসলাম (রা.) তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ওমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি, কারো প্রশংসা করা তার গলা কেটে ফেলারই শামিল। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, যখন প্রশংসিত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে নেন। -স্বহীহ

১৫৪. অনুচ্ছেদ : সেই সাথীর প্রশংস্ব্যাহার ঐ প্রশংসায় অনিষ্ট হবার আশংকা নাই

৩৩৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছিলেন, কত উত্তম লোক আবু বাকার, কত উত্তম লোক ওমার, কত উত্তম লোক আবু উবায়দা, কত উত্তম লোক উসায়দ ইবনু হুযাইর, কত উত্তম লোক সাবিত ইবনু কায়স, কত উত্তম লোক মু'আয ইবনু আমর ইবনুল জামূহ্, কত উত্তম লোক মু'আয ইবনু জাবাল! তারপর আবার বললেন, কত মন্দ লোক অমুক, কত মন্দ লোক অমুক! এমন কি এক এক করে সাতটি লোক সম্পর্কে এমন বললেন। -স্বহীহ

৩৩৮. আইশাহ্ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, সমাজের মন্দ লোক এসেছে। অতঃপর যখন সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে আসলো, তিনি অখ্যস্ত হাসিমুখে তার সাথে মিললেন। সে ব্যক্তি চলে যাবার পর আর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, সমাজের উত্তম ব্যক্তি এসেছে। কিন্তু তার সাথে পূর্ববর্তী ব্যক্তির মত তত হাসিমুখে মিললেন না। যখন ঐ ব্যক্তিও বের হয়ে গেলেন তখন আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি অমুকের সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করলেন অথচ তার সাথে হাসিমুখে মিললেন এবং পরবর্তী ব্যক্তি সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করলেন অথচ পূর্ববর্তী লোকটির মত যেমন হাসিমুখে মিললেন সেরকম মিললেন না? তিনি বললেন, হে আইশাহ্! সর্বনিকৃষ্ট লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অশ্লীল উক্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ভয় করা হয় [এবং তার প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করতে লোক বাধ্য হয়]। (লাল অংশগুলো স্বহীহ) -যঈফ

১৫৫. অনুচ্ছেদ : প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ

৩৩৯. আবু মা'মার বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক আমীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার স্তুতিবাদ করছিল।

মিকদাদ (রা.) তার মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আমাদেরকে প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করতে আদেশ করেছেন। -স্বহীহ

৩৪০. আতা ইবনু আবু রিবাহ বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু ওমার (রা.)-এর সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করছিল। ইবনু ওমার (রা.) তার মুখের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যখন তোমার প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তাদের মুখে ধূলি ছুঁড়ে মারবে। -স্বহীহ

৩৪১. রাজা ইবনু আবু রাজা বলেন, এদা আমি মিহজান আসলামীর সাথে ছিলাম। আমরা পথ চলতে-চলতে বসরাবাসীদের এক মাসজিদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মাসজিদের এক দরজায় বুয়াদা আসলামী বসে রয়েছেন। রাবী বলেন, মাসজিদে সাকবা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ স্বলাত আদায় করতেন। আমরা যখন মাসজিদের দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম, বুয়াদার গায়ে তখন একটি চাদর জড়ানো ছিল এবং তিনি অত্যন্ত রসিক মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, কী মিহজান! তুমি কি সাকবার মত স্বলাত আদায় করতে পারবে? মিহজান উহার কোন উত্তর না দিয়েই প্রত্যাবর্তন করলেন রাবী বলেন, মিহজান বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) আমার হাত ধরলে এবং পথ চলতে শুরু করলেন। চলতে-চলতে আমরা উহুদ পাহাড়ের গিয়ে উঠলাম। রসূলুল্লাহ (দ.) সেখান হতে মাদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জনপদের জন্য দুঃখ হয়, যখন তা পুরোপুরি বসতিপূর্ণ থাকবে এমনি সময় তার অধিবাসীরা তাকে ত্যাগ করবে। এখানে দাজ্জাল আসবে এবং তার প্রত্যেক ফটকে এক একজন মালাইকাহ (ফেরেশতা) দেখতে পাবে। সুতরাং সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা যখন মাসজিদে (নববীতে) ফিরে এলাম তখন রসূলুল্লাহ (দ.) এক ব্যক্তিকে স্বলাত ও রুকু সাজদাহ্'তে মশগুল দেখতে পেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটি কে? আমি তখন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলতে লাগলাম, এই সেই ব্যক্তি যার অমুক-অমুক গুণ রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে বললেন, ক্ষান্ত হও, তাকে গুনাবে না, নতুবা তুমি তার সর্বনাশ করে ফেলবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি চলতে থাকলেন এবং যখন তাঁর ঘরের নিকট আসলে তখন তাঁর হস্তদ্বয় ঝাড়া দিয়ে বললেন, তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তার সহজতর রূপ, তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তার সহজতর রূপ। এ রূপ তিনি তিনবার বললেন। -হাসান

১৫৬. অনুচ্ছেদ : কবিতার প্রশংসা করা

৩৪২. আসওয়াদ ইবনু সারী (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাগাঁথা রচনা করেছি এবং আপনারও। বললেন, তোমার রব তো তাঁর হাম্দ (প্রশংসা) ভালবাসেন। আমি তখন তা তাঁকে আবৃত্তি করে শুনাতে লাগলাম। এমন সময় দীর্ঘকায় ও টাকওয়ালা এক ব্যক্তি এসে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন নাবী (দ.) আমাকে বললেন, থাম। তখন সে ব্যক্তি প্রবেশ করল এবং অল্পকাল তাঁর সাথে আলাপ করল, অতঃপর বের হয়ে গেল। আমি পুনরায় আবৃত্তি শুরু করলাম। সে ব্যক্তি পুনরায় আসলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বের হয়ে গেলেন। সে ব্যক্তি দু'বার কি তিনবার এমন করল। আমি বললাম, এই লোকটি কে, যার জন্য আপনি আমাকে চুপ থাকতে বললেন? তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না। আসওয়াদ ইবনু সারী (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বললাম, আমি আপনার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা রচনা করেছি। -হাসান লি-গইরিহী

১৫৭. অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা

৩৪৩. আমার পিতা নুজায়দ বলেন, একদা এক কবি ইমরান ইবনু হুসাইনের কাছে এলো। তিনি তাকে কিছু দান-দক্ষিণা করলেন। তাকে বলা হল, আপনিও কবিকে দান-দক্ষিণা করেন? উত্তরে তিনি বললেন-নিজের সম্মান রক্ষার্থে। -যঈফ

১৫৮. অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তার কষ্ট হয়

৩৪৪. মুহাম্মাদ (র.) বলেন, নিশ্চয়ই সম্মানিত ব্যক্তিগণ বলতেন, তুমি তোমার বন্ধুর সম্মান এমনভাবে করোনা যে, তার তাতে কষ্ট হয়। (যেমন কোন নবাগত সম্মানিত মেহমানের সাথে অনেক লোকের কোলাকুলি করা, করমর্দন করা, গুরুপাক আহার্য দ্বারা তার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা অথচ তাতে তার পীড়া বৃদ্ধি পায় কোন সম্মানিত অথচ দুর্বল ব্যক্তিকে উঁচু মঞ্চে আরোহনে বাধ্য করা প্রভৃতি)। -স্বহীহ

১৫৯. অনুচ্ছেদ : সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩৪৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম

ভাইকে রুগ্নাবস্থায় দেখতে যায় বা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, তুমি কত ভাল, তোমার এই পদচারণ উত্তম এবং তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারণ করে নিয়েছ। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৩৪৬. উম্মু দারদা (রা.) বলেন, সালমান মাদায়ন হতে পায়ে হেটে সিরিয়া এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। তখন তার পরণে ছিল পায়জামা। রাবী ইবনু শাওয়াব বলেন, তখন সালমানকে দেখা গেল তাঁর গায়ে কম্বল জড়ানো, [মাথা মুণ্ডিত, কান প্রশস্ত অর্থাৎ তার কান এমনিতেই প্রশস্ত ছিল। মাথা মুণ্ডিত হওয়ায় কান আরো বেশি প্রশস্ত দেখাচ্ছিল] পরকালের ভালই হচ্ছে প্রকৃত ভাল। (লাল অংশগুলো ছাড়া হাসান) -হাসান

১৬০. অনুচ্ছেদ : দেখা করতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা

৩৪৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (দ.) জনৈক আনসারী স্বহাবীর বাড়িতে দেখা করতে গেলেন এবং সেখানে তাদের সাথে খাবার খেলেন। খাবার শেষ হলে তার আদেশে ঘরের একটি স্থানে পানি ছিটিয়ে বিছানা পেতে দিতে হল। তিনি সেখানে স্বলাত আদায় করলে এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন। -স্বহীহ্

৩৪৮. আবু খুলদা বলেন, আব্দুল কারীম আবু উমাইয়া পশমী মোটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে আবুল আলীয়ার সাথে দেখা করতে গেলেন। তখন আবুল আলীয়া তাদের লক্ষ্য করে বললেন, ওটা তো সন্ন্যাসীদের পোশাক (দেখিতেছি)। মুসলিমগণ তো যখন একে অপরের সাথে দেখা করতে যেতেন তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে যেতেন। -স্বহীহ্

৩৪৯. আসমা (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, একদা আসমা (রা.) এক তাইলেসী জুব্বা আমার সম্মুখে বের করলেন তাতে এক বিঘত পরিমাণ রেশমের একটি টুকরা সন্নিবেশিত ছিল যা দ্বারা জুব্বার দু'টি কিনারা মোড়ানো ছিল। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (দ.)-এর জুব্বা। তিনি ওটা প্রতিনিধদল সমূহের সাথে দেখা-সাক্ষাতকালে এবং জুমু'আর দিন পরিধান করতেন। -হাসান

৩৫০. ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা ওমার (রা.) একটি রেশমী জুব্বা পেয়ে নাবী (দ.)-এর দরবারে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি তা ক্রয় করে নিন এবং

তা জুমু'আর সময় অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আপনা সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন পরিধান করবেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, ওটা তো কেবল সেই ব্যক্তিই পরিধান করবে যার পরকালে কোন প্রাপ্য থাকবে না। পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর দরবারে অনুরূপ কয়েকটি রেশমী জুবা আসল। তিনি তার একটি জুবা ওমারের জন্য, একটি জুবা উসামার জন্য, একটি জুবা আলী (রা.) এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তখন ওমার (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি ওটা আমার নিকট পাঠিয়েছেন অথচ আপনি ওটা সম্পর্কে যা বলেন, তা তো আমি শুনেছি (এমতাবস্থায় আমি ওটা কিভাবে পরিধান করি?) তখন নাবী (দ.) বললেন, ওটা তুমি বিক্রয় করে দাও অথবা ওটা দ্বারা তোমার অপর কোন প্রয়োজন পূরণ কর। -স্বহীহ্

১৬১. অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সাক্ষাতের ফাযীলাত

৩৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে (তার) গ্রামে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তার পথে একজন মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) মোতায়েন করলেন। মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন? সে ব্যক্তি বলল, গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) বললেন, আপনার উপর কি তার এমন কোন অনুগ্রহ আছে যার জন্য আপনি তার নিকট যাচ্ছেন? সে ব্যক্তি বলল, না, আমি তাকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসি। মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) (তখন স্বপরিচয় ব্যক্ত করে) বললেন, আমি আল্লাহ্'র পক্ষ হতে আপনার নিকট প্রেরিত হয়েছি! আল্লাহ্ আপনাকে ঠিক সেইরূপ ভালবেসেছেন, যেইরূপ আপনি ঐ ব্যক্তিকে ভালবেসেছেন। -স্বহীহ্

১৬২. অনুচ্ছেদ : যে এমন লোকদেরকে ভালবাসে (আ'মালের দ্বারা) যাদের নাগাল পেতে পারে না

২৫৩. আবু যার (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাদের ন্যায় আ'মাল করতে সমর্থ হয় না। (তার অবস্থা কি হবে?) তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে হে আবু যার! আমি বললাম, আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকেই ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, আবু যার যাকে তুমি ভালবাস, তুমি তারই সাথী হবে। -স্বহীহ্

৩৫৪. আনাস (রা.)- বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) কে প্রশ্ন করল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! কিয়ামাত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে ব্যক্তি বলল, বড় কিছু একটা প্রস্তুতি নাই, তবে আল্লাহকে এবং আল্লাহ'র রসূলকে আমি ভালবাসি। বললেন, যে যাকে ভালবাসবে, সে তারই সাথী হবে। আনাস (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর সেদিনের চাইতে বেশি মুসলিমদেরকে আর কোন দিন খুশি দেখিনি। -স্বহীহ

১৬৩ অনুচ্ছেদ : বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা

৩৫৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের অধিকার কি তা জানে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -স্বহীহ

৩৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল-আস্ব (রা.) নাবী (দ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের অধিকার কি তা জানে না সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। -স্বহীহ

৩৫৭. আমর ইবনুল আস্ব (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) থেকে পূর্ববর্তী হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৮. শু'আইব তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের বড়দের অধিকার জানে না এবং আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩৫৮. আবু উমামা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৬৪. অনুচ্ছেদ : বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

৩৫৯. আশ'আরী (রা.) বলেন, আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত শুভকেশী মুসলিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরআনের সেই বাহকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যারা তাতে বাড়াবাড়ি করে না এবং তার প্রতি নির্দয়ও হয় না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। -হাসান

৩৬০ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রা.) বলে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না। -স্বহীহ

১৬৫. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক ব্যক্তিগণ বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করবে

৩৬১. রাফি ইবনু খাদীজ এবং সাহল ইবনু আবু হাসমা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল এবং মুহাইয়্যাসা ইবনু মাসউদ খায়বারে আগমণ করেন এবং একদা খেজুর বাগানে তাঁরা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল নিহত হন। তখন সাহলের পুত্র আব্দুর রহমান এবং মাসউদের দুই পুত্র হুয়াইয়্যাসা ও মুহাইয়্যাসা নাবী (দ.) এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাদের নিহত সাথীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। আব্দুর রহমানই প্রথম কথা বললেন অথচ তিনি ছিলেন বয়সে সকলের কনিষ্ঠ। নাবী (দ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, “বড়কেই বড় থাকতে দাও!” নাবী ইয়াহুইয়া বলেন, অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রথম কথা বলা উচিত। তখন তাঁরা তাঁদের সাথী সম্পর্কে আলাপ করলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন, তোমরা কি তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের সাথীর রক্ত পণ দাবি করবে? তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! এটা এমন একটি ব্যাপার যা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, (সুতরাং অদেখা ব্যাপারে কসম করবো কেমন করে?) তখন তিনি বললেন, তা হলে ইয়াহুদি তাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা এই খুনের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করিবে! তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! ওরা হচ্ছে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় (তাহাদের কসমের কী মূল্য আছে?। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) নিজের পক্ষ হতে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করে দিলেন। সাহল (রা.) বলেন, মুক্তিপণের উটগুলির একটি আমার হস্তগত হয়। একদা আমি ওটার অবস্থানস্থলে গেলে সে আমাকে লাথি মারে। -স্বহীহ

১৬৬. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক ব্যক্তিগণ কথা না বললে ছোটরা বলতে পারে কি?

৩৬২. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, বলো তো দেখি সেই কোন বৃক্ষ যার উপমা মুসলিমের সাথে দেয়া চলে-অহরহ তার রবের নির্দেশে সে ফলদান করে এবং তার পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে উদয় হল, নিশ্চয়ই ওটা খেজুর গাছ। আবু বাকার ও ওমার (রা.) বর্তমান থাকতে আমি কথা বলা সঙ্গত মনে করলাম না। তখন তাঁরা কোন উত্তর দিলেন না। তখন নাবী (দ.) বললেন, ওটা হচ্ছে খেজুর গাছ। যখন আমি আমার পিতার সাথে মাজলিস হতে বের হয়ে এলাম, তখন আমি বললাম, পিতা! আমার মনে তো উদয় হয়েছিল যে সেই

গাছটি খেজুর গাছই হবে। তিনি বললেন, তবে তুমি তা বলতে কি বাধা ছিল? যদি তুমি ওটা বলতে তবে আমার নিকট তা অমুক-অমুক বস্তু হতেও প্রিয়তর হত। বললাম, বলতে কোন বাধা ছিল না। তবে আমি দেখলাম আপনি বা আবু বাজার (রা.) কেউই বলছেন না। সুতরাং আমি তা বলা সমীচীন মনে করলাম না। -স্বহীহ্

১৬৭. অনুচ্ছেদ : বয়স্কদের নেতৃত্ব মেনে নেয়া

৩৬৩. হাকীম ইবনু কায়স ইবনু আসিম বলেন, তাঁর পিতা তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর সন্তানদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠকে নেতৃত্বে দায়িত্ব দিবে, কেননা কোন সম্প্রদায় যখন তাদের বয়স্ক ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় তখন ওটা দ্বারা তারা তাদের সমকক্ষদের দৃষ্টিতে তাদেরকে খাটো করে দেয়। ধন-সম্পদ উপার্জন কর এবং তা দ্বারা উৎপাদন কর, কেননা, উটা স্মরণীয় করে এবং ইতরদের তোয়াক্কা করা হতে বাঁচিয়ে রাখে। আর সাবধান! মানুষের কাছে যাচনা করবে না, কেননা ওটা হচ্ছে মানুষে অর্থাগমের সর্বশেষ ব্যবস্থা।

আর যখন আমি ইত্তিকাল করব, তখন আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা, নাবী (দ.) এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। আর যখন আমার মৃত্যু হবে, আমাকে এমন স্থানে দাফন করো যেন বাকর ইবনু ওয়াল গোত্র তা টের না পায়। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে আমি তাদের সাথে কিছু অসতর্কতামূলক ব্যবহার করেছি। [হয়ত তার কোন প্রতিশোধ নিতে তারা চেষ্টাও করতে পারে]। -হাসান লি-গইরিহী

১৬৮. অনুচ্ছেদ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খেতে দেয়া

৩৬৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর খিদমাতে যখন মওসুমের প্রথম ফল (রঙ্গীন খেজুর) আসত তখন তিনি দু'আয় বলতেন, “আল্লাহুম্মা! বারিক-লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া-মুদ্দানা ওয়া-স্বইনা বারাকাতা মা'আ বারাকাতিন” অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের এই শহরে এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় ও মাপের পাত্রসমূহে বারাকাতের সাথে আরো বর্ধিত বারাকাত দিন। (অর্থাৎ ফলমূলে এবং ওজনকারীরা যে সব শস্যাদি লেনদেন করে সেই সমূহে বারাকাত দিন) অতঃপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের কাছে পেতেন, তাদের সর্বকনিষ্ঠকে তা খেতে দিতেন। -

স্বহীহ্

১৬৯. অনুচ্ছেদ : ছোটদের প্রতি দয়া

৩৬৫. আমার ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার এবং তিনি তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের অধিকার কি তা জানে না (অর্থাৎ তাদেরকে সম্মান করে না)। -স্বহীহ্

১৭০ অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে আলিঙ্গন

৩৬৬. ইয়ালা ইবনু মুররা (রা.) বলেন, একদা আমরা নাবী (দ.) এর সাথে খাবার দাওয়াতে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হুসাইন (রা.) খেলছিলেন। নাবী (দ.) দ্রুতগতিতে সকলের আগে গিয়ে তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন। তখন বালকটি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল আর নাবী (দ.) তাকে হাসাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর আদর করে এক হাত তার চিবুকে এবং অপর হাত তার মস্তকে রাখলেন এবং তারপর তাকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর নাবী (দ.) বললেন, হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের। হুসাইনকে যে ভালবাসে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। আর হুসাইন হচ্ছে আমার নাতিদের মধ্যে একজন। -হাসান

১৭১. অনুচ্ছেদ : ছোট বালিকাকে চুমু দেয়া

৩৬৭. বুকাইর আব্দুল্লাহ্ ইবনু জাফরকে দেখতে পান যে, উমার ইবনু আবু সালামার কন্যা যাইনাবকে চুমু দিয়েছেন, তখন যাইনাবের বয়স দুই বৎসর বা কম-বেশি হবে। -স্বহীহ্

৩৬৮. হাসান (রা.) বলেন, পারত পক্ষে তুমি তোমার পরিবারের কারো চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করো না, তবে সে তোমার সহধর্মিণী বা ছোট বালিকা হলেও ভিন্ন কথা। -স্বহীহ্

১৭২. অনুচ্ছেদ : বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো

৩৬৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামের পুত্র ইউসুফ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমার নামকরণ করেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলান। -স্বহীহ্

৩৭০. আইশাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর ঘরেও আমি পুতুল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার সঙ্গে আমার বান্ধবীরাও খেলা করত। যখন তিনি ঘরে আসতে তখন তারা কক্ষের এক কোণে গিয়ে লুকাত। তিনি তাদেরকে বের করে আমার নিকট পাঠাতেন, তখন তারা (নিঃসংকোচে) আমার সাথে খেলা করত। -স্বহীহ্

১৭৩. অনুচ্ছেদ : ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলে সম্বোধন

৩৭১. আবুল আজলান মাহারিবী বলেন, আমি ইবনু যুবাইরের বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার জন্য অসীয়াত করে যান। আমি তার পুত্রকে (অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাইকে) বললাম, আমি তো ইবনু যুবাইরের বাহিনীতে আছি। আমাকেই এই উটটি দিয়ে দাও! সে বলল, ইবনু ওমারের কাছে আমাকে নিয়ে চল। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখব (এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন)। আমরা তখন ইবনু ওমারের খিদমাতে গেলাম। সে তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে আব্দুর রহমানের পিতা! আমার পিতা ইত্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার জন্য অসীয়াত করে গেছেন। আর এই ব্যক্তি হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই। সে ইবনু যুবাইরের বাহিনীভূক্ত। আমি কি তাকে এই উটটি দিতে পারি? তখন ইবনু ওমার (রা.) বললেন, হে আমার বৎস! আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রত্যেকটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তার উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করতে বলে থাকেন, তবে তুমি মুশরিকদের সাথে জিহাদে রত বড় কোন মুসলিম বাহিনীকে ওটা দান কর। আর এ ব্যক্তি আর তার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণির রাস্তায় লড়ছে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় নয়-শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কে মোহরাংকিত করবে, এটা নিয়ে তাদের সংগ্রাম)। -হাসান

৩৭২. জারীর (রা.) নাবী (দ.) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না মহামহিম আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া করেন না। [আর পরের ছেলেকে বৎস বলে সম্বোধন করার মত অন্তর তো কেবল দয়াশীল লোকেরই হতে পারে।] -স্বহীহ্

৩৭৩. কুবায়সা ইবনু জাবির বলেন, তিনি ওমার (রা.) কে বলতে শুনেছেন, যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না, যে ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না, যে মার্জনা করে না, সে মার্জনাও পায় না। যে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্টি না হয়, তাকে রক্ষা করার জন্য কেউ সচেষ্টি হয় না। -হাসান

১৭৪. অনুচ্ছেদ : ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর

৩৭৪. ওমার (রা.) বলেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না, যে অন্যকে ক্ষমা করে না তাকেও ক্ষমা করা হয় না। যে অন্যের ওজর কবুল করে না, তার ওয়রও গৃহীত হয় না। যে অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না, সেও রক্ষা পায় না। -হাসান

৩৭৫. মু'আভিয়াহ্ ইবনু কুররাহ্ তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি ছাগী জবাই করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে ব্যক্তি বলল, ছাগী জবাই করতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (দ.) দু'বার বললেন, তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়া পরবশ হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি দয়া পরবশ হবেন। -স্বহীহ্

৩৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত নাবী (দ.) আবুল কাসিম (দ.) কে বলতে শুনেছেন, হতভাগা ছাড়া আর কারও অন্তর হতে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হয় না। -হাসান

৩৭৭. জারীর (রা.) হতে বর্ণিত নাবী (দ.) বলেন, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না। -স্বহীহ্

১৭৫. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া

৩৭৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ছিলেন পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাধিক দয়াপ্রবণ। তাঁর এক পুত্র মাদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য ছিলেন যার স্বামী ছিলেন কর্মকার। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাথে প্রায়ই সেখানে যেতাম, ঘরটি ইযখির নামক সুগন্ধি তৃণের ধোঁয়ায় পূর্ণ থাকত। তিনি তাঁকে চুমু দেন এবং নাক লাগিয়ে তার ঘ্রাণ নিতেন। -স্বহীহ্

৩৭৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে এসে উপস্থিত হল। তার সাথে একটি শিশুও ছিল। সে ঐ শিশুটিকে নিজের দেহের সাথে মিলিয়ে রাখছিল। তখন নাবী (দ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ওটার প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়? সে ব্যক্তি বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তার প্রতি যত দয়াপরবশ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি তার চেয়েও অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি হচ্ছেন আরহামুর রহিমীন-সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। -স্বহীহ্

১৭৬. অনুচ্ছেদ : পশুর প্রতি দয়া

৩৮০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে-চলতে তার দারুণ তৃষ্ণা পেল। পথে সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করে বের হয়ে এলো। বের হয়েই সে দেখতে পেল যে একটি কুকুর নিদারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসা নিবারণার্থে ভিজা মাটি চাটছে। তখন সে ব্যক্তি মনে মনে বলল, একটু পূর্বে পিপাসায় আমার যে দশা হয়েছিল, কুকুরটিরও সেই দশা হয়েছে। সে পুনরায় কূপের ভিতর নামল এবং তার মোজা ভর্তি করে পানি নিয়ে আপন দাঁত দ্বারা তা চেপে ধরে বেরিয়ে আসল এবং কুকুরটি তা পান করাল। আল্লাহ্ তা'আলা তার এই দয়াশীলতাকে কবূল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। তখন স্বহাবাগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! পশুর জন্য কি আমাদেরকে সাওয়াব দান করা হবে? বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সৃষ্টির সেবার জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে। -স্বহীহ্

৩৮১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, এক রমণী একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি ভোগ করে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে ক্ষুধায় তার মৃত্যু হয় এবং সেই রমণী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। তাকে বলা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্যকভাবে অবগত আছেন যে, যখন তুই তাকে বেঁধে রাখলি তখন তুই তাকে না আহার ও পানীয় দিলি-আর না তাকে ছেড়ে দিলি যে, সে ক্ষুদ্র মাথা বিশিষ্ট প্রাণী খেয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করত। -স্বহীহ্

৩৮২. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল 'আস্ব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, দয়া কর, তোমাকেও দয়া করা হবে, অন্যকে একটি ক্ষমা কর, তোমাকেও ক্ষমা করা হবে। সর্বনাশ সেই ব্যক্তির যে কথা ভুলে যায় এবং সর্বনাশ ঐ ব্যক্তিদের যারা জেনে-গুনে বারবার অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। -স্বহীহ্

৩৮৩. আবু উমামা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়, যদি তা জবাই করা পশুর প্রতিও হয়--আল্লাহ্ ক্রিয়ামাতের দিন তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন। -হাসান

১৭৭. অনুচ্ছেদ : হুম্মারা পাখির ডিম পেড়ে আনা

৩৮৪. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একদা (সফরকালে) এক মঞ্জিলে অবতরণ করলেন।

তখন এক ব্যক্তি হুন্মানা পাখির ডিম (তার নীড় হতে) পেড়ে আনল। পাখিটি তখন রসূলুল্লাহ (দ.) এর মাথার উপর এসে উড়তে লাগল। নাবী (দ.) বললেন, তোমাদের মধ্যকার কে তার ডিম পেড়ে তাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে? তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তার ডিম পেড়ে এনেছি। নাবী (দ.) বললেন, তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তা রেখে এসো। -স্বহীহ্

১৭৮. অনুচ্ছেদ : পিঞ্জিরায় পাখি রাখা

৩৮৫. হিশাম ইবনু উরওয়া (র) বলেন, ইবনু যুবায়র (রা) মক্কায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নাবী (দ.) এর স্বহাবাগণ খাঁচায় পাখি রাখতেন। -হাসান

৩৮৬. আনাস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) (আবু তালহার) ঘরে তাশরীফ নিলেন, তখন আবু তালহার এক শিশুপুত্র আবু ওমায়ের তাঁর সম্মুখে পড়ল। তার একটি বুলবুলি ছিল এবং সে তা নিয়ে খেলা করত। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু উমায়র তোমার নুগায়ের (বুলবুলি)টি কি করল অথবা তোমার বুলবুলিটি কোথায়? -স্বহীহ্

১৭৯. অনুচ্ছেদ : লোকের মধ্যে সড়াব সৃষ্টি করা

৩৮৭. উম্মের কুলসুম (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করে দেয় এবং (সেই দলে) মঙ্গলের কথা বলে বা মঙ্গলকে বিকশিত করে। উম্মু কুলসুম (রা.) আরো বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে নাবী (দ.) কে কাউকেও মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে আমি শুনিনি। সেই তিনটি ক্ষেত্র হল, ১. লোকজনের মধ্যে আপোসরফ করতে, ২. পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে এবং ৩. স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথা বলতে (মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে)। -স্বহীহ্

১৮০. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা বলা নিষেধ

৩৮৮. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা সত্যাবলম্বী হবে। কেননা, সত্য কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করে চলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে সিদ্দীক বা চরম সত্যপ্রিয়ী বলে সাব্যস্ত হয়। এবং সাবধান সাবধান, মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা, মিথ্যা পাপের পথে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামের

পথে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি মিথ্যাকে অবলম্বন করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ'র দরবারে কায্যাব বা চরম মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়। -স্বহীহ্

৩৮৯. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মিথ্যা কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয়। চাই গাঙ্গীরেই হোক চাই ঠাট্টাচ্ছলেই হোক। আর তাও অনুমোদনযোগ্য নয় যে তোমাদের মধ্যকার কেউ তার শিশু সন্তানের সাথে (কোন কিছু দেয়ার) ওয়াদা করবে আর পরে তা তাকে দিবে না। -স্বহীহ্

১৮১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে

৩৯০. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হতে উত্তম যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না, তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না। -স্বহীহ্

১৮২. অনুচ্ছেদ : লোকের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ

৩৯১. আবু মূসা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কষ্টদায়ক কিছু শুনেও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ'র চেয়ে অধিকতর ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। লোক তাঁর সন্তান আছে বলে দাবি করে (যা তাঁর চরম ক্রোধ উদ্বেককারী ডাহা মিথ্যাপবাদ) এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রাখেন এবং আহার প্রদান করেন। -স্বহীহ্

৩৯২. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) কিছু বণ্টন করলেন--যেভাবে সাধারণত তিনি বণ্টন করতেন। এ জন্য আনসারদের এক ব্যক্তি মন্তব্য করল, আল্লাহ'র কসম! ওটা এমনই এক বণ্টন হয়েছে যা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে হয়নি। আমি বললাম আচ্ছা, আমি অবশ্যই নাবী (দ.) কে বলব। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন তাঁর স্বহাবীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তখন কানে-কানে বিষয়টি অবগত করলাম। তাতে তাঁর ভীষণ মনোকষ্ট হল। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি এমনি রাগান্বিত হলেন যে, আমি মনে-মনে বললাম, হায়! যদি আমি বিষয়টি তাঁকে না বলতাম! অতঃপর তিনি বললেন, “মূসা (আ.) কে তার চাইতেও অধিক মনোকষ্ট দেয়া হয়েছে! তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।” -স্বহীহ্

১৮৩. অনুচ্ছেদ : আপোস-মীমাংসা

৩৯৩. আবু দারদা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে স্বলাত, স্বওম এবং স্বদাকা-খয়রাতের চাইতেও উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না? উপস্থিত সকলেই বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রসূলুল্লাহ! বললেন, “লোকের মধ্যে আপোসরফা করে দেয়া। আর পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ তো হচ্ছে মুণ্ডনকারী ধ্বংসকারী। -স্বহীহ্

৩৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) সূরাহ্ আনফালে আয়াত, “ওয়া-তাকুল্লাহা ওয়া-আস্বলিহূ যাতা বাইনিকুম” এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার দ্বারা আল্লাহ তা’আলা বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে (পরহেযগারী অবলম্বন করে) এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে। -স্বহীহ্

১৮৪. অনুচ্ছেদ : কারো সাথে এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে তাকে সত্য মনে করে

৩৯৫. সুফিয়ান ইবনু উসাইদ হাযরামী (রা.) বলেন, তিনি স্বয়ং নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, সব চাইতে বড় বিশ্বাস ভঙ্গ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বলেছ, সে তো তোমাকে বিশ্বাস করেছে অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথাই বলছ। -যইফ

১৮৫. অনুচ্ছেদ : তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করো না

৩৯৬. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া বিসম্বাদ করো না, তাকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করো না, আর তার সাথে এমন ওয়াদাও করো না যা তুমি ভঙ্গ করবে। -যইফ

১৮৬. অনুচ্ছেদ : বংশ তুলে খোঁটা দেয়া

৩৯৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) নবী (দ.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, দু’টি (মন্দ) কর্ম এমন, যা আমার উম্মাত (সর্বতোভাবে) পরিত্যাগ করবে না। এগুলো হল মৃত ব্যক্তির শোকে বিলাপ করে ক্রন্দন করা এবং বংশ তুলে খোঁটা দেয়া। -স্বহীহ্

১৮৭. অনুচ্ছেদ : নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালবাসা

৩৯৮. ফুসায়লা (র.) নামীয় একজন মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে এইরূপ বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! অন্যায় কাজে নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের সাহায্য করা কি (জাহিলিয়াতের যুগের সেই) আসাবিয়াত তথা সম্প্রদায় প্রীতির অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -যঈফ

১৮৮. অনুচ্ছেদ : লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা

৩৯৯. আওফ ইবনু হারিস যিনি মায়ে দিক হতে আইশাহ্'র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন-বর্ণনা করেন যে, কেউ এসে আইশাহ্ (রা.) কে বলল যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়র (রা.) আইশাহ্'র একটি বিক্রী চুক্তি বা প্রদত্ত দান সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্'র কসম, যদি তা হতে তিনি বিরত না হন, তবে আমি এই কাজে তাকে বাধা প্রদান করব। আইশাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, সেই কি এটা বলেছে? সকলে বলল, হ্যাঁ, তিনিই তো বলেছেন। তখন আইশাহ্ (রা.) বললেন, তাহলে আমি আল্লাহ্'র নাশে শপথ করছি যে, ইবনু যুবায়রের সাথে কোন দিন কথা বলব না। ইবনু যুবায়র (রা.) যখন দেখলেন যে, তাঁর সাথে আইশাহ্ (রা.) এর এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হচ্ছে-তিনি কতিপয় মুহাজির স্বহাবীকে এই ব্যাপারে তাঁর নিকট সুপারিশ করবার জন্য ধরলেন। কিন্তু আইশাহ্ (রা.) বললেন, আল্লাহ্'র কসম! এই ব্যাপারে আমি কারও সুপারিশ গ্রহণ করব না বা আমার শপথও ভঙ্গ করব না। ইবনু যুবাইর (রা.) দেখলেন যে, এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হচ্ছে, তখন তিনি মিসওয়্যার ইবনু মাখরামা এবং আব্দুর রহমান ইবনু আসওয়াদ ইবনু আবদু ইয়াগুসকে ধরলেন। তাঁরা উভয়ে বনু যুহরার লোক ছিলেন। ইবনু যুবাইর (রা.) তাদেরকে বলেন, দোহাই আল্লাহ্'র, আপনারা আমাকে নিয়ে আইশাহ্ (রা.) নিকট চলুন এবং বলুন যে, তাঁর জন্য আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কসম খাওয়া ঠিক নয়। মিসওয়্যার ও আবদুর রহমান (রা.) তখন তাঁদের চাদর দ্বারা ইবনু যুবায়রকে ডেকে নিয়ে তাঁকেসহ আইশাহ্ (রা.) নিকট নিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর দ্বারা প্রাপ্তে গিয়া বললেন, আসসালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু- আমরা কি আসতে পারি? আইশাহ্ (রা.) বললেন, আসুন। তাঁরা দুইজনে বললেন, আমরা সকলেই কি আসব হে মু'মিনদের মা! আইশাহ্ (রা.) বললেন, হ্যাঁ আপনারা সকলেই আসতে পারেন। তিনি জানতেন না যে, তাঁদের সাথে ইবনু যুবায়রও রয়েছেন। তাঁরা যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন ইবনু যুবায়র (রা.) পর্দার ভিতরে (অন্দরে) চলে গেলে এবং আইশাহ্ (রা.) কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহ্'র দোহাই দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আবেদন করতে লাগলেন।

এদিকে মিস্ওয়াল ও আবদুর রহমানও ইবনু যুবাইরের ওয়রখানী মেনে নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহ'র দোহাই দিয়ে আইশাহ্ (রা.) কে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁরা আরো বললেন, আপনার তো অজানা নাই যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) সম্পর্কচ্ছেদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য তাঁর কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়য নয়। রাবী বলেন, তাঁরা যখন বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমি তো শপথ করে রেখেছি আর শপথ গুরুতর ব্যাপার! তাঁদের এই বিরামহীন পীড়াপীড়ির ফলে অবশেষে তিনি ইবনু যুবাইরের সাথে কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর শপথ ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ চল্লিশজন দাস মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তীকালে যখনই তাঁর এই শপথের কথা মনে পড়ত তখনই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন, এমন কি তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। -স্বহীহ্

১৮৯. অনুচ্ছেদ : মুসলিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

৪০০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের পেছনে লেগে যেও না এবং আল্লাহ'র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন রাত্রির অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। -স্বহীহ্

৪০১. আতা ইবনু ইয়াযীদ আল-লাইসী আল-জুনদাঈ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, কারও জন্য তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয়, রাস্তায় দুইজনের সাক্ষাৎ হয়, এ-ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ও সেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (কেউ কারোর সাথে কথা বলেনা। এমতাবস্থায় তাদের দুইজনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথম সালাম দেয়)। -স্বহীহ্

৪০২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না ও ঝগড়া করবে না আল্লাহ'র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে। -স্বহীহ্

৪০৩. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সেই দু'জনের ভালবাসা আল্লাহ'র জন্য বা ইসলামের জন্য নয়, যা তাদের কোন একজনের প্রথম ক্রটিতেই ভেঙ্গে যায়। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৪০৪. আনাস ইবনু মালিকের চাচাতো ভাই হিশাম ইবনু আমির আল-আনসারী যাহার পিতা উহদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন-বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি-কোন মুসলিমের জন্য অপর কোন মুসলিমের সাথে তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা ঠিক নয়। যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে থাকে তবে যতক্ষণ তারা এভাবে সম্পর্কচ্যুত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দুইজনেই সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে প্রথম বলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে তার উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহের কাফ্যারা স্বরূপ হবে। আর যদি তারা দু'জনই এইরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তারা দু'জনের কেউ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি তাদের একজন অপরজনকে সালাম করে আর দ্বিতীয়জন তা গ্রহণ করতে রাযী না হয় তবে তার সালামের জবাব একজন মালাইকাহ (ফেরেশতা) দিয়ে থাকেন, আর দ্বিতীয়জনকে জবাব দেয় শয়তান। -স্বহীহ

৪০৫. আইয়শাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) একদা আমাকে বললেন, আমি আপনার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি টের পেয়ে থাকি আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে আপনি তা টের পান? বললেন, যখন আপনি খুশি থাকেন তখন বলে থাকেন, হ্যাঁ, শপথ মুহাম্মাদের রবের। আর যখন অসন্তুষ্ট থাকেন তখন বলেন, না, শপথ ইবরাহিমের রবের। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (দ.)! আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করে থাকি। -স্বহীহ

১৯০. অনুচ্ছেদ : বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা

৪০৬. আবু খারাম সুলামী (রা.) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ে সাথে বর্ষব্যাপী সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল। -স্বহীহ

৪০৭. ইমরান ইবনু আবু আনাস (রা.) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (দ.) এর আসলাম গোত্রীয় জনৈক স্বহাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে বর্ষব্যাপী সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা তাকে হত্যা করারই শামিল। ঐ মাজলিসে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবু ইতাবও উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই বললেন, আমরাও (রসূলুল্লাহ দ. থেকে)। তা শুনেছি। -স্বহীহ

১৯১. অনুচ্ছেদ : সম্পর্কচ্ছেদকারী

৪০৮. আতা ইবনু ইয়াযীদ আল-লাইসী আল-জুনদাঈ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন,

কারও জন্য তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয়, রাস্তায় দু'জনের সাক্ষাৎ হয়, এ-ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ও সেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (কেউ কারোর সাথে কথা বলেনা। এমতাবস্থায় তাদের দুইজনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথম সালাম দেয়)। -স্বহীহ্

৪০৯. হিশাম ইবনু আমির বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি-কোন মুসলিমের জন্য অপর কোন মুসলিমের সাথে তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয়। যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে থাকে তবে যতক্ষণ তারা এভাবে সম্পর্কচ্যুত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দুইজনেই সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে প্রথম বলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে তার উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ হবে। আর যদি তারা দু'জনই এইরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তারা দু'জনের কেউ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। -স্বহীহ্

১৯২. অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ

৪১০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না ও ঝগড়া করবে না আল্লাহ'র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে। -স্বহীহ্

৪১১. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, ক্রিয়ামাতের দিন তুমি আল্লাহ'র নিকট নিকৃষ্টতম শ্রেণির লোকরূপে যাহাকে দেখবে, সে হল দু'মুখী লোক এক জায়গায় মুখে এক কথা বলে আবার অন্য জায়গায় অন্য মুখে অন্য কথা বলে। -স্বহীহ্

৪১২. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, (কারো সম্পর্কে) কুধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, কুধারণা হচ্ছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। একে অপরের মোকাবেলায় সদাই ক্রয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বা প্রতারণামূরক দর-দস্তুর করবে না, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, রেষারেষি করো না, একে অপরের পাশ কাটিয়ে চলো না এবং আল্লাহ'র বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। -স্বহীহ্

৪১৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন প্রতিটি বান্দাকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহ'র সাথে

শিরক করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যার অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিসম্বাদ রয়েছে। তাদের দুইজন সম্পর্কে বলা হয়, আপোষ-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দু'জনের ব্যাপারে থাকতে দাও। -স্বহীহ

৪১৪. আবুদ্বারদা (রা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা স্বদাকা-খয়রাত এবং স্বওম হতেও উত্তম? তা হলো আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। মনে রাখবে বিদ্বেষ হচ্ছে মুণ্ডনকারী (যা পুণ্যরাশিকে ক্ষুরের চুল মুণ্ডনের মত মুণ্ডন করে দেয়। -স্বহীহ

৪১৫. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তিনটি পাপ যার মধ্যে না থাকবে তার অপর গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন। ক. যে ব্যক্তি ইত্তিকাল করল এমন অবস্থায় যে সে আল্লাহ'র সাথে শিরক (আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো) করত না, খ. সে যাদুকর ছিল না যে যাদুর অনুসরণ করে বেড়াতো এবং গ. সে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত না। -যঈফ

১৯৩. অনুচ্ছেদ : সালাম কথা বন্ধ করার কাফ্যারা স্বরূপ

৪১৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা কারো জন্য জায়েয নয়। যখন তিনদির অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তার উচিত তার সাথে সাক্ষাত করা তাকে সালাম করা। যদি অপর ব্যক্তি তার সালামের জবাব দেয় তবে তার ভাইয়ের সাওয়াবের ভাগী হবে আর যদি ঐ ব্যক্তি তার সালামের উত্তর না দেয় তবে সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ'র দায় হতে অব্যাহতি পাবে। -হাসান লি-গইরিহী

১৯৪. অনুচ্ছেদ : তরুণদেরকে পৃথক পৃথক রাখা

৪১৭. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ওমার (রা.) তাঁর পুত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, সকাল হতেই তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে এবং কোন এক ঘরে একত হবে না। কেননা আমার ভয় হয় পাছে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কচ্যুত হয় বা কোন অঘটন ঘটে যায়। -যঈফ

১৯৫. অনুচ্ছেদ : না চাইতেই স্বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেয়া

৪১৮. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) জনৈক রাখালকে তার ছাগলসহ একটি তৃণলতাহীন স্থানে দেখতে পেলেন। তিনি তার চাইতে উত্তম একটি স্থান দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রাখাল! তোমার জন্য দুঃখ যে, তাকে অন্যত্র নিয়ে যাও, কেননা আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক রাখালকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে। -স্বহীহু লি-গইরিহী

১৯৬. অনুচ্ছেদ : মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হলে

৪১৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেনে, আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত (শোভনীয়) নয়। দান করে যে ফিরিয়ে নেয়, সে যেন কুকুরের মত যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে। -স্বহীহু

১৯৭. অনুচ্ছেদ : ছল ও প্রতারণা

৪২০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্রসম্পন্ন এবং উদার হস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ ও এবং নীচু প্রকৃতির। -হাসান লি-গইরিহী

৪২১. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর যুগে দুই ব্যক্তির মধ্যে গালির আদান-প্রদান হয়ে গেল। প্রথমে তাদের একজন গালি দিল, অপরজন নিরন্তর রইল। নাবী (দ.) সম্মুখেই বসা ছিলেন। অতঃপর অপরজনও প্রত্যুত্তরে প্রথমজনকে গালি দিল। তখন নাবী (দ.) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলা হল, আপনি যে উঠে গেলেন? জবাবে তিনি বললেন, যেহেতু মালাইকাহ্গণ মাজলিস হতে উঠে গেলেন তাই আমিও উঠে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিরন্তর ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকাহ্গণ তার পক্ষ হতে, যে তাকে গালি দিয়েছিল তার উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন সে নিজেই গালির মাধ্যমে গালির উত্তর দিল তখন মালাইকাহ্গণ মাজলিস হতে উঠে গেলেন। -যঈফ

৪২২. উম্মে দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জানাল যে, এক ব্যক্তি আবদুল মালিকের নিকট আপনার কুৎসা বলেছে। তিনি বললেন, তাকে কি? আমাদের

মধ্যে যে দোষ প্রকৃতপক্ষে নাই, তার জন্য যদি কেউ আমাদেরকে দোষারোপ করে থাকে, তবে অনেক সময় তো এমন হয় যে গুণ আমাদের মধ্যে নাই, সে গুণের জন্য আমরা প্রশংসিতও হয়েছি। -হাসান

৪২৩. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন সাথীকে বলে, ‘তুমি আমার দুশমন’ তন তাদের একজন ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। অথবা তিনি বলেছেন, সে তার বন্ধু দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। অপর সূত্রে রাবী জুহায়ফা বলেন, তাপর আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, তবে যে তাওবা করে সে নয়। -স্বহীহু লি-গইরিহী

১৯৮. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানো

৪২৪. ইবুন আব্বাস (রা.) বলেন, আদাম সন্তানের দেহে তিশত ষাটটি সংযোগস্থল অথবা হাড়ি গ্রন্থি রয়েছে। ঠিক কোন্ শব্দটি যে তিনি বলেছেন তা রাবীর পুরোপুরি মনে নেই। প্রতিদিন ঐগুলির প্রতিটির জন্য এক একটি করে স্বদাকা আছে। প্রতিটি পবিত্র কথাই এক একটি স্বদাকা কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করাও স্বদাকা, কাউকেও এক চুমুক পানি পান করানোও স্বদাকা এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও স্বদাকা। -স্বহীহু লি-গইরিহী

১৯৯. অনুচ্ছেদ : গালাগালির যে সূচনা করবে উভয় পক্ষের পাপ তার ঘাড়ে চাপবে

৪২৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ) বলেছেন, কলহরত দু’পক্ষ যে গালাগালি করে তাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপবে। অবশ্য যদি মযলুম-সীমালংঘন না করে। -স্বহীহু

৪২৬. আনাস (রা.) বলেন, কলহরত দুই পক্ষ যে গালাগালি করে মযলুম ব্যক্তির সীমালংঘন না করা পর্যন্ত তাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপবে। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৪২৭. রসূলুল্লাহ (দ.) একদা স্বহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, জান অপবাদকারী কে? সকলে বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। বললেন, একজনের কথা যে অন্যজনের কাছে গিয়া বলে, যাতে তাদের দু’জনের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। -স্বহীহু

৪২৮. নাবী (দ.) বলেন, আল্লাহ তা’আলা আমার নিকট এই মর্মে ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে,

“পরস্পরে বিনয়ী হও এবং একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করো না।” -স্বহীহ্

২০০. অনুচ্ছেদ : গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সাদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে

৪২৯. ইয়ায ইবনু হিমার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়া থাকে। তখন নাবী (দ.) বললেন, যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৪৩০. ইয়ায ইবনু হিমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পরস্পরে বিনয়ী হও, কেউ কারো সাথে বাড়াবাড়ি করো না, একে অপরকে গর্ব প্রদর্শন করো না। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি আমাকে আমার চাইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে আমাকে গালি দেয়, আর আমিও তার প্রত্যুত্তর করি তবে এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? এটাতে কি আমার পাপ হবে? তিনি বললেন, যারা একে অপরকে গালি দেয় তাদের উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং তারা উভয়েই মিথ্যুক। ইয়ায (রা.) বলেন, আমি ছিলাম রসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর প্রতিপক্ষ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁকে একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না। তিনি তখন বললেন, মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণে আমার রুচি হয় না। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

২০১. অনুচ্ছেদ : মুসলিমকে গালি দেয়া গুরুতর অপরাধ

৪৩১. মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ইবনু মালিক (রা.) তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, মুসলিমকে গালি দেয়া গুরুতর পাপ। -স্বহীহ্

৪৩২. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। ত্রুষ্ক হলে তিনি বলতেন, তার কি হল? তার কপাল ধুলি ধূসরিত হোক। -স্বহীহ্

৪৩৩. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, মুসলিমকে গালি দেয়া গুরুতর অপরাধ আর তাহাকে হত্যা করা কুফর বা কুফরী কাজ। -স্বহীহ্

৪৩৪. আবু যার (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয় এবং কুফরের অপবাদ দেয় তা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে যদি সে প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে। -স্বহীহ

৪৩৫. আবু যার (রা.) বলেন, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে তার পিতা ব্যতীত পর কাউকেও পিতা বলে দাবি করে, সে কুফুরী করল আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন বংশের লোক বলে পরিচয় দিল, যে বংশে প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম নয়, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বেছে নিল। আর যে ব্যক্তি অন্য কাউকেও কাফির বা আল্লাহ'র দুশন বলে অভিহিত করল অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তা নয় তবে তা তারই হবে। -স্বহীহ

৪৩৬. সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা.) নামক স্বহাবী বলেন, দুই ব্যক্তি নাবী (দ.) এর সামনে একে অপরকে গালি দিল। তাদের একজন এমনি ত্রুন্ধ হল যে, তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেল। তখন নাবী (দ.) বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যদি সে তা বলে তবে তার ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যাবে। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়া নাবী (দ.) এর কথা তাকে জ্ঞাত করল। তিনি বললেন, তুমি বল- “আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রজীম”- “আমি আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে।” সে ব্যক্তি (তা শুনে) বলল, তুমি কি আমাকে পাগল মনে করছ? যাও ! -স্বহীহ

৪৩৭. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, এমন দু'জন মুসলিম নাই যাদের মধ্যে আল্লাহ'র পক্ষ হতে একটি আচ্ছাদন বিদ্যমান নাই। যখন কোন ব্যক্তি তার অপর সাথীর সঙ্গে অশ্লীল কথা বলে, তখন সে আল্লাহ'র সে আচ্ছাদন ছিন্ন করে এবং যখন একজন অপরজনকে কাফির বলে গালি দেয়, তখন তাদের মধ্যকার একজন তো কাফির হয়ে যায়। -যঈফ

৪৩৮. আইশাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কোন একটি কাজ করলেন এবং লোকদেরকে তা করবার অনুমতি প্রদান করলেন। কিছু লোক (পরহেযগারী স্বরূপ) উক্ত কাজ হতে বিরত থাকলেন। এই সংবাদটি রসূলুল্লাহ (দ.) এর কর্ণগোচর হল। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিতে দাঁড়ালে। (খুৎবায়) আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনার পর তিনি বললেন, লোকজনের কি হল যে, তারা এমন কাজ হতেও বিরত থাকে, যা আমি স্বয়ং করে থাকি। কসম আল্লাহ'র! আমি তাদের চাইতে আল্লাহ (ও তাঁর হুকুম আহকাম) সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত। তাদের তুলনায় তাঁকে

(আল্লাহ্'কে) অধিকতর ভয় করে থাকি। -স্বহীহ

৪৩৯. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কারও কিছু অপছন্দ করলে তার মুখের উপর কদাচিৎ কিছু বলতেন। একদিন তাঁর দরবারে এমন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল যার বস্ত্রে হলুদ রং-এর ছাপ ছিল। যন সে ব্যক্তি প্রস্থান করল, তখন তিনি তার স্বহাবীগণকে বললেন, কতই না উত্তম হত যদি এই ব্যক্তি এই হলুদ রংটি পরিবর্তন করে ফেলত বা তা উঠিয়ে ফেলত। -যঈফ

২০২. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাউকে মুনাফিক বলা

৪৪০. আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমাকে এবং যুবায়র ইবনু আওয়ামকে রওয়ানা করালেন। আমরা ছোড়ায় চড়ে রওয়া হলাম। যাত্রাকালে তিনি আমাদেরকে বললেন, যতক্ষণ না অমুক-অমুক ধরণের একটি বাগানে পৌছবে এবং সেখানে পাবে এক মহিলাকে (মাক্কাহ'র) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লিখিত হাতিবের পত্র তার নিকট পাবে ততক্ষণ পথ চলতেই থাকবে। আমরা পথ চলতে লাগলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কথামত জনৈক উষ্ট্রারোহীণী মহিলাকে চলন্ত অবস্থায় পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্র কোথায়? বাহির কর। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নাই। আমরা তখন তার এবং তার উষ্ট্রী তল্লাশী করলাম। আমার সাথীটি বলে উঠলেন রসূলুল্লাহ্ (দ.) মিথ্যা বলতে পারে না, (পত্র নিশ্চয়ই তার কাছে আছে)। অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, তুমি পত্র বাহির করে দিবে, নতুবা আল্লাহ্'র কসম, আমি তোমাকে উলঙ্গ করে হলেও পত্র বের করব। তখন সে তার কোমরের দিকে হাত দিল এবং পত্রখানি বের করে দিল। সে তখন একটি পশমী কাপড় পরিহিতা ছিল। আমরা তখন তা নিয়ে নাবী (দ.) এর খিদমাতে এসে উপস্থিত হলাম। তখন ওমার (রা.) বলে উঠলেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ্, তাঁর রসূল (দ.) এবং মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেছে। আমাকে তার গর্দান মারতে দিন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) হাতিবকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কেন এমনটি করতে গেলে? হাতিব বললেন, (ইয়া রসূলুল্লাহ্!) আমার ঈমান ঠিকই আছে, আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, কুওমের উপর আমার একটু অনুগ্রহ থাকুক। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, হে ওমার! সে কিঠই বলেছে। সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এই জন্যই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের (বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, “তোমরা যা ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। ওমার (রা.) এর চক্ষুদ্বয় তখন অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে বেশী জানেন। -স্বহীহ

২০৩. অনুচ্ছেদ : কোন মুসলিমকে যে কাফির বলে

৪৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে অভিহিত করে, তখন তাদের দু'জনের দিকে তা (কুফর) প্রত্যাবর্তন করবে। -স্বহীহ

৪৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে অভিহিত করে, তখন তাদের মধ্যে একজন কাফির হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি যাকে কাফির বলেছেন, সে যদি প্রকৃতই কাফির হয়ে থাকে তবে তা সে যথার্থই বলেছে। আর যদি প্রকৃতপক্ষে সে তার কথামতো কাফির না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফির বলল, সেই কাফির পদবাচ্য হয়ে পড়ল। -স্বহীহ

২০৪. অনুচ্ছেদ : শত্রুর উল্লাস

৪৪৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) ভাগ্যের অঘটন এবং শত্রুর উল্লাস হতে (আল্লাহ'র) আশ্রয় চাইতেন। -স্বহীহ

২০৫. সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়

৪৪৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমাদের তিনটি কাজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তা হল, ক. তোমরা তাঁর ইবাদাত করবে- তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক (আল্লাহ'র অধিকারে ভাগ বসানো) করবে না, খ. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ'র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করবে ও গ. যাকে আল্লাহ তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল কামনা করবে এবং তিনি তোমাদের সে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন তা হল, ১. ঝগড়া, (২) অধিক চাওয়া ও (৩) সম্পদের অপচয়। -স্বহীহ

৪৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত, “ওয়া-মা আংফাকুতুম মিং শাই-ইং ফাহুয়া ইয়াখলুকু ,ওয়াহুয়া খইরুর রাযিকীন” “তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।” এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, আল্লাহ'র এই

ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তোমরা অপচয় না করবে এবং কার্পণ্য করবে না। -স্বহীহ্

২০৬. অনুচ্ছেদ : অপচয়কারীগণ

৪৪৬. আবুল উবায়দাইন বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, (কুরআনে শয়তানের ভাই বলে উল্লিখিত) মুবায়যিরীন বা অপচয়কারী কারা? জবাবে তিনি বললেন, যারা অযথা খরচ করে তারাই অপচয়কারী। -স্বহীহ্

৪৪৭. ইকরিমাহ্ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, অপচয়কারী হচ্ছে ঐসব ব্যক্তি যারা অযথা খরচ করে। -হাসান

২০৭. অনুচ্ছেদ : ২০৯. বাসস্থান নিরাপদকরণ

৪৪৮. যায়িদ ইবনু আসলাম (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ওমার (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের বাসস্থান সমূহের সংস্কার কর। সেই (উপদ্রবকারী) জ্বিনসমূহ তোমাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের পূর্বেই তোমরা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর। তাদের মুসলিমরা তোমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করবে না। কসম আল্লাহ্'র, যখন হতে তাদের সাথে আমার শত্রুতা হয়েছে তারপর আর কোন দিন তাদের সাথে আমি আপোষ করেনি। -হাসান

২০৮. অনুচ্ছেদ : বাড়ির পেছনে অর্থ ব্যয়

৪৪৯. খাব্বাব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আদাম সন্তান প্রতিটি ব্যাপারেই সাওয়াব লাভ করে। অবশ্য বাড়ি ছাড়া। -স্বহীহ্

২০৯. অনুচ্ছেদ : মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা

৪৫০. নাবি ইবনু আসিম (র) বলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) কে ওয়াহাত নামক স্থান হতে আগত তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন, তোমার মজুররা কি কাজকর্ম করে? তখন চাচা বললেন, যদি তুমি সাকফী গোত্রের লোক হতে তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার

মজুর কর্মচারীরা কি কাজ করে না করে তার খবর তুমিই রাখতে। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্বগৃহে (একবার রাবী আবু আসিম স্বগৃহে স্থলে স্ব-সম্পদে শব্দটিও বলেছিলেন) তার মজুর বা কর্মচারীদের সাথে কাজ করে তখন সে হয় আল্লাহ তা'আলার একজন কর্মচারী। -হাসান

২১০. অনুচ্ছেদ : অট্টালিকা নিয়ে গর্ব করা

৪৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, ক্রিয়ামাত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বিরাট-বিরাট অট্টালিকা নিয়ে গর্বে মত্ত হবে। -স্বহীহ্

৪৫২. হাসান (রা.) বলেন, আমি উসমান (রা.) এর খিলাফাতের যুগে নাবী (দ.) এর সহধর্মিণীগণের ঘরসমূহে যাতায়াত করতাম। তাঁদের ঘরসমূহের ছাদ হাত দিয়ে নাগাল পেতাম। -স্বহীহ্

৪৫৩. দাউ ইবনু কায়স বলেন, খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত উম্মুল মু'মিনীনদের ঘরসমূহ আমি দেখেছি। বাহির থেকে ঘাসের পলস্তুরা দ্বারা আবৃত। আমার যতদূর মনে হয় বাড়ির প্রস্থ ঘরের দরজা হতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত উঠান প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা আমার ধারণায় সাত ও আট হাতের মাঝামাঝি। আমি আইশাহ্ (রা.)-এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছি, তা ছিল পশ্চিমমুখী। -স্বহীহ্

৪৫৪. আব্দুল্লাহ্ রুমী (র) বলেন, আমি উম্মে তাল্ক (রা.) এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার ঘরের ছাদ কত নিচু। জবাবে তিনি বললেন, বৎস, আমীরুল মু'মিনীন ওমার বিন খত্তাব (রা.) তাঁর কর্মচারীগণকে এই মর্মে পত্র লিখেছিলেন যে, তোমার বাড়িসমূহকে উচ্চ অট্টালিকারূপে বানিও না। কেননা তা তোমাদের দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ। -যঈফ

২১১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘর নির্মাণ করে

৪৫৫. হাব্বা ইবনু খালিদ এবং সাওয়া ইবনু খালিদ (রা.) নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি দেয়ালে অথবা গৃহ মেরামত করছিলেন। তাঁরা দু'জনেও তাকে কাজে সাহায্য করলেন। -যঈফ

৪৫৬. কায়স ইবনু আবু হাযম (র) বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.) কে তাঁর পীড়িত অবস্থায় দেখতে গেলাম। রোগের দরুণ ইতিমধ্যেই তিনি তার গায়ে (গরম লোহার) সাতটি দাগ দিলেন। তিনি

আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের যে সকল সঙ্গী অতীত হয়ে গেছেন পৃথিবী তাদের কোনই অনিষ্ট করতে পারে নই। আর আমরা এমন বস্তুর অধিকারী হয়েছি যার রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না। যদি নাবী (রা.) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বারণ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। -স্বহীহ্

৪৫৭. অতঃপর আর একদিন আমরা তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি দেয়াল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, মুসলিমকে তার ব্যয় করা প্রতিটি বস্তুর জন্য প্রতিফল (সাওয়াব) প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে যা সে মাটিতে মিশাইয়া দেয় তার জন্য নয়। -স্বহীহ্

৪৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমার কুটিরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমি আমার কুটির মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার কুটির মেরামত করি তিনি বললেন, প্রকৃত ব্যাপার অর্থাৎ মৃত্যু তা হতেও তাড়াতাড়ি হওয়ার মত। -স্বহীহ্

২১২. অনুচ্ছেদ ৪ প্রশস্ত বাসগৃহ

৪৫৯. নাফি ইবনু আব্দুল হারিস (র.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যের অন্যতম হল, প্রশস্ত বাসগৃহ, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন (সাওয়ারী)। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

২১৩. অনুচ্ছেদ ৪ যে কোঠায় অবস্থান করল

৪৬০. সাবিত (রা.) বলেন, একদা তিনি আনাস (রা.) এর সাথে তাঁর ঘরের উপরস্থ কোঠায় ছিলেন, তখন তিনি আযান শুনতে পেলেন। তিনি তখন নিচে নামলেন এবং তাঁর সাথে সাথে আমিও নিচে নামলাম। অতঃপর তিনি ঘন ঘন পা ফেলে (মাসজিদের দিকে) চলতে লাগলেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি জানো, আমি তোমার সাথে এইভাবে কেন হেটে চলছি? নাবী (দ.) এবার আমাকে সাথে নিয়ে এইরূপ (ঘন-ঘণ পা ফেলে) হেটে চলছিলেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি বলতে পার, আমি কেন তোমাকে নিয়া এরূপ হেটে চলছি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। বললেন, যাতে স্বলাতের উদ্দেশ্যে আমাদের পদক্ষেপের সংখ্যা বেশি হয়। -যঈফ

২১৪. অনুচ্ছেদ : অটালিকায় কারুকার্য

৪৬১. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, ক্রিয়ামাত আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত লোক এমন সব ঘরবাড়ি নির্মাণ করবে যাকে তারা নকশী কাঁথার মত কারুকার্যময় করে তুলবে। মুহাদ্দিস ইবরাহীম ‘মেরাজিল’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অর্থাৎ কারুকার্য খচিত বস্ত্র। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৪৬২. মুগীরা (রা.) এর সচিব ওয়াররাদ বর্ণনা করেন যে, একদা মু’আভিয়া (রা.) মুগীরা (রা.) কে লিখে পাঠালেন যে, আপনি নাবী (দ.) এর কাছে যা শুনেছেন তা আমার কাছে লিখে পাঠান। উত্তরে মুগীরা (রা.) লিখলেন, আল্লাহ্‌র নাবী প্রত্যেক স্বলাতের পর বলতেন- (দু’আ) :

“নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজ্যে, তাঁরই সব প্রশংসা। তিনি সর্বসময়ে শক্তিমান। প্রভু, তুমি যা দান করতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না আর তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দান করতে পারে না, কোন বিত্তশালীর বিত্ত সম্পদই তোমার অসম্ভবষ্টির মোকাবেলায় কোনরূপ উপকারে আসে না।”

তিনি তাঁকে পত্রে আরো লিখলেন, তিনি অযথা বাক্যব্যয়, অধিক যাদ্ধগা এবং সম্পদের অপচয় করতে বারণ করতেন। তিনি আরো বারণ করতেন মাতাদের অবাধ্যতা করতে, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং কার্পণ্য ও পরধনে লোভ করতে। -স্বহীহু

৪৬৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই তার আমল নাজাত দিতে পারবে না। উপস্থিত স্বহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকেও কি ইয়া রসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, আমাকেও নয়, যদি না আল্লাহ্‌ তা’আলা তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। সুতরাবৎ সরল পথে চলবে, তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হবে, সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদাত করবে এবং রাত্রির অন্ধকারে কিছু ইবাদাত করবে এবং সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। -স্বহীহু

২১৫. অনুচ্ছেদ : নম্রতা অবলম্বন

৪৬৪. নাবী সহধর্মিণী আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহুদি রসূলুল্লাহ্‌ (দ.)-এর

সমীপে উপস্থিত হয়ে (অভিবাদনচ্ছলে) বলল, ‘আস্‌সামু আলাইকুম’ (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক)। আইশাহ্ (রা.) বলেন, আমি তাদের বক্তব্য বুঝতে পারলাম এবং তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম “ওয়া আলাইকুমুস্‌ সাম ওয়া লা’নাতু” (তোমাদের উপর মৃত্যু আপতিত হোক এবং সাথে সাথে অভিসম্পাতও)। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, ধীরে আইশাহ্, ধীরে! আল্লাহ্ সর্বব্যাপারেই নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেছেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, আমি তো “ওয়া আলাইকুম” বলে দিয়েছি। **-স্বহীহ্**

৪৬৫. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বভাবের নম্রতা হতে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে। **-স্বহীহ্**

আমাশের সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৪৬৬. আবুদারদা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যার স্বভাবে নম্রতা প্রদান করা হয়েছে, তাকে সমুদয় কল্যাণই প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে স্বভাবের নম্রতা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে সমুদয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত রয়েছে। ক্রিয়ামাতের দিন মু’মিনের নেকীর পাল্লায় সব চাইতে ভারী বস্তু রাখা হবে উত্তম আচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা’আলা অশ্লীলভাষী বাচাল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

৪৬৭. আইশাহ্ (রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অল্প-স্বল্প ক্রটি-বিচ্যুতিকে তুচ্ছজ্ঞান করো। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

৪৬৮. আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, (রুঢ়তা) যে কোন বস্তুতেই হোক না কেন, তা তাকে দোষযুক্ত করে দেয়। আল্লাহ্ তা’আলা নম্র ও নম্রতা ভালবাসেন। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

৪৬৯. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) ছিলেন, পর্দার অভ্যন্তরে অবস্থাকারীণী কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিকতর লজ্জাশীল। যখন কোন কিছু তার রুচি বিরুদ্ধ হত, তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তা আঁচ করে নিতাম। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

৪৭০. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, নেক পথে চলুন, সদাচার এবং মিথ্যাচার হচ্ছে নবুয়্যাতের সত্তর ভাগের এক ভাগ। **-যঈফ**

৪৭১. আইশাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তখন নাবী (দ.) বললেন, (আইশাহ্) অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে, কেননা যে কোন বস্তুর মধ্যেই তা থাকলে তা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর যে বস্তু হতেই তা সরিয়ে দেয়া হবে সেই বস্তু দোষযুক্ত হয়ে যায়। -স্বহীহ্

৪৭২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সাবধান! সাবধান! কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে, কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে তাই ধ্বংস করেছে। তারা পরস্পরে খুনখারাবীতে লিপ্ত হয়েছে এবং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যুলুম ক্রিয়ামাতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার রাশি। -স্বহীহ্

২১৬. অনুচ্ছেদ : সহজ-সরল জীবনযাপন

৪৭৩. সাঈদ ইবনু কাসীর ইবনু উবায়দ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ্ (রা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, একটু দাঁড়াও, আমি আমার মুখাভরণটি একটু সেলাই করে নেই। আমি তখন দাঁড়ালাম এবং বললাম, উম্মুল মু'মিনীন! আমি যদি বাহিরে গিয়ে লোকজনকে তা অবগত করি তবে তারা তা আপনার কৃপণতা বলে ধরে নিবে। তিনি বললেন, (লোকে কি বলবে সে কথায় কাজ নাই) নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করেন, তার জন্য নতুন কাপড় নয়। -হাসান

২১৭. অনুচ্ছেদ : নম্রতায় যা মিলে

৪৭৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার দরুণ (বান্দাকে) এমন (নিয়ামাত) দান করেন যা কঠোরতায় দান করেন না। অনুরূপ হাদিস ইউনুস ও হুমায়দ হইতেও বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ্

২১৮. অনুচ্ছেদ : শান্তি

৪৭৫. আনাসা ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, সহজ করো, কঠিন করো না,

সান্তনা দাও, ঘৃণা বিরক্তির উদ্রেক করো না। -স্বহীহ্

৪৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যে, একদা বনী ইরাঈল বংশের কোন এক পরিবারের জনৈক মেহমানের আগমন ঘটল। তাদের দরজায় ছিল তাদের একটি মাদী কুকুর। পরিবারের লোকজন কুকুরটিকে লক্ষ্য করে বলল, ওহে! আগন্তুক আমাদের মেহমান, ঘেউ ঘেউ করো না। তাতে মাদী কুকুরটি তো চুপ করে রইল, কিন্তু তার উদরের ছানাগুলি ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তারা এই কথাটি তাদের নাবীর কাছে বর্ণনা করল। তিনি বললেন, তার অনুরূপ ব্যাপার তোমাদের পরবর্তী উম্মাতের মধ্যে ঘটবে। তাদের নির্বোধ শ্রেণির লোকেরা তাদের আলিম শ্রেণির লোকদের পরাভূত করবে। -যঈফ

২১৯. অনুচ্ছেদ : কঠোরতা

৪৭৭. আইশাহ্ (রা.) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। তা ছিল কষ্টদায়ক আমি তাকে প্রহার করতে লাগলাম। তখন নাবী (দ.) বলেছেন, (আইশাহ্) অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে। কেননা যে বস্তুর মধ্যেই নম্রতা থাকে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং যে বস্তু হতে তা সরিয়ে দেয়া হয়, তা দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। -স্বহীহ্

৪৭৮. আবী নুযরা বলেন, আমাদের মধ্যে জাবির কিংবা জুওয়াইবির বলেছেন, একবার ওমার (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। আমি মাদীনায়ে গেলাম। ভোর হওয়ার পর আমি ওমার (রা.) এর দরবারে উপস্থি হলাম। আমাকে বুদ্ধিশুদ্ধিও বাগ্মিতা উভয়ই দেয়া হয়েছে অথবা তিনি বলেন, আমাকে বেশ গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পৃথিবী প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম এবং তাকে এতই হেয় প্রতিপন্ন করলাম যে, তা যেন একেবারেই তুচ্ছ। তাঁর পাশে তখন শুভ্রকেশী ও শুভ্রবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। আমি যখন কথা বলে ক্ষান্ত হলাম, তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার সব কথাই ঠিক, দুনিয়া প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য ছাড়া। তুমি কি জান দুনিয়া কি? তা তো আমাদের জীবনোপকরণ অথবা তিনি বলেন, দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের পাথেয় স্বরূপ এবং তাতে আমরা যে আমল করব তার প্রতিদানই আমরা আখিরাতে লাভ করব। তিনি বলেন, দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বললেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পাশে বসে আছেন এই (জ্ঞানবৃদ্ধ) ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিলেন, তিনি হচ্ছেন মুসলিমদের নেতা উবাই ইবনু কা'ব (রা.)। -যঈফ

৪৭৯. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, দাঙ্গিকতা হলো অনিষ্টকারী বস্তু। -হাসান

২২০. অনুচ্ছেদ : উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ

৪৮০. হানাশ তাঁর পিতা হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কারো মেয়ে ঘোড়ার বাচ্চা হত, তখন সে তা জবাই করে ফেলত আর বলত, তা চড়বার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকব! এমন সময় ওমারের নিকট হতে এই মর্মের একখানা পত্র এসে পৌঁছল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যাহা জীবিকা সূত্রে প্রদান করেন তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কেননা তোমাদের ঐ আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপরতা প্রসূত। -স্বহীহ

৪৮১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যদি ক্রিয়ামাত এসে পড়ে এবং তখন তোমাদের কারো হাতে খেজুরের চারা গাছ থাকে তবে ক্রিয়ামত আসার পূর্বে সে যদি পারে এই চারা গাছটি যেন রোপন করে। -স্বহীহ

৪৮২. দাউদ ইবনু আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) বলেন, তুমি যদি শুনতে পাও যে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে আর তুমি তখন কোন খেজুরের চারা রোপনকার্যে লিপ্ত থাক, তবে তার কাজ সেরে উঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ো না। কেননা তারপরও লোক (দুনিয়ায়) বসবাস করবে। -যঈফ

২২১. অনুচ্ছেদ : মাযলুমের দু'আ

৪৮৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তিন (ব্যক্তির) দু'আ (অবশ্যই) কবুল হয়ে থাকে, ১. মাযলুম বা উৎপীড়িতের দু'আ, ২. মুসাফিরের দু'আ ও ৩. পিতা-মাতার দু'আ সন্তানের ব্যাপারে। -হাসান লি-গইরিহী

২২২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ'র কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বান্দাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন “প্রভু, আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।” (৫ : ১৬)।

৪৮৪. জাবির (রা.) বলেন, তিনি নাবী (দ.) তিনি নাবী (দ.) কে মিসরে বসা অবস্থায় ইয়েমেনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপভাবে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিন। এইভাবে সর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অনুরূপভাবে বললেন। তিনি আরো বললেন, “হে আল্লাহ! পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি হতে আমাদেরকে জীবিকা প্রদান করুন এবং আমাদের মুদ ও সা (তৎকালীন পরিমাপের হিসাব) এর মধ্যে বারাকাত দান করুন।” -যঈফ

২২৩. অনুচ্ছেদ : যুল্ম হল অন্ধকার

৪৮৫. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যুল্ম (করা) হতে বেঁচে থাকবে, কেননা যুল্ম হচ্ছে ক্বিয়ামাত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা হতে, কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরে রক্তপাত করতে ও হারামসমূহকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য (উদ্যত) করেছে। -স্বহীহ

৪৮৬. জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আমার উম্মাতের শেষ কালে পাপ কর্মের (শাস্তিস্বরূপ) চেহারা বিকৃত, আসমান হতে বিপদ অবতীর্ণ হওয়া ও ভূমি ধসের ঘটনাসমূহ ঘটবে এবং তার সূচনা যালিমদের উপর হতেই হবে। (লাল অংশটুকু স্বহীহ) -যঈফ

৪৮৭. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যুল্ম হলো ক্বিয়ামাত দিবসের অন্ধকার রাশি। -স্বহীহ

৪৮৮. আবু দাউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যখন মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করতে তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে গতিরোধ করা হবে। তখন তারা পরস্পরের প্রতি দুনিয়ায় যে অবিচার করেছিল তার প্রতিফল ভোগ করবে এবং (নিজেদের কৃত অবিচারসমূহের ফলভোগ করে) যখন তারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে। কসম সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তখন প্রত্যেকেই তার (জান্নাতে নির্ধারিত) স্থান দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চাইতে উত্তমরূপে চিনতে পারবে। -স্বহীহ

৪৮৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই যুল্ম হতে বেঁচে থাকবে কেননা যুল্ম হলো ক্রিয়ামাত দিবসের অন্ধকার রাশি এবং তোমরা অবশ্যই অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা যে অশ্লীল কথা বলে আর যে অশ্লীলতার সন্ধানে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন না। এবং তোমরা অবশ্যই কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, তা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে এবং হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। **-স্বহীহ্**

৪৯০. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যুল্ম (করা) হতে বেঁচে থাকবে, কেননা যুল্ম হচ্ছে ক্রিয়ামাত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা হতে, কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরে রক্তপাত করতে ও হারামসমূহকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য (উদ্যত) করেছে। **-স্বহীহ্**

৪৯১. আবু যোহা বর্ণনা করেন, একদা মাসজিদে মাসরুক ও শাহী ইবনু শাক্ল একত্রিত হলেন। মাসজিদে উপস্থিত লোকজন তাঁদেরকে ঘিরে বসল। তখন মাসরুক (র) বললেন, লোকজন আমাদের মুখে কিছু উপদেশ শুনতেই আমাদেরকে ঘিরে বসেছে। এখন আপনি যদি আব্দুল্লাহ্'র সূত্রে (হাদীস) বর্ণনা করেন তবে আমি তা অনুমোদন করব আর যদি আমি আব্দুল্লাহ্'র সূত্রে বর্ণনা করি আপনি তা অনুমোদন করবেন। অপরজন বললেন, আপনিই বর্ণনা করুন হে আবু আইশাহ্! তখন তিনি বললেন, আপনি কি আব্দুল্লাহ্'কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, চক্ষুদ্বয় যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়। হস্তদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয়, পদদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয় এবং লজ্জাস্থান তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অপরজন বললেন, হ্যাঁ আমিও তা শুনেছি। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি আব্দুল্লাহ্'কে বলতে শুনেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মত আল-কুরআনের আর কোন আয়াতে একই সঙ্গে হালাল-হারাম ও আদেশ -নিষেধ সন্নিবেশিত হয় নাই, “আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।” [সূরাহ্ নাহল (১৬), ৯০] তিনি তাঁকে ঐ কথা বলতে শুনেছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি কি আব্দুল্লাহ্'কে বলতে শুনেছেন, আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোন আয়াত নাই, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্'কে ভয় করে তিনি তার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করে দেন” [সূরাহ্ ত্বলাক্ব (৬৫), ২] তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমিও তা শুনেছি। পুনরায় তিনি (মাসরুক) বললেন, আপনি কি আব্দুল্লাহ্'কে বলতে শুনেছেন? আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনময়ী বা সুবিধাদানকারী অন্য কোন আয়াত নাই। “হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আল্লাহ্'র রহমাত হতে নিরাশ হইও না।” [সূরাহ্ যুমার

(৩৯), ৫৩]। শাতীর বলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে এই কথা বলতে শুনেছি। -হাসান

৪৯২. আবু যার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুল্ম হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্য পরস্পরের প্রতি যুল্ম করা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি যুল্ম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো দিবারাত্রি গুনাহ করতে থাক, আর আমি গুনাহ রাশি মাফ করে থাকি, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। সুতরাং তোমরা আমার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত-অবশ্য আমি যাকে ক্ষুধার অন্ন প্রদান করি সে নয়। সুতরাং আমার দরবারে অন্ন ভিক্ষা কর, আমি অন্ন দান করব। তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি সে নয়। সুতরাং আমার দরবারে বস্ত্র ভিক্ষা কর, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি হতে শুরু করে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত প্রত্যেকে, জিন্ ও ইনসান সকলে যদি মুত্তাকী মনা পরমভক্ত বান্দা হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না। আর যদি সকলেই পাপপ্রবণ হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। সকলেই যদি এক প্রান্তরে সমবেত হয়ে আমার দরবারে প্রার্থনা জানায় আর আমি তাদের সকলের প্রার্থনা মঞ্জুরও করি এবং তাদের প্রার্থিত সব কিছুই তাদেরকে দান করি তবে তাতে আমার রাজত্বে শুধু এতটুকুই কম হবে যতটুকু হয় মহাসমুদ্রে একটি সুচ একটি বার মাত্র ডুবাইলে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের উপর আমি যা চাপিয়ে দেই তা হলে তোমাদের নিজেদের কৃত আ'মালসমূহ। সুতরাং যে মঙ্গল লাভ করে, তজ্জন্য সে যেন আল্লাহ'র প্রশংসা করে আর যে অন্য কিছু (অমঙ্গল) লাভ করে সে যেন তার নিজেকেই ভৎসনা করে।”

মুহাদিস আবু ইদ্রিস খাওলানী (র) এই হাদিস যখনই বর্ণনা করতেন তখনই তিনি হাটুদ্বয় একত্র করে চরম বিনয় প্রকাশ করতেন। -স্বহীহ

২২৪. অনুচ্ছেদ ৪ রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারাস্বরূপ

৪৯৩. গদ্বীফা ইবনুল হারিস বলেন, এক ব্যক্তি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এর নিকট আসল। তিনি তখন রোগগ্রস্ত। সে ব্যক্তি বলল, কেমন আছেন? আমীর (রোগ যাতনার বিনিময়ে) পুরস্কৃত হোন! তিনি বললেন, জানো কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করবে? সে ব্যক্তি বলল, আমাদের মন-মর্জির বিরুদ্ধে যে সব আপদ-বিপদ আমাদের উপর আপতিত হয়, সেগুলির

জন্য আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি বললেন, তোমরা যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় এবং তোমাদের জন্য যা ব্যয়িত হয় সে সবার জন্যই তোমরা পুরস্কৃত হবে। অতঃপর তিনি হাওদা হতে শুরু করে ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছুর কথাই নাম ধরে ধরে বলতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, কিন্তু তোমাদের দেহের উপর যে সব অসুখ-বিসূকের আবির্ভাব ঘটে, ঐগুলির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহরাশি মোচন করে থাকেন। **-যঈফ**

৪৯৪. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগশোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক না কেন, এমন কি একটি কাঁটাও যদি তার গায়ে বিঁধে, তবে তদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা করে থাকেন। **-স্বহীহ্**

৪৯৫. আব্দুর রহমান ইবনু সাঈদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা সালমানের সাথে ছিলাম। তিনি তখন কিন্দায় এক রোগী দেখতে (অর্থাৎ তার কুশল জিজ্ঞেস করতে) গিয়েছিলেন। যখন তিনি তার রোগশয্যায় উপস্থিত হলে তখন বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং কৈফিয়ৎ স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপী ব্যক্তির রোগ হল ঐ উটের মত যাকে তার মালিক পা মিলিয়ে বাঁধল। আবার ছেড়ে দিল অথচ সে জানলো না বাঁধা হল আর কেনই বা তাকে ছেড়ে দেয়া হল। **-স্বহীহ্**

৪৯৬. আবু সালামা ও আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের উপর বালা-মুসিবত লেগেই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার আর কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। ওমার ইবনু তালহা ও মুহাম্মাদ ইবনু আমরের সূত্রে এই হাদিসটি হুবহু বর্ণনা করেন, তবে তিনি “এবং তার সন্তানের উপর” কথাটি বেশি রিওয়ায়েত করেছেন। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

৪৯৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, জনৈক বেদুইন নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন দিন জ্বর হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করল যে, জ্বর কি বস্তু? বললেন, শরীরের চর্ম ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তাপ। সে ব্যক্তি বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন-কোন দিন মাথাধরা হয়েছে? সে ব্যক্তি এবারও বলল, মাথাধরা আবার কাকে বলে? রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, একটি বায়ু যা মাথায় অনুভূত হয় এবং তা

শিরাসমূহে আঘাত করে। সে ব্যক্তি এবারও বলল, না। অতঃপর সে ব্যক্তি যখন প্রস্থান করল, তখন তিনি বললেন, যে কেহ কোন জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখতে আগ্রহী সে যেন এই ব্যক্তিটিকে দেখে নেয়। -স্বহীহু লি-গইরিহী

২২৫. অনুচ্ছেদ : গভীর রাতে রোগী দেখতে যাওয়া

৪৯৮. খালিদ ইবনু রাবী বলেন, যখন হুযায়ফা (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হল এবং তার সংবাদ তাঁর পরিবারের লোকজন ও আনসারদের নিকট পৌঁছল তখন তাঁরা গভীর রাতে অথবা ভোর রাত্রে দিকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা রাত্রির কোন্ ভাগ? জবাবে আমরা বললাম, এটা হচ্ছে মধ্য রাত্রি অথবা ভোর রাত্রি। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি জাহান্নামের প্রভাত হতে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছ? আমরা বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখ কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না অর্থাৎ দামী বস্ত্রে কাফন দিবার চেষ্টা করো না। কেননা, আল্লাহ'র কাছে যদি আমার জন্য নির্ধারিত থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি তার চাইতেও উত্তম বস্ত্রই লাভ করব আর যদি তা না হয়, তবে তাও অতি শীঘ্র আমার নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে। যাঁরা ঐ সময় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদেরই একজন ইবনু ইদ্রিস (র) বলেন, আমরা রাত্রে কিছু অংশ থাকতে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। -যঈফ

৪৯৯. আইশাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে গুনাহ রাশি হতে এমনভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন যেমন লৌহকে হাঁপড়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। -স্বহীহু

৫০০. আইশাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন মুসলিমের কোন বিপদ-আপদ বা রোগ-শোক হলেও তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, এমন কি তার গায়ে কোন কাঁটা বিঁধলে বা সে হোঁচট খেলেও। -স্বহীহু

৫০১. সা'দ (রা.) এর কন্যা আইশাহ্ বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, একবার আমি মাক্কাহ'য় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলাম। নাবী (দ.) আমাকে দেখতে আসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি অথচ আমার একটি মাত্র কন্যাকে উত্তরাধিকারীরূপে রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে

ওয়াসীয়াত করে এক-তৃতীয়াংশই কেবল রেখে যেতে পারি? জবাবে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, না। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) বললেন, তার কি আমি অর্ধেক সম্পত্তির ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করে অর্ধেক তার জন্য রেখে যাব? জবাবে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, না, তা হতে পারে না। অতঃপর আমি বললাম, তবে কি আমি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করে দুই-তৃতীয়াংশ তার জন্য রেখে যাব? রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, এক-তৃতীয়াংশ। এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশী। অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার কপালে রাখলেন এবং আমার মুখমণ্ডল ও পেটে হাত বুলালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! সাঁদকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁর হিজরতকে পূর্ণ করে দিন! সাঁদ বলেন, এখনও যখনই আমি সে কথা স্মরণ করি তখন নাবী (দ.) এর হাতের স্পর্শ অনুভব করি। -স্বহীহ্

২২৬. অনুচ্ছেদ : রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবার আগের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে

৫০২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় সে তার রোগাক্রান্ত হবার আগে সুস্থাবস্থায় যে রূপ সাওয়াব লাভ করত, সে রূপ সাওয়াবই লাভ করে। -স্বহীহ্

৫০৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে কোন মুসলিমকে আল্লাহ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলে দেন (অর্থাৎ পীড়াগ্রস্ত করেন) তার সুস্থাবস্থায় সে যে রূপ আঁমাল করত ঠিক সে রূপ সাওয়াবই তার আঁমালনামায় লিখিত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি এরূপ রোগে আক্রান্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাকে নিরোগ করেন তবে- আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছেন- তাকে তিনি ধৌত করে দেন। [অর্থাৎ তার গুনাহের ক্লেদ হতে মুক্ত করে দেন] আর যদি তাকে মৃত্যু প্রদান করেন তবে তাকে মার্জনা করে দেন।

আনাসের অপর এক সূত্রের রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনার হাদিসের পাঠে। ‘আফাহ’ স্থলে আছে ‘শাফাহ’, অর্থ একই যদি তিনি তাকে আরোগ্য করে তুলেন তবে তাকে ধৌত করে দেন। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৫০৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা জ্বর নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, (হে আল্লাহ্‌র রসূল (দ.) আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয়জনদের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাকে আনসারদের তল্লাটে প্রেরণ করলেন এবং সে সেখানে ছয়দিন ছয় রাত্রি

অবস্থান করল এবং কঠিন রূপ ধারণ করল। [অর্থাৎ জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল] নাবী (দ.) তখন তাদের এলাকায় গেলেন। তারা তাঁর নিকট জ্বরের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। নাবী (দ.) তখন তাঁদের বাড়ি-বাড়ি এমন কি ঘরে ঘরে গিয়া তাঁদের রোগমুক্তির জন্য দু'আ করতে লাগলেন। তিনি যখন প্রতাবর্তন করছিলেন, তখন জনৈকা আনসার মহিলা তাঁর পিছু ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে নাবীরূপ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, আমি একজন আনসার বংশীয়া মহিলা। আমার পিতাও নিঃসন্দেহে একজন আনসার। আপনি আনসারগণের জন্য যেরূপ দু'আ করে আসলেন, আমার জন্য সেরূপ দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি চাও? যদি তুমি চাও, তবে আমি দু'আ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আরোগ্য করে দিন। আর যদি তুমি চাও, তবে ধৈর্য ধরতে পার, বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হবে। সেই আনসারী মহিলা তখন বলে উঠলেন, আমি বরং ধৈর্যই ধরব, তবুও জান্নাত পাওয়াকে বিঘ্নিত হতে দেব না। -স্বহীহ

৫০৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, আমার কাছে জ্বরের চাইতে প্রিয়তর আর কোন রোগ নাই, তা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করে থাকেন। -স্বহীহ

৫০৬. আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, আবু নুহায়লাকে বলা হল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন। তিনি (দু'আচ্ছলে) বললেন, প্রভু, আমার রোগ কমিয়ে দিন! তখন তিনি পুনরায় দু'আ করলেন! প্রভু আমাকে আপনার নৈকট্য লাভে যারা ধন্য হয়েছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মা'কে জান্নাতের বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট ছরদের অন্তর্ভুক্ত করুন। -স্বহীহ

৫০৭. আতা ইবনু আবু রিবাহ্ (র) বলেন, আমাকে ইবনু আব্বাস (রা.) বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী নারী দেখাব? আমি বললাম, জ্বী, আমাকে তা দেখান! বললেন, ঐ যে কাল বর্ণের মহিলাটি সে নী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি মৃগীগ্রস্ত এবং যখন মৃগী রোগের আক্রমণ হয় তখন অচৈতন্য অবস্থায় বিবস্ত্রা হয়ে পড়ি।। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, তুমি যদি ধৈর্য্য ধরতে পার তবে তাই কর, বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করব যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করে দেন। জবাবে সে মহিলাটি বলল, আমি বরং ধৈর্য্যই ধারণ করব। অতঃপর সে পুনরায় বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি যে বিবস্ত্রা হয়ে পড়ি! আপনি দু'আ করুন যেন আর বিবস্ত্রা না হই! আল্লাহ্‌র রসূল তাঁর জন্য দু'আ করলেন। -স্বহীহ

৫০৮. আতা বলেন, তিনি সেই কালো দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা উম্মু যুফারকে কা'বার সিঁড়িতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবু আবু মুলাইকা কাসিমের সূত্রে এবং তিনি আইশাহ (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) প্রায়ই বলতেন মু'মিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বিঁধা হতে শুরু করে যত বিপদই আপতিত হয় তাতে গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। -স্বহীহ্

৫০৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যে কোন মুসলিমের গায়ে এই দুনিয়ায় একটি কাঁটা বিঁধে এবং সে তার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে, তার জন্য ক্রিয়ামাতের দিন তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। -স্বহীহ্

৫১০. জাবির (রা.) বলেন, যে কোন মু'মিন পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী রোগগ্রস্ত হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মুচন করবেন। -স্বহীহ্

২২৭. অনুচ্ছেদ : অসুস্থতার কথা প্রকাশ করার কি অভিযোগ?

৫১১. হিশাম তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের তাঁর শাহাদাতের দশ দিন পূর্বে (তাঁর মা) আসমা (রা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। আসমা (রা.) তখন রোগশয্যায। আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? তিনি বললেন, অসুস্থ বোধ করছি। আব্দুল্লাহ বললেন আর আমি তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি! আসমা (রা.) বললেন, সম্ভবত তুমি চাও যে, আমার মৃত্যু (তার আগেই) হয়ে যাক। তাই তুমি তা কামনা করছ এমনটি করো না। কসম আল্লাহ'র, তোমার এক দিক না হওয়া পর্যন্ত আমি মরতে চাই না। হয় তুমি শহীদ হবে আর আমি তোমার জন্য (ধৈর্যজনিত) সাওয়াবের আশা করব, না হয়, তুমি বিজয়ী হয়েছ দেখে আমার চক্ষু জুড়াব। সাবধান! তোমার বিবেকে অবাস্তিত কোন পরিস্থিতিকে কেবল মৃত্যুভয়ে গ্রহণ করে নিও না। ইবনু যুবায়ের মনে আশংকা ছিল যে, তিনি শাহীদ হলে তা তার জননীকে শোকার্ত করে তুলবে। -স্বহীহ্

৫১২. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তিনি একদা রসূলুল্লাহ (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ (দ.) তখন জ্বরাক্রান্ত এবং তাঁর গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। তিনি (আবু সাঈদ) তার উপর দিয়েই দেহে হাত রাখলেন এবং চাদরের উপর দিয়েই উত্তাপ অনুভব করলেন। তখন আবু সাঈদ (রা.) বললেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রসূলুল্লাহ! জবাবে

নাবী (দ.) বললেন, আমাদের এমন হয়ে থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ-আপদ দেখা দেয় এবং আমরা তার দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে থাকি। তখন আবু সাঈদ (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন শ্রেণির মানুষের উপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ আপতিত হয়? বললেন, নাবী-রসূলগণের উপর। অতঃপর স্বলিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাঁদের কেউ দারিদ্রের অগ্নি পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন, এমন কি এক জুব্বা ছাড়া পরিধান করার মত কোন বস্ত্র তাঁর ছিল না। অগত্যা তাই ছিঁড়ে পরিধান করেন। কারও গায়ে উকুন দিয়া পরীক্ষা নেয়া হয়, এই উকুনগুলিই শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে ফেলে। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেহ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাঁদের মধ্যকার কেউ বিপদ-আপদে তার চেয়ে বেশি খুশি হতেন। -সহীহ

২২৮. অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীনকে দেখতে যাওয়া

৫১৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একবার আমি রোগাক্রান্ত হলাম। নাবী (দ.) এবং আবু বাকার (রা.) দু'জনে একসাথে পায়ে হেটে আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা এসে আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নাবী (দ.) তখন ওয়ু করলেন এবং তাঁর ওয়ুর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। সাথে-সাথে আমার হুঁশ হল। চেয়ে দেখি নাবী (দ.) আমার সম্মুখে। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সম্পত্তির কি করব [অর্থাৎ কিভাবে তার ভাগ বাটোয়ারা হবে]? উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার কথা কোন উত্তর দিলেন না। -সহীহ

২২৯. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখতে যাওয়া

৫১৪. উসামা ইবনু যায়িদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর এক কন্যার পুত্রের মুমূর্ষ অবস্থায় তার মা তখন নাবী (দ.) কে বলে পাঠালেন, আমার পুত্রের মুমূর্ষ অবস্থা (আপনি এসে দেখে যান তিনি বাহককে বললেন, “যাও তাকে গিয়ে বল, যা আল্লাহ নিয়ে যান এবং যা তিনি দান করেন সবই তার এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তার নিকট সময় সুনির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং তার জন্য সাওয়াবের প্রত্যাশা করে। বাহক ফিরে গিয়ে তাঁকে তা জানাল। তিনি পুনরায় তাঁকে আল্লাহ'র কসম দিয়ে যাইবার জন্য বলে পাঠালেন। নাবী (দ.) বেশ কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হলেন। সা'দ ইবনু উবাদাও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। নাবী (দ.) সেই মুমূর্ষ ছেলেটিকে তাঁর দুই বাহুর উপরে নিলেন। ছেলেটির বুক তখন পুরাতন মোশকের আওয়াযের মত ধুক ধুক শব্দ হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (দ.) এর চক্ষুযুগল তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠল? সা'দ (রা.) তখন বলে উঠলেন, এ কি? আল্লাহ'র রসূল হয়েও আপনি কাঁদছেন? রসূলুল্লাহ (দ.)

তখন বললেন আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারীদের ছাড়া আর কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। -স্বহীহ্

২৩০. অনুচ্ছেদ :

৫১৫. ইবরাহীম ইবনু আবু আবলা বলেন, একদা আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলেন। আমি তখন উম্মুদদারদার ঘরে যাতায় করতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করতেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? আমি বলতাম, অসুস্থ! তিনি তখন আমার জন্য খাবার আনতেন। আমি খাবার খেয়ে ঘরে ফিরতাম। অবশেষে একদিন আমি তার বাড়িতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাস করলেন, তোমার স্ত্রী অবস্থা কি? আমি বললাম, অনেকটা সুস্থ। তিনি বললেন, তুমি যদি বলতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ তাহলে তোমার জন্য খাবার আনতাম, এখন যখন সে সুস্থ তোমার জন্য আর কিছুই আনছি না। -স্বহীহ্

২৩১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুইনকে (মরুবাসীখে) দেখতে যাওয়া

৫১৬. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) জনৈক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। তিনি তখন বললেন, “লা-বা'সা আলাইকা তুহরান ইংশা-আল্লাহ্” অর্থ : “কিছু হবে না, আল্লাহ্ চাহে তো সেরে যাবে।” বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তখন বেদুইন বলে উঠল, বরং তা হচ্ছে টগবগে জ্বর। এ এবড়ো থেবড়ো বুড়োটাকে কবর দেখিয়ে বুঝি ছাড়বে। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তবে তাই হবে। -স্বহীহ্

২৩২. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

৫১৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে স্বওম (রোজা) পালন করছ? আবু বাকার (রা.) বললেন, আমি স্বওম (রোজা) পালন করছি। রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেছো? আবু বাকার (রা.) বললেন, আমি। পুনরায় রসূলুল্লাহ (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, কে আজ কোন দুঃস্থজনকে খাদ্য দান করেছে? এবাও আবু বাকার (রা.) বললেন, আমি। -স্বহীহ্

হাদীসের রাবী মারওয়ান বলেন, আমি জানতে পেরেছি রসূলুল্লাহ (দ.) তখন বললেন, একদিনের মধ্যে এতগুলি পূণ্যকর্মের সমাবেশ যার মধ্যে ঘটবে তাঁকে আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। -স্বহীহ্

৫১৮. জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, একদা নাবী (দ.) উম্মুস সায়েবের বাড়িতে গেলেন। তিনি তখন প্রবল জ্বরে থরথর করে কাঁপছিলেন। রসূলুল্লাহ (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হল? জবাবে তিনি বললেন, জ্বর, আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। নাবী (দ.) বললেন, আস্তে, গালি দিও না। কেননা, তা মু'মিন বান্দার গুনাহসমূহকে বিদূরিত করে, যেমন দূর করে কর্মকারের চুলা (হাঁপর) লোহার মরিচা। -স্বহীহ্

৫১৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন- বলবেন, হে বান্দা! তোমার নিকট ক্ষুধার তাড়ণায় খাদ্য চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি। তখন বান্দা বলবে, ইয়া রব! কেমন করে আপনি খাদ্য চাইলেন আর আমি খাদ্য দান করিনি? আপনি রব্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের খাদ্যদাতা। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য ভিক্ষা চেয়েছিল। আর তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। তুমি কি জানতে না যদি তুমি তাকে খাদ্য দান করতে, তবে আজ তুমি তা আমার নিকট পেতে। হে আদাম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি দিলে না! বান্দা বলবে, রব! কেমন করে আমি তোমাকে পিপাসার পানি দিতাম, তুমি তো রব্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের রব! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি দাও নাই। তুমি কি জানতে না যদি তুমি সেদিন তাকে পানি দান করতে, তবে আজ তুমি তা আমার নিকট পেতে। হে আদাম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমার চিকিৎসা করনি! বান্দা বলবে, রব! কেমন করে আমি তোমার চিকিৎসা করতাম, তুমি যে রব্বুল আলামীন বিশ্ব জাহানের রব! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল, যদি তুমি তার চিকিৎসা করতে তবে আজ তা আমার নিকট পেতে অথবা তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে! -স্বহীহ্

৫২০. আবু সাঈদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার স্বলাতে অনুসরণ করবে। [অর্থাৎ শবযাত্রা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করবে] তার তোমাকে পরকালের কথা স্মরণ করে দিবে। -স্বহীহ্

৫২১. আবু হুরাইরাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তিনটি বস্তু এমন যার প্রতিটির প্রত্যেক মুসলিমের উপর অধিকার স্বরূপ, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার স্বলাতে অংশগ্রহণ এবং

যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলে) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, তার জবাবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে) তার জবাব দেয়া। -স্বহীহ্

২৩৩. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা

৫২২. হামীদ ইবনু আব্দুর রহমান বলেন, সা'দের তিন পুত্রের ঐ সময় সা'দ রা. এর তিনজন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেননি বিধায় সা'দ রা. ওয়ারিশ হিসেবে এক কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই তাঁদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) মাক্কায় একদা সা'দের রুগ্ন অবস্থায় তাঁকে দেখতে যান। সা'দ (রা.) তখন কেঁদে ফেললেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কারণে কাঁদছ? জবাবে সা'দ বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে, যে ভূমি হতে আমি হিযরত করে গেলাম (আর) সা'দের মত অবশেষে সেই ভূমিতেই বুঝি আমিও ইন্তিকাল করব! তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, হে আল্লাহ্! সা'দকে আরোগ্য দান করুন। তিনি এরূপ তিনবার বললেন। সা'দ (রা.) তখন বললেন, আমার বিপুল সম্পত্তি রয়েছে আর উত্তরাধিকারী বলতে রয়েছে একজন কন্যা মাত্র। আমি কি আমার পুরো সম্পত্তি বিলিয়ে দেয়ার অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, না। সা'দ (রা.) বললেন, তবে কি দুই-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাব? সা'দ (রা.) বললেন, তবে কি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করব? বললেন, এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করতে পার এবং এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে তোমার মালের যাকাতও একটি স্বদাকা সরূপ। তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি যা ব্যয় কর তাও স্বদাকা বিশেষ। তোমার সহধর্মিণী তোমার খাদ্য হতে যে আহার করে তাও তোমার জন্য স্বদাকা বিশেষ। আর যদি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাও তবে তা তাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে উত্তম যে, তারা মানুষের দ্বারে-দ্বারে হাত পেতে বেড়াবে। একথা বলে তিনি হাত দ্বারা (হাত পাতার) ইঙ্গিত করলেন। -স্বহীহ্

৫২৩. আবু আসমা বলেন, যে ব্যক্তি তার অপর (কোন মুসলিম) ভাইকে রুগ্ন অবস্থায় দেখতে যায় সে জান্নাতের খুরফায় প্রবেশ করবে। এই হাদীসে রাবী আসিম বলেন, আমি (আমার উর্ধ্বতন রাবী) আবু ক্বিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের খুরফা কি? বললেন, জান্নাতের কক্ষ। আমি আবু ক্বিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব আসমা এই হাদীস কার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন? বললেন, সাওবানের সূত্রে এবং তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (দ.) হতে।

আবারও একটি সূত্র অনুসারে মুসান্না আবু ক্বুলাবার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। -স্বহীহ্

২৩৪. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা

৫২৪. আবু বাকার ইবনু হাযম এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির মাসজিদের কতিপয় লোকসহ ওমার ইবনু হাকাম ইবনু রাফি আনসারীকে তাঁর রুগ্ন অবস্থায় দেখতে গেলেন। তারা বললেন, হে আবু হাফস! আমাদেরকে হাদিস শুনান। তিনি বললেন, আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ'কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানবার জন্য যায়, সে রহমাতের মধ্যে ডুব দেয় এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমত রহমাতের মধ্যে অবস্থানই করে। -স্বহীহ্

২৩৫. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট স্বলাত আদায় করা

৫২৫. আ'তা বলেন, একদা ওমার ইবনু স্বফওয়ান আমার রুগ্নাবস্থায় আমার কুশল জানতে আসেন। এমন সময় স্বলাতের সময় হয়ে গেল। ইবনু ওমার (রা.) তাদেরকে নিয়ে দুই রক'আত স্বলাত আদায় করলেন এবং (স্বলাতান্তে) বললেন, আমি সফরের অবস্থায় আছি। -স্বহীহ্

২৩৬. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাকে দেখতে যাওয়া

৫২৬. আনাস (রা.) বলেন, ইয়াহুদি একটি ছেলে নাবী (দ.) এর খেদমত করত। একদা সে পীড়িত হয়ে পড়ল। নাবী (দ.) তার কুশল জানতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসলেন এবং বললেন, ওহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও। ছেলেটি তার শিয়রে উপবিষ্ট তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তখন বলল, আবুল কাসিমের কথামত কাজ কর। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) এই কথা বলতে-বলতে বের হয়ে আসলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি তাকে জান্নামের আগুন হতে রক্ষা করলেন। -স্বহীহ্

২৩৭. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে কি বলবে ?

৫২৭. আইশাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন আবু বাকার ও বিলালের জ্বর হল। আমি তাদের কাছে গেলাম। আমি বললাম, আব্বাজান! কেমন বোধ করছেন এবং হে বিলাল! আপনি কেমন বোধ করছেন? রাবী বলেন, আবু বাকার (রা.) এর যখন জ্বর হত তখন তিনি আপন মনেই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন-

“কুল্লুমরিইন মুশ্বব্বাহুন ফি আহলিহী : ওয়াল মাওতু আদনা মিন শিরাকি না’লিহী”

“প্রত্যেকেই তার পরিবার-পরিজনের সাথে সকালে উঠে আর মৃত্যু থাকে তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী” [অর্থাৎ কার কখন যে ডাক পড়ে যায় বলাই ভারী। কিন্তু কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়?]

আর বিলালের যখন জ্বরের ঘোর কাটত, তখন তিনি আবৃত্তি করতেন,

“আলা লাইকা শা’রী হাল আবীতুন্না লাইলাতান : বিওয়াদিন ওয়া হাওলী ইযখিরু ওয়াজালীলু
ওয়া হাল উরিদনা ইয়াওমিয়্যান মিয়াহু মুজান্নাতান : ওয়া হাল ইয়াবদুনা লী শা-মাতু
ওয়াতুফাইলু”

“হায় এমন যদি হত যে, একটি রাত্রি আমি এমন এক প্রান্তরে অতিবাহিত করতাম যেখানে সুরভি মাখা তৃণ পল্লভ আমার চতুর্দিকে থাকত! আমার সেই প্রেয়সি কি কোনদিন মুজান্নার প্রস্রবনে আসবে? হায়, শামা আর ঝর্ণা তোফায়েল কি কোন দিন আমার সুম্মুখে প্রকাশিত হবে?”

আইশাহ্ (রা.) বলেন, আমি একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কাছে এসে যে সংবাদ জানালাম। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! মাদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন, যেমন প্রিয় আমাদের নিকট মাক্কাহ্ কিংবা তার চাইতেও অধিক এবং তাকে স্বাস্থ্যকর করে দিন। এবং তার মাপ ও ওজনে [অর্থাৎ মাপ ও ওজনের সামগ্রীসমূহে তথা শস্যাদিতে] বারাকাত দান করুন এবং তার জ্বরের প্রকোপকে জোহফা প্রান্তরে সরিয়ে নিন। -স্বহীহ্

৫২৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) জনৈক বেদুইনের রুগ্নাবস্থায় তাকে দেখতে গেলেন। নাবী বলেন, আর নাবী (দ.) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানতে যেতেন, তখন তিনি বলতেন, কিছু হবে না, আল্লাহ্ চাহেত সেরে যাবে। (চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এই বেদুইনকে দেখতে এসেও তিনি তা বললেন) সে ব্যক্তি বলে উঠল, তা কি পবিত্র? তার হচ্ছে এক খুবড়ো বুড়োর উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবর দেখিয়েছে তবে ছাড়বে। নাবী (রা.) তখন বললেন, তবে তাই হউক। -স্বহীহ্

৫২৯. নাফি, বলেন, ইবনু ওমার (রা.) যখন রুগ্ন ব্যক্তির (কুশল জানতে তার) নিকট যেতেন,

তখন জিজ্ঞেস করতেন, সে ব্যক্তি কেমন আছে? আর যখন তার নিকট হতে বের হতেন তখন বলতেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। এর অধিক আর কিছু বলতেন না। -যঈফ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?

৫৩০. ইসহাক ইবনু সাঈদ তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ ইবনু ওমারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করল। আমি তখন তাঁর পাশেই ছিলাম। তিনি বললেন, ভাল! হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কে আপনাকে কষ্ট দিল? জবাবে তিনি বললেন, যে আমাকে এমন দিনে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ করেছিল, যেদিন অস্ত্রধারণ করা বৈধ নয় সেই, অর্থাৎ হাজ্জাজ। -স্বহীহ

২৩৯. অনুচ্ছেদ : ফাসেকের রুগ্নবস্থায় তার কুশল জানতে যাওয়া

৫৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি রোগগ্রস্থ হলে তার কুশল জানতে যেও না। -যঈফ

২৪০. পুরুষের রুগ্নবস্থায় নারীর দেখতে যাওয়া

৫৩২. হারিস ইবনু উবায়দুল্লাহ আনসারী বলেন, আমি উম্মে দারদাকে একটি অনাবৃত হাওদায় চড়ে প্রায়শ মাসজিদে যাতায়াতকারী জনৈক আনসারীর রুগ্নবস্থায় তাকে দেখতে যেতে দেখেছি। -যঈফ

২৪১. অনুচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো

৫৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল হুযায়ল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) একবার কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তার সাথে আরো কয়েকজন সাথী ছিলেন। সেই ঘরে একজন মহিলা ছিলেন। সাথীদের একজন সেই মহিলার দিকে তাকাতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার চক্ষু যদি ছিদ্র করে দেয়া যেত তবে তা তোমার জন্য উত্তম হত! -স্বহীহ

২৪২. অনুচ্ছেদ : চক্ষু রোগীকে দেখতে যাওয়া

৫৩৪. যায়িদ ইবনু আরকাম (রা.) বলেন, একদা আমার চক্ষুরোগ হল। তখন নাবী (দ.) আমাকে

দেখতে আসলেন। তিনি তখন আমামাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাইদ, এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে, তবে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি ধৈর্যধারণ করব এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করব। তিনি বললেন, এভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি তাতে ধৈর্য ধারণ কর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা করে, তবে তুমি তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে। -যঈফ

৫৩৫. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, মুহাম্মাদ (দ.) এর স্বহাবীগণের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল। লোকজন তাকে দেখতে গেল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এই চক্ষুদ্বয়ের আকাজ্বী ছিলাম এজন্য যে, এইগুলোর দ্বারা আমি নাবী (দ.) এর প্রতি তাকিয়ে দেখব, এখন যখন নাবী (দ.) কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কসম আল্লাহ তা'আলার হরিনীসমূহের সৌন্দর্য দর্শনেও আমি আর সুখানুভব করব না। -যঈফ

৫৩৬. আনাস (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাতে) বলবেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুইটির পরীক্ষায় (অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের পীড়ায়) লিপ্ত করেছি আর তাতেও সে ধৈর্যধারণ করেছে (আজ) আমি তাকে জান্নাত প্রদান করলাম। -স্বহীহ

৫৩৭. আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে বনী আদাম! আমি যখন তোমার দু'টি চোখ ছিনিয়ে নিয়েছি আর তুমি বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করেছ এবং সাওয়াবের আশা করেছে তখন আমি তোমাকে জান্নাত দান না করে অন্য কিছুতে খুশি নই। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৪৩. রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাতকারী কোথায় বসবে?

৫৩৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন তার শিয়রের পাশে বসতেন এবং সাতবার বলতেন, “আস-আলুল্লাহাল আযিমু, রব্বুল আরশিল আযীমু আন-ইয়াশফীকা” অর্থ : মহান আল্লাহ, মহান আরশের অধিপতির কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।” অতঃপর যদি তার মৃত্যু বিলম্বিত হত তবে তার রোগ যাতনা দূর হয়ে যেত। -স্বহীহ

৫৩৯. রাবী ইবনু আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি হাসান (রা.) এর সাথে কাতাদা (রা.) কে তাঁর

রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি গিয়া তার শিয়রের পাশে বসলেন এবং তার কুশল জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাঁর জন্য দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাঁর অন্তরকে আরোগ্য করুন এবং তার রোগ নিরাময় করুন। -স্বহীহ্

২৪৪. অনুচ্ছেদ : পুরুষ তার গৃহে কি কাজ করবে?

৫৪০. আসওয়াদ (র) বলেন, আমি আইশাহ্ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ (দ.) পরিবারবর্গের সাথে অবস্থানকালের কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, পরিবারের কাজকর্ম করতেন এবং যখন স্বলাতের সময় হত, তখন বের হয়ে পড়তেন। -স্বহীহ্

৫৪১. হিশাম ইবনু ওরওয়া তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আইশাহ্ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী কারীম (দ.) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, : জহুতা সেলাই করতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে যাহা করে থাকে, তিনিও তাই করতেন। -স্বহীহ্

৫৪২. হিশাম বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি আইশাহ্ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (দ.) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে বললেন, তোমাদের কোন এক ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকে, তিনিও তাই করতেন, জুতা সেলাই করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং সেলাই করতেন। -স্বহীহ্

৫৪৩. ওমার (রা.) বলেন, আইশাহ্ (রা.) কে প্রশ্ন করা হল যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) তার ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি তো অন্য দশজনের মত মানুষই ছিলেন (সুতরাং মানবীয় কাজকর্ম তিনি করতেন) কাপড় পরিস্কার করতেন, বকরী দুধ দোহাতেন। -স্বহীহ্

২৪৫. অনুচ্ছেদ : যে তার ভাইকে ভালবাসল, তাকে তা জানিয়ে দিবে

৫৪৪. মিকদাম ইবনু মাদীকারাব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার অপর কোন (মুসলিম) ভাইকে ভালবাসে, তখন তার উচিত তাকে জানিয়ে দেয়া যে সে তাকে ভালবাসে। -স্বহীহ্

৫৪৫. মুজাহিদ (র) বলেন, নাবী (দ.) স্বহাবীগণের মধ্যকার একজন একবার আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আমার পেছন দিক হতে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তখন তিনি বললেন, ওহে! আমি তোমাকে ভালবাসি। রাবী বলেন, আমি বললাম, যে সত্তার (সম্ভষ্টির) জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেন আপনাকে ভালবাসেন, তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (দ.) যদি একথা না বলতেন যে, যখন কেউ কাউকেও ভালবাসে, তখন তার উচিত সে যাকে ভালবাসে তাকে তা অবহিত করা অন্যথায় আমি তোমাকে তা অবহিত করতাম না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের একটি প্রস্তাব দিলেন এবং বললেন, ওহে! আমার কাছে একটি বালিকা আছে, তবে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৫৪৬. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে তখন তাদের মধ্যে যে অধিক ভালবাসে সে-ই উত্তম। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৪৬. অনুচ্ছেদ : যাহাকে ভালবাসবে তার সাথে ঝগড়া করবে না ও তার নিকট কিছু চাইবে না

৫৪৭. মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন (মুসলিম) ভাইকে ভালবাসবে, তখন তার সাথে ঝগড়া করবে না, তার ক্ষতি করবে না আর তার কাছে কিছু চাইবে না। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি তার কোন শত্রুর পাল্লায় পড়ে যাও আর সে তাকে এমন কথাই তোমার সম্পর্কে বলে দেয় যা তোমার মধ্যে আদৌ না আর তা দ্বারাই সে তোমার ও তার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেয়। -স্বহীহ

৫৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে আল্লাহ'র জন্য ও আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে ভালবাসবে এবং বলবে, আমি তোমাকে আল্লাহ'র জন্য ভালবাসি, তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আল্লাহ'র সম্ভষ্টির জন্য ভালবাসবে সে মর্যাদায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে উন্নত হবে যে আল্লাহ'র জন্য ভালবাসে। -যঈফ

২৪৭. অনুচ্ছেদ : বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ

৫৪৯. ইয়াদ ইবনু খলীফাহ (র) বলেন যে, তিনি আলী (রা.) কে সফফীনে বলতে শুনেছেন, বুদ্ধি

থাকে অন্তঃকরণে, করুণা হৃৎপিণ্ডে, প্রেম যকৃতে এবং নফস বা প্রবৃত্তি থাকে ফুসফুসে। -হাসান

২৪৮. অনুচ্ছেদ : অহংকার

৫৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (দ.) এর নিকট বসে ছিলাম, তখন এক মরুবাসী যার পরিধানে ছিল মীজান (এক প্রকার মাছ) রংয়ের জুব্বা, রসূলুল্লাহ (দ.)-এর দরবারে এসে একবারে তার মাথার কাছে দাঁড়াল এবং বলল, তোমাদের নেতা আরোহীদেরকে অবদমিত করেছেন অথবা সে ব্যক্তি বলেছেন, তিনি আরোহীদেরকে অবদমিত এবং রাখালদের সমুন্নত করতে চাহেন। রসূলুল্লাহ (দ.) তখন তার জুব্বার বন্ধনস্থল ধরলেন এবং বললেন, তোমাকে আমি কি নির্বোধের পোশাকে দেখছি না? অতঃপর তিনি বললেন, যখন আল্লাহ'র নাবী নূহের ইত্তিকালের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন। আমি তোমাকে একটি উপদেশের মাধ্যমে দু'টি বিষয়ে আদেশ করছি এবং দু'টি বিষয় হতে বারণ করছি। আমি তোমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তোলা হয়, তবে সেই পাল্লাই ভারী প্রতিপন্ন হবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'সুবহানাল্লাহি ও যা বি-হামদিহী' তা ভেঙ্গে দিবে, কেননা তা হচ্ছে সব কিছুরই স্বলাত এবং সকলেই তার বদৌলতে জীবিকা লাভ করে থাকে।

যে দুইটি বিষয় হতে বারণ করছি তা হল শিরক এবং অহংকার। আমি বললাম, অথবা রাবী বলেছেন, তাকে বলা হল, শিরক তো আমরা বুঝলাম, অহংকার কি? আমাদের কারো যদি সুন্দর পোশাক থাকে আর যে তা পরিধান করে তবে কি অহংকার হবে? বললেন, না। প্রশ্নকারী আবার বলল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির সুন্দর এক জোড়া জুতা থাকে আর তার একজোড়া সুন্দর ফিতাও থাকে, তবে তা কি অহংকার হবে? বললেন, না। প্রশ্নকারী পুনরায় বলল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির একটি বাহন জন্তু থাকে আর যে তাতে আরোহণ করে, তবে তা কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব থাকে আর তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে, তবে তা কি অহংকার হবে? বললেন, না। তখন প্রশ্নকারী বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! তা হলে অহংকার বস্তুটা কি? বললেন, সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং মানুষকে হেয় মনে করা। -স্বহীহ

৫৫১. ইবনু ওমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, যে নিজেকে

নিজে বড় মনে করে অথবা তার চালচলনে সদর্পভাব প্রকাশ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপনীত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন। -স্বহীহ্

৫৫২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, অহংকারী নয় সে, যে তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে খেল, গাধায় চড়ে বাজারে বাহির হল, ছাগল পুষল এবং তা দোহনও করল। -হাসান

৫৫৩. কাপড় বিক্রেতা স্বলিহ্ তার দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা আলী (রা) কে দেখতে পেলেন যে, তিনি এক দিরহামের খেজুর খরিদ করে তা তার স্বীয় থলের মধ্যে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম (অথবা অপর কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল), আমীরুল মু'মিনীন! আপনার থলেটি আমিও বহন করব। তিনি বললেন, তা হতে পারে না, পরিবারের পিতাই তাদের বোঝা বহনের অধিকতর হকদার। -যঈফ

৫৫৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইজ্জত আমার পরিধেয়, অহংকার আমার চাদর, যে কেউ এগুলোর ব্যাপারে আমার সাথে বিরোধ করবে (অর্থাৎ নিজেকেও এগুলোর হকদার মনে করবে) আমি তাকে শাস্তি প্রদান করব। -স্বহীহ্

৫৫৫. হায়সাম ইবনু মালিক তাঈ বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ রয়েছে। শয়তানের ঐসব জাল ও ফাঁদ হচ্ছে, আল্লাহ্'র নি'আমাতের জন্য অহংকার করা, আল্লাহ্'র দানের জন্য গর্বিত হওয়া, আল্লাহ্'র বান্দাদের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহ্'র সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ (দাসত্ব) করা। -হাসান

৫৫৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, জান্নাতে ও জাহান্নামে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হল। [এই হাদীসের একজন রাবী সুফিয়ানের ভাষায়-জান্নাতে ও জাহান্নামে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হল] জাহান্নাম বলল, পরাক্রমশালী ও অহংকারকারীরা আমার ভিতর প্রবেশ করবে। জান্নাত বলে উঠল, দুর্বল ও দরিদ্ররা আমার ভিতর প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি হলে আমার রহমত। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার মাধ্যমে দয়া করব। অতঃপর তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি হলি আমার আযাব--যাকে ইচ্ছা তাকে তোর মাধ্যমে আমি শাস্তি প্রদান করব। তাদের দুইজনকেই পূর্ণ করা হবে। -স্বহীহ্

৫৫৭. আব্দুর রহমান বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর স্বহাবীগণ কর্কশ স্বভাব বা নিরস মনের লোক ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের মাজলিসসমূহে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলি যুগের স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু যখন তাদের কাউকেও আল্লাহ'র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করবার প্রয়াস কেউ পেত তখন তিনি নয়ন বিস্ফারিত করে এমনভাবে তাকাতে যেন তিনি উন্মাদ। -হাসান

৫৫৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হল। লোকটি ছিল অতিশয় সুন্দর। তখন সে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! সৌন্দর্য আমার অতি প্রিয়, আর আমাকে সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছে। তা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এমন কি (আমার সৌন্দর্য প্রিয়তার অবস্থা হল এই যে) আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে জুতোর ফিতা, অথবা সে বলেছে চপ্পলের লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়া কেউ আমাকে টেকা দেক, এটা কি আমার অহঙ্কার? রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, না, এটা অহঙ্কার নয়, বরং অহংকার হল সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অন্যকে হেয় মনে করা। -স্বহীহ

৫৫৯. আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার সূত্রে এবং তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, অহংকারীরা ক্রিয়ামাতের দিন মানুষরূপী পিপীলিকা সদৃশ হবে। লাঞ্ছনা ও অপমান চতুর্দিক হতে তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারাগারের দিকে তাড়া করে নেয়া হবে যার নাম হবে বুল্‌স। তাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তাদেরকে খবাল-জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম ও বিষাক্ত পানীয় পান করতে দেয়া হবে। -স্বহীহ

২৪৯. অনুচ্ছেদ : যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়

৫৬০. আইশাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) তাকে বলেছেন, দেখ, তুমি তোমার প্রতিশোধ নাও। -স্বহীহ

৫৬১. আইশাহ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এর পত্নীগণ ফাতিমা (রা.) কে নাবী (দ.) এর কাছে পাঠালেন। নাবী (দ.) তখন আইশাহ (রা.)-এর বিছানায় ছিলেন। ফাতিমা (রা.) গিয়ে ঘরে ঢুকবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নাবী (দ.) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি তখন প্রবেশ করলেন এবং বললেন যে, আপনার পত্নীরা আমাকে আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি সুবিচার করার কথা বলবার জন্য আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, প্রিয়তমা কন্যা আমার, আমি যা ভালবাসি তা কি তুমি ভালবাস? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি তাকে ভালবাসবে। একথা শুনে ফাতিমা (রা.) চলে গেলেন। তিনি সকল

কথা কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে বললেন। (সব কিছু শুনে) তাঁরা বললেন, তবে তো তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজই হল না। আবার যাও। তিনি বললেন, এই প্রসঙ্গ আমি আর কস্মিনকালেও তাঁর কাছে উত্থাপন করব না। তখন তাঁরা নবীপত্নী যাইনাবকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নাবী (দ.) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন যাইনাব আমাকে কটুক্তি করে কথা বলতে লাগলেন। নাবী (দ.) আমাকে (জবাব দানের) অনুমতি দেন কিনা সে কথা ভেবে আমি বারবার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলাম। অতঃপর যখন বুঝতে পারলাম যে, আমি প্রত্যুত্তর করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না, তখন আমিও যাইনাবকে জবাব দিলাম এমনকি তাকে পুরোপুরি জবাব না দিয়ে ছাড়লাম না। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন আবু বাকারের কন্যা তো, (কে তাকে হারাতে পারে)। -স্বহীহ্

২৫০. অনুচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন

৫৬২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, শেষ যামানায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার প্রাবল্য দেখা দিবে। যে সেই যুগটি পাবে, সে যেন ক্ষুধার্তদের প্রতি অবিচার না করে। -যঈফ

৫৬৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, আনসারগণ একদা নাবী (দ.) এর কাছে বললেন, আমাদের খেজুর বাগানসমূহ আমাদের এবং আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিন। তিনি বললেন, না, তা হতে পারে না। তখন তাঁরা বললেন, তা হলে তারা উহাতে শ্রম নিয়োগ করুক, বিনিময়ে আমরা ফসলে তাঁদেরকে অংশগ্রহণ করাব। (রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁদের এই প্রস্তাব প্রছন্দ করলেন) তখন তাঁরা বললেন, আমরা তা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। -স্বহীহ্

৫৬৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) দুর্ভিক্ষের বৎসর বলেন, আর সেই বৎসরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের, আর ওমার (রা.) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুইনদেরকেও উট শস্যাদি ও তৈল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌছাবার আশ্রয় চেষ্টা চালান। এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলের কোন একখণ্ড ভূমিও তিনি অনাবাদি থাকতে দিলেন না এবং তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হল। তখন ওমার (রা.) এভাবে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের জীবিকা আপনি পর্বত শীর্ষে প্রদান করুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং মুসলিমদের এই দু'আ কবুল করলেন। যখন বৃষ্টি বর্ষিত হল, তখন তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ্- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'ই জন্য কসম আল্লাহ্'র, যদি আল্লাহ্ তা'আলা এই বিপর্যয় কাটিয়ে না তুলতেন, তবে আমি কোন স্বচ্ছল

মুসলিম পরিবারকেই তাদের সাথে সম-সংখ্যক নিঃস্ব-দুঃস্থ না দিয়া ছাড়তাম না। যা সাধারণত একজন খেয়ে থাকে, তার দ্বারা দুইজন মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। -স্বহীহ্

৫৬৫. সালামা ইবনু আকওয়া (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, দেখ, তৃতীয় দিনের পর যেন তোমাদের মধ্যে কারও ঘরে কুরবানীর গোশত মওজুদ না থাকে। তারপর যখন পরবর্তী বৎসরে কুরবানীর সময় আসল, তখন স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কি এবারও গত বৎসরের মত করব? (অর্থাৎ তৃতীয় দিন শেষ না হতেই সমুদয় গোশত বিলিয়ে দেব?) বললেন, না, এবার খেতে পার, সঞ্চও করতে পার। কেননা, সে বৎসর ছিল অভাব-অনটনের বৎসর, সুতরাং আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা নিঃস্বজনকে সাহায্য কর [এবার সে পরিস্থিতি নাই, সুতরাং সঞ্চয় করে রাখতে দোষ নাই]। -স্বহীহ্

২৫১. অনুচ্ছেদ : অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন

৫৬৬. হিশাম ইবনু ও ওরওয়া তার পিতা ওরওয়ার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মু'আওয়্যাহ (রা.) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তার মনে যেন কি চিন্তার উদয় হল। তারপর তিনি বলে উঠলেন, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ব্যতীত সহনশীল হওয়া যায় না। একথা তিনি তিনবার বললেন। -স্বহীহ্

৫৬৭. আবু সাঈদ (রা.) বলেন, যার উপর দিয়ে ঘাত-প্রতিঘাত না যায়, সে সহনশীল হতে পারে না এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত প্রজ্ঞাবান হতে পারে না। অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবু সাঈদ (রা.) নাবী (দ.) এর বরাত দিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। -যঈফ

২৫২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ'র ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়

৫৬৮. মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়া বর্ণনা করেন যে, আলী (রা.) বলেছেন, বাজারে গিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করার চাইতে কিছু ভাইকে দাওয়াত করে এক বা দুই সা' (পরিমাণ) খাবার খাইয়ে দেয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। -যঈফ

২৫৩. অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি

৫৬৯. আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রা.) বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মুতাইয়্যিবীনের

চুক্তিতে শরীক ছিলাম। বহু মূল্যের লাল উটনীর বিনিময়েও আমি তার ভঙ্গ করবার পক্ষপাতী নই। -স্বহীহ্

২৫৪. অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন

৫৭০. আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) ইবনু মাসউদ ও যুবায়রের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। -স্বহীহ্

৫৭১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমার মাদীনার বাড়িতে বলে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মিত্র চুক্তি স্থাপন করে দেন। -স্বহীহ্

২৫৫. অনুচ্ছেদ : ইসলামী যুগে সাবেক আ'মালের চুক্তি

৫৭২. আমরা ইবনু শু'আইব তার পিতার প্রমুখাৎ এবং তার পিতা তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, মাক্কা জয়ের বছর নাবী (দ.) কা'বার সিঁড়ির উপর বসলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্'র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন, জাহিলী যুগে যার চুক্তি ছিল ইসলাম তা বাড়ায়নি বরং তার চুক্তিকে দৃঢ়তরই করে থাকে। (চুক্তি বাতিল করে না) এবং জয়ের পর আর হিজরত নেই। -স্বহীহ্

২৫৬. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা

৫৭৩. আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নাবী (দ.) এর সাথে ছিলাম। এমন সময় বৃষ্টিপাত শুরু হল। নাবী (দ.) তখন তাঁর দেহ হতে কাপড় সরিয়ে নিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজ়ে গেল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! এমনটি কেন করলেন? বললেন, তা কেবলমাত্র তার প্রতিপালকের নিকট হতে আসল কিনা, (তাই বারাকাতের জন্য এইরূপ করলাম)। -স্বহীহ্

২৫৭. অনুচ্ছেদ : ছাগল বারাকাত স্বরূপ

৫৭৪. হুমাইদ মালিক বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ্ (রা.) এর সাথে তাঁর আকীক নামক স্থানের

বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সাওয়ারীতে আরোহণকারী একদল মাদীনাবাসী তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তথায় অবতরণ করলেন।

হুমাইদ বলেন, আবু হুরাইরাহ্ (রা.) তখন আমাকে বললেন, যাও আমার মায়ের কাছে গিয়ে বল, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম বলেছেন এবং কিছু খাবার দিতে বলেছেন। তিনি তখন তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ, একটি রেকাবীতে করে আমার মাথার উপর উঠিয়ে দিলেন। আমি তা তাদের নিকট পৌঁছলাম। যখন আমি তা তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করলাম, তখন আবু হুরাইরাহ্ (রা.) তাকবীর অর্থাৎ, ‘আল্লাহু আকবার’ বলে উঠলেন এবং সাথে সাথে বললেন, সেই সত্তার প্রশংসা যিনি আমাদেরকে রুটি খাওয়ালেন। নতুবা তখনও একদিন ছিল যখন দু’টি কাল বস্ত্র অর্থাৎ খেজুর এবং পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটত না। উক্ত আগন্তুক দলের লোকজন ঐ খাদ্য হতে কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। অতঃপর তারা যখন চলে গেল, তখন আবু হুরাইরাহ্ (রা.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাতিজা! তোমার ছাগলগুলির খুব যত্ন করবে, তাদের গায়ের ধূলোবালি ঝেড়ে দিবে এবং তাদের বাসস্থান পরিষ্কার রাখবে এবং তাদের এক ধারে স্বলাত পড়বে। কেননা, এইগুলি হচ্ছে জান্নাতের জীব। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, অচিরেই লোকজনের উপর এমন এক সময় আসবে যখন এক পাল ছাগল তার মালিকের নিকট মারোয়ানের প্রাসাদের চাইতেও অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হবে। -স্বহীহ্

৫৭৫. আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, ঘরে একটি বকরী একটি বারাকাত স্বরূপ, দুইটি বকরী দুইটি বারাকাত স্বরূপ, তিনটি বকরী তিনটি বারাকাত স্বরূপ। -যঈফ

২৫৮. অনুচ্ছেদ : উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্ত্র

৫৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, কুফরের চূড়া (মূলে মাথা শব্দ আছে) পূর্ব দিকে, গর্ব ও অহংকার উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে বেদুইনদের (মরুবাসীদের) উচ্চস্বর বিশিষ্ট এবং প্রশান্তি বকরীওয়ালাদের মধ্যে। -স্বহীহ্

৫৭৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, কুকুর এবং ছাগলের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই। ছাগল বৎসরে এত সংখ্যায় যবেহ করা হয়, এত এত সংখ্যায় কুরবানী করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর এক একটি মাদী কুকুর এত এত সংখ্যায় শাবক প্রসব করে অথচ ছাগলের সংখ্যাই কুকুরের তুলনায় অধিক। -স্বহীহ্

৫৭৮. আবু যিবইয়ান বলেন, ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) একদা আমাকে বললেন, হে আবু যিবইয়ান! তোমার রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ কত? আমি বললাম আড়াই হাজার। তিনি তখন বললেন, যে আবু যিবইয়ান! সেই দিন আসার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালন শুরু করে দাও যখন কুরায়শের গোলামরা তোমাদের শাসক হবে এবং তাদের সামনে তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ভাতা কোন (উল্লেখযোগ্য) সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে না। -হাসান

৫৭৯. আবদাহ ইবনু হুযন বলেন, একদা উটওয়ালা ও বকরীওয়ালারা পরস্পর গর্ব করছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক কথাই নিজেদেরকে বড় বলে প্রকাশ করছিল।) তখন নাবী (দ.) বললেন, মূসা (আ.) রসূলরূপে প্রেরিত হলেন অথচ তিনি ছিলেন পশুর রাখাল। দাউদ (দ.) রসূলরূপে প্রেরিত হলেন, তিনিই ছিলেন পশুর রাখাল। এবং আমি রসূলরূপে প্রেরিত হলাম আর আমিও আজইয়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের বকরীসমূহ চরাতাম। -স্বহীহ

২৫৯. অনুচ্ছেদ : যাযাবর জীবন

৫৮০. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে য, তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ সাতটি- ক. আল্লাহ'র সাথে শিরক করা অর্থাৎ আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো, খ. নর হত্যা, গ. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া এবং ৪. হিজরতের পর পুনরায় যাযাবরত্ব বরণ করা (প্রভৃতি)। -স্বহীহ

২৬০. অনুচ্ছেদ : উজাড় জনপদে বাসকারী

৫৮১. সাওবান (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! অজপাড়াগাঁয় বাস করো না। কেননা অজপাড়াগাঁয়ের অধিবাসী কবরের অধিবাসী তুল্য।

এই হাদীসের একজন রাবী আহমাদ বলেন, অজপাড়াগাঁয়ে (মূল শব্দ কাফুর) বলতে জনশূন্য জনপদ বুঝানো হয়েছে। -হাসান

২৬১. অনুচ্ছেদ : মরু এলাকায় বসবাস

৫৮২. মিকদাম ইবনু শুরাইহ তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আইশাহ (রা.) কে প্রান্তরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রসূলুল্লাহ (দ.) কি জনশূন্য প্রান্তরে গমন

করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি প্রান্তরে গমন করতেন, ঐ (দূরের) টিলাসমূহ পর্যন্ত। -স্বহীহ্

৫৮৩. আমরা ইবনু ওয়াহ্‌হাব বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উসাইদকে দেখেছি তিনি যখন ইহরামের অবস্থায় (কোন বাহনের উপর) সাওয়ার হতেন, তখন কাঁধের উপর হতে কাপড় তাঁর জানুর উপর নিয়ে নিতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার তাৎপর্য কি? বললেন, আমি আব্দুল্লাহকে এরূপ করতে দেখেছি। -যঈফ

২৬২. অনুচ্ছেদ : গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা

৫৮৪. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল কারী তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং জনৈক আনসার একত্রে বসে ছিলেন। এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল কারী (অর্থাৎ রাবীর দাদা) তথায় উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের নিকট বসলেন, তখন ওমার (রা.) বলেন, আমাদের কথা যে অন্যদের কাছে প্রকাশ করে, আমরা এমন লোককে পছন্দ করি না। তখন আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, আমি তাদের সাথে মেলামেশা করব না, হে আমীরুল মু'মিনীন! (এমতাবস্থায় কারও কাছে আপনার গোপনীয় কাবার্তা প্রকাশ করার তো প্রশ্নই ওঠে না)। ওমার (রা.) বললেন, (আমার উদ্দেশ্য তা নয়) তুমি লোকজনের সাথে মেলামেশা বা ওঠা-বাস কর, (তাতে আপত্তির কিছু নাই) তবে আমাদের গোপন তথ্য কোথায়ও ফাঁস করো না। অতঃপর তিনি উক্ত আনসারী স্বহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমার পরে কে খলীফাহ্ হবেন বলে লোকজন আলোচনা করে? তখন উক্ত আনসারী মুহাজিরদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। কিন্তু তাতে আলী (রা.) এর নাম উল্লেখ করলেন না। তখন ওমার (রা.) বললেন, হাসানের পিতা অর্থাৎ আলীর কথা তারা ভাবে না কেন? কসম আল্লাহ্‌র শাসনভার প্রাপ্ত হলে তিনিই সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। -যঈফ

২৬৩. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা

৫৮৫. হাসান (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে একটি শিশু সন্তান এবং একটি ক্রীতদাস রেখে যায়। ক্রীতদাসকে সে তার পুত্রের ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করে যায় (সে যেন বিশ্বস্ততার সাথে তার দেখাশুনা করে)। ক্রীতদাসটি এ ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি করল না। এমনকি বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হল এবং ক্রীতদাসটি তাকে বিবাহও করিয়ে দিল। এবার সে

ক্রীতদাসটিকে বলল, আমার জ্ঞান অর্জনে যাওয়ার আয়োজন কর, আমি জ্ঞান অর্জন করব। তার কথামত ক্রীতদাসটি তার জ্ঞান অর্জনের জন্য যাত্রার আয়োজন করল। সে একজন আলিমের দরবারে গিয়া উপস্থিত হল এবং তাঁর নিকট জ্ঞানদানের আবেদন জানাল। আলিম তাকে বললেন, যখন তোমার যাওয়ার সময় হবে, তখন আমাকে বোলো, আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেব। সত্য সত্যই যখন তার যাওয়ার সময় হল, তখন সে আলিমকে বলল, আমি এখন চলে যাব, আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিন! আলিম বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, ধৈর্যধারণ করবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবে না।

হাসান (রা.) বলেন, এতে সমুদয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন তা তার স্মরণপটে জাগরুক রইল। কেননা, কথা তো মাত্র তিনটিই ছিল। অতঃপর সে যখন তার পরিবারের কাছে আসল এবং সাওয়ারী হতে অবতরণ করল, তখন দেখতে পেল যে, একটি নারী ও পুরুষ অল্প তফাতে শুয়ে রয়েছে এবং নারীটি তারই সহধর্মিণী! সে মনে মনে বলল, এহেন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের অপেক্ষা! সে তার সাওয়ারীর কাছে ফিরে গেল এবং তরবারি ধরতে গিয়েই মনে পড়ল, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, ধৈর্যধারণ করবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবে না। খাবার যখন তার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হল, তখন পুনরায় বলল, এমন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের জন্য অপেক্ষা করা! পুনরায় সে সাওয়ারীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং তলোয়ার ধরতে যেতেই পুনরায় তা স্মরণ হয়ে গেল। পুনরায় সে তার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হল। তখন সে নিদ্রিত ব্যক্তিটি জাগ্রত হল এবং তাকে দেখতে পেয়ে সাথে সাথে তাকে জড়িয়ে ধরল, আলিঙ্গন করল ও চুমু দিল। সে ব্যক্তিটি তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের নিকট হতে যাবার পর আপনি কী জ্ঞান অর্জন করলেন? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের নিকট হতে যাবার পর আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছি। আজ রাতে আমি তিনবার তরবারি এবং তোমার মধ্যে যাতায়াত করেছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তাই তোমাকে হত্যা করা হতে আমাকে বিরত রেখেছে। -হাসান

২৬৪. অনুচ্ছেদ : ধীরেসুস্থে কাজ করা

৫৮৬, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকরা আশাজ্জ আব্দুল কায়েস প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁকে (আশাজ্জকে) লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি অভ্যাস রয়েছে যা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়! আমি বললাম, তা কি কি ইয়া রসূলুল্লাহ! বললেন, সহিষ্ণুতা ও লজ্জা! আমি বললাম, এই দু'টি অভ্যাস পূর্ব হতেই আমার মধ্যে ছিল না, নতুনভাবে দেখা যাচ্ছে (ইয়া

রসূলুল্লাহ!)? বললেন, না, পূর্ব হতেই রয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা যিনি আমার মধ্যে জন্মগতভাবেই এমন দু'টি অভ্যাস প্রদান করেছে, যা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। **-স্বহীহ্**

৫৮৭. কাতাদা বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের যে সব প্রতিনিধি নাবী (দ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তাঁদেরই একজন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। কাতাদা আবু নাযরার উল্লেখ করেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (দ.) আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রয়েছে যা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত প্রিয়, আর তা হল- সহিষ্ণুতা এবং ধীরেসুস্থে কাজ করার অভ্যাস। **-স্বহীহ্**

৫৮৮. [ইবনু আব্বাসের সূত্রে উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি] **-স্বহীহ্**

৫৮৯. মযীদাতুল আবদী (রা.) বলেন, আশাজ্জ পদব্রজে এসে নাবী (দ.) এর পবিত্র হস্ত ধারণ করলেন এবং তাতে চুমু দিলেন। নাবী (দ.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন। ওহে। তোমার মধ্যে এমন দু'টি অভ্যাস রয়েছে যা আল্লাহ্ ও তার রসূলের নিকট অত্যন্ত প্রিয়! আশাজ্জ বললেন, ঐগুলো কি আমার প্রকৃতিগত, না আমার চরিত্রগত। রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, না ঐগুলি প্রকৃতিগতভাবেই এমন অভ্যাস দান করেছেন যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিকট প্রিয়। **-যইফ**

২৬৫. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

৫৯০. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত, তবে বিদ্রোহে বিদ্রোহী পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত! **-স্বহীহ্**

৫৯১. আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, একদা জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, অহঙ্কারী ও পরাক্রমশালীরা আমাতে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও নিঃস্বরা ব্যতীত অপর কেহ আমাকে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন, তুই হলি আমার আযাব, যার উপর ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নেব এবং জান্নাতকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তুমি হলে আমার রহমাত যাকে ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করব। **-স্বহীহ্**

৫৯২. ফুযালা ইবনু ওবাইদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে

কোনরূপ জিজ্ঞেসবাদই করা হবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিষ্কিণ্ত হবে), ১. যে ব্যক্তি জামা'আত হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করল এবং তার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হয়ে গেল এবং এই অবাধ্য অবস্থায়ই সে মরে গেল। ২. সেই ক্রীতদাস যে তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে গেল, ৩. সেই মহিলা যার স্বামী বাইরে চলে গেছে এবং তার পার্শ্ব প্রয়োজনাди মিটাবার ব্যবস্থাও করে গিয়েছে সে যদি রূপ লাভণ্যের প্রদর্শনী করে বেড়ায় এবং ভ্রষ্টা হয়।

আরো তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে জিজ্ঞেসবাদ করা হবে না ১. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ'র চাদর নিয়া টানাটানি করে, আর তাঁর চাদর হলো অহংকার বা আত্মগরিমা এবং তাঁর তহবন্দ বা পরিধেয় হচ্ছে ইজ্জত, ২. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ'র হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে, ৩. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ'র রহমাত হতে নিরাশ হয়। -স্বহীহ

৫৯৩. বুকার ইবনু আব্দুল আযীয তার পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, গুনাহসমূহের মধ্যে তাঁর ইচ্ছামত যে কোন গুনাহের শাস্তি প্রদান আল্লাহ তা'আলা ক্রিয়ামাত পর্যন্ত মূলতবি করে রাখতে পারেন, তবে বিদ্রোহ, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ, আত্মীয়তা ছেদন-এমন পর্যায়ে গুনাহের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দান করে থাকেন। -স্বহীহ

৫৯৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ তো তার ভাইয়ের চক্ষুর সামান্য আবর্জনাও দেখতে পায় অথচ তার নিজের চক্ষুতে আস্ত একটা কড়িকাঠও তার চক্ষুতে ধরা পড়ে না। -স্বহীহ

৫৯৫. মু'আওিয়া ইবনু কুররা বলেন, একদা আমি মাকিল মুযনী (রা.) এর সাথে (পথ চলতে) ছিলাম। এই সময় তিনি রাস্তা হতে একটি কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করলেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় এই গোছের কিছু একটা দেখতে পেয়ে তা সরাতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, ভাতিজা, তোমাকে কিসে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে, আমি বললাম, আপনাকে এরূপ করতে দেখেই আমি এরূপ করেছি। তিনি বললেন, ভাতিজা, খুব উত্তম কাজই তুমি করেছ। আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের চলার পথ হতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করবে, তার জন্য একটি পুণ্য লেখা হয়ে থাকে আর যার একটি পুণ্যও গৃহীত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -হাসান লি-গইরিহী

২৬৬. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা

৫৯৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করবে তবে তোমাদের পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হবে। -হাসান

৫৯৭. সাবিত বলেন, আনাস (রা.) প্রায়ই বলতেন, হে বৎসগণ! তোমরা একে অপরের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করবে, তাতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। -স্বহীহ

২৬৭. অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসম্ভব হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না

৫৯৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, একদা বানী ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে একটি উটনী হাদিয়া স্বরূপ পেশ করল। তিনিও তাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু প্রদান করলেন। তাতে সে অসম্ভব হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (দ.) কে তারপর মিসরে আরাহণ করে বলতে শুনেছি, আমাকে কোন ব্যক্তি হাদিয়া প্রদান করে এবং আমিও আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তার প্রতিদান দিয়া থাকি। তাতে সে ব্যক্তি অসম্ভব হয়। কসম আল্লাহ'র, এ বৎসরের পর কুরায়শী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী গোত্র ছাড়া অন্য কোন আরব গোত্রের লোকের হাদিয়া গ্রহণ করবে না। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৬৮. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

৫৯৯. আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, নাবী সুলভ যে বাণীটি জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে, এ তা হল, “যখন তুমি লজ্জা পরিহার করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। -স্বহীহ

৬০০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, ঈমানের ষাটটি বা সত্তরে অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ। -স্বহীহ

৬০১. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) অবগুষ্ঠন আবৃত্তা কুমারীদের চেয়েও অধিক

লজ্জাশীল ছিলেন এবং যখন কোন ব্যাপারে তাঁর অসন্তুষ্টি উদ্বেক হত, তখন তাঁর চেহারা দেখেই আমরা তা আঁচ করতে পারতাম। -স্বহীহ্

২৬৯. অপর এক সূত্রে একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি

৬০২. সাঈদ ইবনুল আ'স (রা.) উসমান (রা.) ও আইশাহ্ (রা.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা আবু বাকার (রা.) রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাক্ষাত কামনা করলেন। তখন তিনি আইশাহ্'র চাদর পরে আইশাহ্'র বিছানায় শোয়ে ছিলেন। তিনি এই অবস্থায় থেকেই আবু বাকারকে (কক্ষে) প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আবু বাকার (রা.) তার কাজ শেষ করে চলে গেলেন। অতঃপর ওমার (রা.) এসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁকেও অনুমতি প্রদান করলেন এবং নিজে পূর্বাবস্থায় শোয়েই রইলেন। তিনি তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেলেন। উসমান (রা.) বলেন, অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তখন উঠে বসলে এবং আইশাহ্'কে বললেন, আইশাহ্! আপনি আপনার কাপড়-চোপড়ও একটু গুছিয়ে নাও! উসমান (রা.) বলেন, অতঃপর আমিও আমার কাজ শেষ করে চলে গেলাম। তখন আইশাহ্ (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি লক্ষ্য করলাম, আবু বাকার ও ওমারের আগমণে আপনি ততটুকু সতর্ক হন নাই, যেমন হয়েছে উসমানের আগমণে। তখন রসূলুল্লাহ্ বললেন, উসমান হচ্ছেন অতিশয় লজ্জাশীল প্রকৃতির লোক, আমার আশংকা হচ্ছে যে, যদি আমি তাকে উক্ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করতাম তবে তিনি তার কাজ শেষ না করেই ফিরে যেতেন। -স্বহীহ্

৬০৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, লজ্জাশীলতা যে বস্তুতেই থাকুক তা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর অশ্লীলতা কোন কিছুতে থাকলে তা তাকে অপদস্থ করে। -স্বহীহ্

৬০৪. সালিম তার পিতা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা নাবী (দ.) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যে তার ভাইকে লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে বুঝাচ্ছিল। তখন নাবী (দ.) বললেন, তাকেও তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জাশীলতা তো ঈমানের অঙ্গস্বরূপ। -স্বহীহ্

৬০৫. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যে তার ভাইকে লজ্জাশীলতার জন্য ভৎসনা করছিল, এমনকি সে যেন বলছিল যে, আমি তোকে এজন্য প্রহার করব। তখন নাবী (দ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ। -স্বহীহ্

৬০৬. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমার ঘরে শোয়ে ছিলেন। তাঁর উরু অথবা পায়ের হাঁটুদ্বয় অনাবৃত ছিল। এমন সময় আবু বাকার (রা.) এসে তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে প্রস্থান করলেন। অতঃপর ওমার (রা.) এসে ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি উক্ত অবস্থায়ই তাঁকেও ভিতরে আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তিনিও তাঁর আলাপ-আলোচনা সেরে চলে গেলেন। অতঃপর উসমান (রা.) এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন নাবী (দ.) উঠে বসলেন এবং আপন পরিধেয় বস্ত্র একটু টেনে অনাবৃত স্থান আবৃত করে নিলেন।। (এই হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী মুহাম্মাদ বলেন, আমি বলছি নাযে যে, সবই একই দিনের ঘটনা। (অতঃপর উসমান (রা.) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সেরে তিনিও যখন প্রস্থান করলেন) আইশাহ্ বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আবু বাকার (রা.) আসলেন, আপনি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন না বা তেমন পরওয়া করলেন না। অতঃপর ওমার (রা.) আসলেন, তখনও আপনি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন না বা তেমন পরওয়া করলেন না, অতঃপর উসমান (রা.) আসলেন, অতঃপর যখন উসমান (রা.) আসলেন তখন আপনি বসে গেলেন এবং কাপড় ঠিকঠাক করলেন (ব্যাপার কি)! তখন তিনি বললেন, আমি কি এমন ব্যক্তির জন্য লজ্জা ও সংকোচবোধ করব না, যার ব্যাপারে স্বয়ং মালাইকাহ্ (ফেরেশতা)গণ লজ্জাবোধ (সমীহ) করেন? -সহীহ

২৭০. অনুচ্ছেদ : সকালে উঠে কি বলবে?

৬০৭. আবু হুরইরহ্ রা. বলেন, নাবী (দ.) সকালে উঠে বলতেন, “আমাদের প্রভাত হয়েছে এবং শুধু আমাদেরই নয় আল্লাহ্’র রাজ্যের সকলেরই প্রভাত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্’রই। তাঁর শরীক বা সমকক্ষ নাই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং পুনরুত্থিত হয়ে তাঁরই কাছে যেতে হবে। এবং যখন সন্ধ্যা হত তখন তিনি তিনি বলতেন।

“আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে এবং আল্লাহ্’র রাজ্যের সকলেরই সন্ধ্যা হয়েছে। প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্’র প্রাপ্য। তার কোন শরীক নাই। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। -যঈফ

২৭১. অনুচ্ছেদ : অপরকে দু’আয় শামিল করা

৬০৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারী হলেন ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম খলীলুর রহমান তাবারকা ও

তা'আলা। (অন্যভাবে বলতে গেলে একাধিকক্রমে চার পুরুষ পর্যন্ত; মহান পুরুষ হলেন ইউসুফ যাঁর পিতা ইয়াকুব যাঁর পিতা ইসহাক যাঁর পিতা ইবরাহীম তিনি হলেন আল্লাহ'র খলীল-বন্ধু। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, ইউসুফ (আ.) যত দীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান করেন ততদিন যদি আমি কারাগারে অবস্থান করতাম, তারপর লোক আমাকে ডেকে নিতে আসত; তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম। অথচ তাঁর কাছে যখন দূত আসল তখন তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন- “যাও তোমার মনিবের কাছে ফিরে যেয়ে জিজ্ঞেস কর, যে মহিলারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কি? (অর্থাৎ তারা আমার সম্পর্কে কী বলে?)” (সূরাহ ইউসুফ (১২), ৪০)

আর আল্লাহ'র রহমাত হোক লুত (আ.) এর উপর। তিনি একটি শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় নেয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যখন তিনি তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “হায়, যদি আমার কোন ক্ষমতা তোমাদের উপর চলত অথবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম (তবে তাই করতাম, তোমাদেরকে কোন ভাবেই এই অনাচারে লিপ্ত হতে দিতাম না)” (সূরাহ হুদ : ৮৩) আল্লাহ তা'আলা লুতের পর আর কোন নাবী সেই সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেননি। তার পর আল্লাহ মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী বংশ হতে সে জাতির নাবী প্রেরণ করেছেন। -স্বহীহু লি-গইরিহী

২৭২. অনুচ্ছেদ : অন্তরের অন্তঃস্থল হতে দু'আ

৬০৯. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ বলেন, রাবী প্রতি জুমাবারে আল কামা'র মাজলিসে উপস্থিত হতেন। যদি আমি তথায় উপস্থিতি না থাকতাম তবে তারা আমার জন্য লোক পাঠিয়ে দিতেন। একবার লোক আসল। তখন আমি আমার স্বস্থানে ছিলাম না। পরে আলকামা আমার সাথে দেখা করলেন এবং আমাকে বললেন, রাবী কি কথা নিয়ে এসেছেন তা শুনেছেন? তিনি বললেন, দেখেছেন লোকে কত বেশি দু'আ করে থাকে, অথচ কত কম কবুল হয়? তার একমাত্র কারণ হল যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের অন্তঃস্থল হতে নিঃসৃত দু'আ ছাড়া কবুল করেন না। আমি বললাম, আব্দুল্লাহুও কি তাই বলেন নাই? বললেন, তিনি কি বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ এমন লোকের দু'আ কবুল করেন না, যে লোককে শুনাবার বা দেখাবার উদ্দেশ্যে বা অভিনয়ের ভঙ্গিতে দু'আ করে। -স্বহীহু

২৭৩. অনুচ্ছেদ : পরম আত্মহতরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ কিছু করতে বাধ্য নন

৬১০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন দু'আ

করে তখন যেন এরূপ না হয় যে, যদি তুমি চাও তবে আমার অমুক দু'আ কবুল কর এবং সে যেন দৃঢ়তার সাথে এবং পরম আত্মহভরে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার জন্য কিছু দান করা বড় বিষয় নয়। -স্বহীহ

৬১১. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ দু'আ করে তখন যেন দৃঢ়তার সাথে করে এবং এরূপ যেন না বলে যে, প্রভু, যদি তুমি চাও, তবে আমাকে (অমুক বস্তু) দান কর, কেননা আল্লাহ'র উপর কারো জোর চলে না। -স্বহীহ

২৭৪. অনুচ্ছেদ : দু'আর সময় হাত উঠানো

৬১২. ওয়াহাব বর্ণনা করেন আমি ইবনু ওমার (রা.) এবং ইবনু যুবাইর (রা.) কে দু'আ করে মুখমণ্ডলে উভয় হাত মলতে দেখেছি। -যঈফ

৬১৩. ইকরামা বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে আইশাহ (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) কে হাত তুলে দু'আর করতে দেখেছেন। সেই মুনাজাতে তিনি এরূপ দু'আ করছিলেন।

“ইন্নামা আনা বাশারুন, ফালা তু'আক্বিবনী, আয়্যুমা রজুলিন মিনাল মু'মিনীনা আযাইতুহু, আও শাতামতুহু, ফালা তু'আক্বিবনী ফীহু”

অর্থ : “প্রভু, আমি তো মানুষই, মানব সুলভ দুর্বলতাবশত আমি যদি তোমার কোন মু'মিন বান্দাকে কোনরূপ কষ্ট দিয়ে থাকি বা গালি দিয়ে থাকি তবে এজন্য তুমি আমাকে শাস্তি দিও না।

-স্বহীহ লি-গইরিহী

৬১৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, দাওস গোত্রের তুফায়েল ইবনু আমর রসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! দাওস অবাধ্যতা ও আল্লাহ'র দ্বীনকে অস্বীকার করার পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি আপনি বদ্ দু'আ করুন। নাবী (দ.) তখন ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ করবার উদ্দেশ্যে তার উভয় হাত ওঠালেন। লোকের ধারণা হল যে, নাবী (দ.) বুঝি তাদের প্রতি বদদু'আ করবেন। তিনি তখন তাঁর দু'আতে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দিন। -স্বহীহ

৬১৫. আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক বৎসর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মুসলিমদের মধ্য হতে কেউ কেউ এক জুমু'আর দিন নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, ভূমি অর্দ্রতা শূণ্য হয়ে পড়েছে, ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর উভয় হাত উপরে উঠালেন। সে সময় আকাশে মেঘের কোন লক্ষণ ছিল না। তিনি তাঁর উভয় হাত এমনিভাবে উঠিয়ে ধরলেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা অংশ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহ'র দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আমরা স্বলাত পড়ে শেষ করতে না করতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহের যুবকদেরও ঘরে ফিরবার চিন্তা দেখা দিল। পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত অবিরতভাবে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরল। যখন পরবর্তী জুমু'আহ উপস্থিত হল তখন লোকজন পুনরায় বলতে লাগলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! (বৃষ্টির দরুণ) ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ল, কাফেলা চলাচল বন্ধ হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

লোকেরা এই একটুতেই বিরক্ত হয়েছে লক্ষ করে নাবী (দ.) মৃদু হাসলেন এবং হাত উঠিয়ে বললেন, “আল্লাহুমা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা” “প্রভু, আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর না।” তাতে মাদীনার আকাশ পুনরায় নির্মল মেঘমুক্ত হয়ে গেল। -স্বহীহ

৬১৬. (৬১০নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি, সনদের যৎসামান্য তারতম্য সহকারে) -স্বহীহ লি-গইরিহী

৬১৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা তুফায়েল ইবনু আমর নাবী (দ.) কে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার কি দুর্গ বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের কেত্বা এই উদ্দেশ্যে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। নাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আনসারদের জন্যই [রসূলুল্লাহ (দ.) এর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত] সাওয়াবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তুফায়েল হিজরত করে আসলেন। তাঁর সাথে তাঁর সমগোত্রীয় অপর এক ব্যক্তি আসলেন। তাঁর সঙ্গী সেই অপর ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত হল এবং রোগ যাতনায় সে অধীর হয়ে উঠল এবং সেই শিংয়ের মধ্য হতে তরের তীক্ষ্ণ একটি ফলা নিলেন এবং তা দ্বারা সে তার রগ কেটে দিল এবং তাতে তার মৃত্যু হল। তুফায়েল তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে মৃত্যুর পর কী আচরণ করা হল? সে বলল, নাবীর সকাশে হিজরত করার দরুণ আমাকে মার্জনা করা হয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কি? নাবী বলেন তাকে বলা হল, নিজের হাতে যা নষ্ট করেছি তার সংস্কার করা হবে না। তুফায়েল তা নাবী (দ.) এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন নাবী (দ.) দু'আর করে বললেন, হে আল্লাহ! তার উভয় হাতকে মাফ করে দিন। এ সময়ে তিনি তাঁর উভয়

হাত উঠালেন। -যঈফ

৬১৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এইভাবে আল্লাহ'র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই ভীর্ণতা হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই বার্ষক্যের কষ্ট হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই কৃপণতা হতে। -স্বহীহ

৬১৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার জন্য সেররূপ যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে এবং আমি তার পাশেই থাকি যখন সে আমার কাছে দু'আ করে। -স্বহীহ

২৭৫. অনুচ্ছেদ : সাইয়েদুল ইস্তিগফার-গুনাহ্ মাফের সেরা দু'আ

৬২০. শাদাদ ইবনু আওস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সাইয়েদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ্ মাফির শ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে,

“আল্লাহুম্মা আংতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আংতা, খলাকতানী ওয়া আনা-আবদুকা, ওয়া-আনা আলা আহ্দিকা, ওয়াওয়া'অদিকা, মাসতাত্'তু ওয়া-আউযুবিকা মিং শাররি মা স্বনা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা ওয়া-আবুউ বিযান্নী, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহ্ লা-ইয়াগফিরু-যুনূবা ইল্লা আংতা, আউযুবিকা মিং শাররি মা স্বনা'তু।”

অর্থ : “প্রভু, তুমিই আমার রব্ব, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছে এবং আমি তোমারই বান্দা-দাসানুদাস। আমি তোমার সাথে কালেমার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কৃত (দাসত্ব ও আনুগত্য করার) অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্যানুসারে অবিচল আছি। আমাকে প্রদত্ত তোমার নি'আমাতের কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি এবং স্বীকৃত পাপের কথাও অকুণ্ঠে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে মার্জনা কর; কেননা, তুমি ছাড়া যে গুনাহ্ মার্জনা করার আর কেউ নাই। আমার স্বীকৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে আমি তোমারই দরবারে আশ্রয় চাই।”

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এইরূপ বলবে এবং (এ রাত্রে) ইত্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (অথবা সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে) এবং যদি সকালে বলে এবং ঐ দিন ইত্তিকাল করে তবে সেও অনুরূপভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। -স্বহীহ

৬২১. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, আমরা গণনা করতাম নাবী (দ.) এক মাজলিসে একশতবার বলতেন,

“রব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়া ইল্লাকা আংতাত্-তাওয়াবুর রহীম”

অর্থ : “ইয়া রব্ব, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবাহ্ কবুল কর, কেননা তুমিই তাওবাহ্ গ্রহণ করার মালিক অতি দয়ালু।” -স্বহীহ্

৬২২. আইশাহ্ (রা.) বলেন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) চাশতের স্বলাত পড়লেন অতঃপর বললেন :

“হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবাহ্ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবাহ্ কবুলকারী, অতি দয়ালু।” এমন কি তিনি তা একশত বার বললেন।” -স্বহীহ্

৬২৩. শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, সাইয়েদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ্ মাফির সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হল,

“আল্লাহুম্মা আংতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আংতা, খলাকতানী ওয়া আনা-আবদুকা, ওয়া-আনা আলা আহ্দিকা, ওয়াওয়া'অদিকা, মাসতাত্'তু ওয়া-আউযুবিকা মিং শাররি মা স্বনা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা ওয়া-আবুউ বিযাঈ, ফাগফিরলী, ফাইল্লাহ্ লা-ইয়াগফিরু-যুনূবা ইল্লা আংতা।”

অর্থ : “প্রভু, তুমিই আমার রব্ব, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছে এবং আমি তোমারই বান্দা-দাসানাদাস। আমি তোমার সাথে কালেমার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কৃত (দাসত্ব ও আনুগত্য করার) অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্যানুসারে অবিচল আছি। আমাকে প্রদত্ত তোমার নি'আমাতের কথা আমি অকপরে স্বীকার করছি এবং স্বীকৃত পাপের কথাও অকুণ্ঠে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে মার্জনা কর; কেননা, তুমি ছাড়া যে গুনাহ্ মার্জনা করার আর কেউ নাই। আমার স্বীকৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে আমি তোমারই দরবারে আশ্রয় চাই।”

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তা দিনের কোন অংশে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এরূপ বলবে এবং ঐদিনই

সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে সে জান্নাতবাসী হবে। এ ব্যক্তি রাতের কোন অংশে এই দু'আ পাঠ করবে এবং সকাল হবার পূর্বে মারা যাবে সে জান্নাতবাসী হবে। -স্বহীহ্

৬২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ'র দরবারে তাওবাহ কর। আমি দৈনিক একশত বার আল্লাহ'র দরবারে তাওবাহ করে থাকি। -স্বহীহ্

৬২৫. কা'ব ইবনু আজরা (রা.) স্বলাতের পর পঠিতব্য কয়েকটি কালিমা যেগুলির পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তা হল একশত বার বলা,

“সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি, ওয়া লা-ইলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-ল্লাহু আকবার”

অর্থ : “পবিত্রতা আল্লাহ'রই জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ'রই। নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।” স্বহাবী আবু উনায়সা ও আমর ইবনু কায়স স্বয়ং নাবী (দ.) হতে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। -স্বহীহ্

২৭৬. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ

৬২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ সবচাইতে তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে। -যঈফ

৬২৭. আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিনি ভাইয়ের দু'আ কবুল করা হয়ে থাকে। -স্বহীহ্

৬২৮. আবু দারদার জামাতা দারদার স্বামী স্বফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একবার আমি শামদেশে (সিরিয়ায়) অবস্থিত আমার শ্বশুরালয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দারদার মাতাকে (আমার শাশুড়ীকে) ঘরে পেলাম, দারদার পিতাকে ঘরে পেলাম না। তিনি বললেন, তুমি কি এই বৎসর হাজ্জ করতে মনস্থ করেছ? আমি বললাম জী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ'র দরবারে দু'আ করো। কেননা, নাবী (দ.) প্রায়ই বলতেন, অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য মুসলিমের দু'আ আল্লাহ'র দরবারে কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার উপরে একজন মালাইকাহ (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকেন। যখনই সে তার কোন ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু'আ করে, তখন

উক্ত মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) বলেন, আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ মঙ্গল হোক। স্বফওয়ান বলেন, অতঃপর বাজারে আমি আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন এবং তা নাবী (দ.) এর বরাত দিয়া বললেন। -স্বহীহ্

৬২৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, “আল্লাহুমাগফিরলী ওয়ালি মুহাম্মাদিন ওয়াহুদানা।”

অর্থ : “প্রভু, কেবল আমাকে ও মুহাম্মাদ (দ.) কে ক্ষমা কর।” এতদশ্রবণে নাবী (দ.) বলেছেন, তুমি অনেক লোককেই তা হতে বঞ্চিত করলে? (অর্থাৎ এমনটি দু’আর করা উচিত নয়)। -স্বহীহ্
লি-গইরিহী

৬৩০. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একটি মাজলিসে একশত বার আল্লাহ্’র দরবারে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন,

“রব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়া ওয়ারহামনী ইন্নাকা আংতাৎ তাওয়াবুর রহীম”

অর্থ : “প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর, আমার তাওবাহ্ কবুল কর, আমাকে দয়া কর, কেননা, তুমিই তাওবাহ্ কবুলকারী অতি দয়ালু। -স্বহীহ্

২৭৭. অনুচ্ছেদ :

৬৩১. নাফি বলেন, ইবনু ওমার (রা.) বলেন, আমি তো আমার প্রত্যেক ব্যাপারেই দু’আ করে থাকি, এমন কি আমার বাহন জন্তকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করে দেয়ার জন্য আমি দু’আ করে থাকি। তার যে ফল আমি প্রত্যক্ষ করি তাতে আমার আনন্দই হয়। -যঈফ

৬৩২. আমর ইবনু মাইমুন আল-আওদী বলেন, ওমার (রা.) এর দু’আসমূহের মধ্যে একটি দু’আ ছিল, “আল্লাহুমা তাওফ্ফানী মা’আল আবরারি, ওয়ালা-তুখলিফনী ফীরা আশরারী, ওয়ালাহিকুনী বিল-আখইয়ার”

অর্থ : “প্রভু, সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মৃত্যু দান কর, অসৎদের মধ্যে আমাকে ছেড়ে দিও না এবং উত্তম লোকদের সাথে আমার মিলন ঘটান।” -স্বহীহ্

৬৩৩. শাকীব বলেন, আব্দুল্লাহ্ প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন : “রব্বানাস্বলিহ বাইনানা, ওয়াহ-দিনা সুবলাল ইসলামী, ওয়ানাজ্জিনা মিনায-যুলামাতি ইলান-নূরী, ওয়াস্ব-রিফ আন্না ল ফাওয়াহিশা মা যহারা মিনহা ওয়ামা বাতুনা, ওয়াবারিক লানা ফী আসমাঈনা, ওয়া-আবস্বরিনা ওয়াকুলূবিনা, ওয়া-আয্ওয়াজিনা, ওয়া-যুররিয়াতিনা, ওয়াতুব আলাইনা, ইন্নাকা আংতা তাওয়াবুর রহীম, ওয়াজ-আলনা শারিকীনা, লিনি'মাতিকা, মুসনীনা বিহা, ক্বাইলীনা বিহা, ওয়া-আতমিমহা আলাইনা।”

“প্রভু, আমাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্তমান রাখ। আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত কর। আমাদেরকে অন্ধকার হতে নিষ্কৃতি দিয়ে আলোর পথে ধাবিত কর। বাহ্যিক ও গোপনীয় সর্বাধিক অশ্লীলতা হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখ। আমাদের শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়রাজি অন্তরসমূহ এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে বারাকাত দান কর। আমাদের তাওবাহ্ কবুল কর। কেননা, তুমিই তাওবাহ্ কবুলকারী। অতি দয়ালু। আমাদেরকে তোমার নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞ, তার প্রশংসাকারী ও স্বীকারোক্তকারী বানিয়ে দাও এবং তা আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও।

-স্বহীহ্

৬৩৪. সাবিত বর্ণনা করেন, আনাস (রা.) যখন তাঁর কোন ভাইয়ের জন্য দু'আ করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার প্রতি সজ্জনদের দু'আ বর্ষণ করুন যারা যালিম বা অনাচারী নয়, যারা গভীর রাতে ইবাদাত বন্দেগীতে এবং দিনের বেলা স্বওম (রোজা) দ্বারা অতিবাহিত করে থাকেন। **-স্বহীহ্**

৬৩৫. আমর ইবনু হুরায়স (রা.) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়া নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং আমার জীবিকার জন্য দু'আ করেন। **-স্বহীহ্**

৬৩৬. আমর ইবনু আব্দুল্লাহ্ রুমী (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আনাস ইবনু মালিককে তাঁর বাড়ীতে অবস্থানকালে বলা হল যে, আপনার জন্য আল্লাহ্'র নিকট দু'আ করেন। তিনি এই ভাবে দু'আ করলেন। **-স্বহীহ্**

“আল্লাহুম্মাগফিরলানা ওয়ারহামনা, ওয়া-আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরতি হাসানাতাওঁ-ওয়াক্বিনা আযাবান নার”

অর্থ : “হে প্রভু! আমাদেরকে মার্জনা করুন, আমাদের প্রতি সদয় হউন, আমাদেরকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা

করুন।”

বলা হল, আরো দু’আ করুন। তখন তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে যদি ঐগুলি দান করা হয় তবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমূহ কল্যাণই তোমরা লাভ করবে। -স্বহীহ্

৬৩৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) একটি গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু তাতে পাতা ঝরল না। অতঃপর তিনি পুনরায় তা ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু তাতেও তার পাতা ঝরল না। অতঃপর পুনরায় তা ধরে নাড়া দিলে কিন্তু তাতেও তার পাতা ঝরল না। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। গুনাহ্ রাশিকে এরূপভাবে ঝরিয়ে দেয় যেমন গাছ তার পাতাসমূহকে (শরৎকালে) ঝরিয়ে দেয়। -হাসান

৬৩৮. আনাস (রা.) বলেন, একদা জনৈকা মহিলা নাবী (দ.) এর খিদমাতে নিজ অভাবের কথা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে তার চাইতে উত্তম বস্তু শিক্ষা দিব না? শয়ন করবার সময় তুমি ৩৩ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল-হামদুলিল্লাহ্ বলবে। এই ১০০ বার দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে উত্তম। -যঈফ

৬৩৯. নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি একশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, একশত বার সুবহানাল্লাহ্ ও একশত বার আল্লাহ্ আকবার বলবে, তার জন্য তা দশটি গোলাম মুক্ত করা এবং ৭টি উটনী কুরবানী করার চাইতে উত্তম। -যঈফ

৬৪০. অতঃপর এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! কোন দু’আ সর্বোত্তম? বললেন, তুমি আল্লাহ্’র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদি তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হও তবে তা হবে তোমার জন্য সফলতা। এভাবে সে ব্যক্তি পরবর্তীতে দুই এসে একই বিষয়ে নাবী (দ.) কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একই উত্তর দিলেন। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৬৪১. আবু যার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, আল্লাহ্’র নিকট সর্বোত্তম বাণী হল,

সুবহানাল্লাহি লা-শারীকালাহ্ লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইং ক্বদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুও-ওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি-হামদিহী।”

অর্থ : “আল্লাহ্ চির পবিত্র, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ ছাড়া কোন গতি বা শক্তি নাই। আল্লাহ্ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁরই।” -স্বহীহ্

৬৪২. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা আমার স্বলাতে রত থাকা অবস্থায় নাবী (দ.) আমার ঘরে এলেন। তাঁর কি একটা কাজ ছিল। স্বলাতে আমার কিছু বিলম্ব হল। তিনি বললেন, আইশাহ্ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু’আ করবেন। স্বলাত শেষ করে আমি বললাম, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু’আ কি ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! তিনি বললেন তুমি বলবে,

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিনাল খইরি কুল্লিহী, ‘আজিলিহী ওয়া-‘আজিলিহী মা আলিমতু মিনহ্ ওয়ালাম আ’লাম, ওয়া-আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া-কররবা ইলাইহা মিৎ ক্বওলিন, আও ‘আমালিন ওয়া-আউযুবিকা মিনান নারী ওয়ামা কররবা ইলাইহা মিৎ ক্বওলিন আও ‘আমালিন ওয়া-আস্আলুকা মিম্মা সা-আলাকা বিহী মুহাম্মাদুন ওয়া-আউযুবিকা মিম্মা তা’আওওয়াযা মিনহ্ মুহাম্মাদুন ওমা ক্বদ্বইতা লী মিন ক্বদ্ব-ই ফাজ’আল আক্বিবাতাহ্ রুশদা।”

অর্থ : হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে অগৌণে লভ্য গৌণে লভ্য, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সর্বাধিক মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আমি তোমার দরবারে জান্নাত এবং যে কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় তা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট জাহান্নাম হতে এবং যে কথা ও কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে সব বস্তু প্রার্থনা স্বয়ং মুহাম্মাদ (দ.) তোমার নিকট করেছেন, আমিও তোমার নিকট তা প্রার্থনা করছি। মুহাম্মাদ (দ.) যেই সব বস্তু হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন সেই সব বস্তু হতে আমিও তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালাই কর পরিণামে তাকে হিদায়াতধন্য ও মঙ্গলময় কর।” -স্বহীহ্

২৭৮. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর প্রতি দরুদ

৬৪৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে মুসলিমদের নিকট স্বদাকা করার

মত কিছু নাই সে যেন দু'আ করার সময় বলে :

“আল্লাহুম্মা সুল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া-রসূলিকা, ওয়া-স্বল্লা আলাল মু'মিনীনা ওয়া-ল-মু'মিনাত ওয়া-ল-মুসলিমীনা ওয়া-ল মুসলিমাত”

“হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের প্রতি রহম কর এবং পুরুষ-নারী সকল মু'মিন ও মুসলিমের প্রতি রহম কর। কেননা, তাই তার যাকাত স্বরূপ। -যঈফ

৬৪৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে, “আল্লাহুম্মা সুল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া-আলা আলি মুহাম্মাদ কামা স্বলাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া-আলি ইবরাহীমা ওয়াবারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারকতা আলঅ ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ওয়াতা-রহ্হাম আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া-আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা তারহ্হামতা আলা ইবরাহীমা ওয়া-আলা আলি ইবরাহীম।”

কিয়ামাতের দিন আমি তার পক্ষে স্বাক্ষর দান করব এবং তার জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করব। -যঈফ

৬৪৫. আনাস এবং মালিক ইবনু আওস (রা.) বর্ণনা করেন, একদা নাবী (দ.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে মাঠের দিকে বাহির হতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সাথে যাবার মত কাউকেও পেলেন না। তখন ওমার (রা.) কুলুপের ঢিলা বা পানির পাত্র নিয়া তাঁর অনুগমন করলেন। এই সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, নাবী (দ.) তখন একটি চারা ক্ষেত্রে সিজদারত অবস্থায় রয়েছেন তিনি তখন একপাশে সরে তাঁর পশ্চাতে বসে পড়লেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ (দ.) মাথা তুললেন এবং বললেন, আমাকে সিজদায় দেখে একপাশে সরে গিয়ে তুমি ভালই করেছ ওমার। এইমাত্র জিবরিল এসে আমাকে বলে গেলেন, “যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি স্বলাত পাঠাবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন এবং তার দশটি দরজা আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধি করবেন।” -হাসান

৬৪৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) নাবী (দ.) এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার স্বলাত পাঠাবে আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ মোচন করেন। -সহীহ

২৭৯. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া স্বত্বেও যে স্বলাত পাঠায় না

৬৪৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) মিম্বরে আরোহণ করলেন। যখন প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলেন, তখন বললেন, আমীন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন তখন বললেন ! আমীন! অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমীন! তখন স্বহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আজ আমরা আপনাকে তিনবার ‘আমীন’ বলতে শুনলাম এই অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলাম তখন জিবরিল এলেন এবং বললেন, দূর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যে রমাদ্বন মাস পেল এবং তা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া স্বত্বেও তার মাগফিরাত হয় নাই। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তিনি বললেন, দূর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যে তার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাঁদের যে কোন একজনকে পেল, অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাল না। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর বললেন, দূর্ভাগ্য হোক সেই ব্যক্তির যার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি স্বলাত পেশ করল না। আমি বললাম, আমীন! -স্বহীহু লি-গইরিহী

৬৪৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি স্বলাত (দরুদ) পাঠ করে আল্লাহ তা’আলা তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। -স্বহীহু

৬৪৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমীন! আমীন!! আমীন!!! তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি এটা কি করলেন? জবাবে বললেন, ধুলোয় ধূসরিত হোক তার নাক যে ব্যক্তি তার পিতামাতা দুইজনকে বা তাঁদের কোন একজনকে পেল অথচ তারা তার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হল না! আমি বললাম, আমীন (অর্থাৎ কবুল হোক)। অতঃপর (দ্বিতীয়বার) তিনি বললেন, ধুলোয় ধূসরিত হোক তার নাক যে রমাদ্বন মাস পেল অথচ তার মাগফিরাত হল না, আমি বললাম, আমীন! অতঃপর জিবরিল পুনরায় বললেন, ধুলোয় ধূসরিত হোক তার নাক তার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সে আপনার প্রতি স্বলাত পেশ করল না। তখনও আমি বললাম, আমীন। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৬৫০. ইবনু আব্বাস (রা.) জুওয়াইরিয়াহ (রসূলুল্লাহ (দ.) এর স্ত্রী) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা নাবী (দ.) তাঁর ঘর হতে বের হলেন, তাঁর নাম পূর্বে ছিল বাররাহ। নাবী (দ.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুওয়াইরিয়াহ। তিনি তাঁর ঘর হতে বের হবার সময় একথা তাঁর মনঃপুত হল না যে, তিনি তাঁর ঘরে পুনরায় এসে প্রবেশ করবেন। অথচ তাঁর নাম ঐ বাররাহ-ই থাকবে

(তাই তিনি এই নতুন নামকরণ করলেন)-অতঃপর বেলা উঠলে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন অথচ জুওয়াইরিয়াহ্ তখনো তেমনি ঠায় বসে রয়েছেন। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি সেই যে বসেছিলে তেমনি একনাগাড়ে বসেই রয়েছে? তোমার এখান হতে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যদি আপনার সকল কথার (অর্থাৎ দু'আর) সাথে তার ওজন করা হয় তবে আমার কথিত ঐ বাক্যগুলোই সবচেয়ে ভারী হবে। ঐ গুলো হল,

“সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী আদাদা খলক্বিহী, ওয়ারিদ্ধা নাফসিহী ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়ামাদা (আও মাদাদা)”

অর্থ : “পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহ্‌রই-তাঁর সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে তাঁর সন্তুষ্টি যতটুকুতে হয় ততটুকু তাঁর আরশে ওজন অনুপাতে এবং তার কালিমাসমূহের আধিক্য অনুসারে। -স্বহীহ্

৬৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর জাহান্নাম হতে, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর কবরের আযাব হতে, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর মাসীহ্ দাজ্জালের ফিৎনাহ্ হতে এবং আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনাহ্ হতে। -স্বহীহ্

২৮০. অনুচ্ছেদ : যালিমের প্রতি বদ দু'আ করা

৬৫২. জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এইরূপ দু'আ করতেন, “আল্লাহুম্মা আশ্বলিহ্ লী সাম-ঈ ওয়াবা স্বরী, ওয়াজ'আলহুম্মাল ওয়ারিসীনা মিন্নী, ওয়াং-স্বরনী আলা মাং যলামানী ওয়া-আরিনী মিনহ্ সাআরী।”

অর্থ : “হে আল্লাহ্! আমার কান ও চক্ষুর শুদ্ধি প্রদান কর এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত এইগুলিকে সুস্থ-সবল রাখ। যে আমার প্রতি যুলুম করেছে তার মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তুমি নিজে তার যুলুমের প্রতিশোধ নাও আমাকে দেখিয়ে দাও।” -স্বহীহ্

৬৫৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন, “আল্লাহুম্মা মাত্তা'নী বিসাম-ঈ ওয়াবা-স্বরী, ওয়াজ'আলহুম্মাল ওয়ারিসি মিন্নী ওয়াং-স্বরনী আলা আদুওত্তী ওয়ারিনী মিনহ্ সাআরী।

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমাকে আমার কান ও চক্ষুর দ্বারা উপকৃত কর এবং আমার সারা জীবন এইগুলিকে সুস্থ রাখ। আমার শত্রুর মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তার উপর হতে প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে দেখিয়ে দাও।” -স্বহীহ

৬৫৪. আশজাঈ গোত্রের সাদ ইবনু তারিক ইবনু আশইয়াম আশজাঈ বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমরা সকালে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হতাম। কোন কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করত ইয়া রসূলুল্লাহ! স্বলাত আদায়কালে আমি কিরূপ দু'আ করব? তখন তিনি জবাব দিতেন, তুমি বলবে,

“আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহুদিনী ওয়ারযুকুনী”

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও এবং আমাকে জীবিকা দান কর।” -স্বহীহ

২৮১. অনুচ্ছেদ : দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা

৬৫৫. উম্মু কায়স (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, যা সে বলেছে তদ্রূপ তার আয়ু বৃদ্ধি পাক। রাবী বলেন, তার মত এত দীর্ঘায়ু আর কোন নারীরই ভাগ্যে জুটে নাই। -যঈফ

৬৫৬. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) প্রায়ই আমাদের ঘরে আসতেন। একদা তিনি এসে আমাদের (পরিবারের সকলের) জন্য দু'আ করলেন। (আমার মা) উম্মু সুলাইম বললেন, আপনার এই ছোট্ট খাদেমটির জন্য দু'আ করছেন না কেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন তিনি এভাবে দু'আ করলেন,

“আল্লাহুম্মা আকসির মা-লাহ ওয়া-ওয়ালাদাহ, ওয়া-আত্বীলা হাইয়াতাহ, ওয়াগফিরলাহ”

অর্থ : “হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করুন, তার আয়ু বৃদ্ধি করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন।”

তাঁর তিনটি দু'আর ফল তো এভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যে। একশত তিনটি সন্তানকে নিজ হাতে

দাফন করেছি। আমার বাগানের ফসল বছরে দুইবার উঠানো হয় এবং আমার আয়ু এতই দীর্ঘ হয়েছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি রীতিমত লজ্জাবোধ করি। এখন (চতুর্থ বস্ত্র যা উক্ত দু'আর মধ্যে ছিল) মাফিরাতের আশা করছি। -স্বহীহ্

২৮২. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়ো না করলে দু'আ কবুল হয়ে থাকে

৬৫৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, প্রত্যেকের দু'আই কবুল হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়ো করে এই বলে যে দু'আ তো করলাম কিন্তু তা কবুল হল না। -স্বহীহ্

৬৫৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন অন্যায় কাজ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং দু'আয় তাড়াহুড়ো না করে তখন তার দু'আ কবুল হয়। কেউ বলল, আমি দু'আ করলাম এবং জানতে পারলাম না আমার দু'আ কবুল হয়েছে কি'না। তাপর সে দু'আ করা ছেড়ে দেয়। -স্বহীহ্

২৮৩. অনুচ্ছেদ : অলসতা থেকে যে আল্লাহ্'র কাছে পানাহ্ চায়

৬৫৯. আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি,

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসলি ওয়াল মাগরমি ওয়া আউযুবিকা মিং ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিন্ নার”

অর্থ : “হে আল্লাহ্! আমি অলসতা ও ঋণ থেকে তোমার কাছে পানাহ্ চাই। পানাহ্ চাই তোমার কাছে মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্নাহ্ থেকে। আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৬৬০. আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই জন্ম ও মৃত্যুর অনিষ্ট হতে আল্লাহ্'র কাছে পানাহ্ চাইতেন এবং পানাহ্ চাইতেন কবরের আযাব ও মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে। -স্বহীহ্

২৮৪. অনুচ্ছেদ : যে আল্লাহ্'র নিকট চায় না আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হন

৬৬১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র কাছে চায় না, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। -হাসান

৬৬২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র কাছে চায় না, আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হন। -হাসান

৬৬৩. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, যখন আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত কর তখন দৃঢ়তার সাথে করবে। তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন দু'আয় এরূপ না বলে যে, যদি তুমি চাও তবে আমাকে দান কর, কেননা, কেউ আমাকে (দেয়ার জন্য) বাধ্য করতে পারে না। -স্বহীহ

৬৬৪. উসমান (রা.) এর পুত্র আবান তাঁর পিতা ওসমান (রা.) এর প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকালে এ দু'আ তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।

“বিস্মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদুররু মা'আস্মিহী শাইউং ফিল-আরদ্বী ওয়ালা-ফিস্সামাই ওয়া ছয়াস্-সামিউল আলিম”

অর্থ : “সেই আল্লাহ্‌র নামে দুনিয়া বা আসমানের কিছুই যার অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সবকিছু শুনেন ও জানেন।”

হাদীসের রাবী আবান তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। রাবী আবু যিনাদ তার দিকে (বিস্ময়করভাবে) তাকাতে লাগলেন। আবানের তা টের পেতে বিলম্ব হল না। তিনি বললেন, হাদিস তো তাই যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম তবে সেই দিক আমি তা পড়ি নাই। আল্লাহ্‌র লিখন যে অখণ্ডনীয় এজন্যই এমনটি হয়েছে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ

৬৬৫. সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, দু'টি মুহুত্ এমন যখন আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়ে থাকে এবং কুব কম প্রার্থনাকারীর প্রার্থনাই এই সময় প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। ১. যখন যুদ্ধগমণের উদ্দেশ্যে লোক সমাবেশের আহ্বান ধ্বনি ঘোষিত হয় এবং ২. আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের সৈনিকরা কাতারবন্দি হয়। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৬৬৬. আবু সিরমা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এরূপ দু'আ করতেন “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা

গিনা ওয়াগিনা মাওলাহ্” অর্থ : “হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি, তাঁর প্রভু তাঁকে ঐশ্বর্যশালী করেন।” (০০০) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। -যঈফ

৬৬৭. শাতির ইবনু শাকল ইবনু হুমাইদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বললাম আমাকে এমন একটি দু’আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। বললেন, তুমি বলবে,

“আল্লাহুম্মা আফিনী মিৎ-শাররি সাম-ঈ ওয়াবা-স্বরী ওয়ালিসানী, ওয়াকুলবী ওয়া শাররি মানিয়্যি”

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমাকে আমার কান, চক্ষু, অন্তর এবং জিহ্বার অনিষ্ট হতে এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন।” হাদিসের এক পর্যায়ে বর্ণনাকারী ওয়াকী বলেন, বীর্যের অনিষ্ট অর্থ হলো ব্যভিচার ও পাপাচার।

৬৬৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) দু’আচ্ছলে প্রায়ই বলতেন, “আল্লাহুম্মা আঈনী ওয়ালা তুঈন আলাইয়্যা, ওয়াংসুরনী ওয়ালা তাংসুরু আলাইয়্যা, ওয়াইয়াস্‌সিরিল লী” অর্থ : হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ বিরোধীতাকারীকে) সাহায্য করো না। আমার সাহায্য যোগাও আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না এবং সঠিক পথে চলা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও।” -সহীহ

৬৬৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে এরূপ দু’আ করতে শুনেছি, “রব্বি আঈনী ওয়ালা তুঈন আলা, ওয়াংসুরনী ওয়ালা তাংসুর আলাইয়্যা ওয়ামকুরালী ওয়ালা তামকুর আলাইয়্যা ওয়াস্‌ সির লিল-হুদা। ওয়াংসুরনী আলা মাম্বাগা আলা রব্বিজ’আলনী শাক্বারন লাকা যাক্বারন রহিবান লাকা। মুত্তওও’আন লাকা মুখবিতান লাকা আওয়াহান মুনীবান তাক্ব্বাল তাওবাতি ওয়া-আগসিল হাওবাতি, ওয়া-আজিব দা’ওয়াতি। ওয়াসাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াহদি ক্বলবী, ওয়াসাদ্দাদ লিসানী ওয়া আসলুক সাখইয়ামাতা ক্বলবী”

“ইয়া রব্ব! আমাকে শক্তি যোগাও, আমার বিরুদ্ধে শক্তি যোগইওনা। আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। আমার পক্ষে তোমার চাল চালো, আমার বিরুদ্ধে চাল চালিও না। আমার পথ সুগম করে দাও, আমার বিরুদ্ধে যে প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। ইয়া রব্ব! আমাকে তোমার পূর্ণ শোকরগোয়ার (কৃতজ্ঞ) তোমার

অহর্নিশ যিক্রকারী, তোমার পথের সাধক, তোমার পরম ভক্ত চির অনুরক্ত, একান্তই তোমাকে আত্মবিলীনকারী সমর্পিত বান্দা বানিয়ে দাও। তুমি আমার তাওবাহ্ ক্ববুল কর! আমার সকল গুনাহ্ মাফ কর। আমার দু'আ ক্ববুল কর! আমার দলীল বা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত কর! আমার জিহ্বাকে যথার্থতা দান কর এবং আমার অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও।” -সহীহ্

৬৭০. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, আমীর মু'আওিয়াহ্ (রা.) মিসরে দাঁড়িয়ে বললেন, “লা মানি'আ লিমা আ'তুইতা, ওয়ালা মু'ত্বী লিমা মানা'আল্লাহ্ ওয়ালা ইয়াংফাউ যাল যাদ্দা মিনহুল জাদু ওয়া মান ইউরিদিলাহ্ বিহী ইফাক্কিহ্ ফিদীনি”

“হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা না দিবে, তা দানের সাধ্যও কারও নেই এবং কারো বংশ মর্যাদা ও এমতাবস্থায় কোন কাজেই আসে না। আর আল্লাহ্ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন।” অতঃপর তিনি বললেন, এই কথাগুলি আমি স্বয়ং নাবী (দ.) কে এই মিসরের উপর হতেই বলতে শুনেছি।”

উসমান ইবনু হাকীম এবং ইয়াহুইয়া ইবনু আজলানও এই হাদিস মুহাম্মাদ ইবনু কা'বের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। -সহীহ্

৬৭১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, অত্যন্ত মজবুত এবং কার্যকর দু'আ হলো, “আল্লাহুম্মা আংতা রব্বী ওয়া-আনা আবদুকা, যলামতু নাফসী, ওয়া'তারফতু বিযাম্বী, লা-ইয়াগফিরু-যুনূবা ইল্লা আংতা, রব্বিগফিরলী”

“হে আল্লাহ্! তুমিই আমার বর এবং আমি তোমার বান্দা। আমি নিজ আত্মার প্রতি অবচার করেছি এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার করি। তুমি ছাড়া ক্ষমা করার যে আর কেউ নেই। অতএব হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করে দাও।” -সহীহ্

৬৭২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এরূপ দু'আ করতেন, “আল্লাহুম্মা আশ্বলিহ্ লী যাম্বী আল্লাযী হুয়া ঈস্বমাতু আমরী, ওয়া আশ্বলিহ্ লী দুনিয়াইয়া আল্লাতী ফীহীমা মাআশী ওয়াজ'আলিল মাওতা, রহমাতান লী মিংকুল্লি সুইন।”

“হে আল্লাহ্! সংশোধন করে দাও আমার দীন। কেননা, এটাই তো আমার কাজের আসল রক্ষাকবচ এবং সংশোধন করে দাও আমার পৃথিবী যেখানে আমার জীবন-জীবিকা এবং মৃত্যুকে আমার জন্য রহমাত স্বরূপ এবং সকল অনিষ্ট হতে মুক্তি স্বরূপ করে দাও।” -স্বহীহ্

৬৭৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন অত্যাধিক কষ্টকর পরিস্থিতি হতে, পাপের স্পর্শ হতে, ভাগ্য বিড়ম্বনা হতে এবং শত্রুর শত্রুতা হতে। হাদিসের এক পর্যায়ে রাবী সুফিয়ান বলেন, এই দু’আয় কথা (কালিমা) ছিল তিনটি, আমি একটি বৃদ্ধি করে ফেলেছি, তবে সেটা কোন্ অংশ বলতে পারছি না।” -স্বহীহ্

৬৭৪. ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) পাঁচটি বস্তু হতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সেগুলি হলো, ১. অলসতা, ২. কার্পণ্য, ৩. জরাগ্রস্ত বার্ধক্য, ৪. অন্তরের ফিৎনাহ্ এবং ৫. কবরের আযাব। -স্বহীহ্

৬৭৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) (দু’আ হিসেবে) বলতেন, “হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা হতে, অলসতা হতে, ভীর্ণতা হতে, জরাগ্রস্ততা হতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে।” -স্বহীহ্

৬৭৬. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে এরূপ দু’আ করতে শুনেছি, “হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ভাবনাভীতি ও শোক বিহবলতা হতে, অপারগতা ও অলসতা হতে, ভীর্ণতা, কৃপণতা, ঋণভার ও লোকজনের দাপট হতে।” -স্বহীহ্

৬৭৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর দু’আসমূহের মধ্যে এই দু’আও থাকত, “হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার সেই সমস্ত পাপ যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করব, যা আমি গোপনে করেছি বা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞাত। নিঃসন্দেহে পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই।” -স্বহীহ্

৬৭৮. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এরূপ দু’আ করতেন, “হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে সঠিক পথের দিশা পাপ-পঙ্কিলতার আবিলতা হতে নিরাপত্তা এবং প্রাচুর্য প্রার্থনা করছি।”

[সংকরলক ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার উস্তাদগণ ওমার (রা.) এর প্রমুখাৎ বলেল, এবং ‘তাক্বওয়া বা আল্লাহুভীতি’র (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর দু’আয় ঐগুলোর সাথে তাক্বওয়ার) কথাও বলেছেন।] -স্বহীহ্

৬৭৯. সামামা ইবনু হুযন (র) বলেন, আমি জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে উচ্ছেস্বরে দু’আ করতে শুনেছি, “হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অমঙ্গল হতে, যার সাথে কিছু মিশ্রিত হয় না।” রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি কে? জবাবে বলা হল, আবুদ দারদা (রা.)। -স্বহীহ্

৬৮০. আব্দুল্লাহ্ (রা.) ইবনু আবু আওফা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই এরূপ দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র করুন তুমার, শীলা ও শীতল পানি দ্বারা যেমনভাবে ময়লাযুক্ত কাপড় ময়লা হতে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব্ব, তোমারই প্রশংসা আকাশ জুড়ে, যমীন জুড়ে এবং তারপরেও তুমি যা যাও তা জুড়ে।” -স্বহীহ্

৬৮১. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই এই দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ্! আমাকে ইহকালে মঙ্গল দান কর এবং পরকালেও মঙ্গল দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।” হাদীসের এক পর্যায়ে রাবী শু’বা বলেন, আমি যখন উবাদার কাছে এই হাদীসের কথা পড়লাম, তখন তিনি বললেন, আনাস (রা.) এই দু’আ করতেন এবং নাবী (দ.) এর উদ্ধৃতি দিতেন না। -স্বহীহ্

৬৮২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এরূপ দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্রতা, দৈন্য ও লাঞ্ছনা হতে এবং তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি যালিম ও মযলুম হওয়া হতে।” -স্বহীহ্

৬৮৩. আবু উমামা (রা.) বলেন, আমরা নাবী এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি অনেক দু’আ করলেন, যা আমরা মুখস্ত রাখতে পারলাম না। তখন আমরা বললাম, (ইয়া রসূলুল্লাহ্) আপনি এমন দু’আ করলেন, যা আমরা মুখস্ত রাখতে পারলাম না। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন (ব্যাপক) বস্তুই শিক্ষা দেব যাতে এই সবই शामिल থাকবে। (আর তা হল)

“প্রভু, আমরা সেই সব বস্তু তোমার কাছে প্রার্থনা করি, যা কিছু তোমার নাবী মুহাম্মাদ (দ.)

তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং তোমার কাছে সেই সব বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি যা হতে তোমার নাবী মুহাম্মাদ (দ.) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। প্রভু, তুমিই সাহায্য স্থল, তুমিই চরম লক্ষ্য এবং তুমি ছাড়া গতি ও শক্তি নাই। আল্লাহ্ ছাড়া ভাল কাজের শক্তি নাই।” -যঈফ

৬৮৪. আমরা ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার প্রমুখাৎ এবং তাঁর পিতা তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (দ.) কে এরূপ দু'আ করতে শুনেছি,

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাসীহ দাজ্জালের ফিৎনাহ্ হতে এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের মহাসংকট হতে।” -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৬৮৫. সাঈদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ্! তুমি যে রিযিক (জীবিকা) আমাকে দান করেছ, তাতেই আমাকে তুষ্ট রাখ এবং তাতে বারাকাত দান কর এবং আমার প্রতিটি অনুপস্থিত বিষয়ক তুমি মঙ্গলের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ কর।” -যঈফ

৬৮৬. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) অধিকাংশ সময়ই এই দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ্! ইহলোকে ও পরলোকে আমাদেরকে মঙ্গল কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।” -স্বহীহ্

৬৮৭. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই এরূপ বলতেন, “হে আল্লাহ্! হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখ।” -স্বহীহ্

৬৮৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু আওফা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এরূপ দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা আসমান জুড়ে, যমীন জুড়ে তাপরে তুমি যা কিছু জুড়ে চাও তা জুড়েও। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর তুষার, শিলা ও শীতল পানি দ্বারা। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর গুনাহ্ রাশি হতে এবং আমাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কর-যেমনটি পরিস্কার করা হয় ময়লা হতে শ্বেত-গুহ্র বসনকে।” -স্বহীহ্

৬৮৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর দু'আসমূহের মধ্যে এই দু'আও ছিল, “হে আল্লাহ্! তোমার নি'আমাত অপসৃত হওয়া, তোমার দেয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তর্হিত হওয়া। তোমার আকস্মিক ধরপাকড় এবং তোমার সমূহ অসম্ভব হতে আমি তোমার আশ্রয়

প্রার্থনা করছি।” -স্বহীহ

২৮৬. অনুচ্ছেদ : ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ

৬৯০. আইশাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করতেন তখন তিনি যে কাজই রত থাকতেন তা হতে বিরত হয়ে পড়তেন, এমন কি যদি তিনি স্বলাতেও রত থাকতেন। অতঃপর সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। যদি আল্লাহ্ ঘনঘটা কাটিয়ে দিতেন তবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করতেন আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হত তবে তিনি দু'আ করতেন, “আল্লাহুম্মা স্বইয়্যিবান নাফি'আন” অর্থ : “হে আল্লাহ্! প্রবল উপকারী বৃষ্টি দাও।” -স্বহীহ

২৮৭. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর জন্য দু'আ করা

৬৯১. কায়স বলেন, আমি খাবাবের নিকট (তাঁর রোগশয্যায় তাঁকে দেখতে) যাই। আর তিনি তাঁর শরীরে গরম লোহার দ্বারা সাতটি দাগ দিয়েছিলেন। তিনি তখন বললেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) যদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে আমাদেরকে বারণ না করতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। -স্বহীহ

৬৯২. আবু মুসা (রা.) এর পুত্র তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) এই দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ্! আমার ক্রটিসমূহ, অজ্ঞতাসমূহ, আমার প্রত্যেকটি কাজে আমার বাড়াবাড়িসমূহ এবং আমার চাইতে তুমিই আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিকতর অবগত সেগুলি মাফ কর।”

“হে আল্লাহ্! আমার ক্রটিসমূহ, ইচ্ছাকৃত অপরাধ, অজ্ঞতামূলক অপরাধ, হাসিচ্ছলে কৃত অপরাধ এবং এ জাতীয় যত অপরাধ আমার রয়েছে সব মাফ করে দাও।”

“হে আল্লাহ্! আমার পূর্বকৃত, পরেকৃত, গোপনকৃত এবং প্রকাশকৃত সকল অপরাধ মার্জনা করে দাও, পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য এং তুমিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। -স্বহীহ

৬৯৪. আবু মুসা আম'আরী (রা.) নাবী (দ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এমনভাবে দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার গুনাহসমূহকে, আমার মূর্খতাকে, কাজকর্মে

আমার বাড়াবাড়িকে আমার অপরাধ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার ঠাট্টাচ্ছলে গুনাহ মাফ কর, মাফ কর বাস্তবে কৃত গুনাহ আমার মধ্যে আরও যে সব গুনাহ আছে তাও। -স্বহীহ

৬৯৪. মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমার হাত চেপে ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি বললাম, লাক্ষ্যায়েক-অধীন হাযির। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য বলে দিব না, যা তুমি তোমার প্রত্যেক স্বলাতের পর বলবে। আমি বললাম, জ্বী হ্যা। তুমি বলবে, “আল্লাহুম্মা আঈন্নী আলা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা, ওয়া-হুসনি ইবাদাতিকা”

“হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শোকর ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদাত করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।” -স্বহীহ

৬৯৫. আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে বলেন উঠল, “আল-হামদুলিল্লাহি হামদাং কাসিরান ত্বইয়্যিবান মুবারকান ফীহ্” অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যে প্রশংসা পবিত্রতা ও বারাকাত পূর্ণ।” তখন নাবী (দ.) বলে উঠলেন, এই শব্দগুলি কে উচ্চারণ করল? সে ব্যক্তি তখন চুপ হয়ে গেল এবং ভাবল যে, নাবী (দ.) এর সম্মুখে হয়তো এমন কোন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়ে থাকবে যা তাঁর মনঃপু হয় নাই। তখন তিনি পুনরায় বললেন, কে সেই ব্যক্তি সে তো ভাল বৈ কিছু বলে নাই, তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, আমিই সেই ব্যক্তি, মঙ্গলের আশায়ই আমি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছি। তখন তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই পবিত্র সত্তার কসম! আমি তেরজন মালাইকাহকে এই শব্দগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখতে পেয়েছি যাঁরা প্রতিযোগিতা করছিল, কে কার আগে তা উঠিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাবেন। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৬৯৬. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস্।” অর্থ : হে আল্লাহ! অনিষ্টকর এবং নাপাক বস্তুসমূহ হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” -স্বহীহ

৬৯৭. আইশাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় বলতেন, “গুফরানাকা” হে আল্লাহ! মাফ করে দাও।” -স্বহীহ

৬৯৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সুরাহ শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরর এই দু'আও শিক্ষা দিতেন,

“হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুন হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মাসীহ দাজ্জালের মহা সংকট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবন ও মৃত্যুর বিড়ম্বনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং কবরের মহাসংকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” -স্বহীহ

৬৯৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক রাত্রিতে আমি উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা.) এর ঘরে ছিলাম। রাত্রে রসূলুল্লাহ (দ.) ঘুম হতে উঠলেন এবং টয়লেট করতে বাইরে গেলেন। ফিরে তিনি হাত-মুখ ধুইলেন এবং আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠলেন, (পানির) মশকের নিকটে গেলেন, তার মুখ খুললেন, অতঃপর অজু করলেন, মধ্যম পর্যায়ের অজু, বেশিও নয় এবং কমও নয়। অতঃপর তিনি স্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন সময় আমি উঠলাম এবং গা-মোচড় দিলাম- কেননা, আমি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছি এ কথা রসূলুল্লাহ (দ.) যাতে টের না পান। আমিও অজু করলাম। রসূলুল্লাহ (দ.) তখনও স্বলাতে রত ছিলেন, আমিও স্বলাত আদায় করতে তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার কান ধরে আমাকে তাঁর ডানপার্শ্বে নিয়ে গেলেন। তাঁর এই স্বলাত তেরো রক'আত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হল। অতঃপর তিনি শয্যাগত হলেন, ঘুমাইলেন। এমনকি তাঁর নাক ডাকতে আরম্ভ হল। আর নাবী (দ.) যখন ঘুমাতে, তখন তাঁর নাক ডাকত। এমতাবস্থায় বিলাল (রা.) তাঁকে ফজরের স্বলাতের জন্য ডাকতে আসলেন। তিনি স্বলাত আদায় করলেন অথচ অজু করলেন না। তাঁর দু'আয় তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আমার অন্তরে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার কানে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার ডানে ও বামে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার উপরে ও নিচে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি (নূর) দান করুন এবং আমার জ্যোতিকে (নূর) বৃহদায়তন করে দিন।”

রাবী কুরায়ব বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) এর সিন্দুকে রক্ষিত লিপিতে এই সাতটিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর বংশধরদের মধ্যকার একজনের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি এগুলোর সাথে, “আস্ববী ওয়ালাহমী, ওয়াদামী, ওয়াশা'রী, বাশারী” অর্থ : এবং আমার শিরায় উপশিরায়, আমার রক্তে ও মাংসে, আমার গাত্র চুলে এবং চর্মে [জ্যোতি (নূর) দান করুন] এবং আরো দু'টি বস্তু কথা উল্লেখ করেন।” -স্বহীহ

৭০০. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন রাতে ঘুম হতে উঠতেন, তখন স্বলাত আদায় করতেন এবং স্বলাত শেষে আল্লাহ্‌র এমন প্রশংসা করতেন যার তিনি যোগ্যপাত্র। অতঃপর তাঁর দু'আর শেষ অংশ এরূপ হত,

“হে আল্লাহ! জ্যোতি দান কর আমার অন্তরে, জ্যোতি দান কর, আমার কানে ও দৃষ্টিতে দান কর আমার ডানে ও বামে, জ্যোতি দান কর আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং আমার জ্যোতি বৃদ্ধি কর।” শেষ বাক্যটি তিনবার বলতেন। -স্বহীহ্

৭০১. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) যখন মধ্য রাত্ৰিতে স্বলাতের জন্য উঠতেন তখন (দু'আরূপে) বলতেন :

“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর আলো এবং তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই কায়েম রেখেছ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর রব্ব। তুমি হক, তোমার ওয়াদা হক। তোমার সাথে যে সাক্ষাৎ হবে তা নিশ্চিত সত্য। জান্নাত-জাহান্নাম ও ক্বিয়ামাত নিশ্চিত। হে আল্লাহ! তোমারই দরবারে আমি আত্মনিবেদন করেছি। তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। তোমারই উপর আমার ভরসা। তোমারই দিকে আমি ধাবিত হই, তোমারই ভরসায় আমি সংগ্রাম করি, তোমারই উপর আমি ফায়সালার ভার অর্পণ করি। সুতরাং আমার পূর্বাপর ও গোপন প্রকাশ্য সকল গুনাহ্ মার্জনা করে দাও। তুমিই আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই।” -স্বহীহ্

৭০২. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এইরূপ দু'আ করতেন, “হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমার দ্বীন ও আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। আমার দোষ গোপন কর, আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পর্যবসিত কর। আমার সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম ও উপর দিক হতে আমার রক্ষা কর এবং আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি--নিম্ন দিক হতে আমাকে ধসিয়ে নেয়া হতে।” -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৭০৩. রিফায়া যারকী (রা.) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন পরাস্ত হয়ে পলায়ন করল তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাও, আমি আমার মহিমাম্বিত রবের মহিমা কীর্তন করব। স্বহাবীগণ তাঁর পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি এরূপ দু'আ করলেন।

“হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রসারিত করে দাও কেউ তা সংকীর্ণ করতে পারে না। তুমি যাকে দূর করে দাও কেউ তাকে নিকট করতে পারে না। তুমি যাকে নিকট করেছ কেউ তাকে দূর করতে পারে না। তুমি যা না দাও কেউ তা দিতে পারে না। আর তুমি যা দান কর, কেউ তা আটকিয়ে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার বারাকাত রাশি তোমার রহমাত তোমার ফযল (অনুগ্রহ) এবং তোমার রিয়ক প্রসারিত করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার দরবারে সেই স্থায়ী নি’আমাত প্রার্থনা করি যা পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হবে না।

হে আল্লাহ! দুঃখের দিনে তোমার নি’আমাত ও যুদ্ধের দিনে তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি। প্রভু, তুমি যা আমাকে দান করেছ, তার অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা কর, তুমি যা আমাকে দান কর নাই তার অপকার ও তার অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও।

হে আল্লাহ! ঈমান আমাদের কাছে প্রিয়তর করে দাও এবং তার সৌন্দর্যবোধ আমাদের অন্তরে দান কর, কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতা আমাদের কাছে অপ্রিয় করে দাও এবং আমাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিমরূপে মৃত্যুদান কর। মুসলিমরূপেই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ এবং সৎব্যক্তিদের সাথী আমাদেরকে বানিয়ে দাও। অপমানগ্রস্ত ও বা সংকটগ্রস্ত আমাদেরকে করো না।

হে আল্লাহ! সে কাফিরদের বিনাশ সাধন কর যারা তোমার পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তোমার রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাদের উপর আপতিত কর।

হে আল্লাহ! কাফিরদের বিনাশ সাধন কর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে (তবুও কুফরের পথই বেছে নিয়েছে) হে যথার্থ উপাস্য।”

আলী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু বিশরের সূত্রে তা শুনেছি। তিনি তার সনদও বর্ণনা করে থাকেন। আমি তা বর্ণনা করি না। -স্বহীহ্

২৮৮. অনুচ্ছেদ ৪: আপদকালীন দু’আ

৭০৪. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বিপদ-আপদকালে এই দু’আ পড়িতেন, “মহান ও পরম সহনশীল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক

এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত নাই অন্য কোন মা'বুদ।” -স্বহীহ্

৭০৫. আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরার প্রমুখাৎ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার পিতা আবু বাকরা (রা.) কে বললেন, আব্বা আমি আপনাকে ভোরে দু'আ করতে শুনি,

“হে আল্লাহ্! আমার শরীর নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার কান নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার দৃষ্টি নিরাময় রাখ। তুমি ছাড়া যে কোন উপাস্য নাই।” আপনি বিকালে তিনবার তা পাঠ করেন এবং সকালে তিনবার তা পাঠ করেন এবং আপনি আরও পাঠ করে থাকেন,

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে কুফর ও দারিদ্রতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি কবরের আযাব হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই।” তুমি ছাড়া যে অন্য কোন উপাস্য নাই। তাও আপনি বিকালে তিনবার এবং সকালে তিনবার পড়ে থাকেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ বৎস। আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে এই কথাগুলি বলতে (অর্থাৎ এরূপ দু'আ করতে) শুনেছি এবং আমি তাঁর সুনাত এর অনুকরণ করতে ভালবাসি।

তিনি আরও বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হচ্ছে, “হে আল্লাহ্! আমি তোমার রহমাতের আশা রাখি। একটি মুহর্তের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের নফসের উপর ছেড়ে দিও না। আমার সমূহ অবস্থা তুমি সহজ করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।” -স্বহীহ্

৭০৬. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বিপদ-আপদকালে বলতেন, “মহান ও পরম সহিষ্ণু আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই। নাই মহান আরশের অধিপতি ভিন্ন কোন মা'বুদ। আসমানসমূহ ও যমীনের এবং সম্মানিত আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই। হে আল্লাহ্! তার অনিষ্ট তুমি দূর করে দাও।” -স্বহীহ্

২৮৯. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার দু'আ

৭০৭. জাবির (রা.) বলেন, বিভিন্ন ব্যাপারে ইস্তিখারা করার শিক্ষা রসূলুল্লাহ্ (দ.) আমাদেরকে ঠিক তেমনভাবে দিতেন যেমন তিনি শিক্ষা দিতেন কুরআনের সূরাহসমূহ। যখন কোন ব্যক্তি কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ করতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন দু'রক'আত স্বলাত আদায় করে অতঃপর এরূপ দু'আ করে :

“হে আল্লাহ! তোমার ইলমের মধ্যে নিহিত মঙ্গল আমি প্রার্থনা করছি এবং তোমার কুদরতের প্রার্থনা করছি এবং তোমার মহান ফয়ল ও অনুগ্রহ হতে প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিমান আর আমার কোন শক্তি নাই, তুমি জ্ঞানবান আমি অজ্ঞ ও বেখবর এবং তুমি গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ আমার দ্বীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হতে (অথবা তিনি বলেছেন আমার জন্য ত্বরিতে) অথবা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক তবে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার দ্বীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হতে অথবা বলেছেন আমার জন্য ত্বরিতে অথবা শেষ পর্যন্ত তা অমঙ্গলজনক হয়, তবে তুমি তা আমার হতে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমার মঙ্গল যেখানে নিহিত থাকে, তাই আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এং আমার মনকে তাতেই সন্তুষ্ট করে দাও এবং সে যেন তার প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করে।” -স্বহীহ

৭০৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এই বিজয়ের মাসজিদে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবারে দু’আ করেন এবং বুধবারের দুই স্বলাতের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দু’আ কবুল হয়।

জাবির (রা.) বলেন, আমার যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ব্যাপারে উপস্থিত হয়েছি, তখনই আমি বুধবারের এই সময়টাতে দু’আ করেছি এবং তা কবুল হতেও প্রত্যক্ষ করেছি। -হাসান

৭০৯. আনাস (রা.) বলেন, একবার আমি নাবী (দ.) এর সহযাত্রী ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এইরূপ দু’আ করলেন, “হে আসমানসমূহ উদ্ভাবনকারী, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী সত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি।” তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, লোকটি কোন্ নামে আল্লাহকে ডাকল, জান? যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এই ব্যক্তি এমন নামেই আল্লাহকে ডেকেছে যে নামে কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। -স্বহীহ

৭১০. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, একদা আবু বাকার (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) কে বললেন, (ইয়া রসূলুল্লাহ) আমাকে এমন একটি দু’আ শিক্ষা দিন যা আমি স্বলাতে পাঠ করব, বললেন, তুমি বলবে, “হে আল্লাহ, আমি আমার নিজ আত্মার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করেছি। তুমি ছাড়া আর গুনাহ মাফ করার মত কেউ নেই। সুতরাং তোমার পক্ষ হতে আমাকে মার্জনা কর, কেননা তুমিই মার্জনাকরী এবং পরম দয়ালু।” -স্বহীহ

২৯০. অনুচ্ছেদ : শাসকের পক্ষ হতে যুলুমের ভয় হলে

৭১১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, যখন তোমাদের কারো উপর এমন শাসক নিযুক্ত থাকে যার কঠোরতা বা যুলুমের ভয় থাকে, তখন তার উচিত এরূপ দু'আ করা :

“হে সাত আসমানের প্রতিপালক! হে মহান আরশের অধিপতি! তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার সৃষ্টিসমূহের মধ্যকার অমূকের পুত্র অমূকের এবং তার বাহিনীর মোকাবিলায় যেন তাদের কেউ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি বা অবিচার করতে না পারে। তোমার প্রতিবেশী মহিমাম্বিত, তোমার প্রশংসা মহিমাম্বিত এবং তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। -স্বহীহ্

৭১২. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যদি তুমি কোন ভয় উদ্বেককারী শাসকের নিকট উপনীত হও যার কঠোরতার ভয়ে তুমি ভীত হও তবে তুমি তিনবার বলবে,

“আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির চাইতে অধিক মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশালী। আমি যার ভয়ে ভীত ও সংকিত আল্লাহ্ তাঁর চাইতেও অধিক প্রতাপান্বিত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর অমুক বান্দার অনিষ্ট হতে তার বাহিনী ও তার অনুসারী দলবলের অনিষ্ট হতে যারা জিন ও মানুষের দলভুক্ত। সেই আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই-যিনি সাত আসমানকে যমীনে উপর আপতিত হতে বারণ করে রেখেছেন, তবে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা আপতিত হতে পারে। হে আল্লাহ্! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় আমার প্রতিবেশী হও, তোমার প্রশংসা মহিমাম্বিত, তোমার প্রতিবেশী মহিমাম্বিত, তোমার নাম বারাকাতপূর্ণ এবং তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।” -স্বহীহ্

৭১৩. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তা, দুঃখ বা কষ্টে নিঃপতিত হয় অথবা শাসকের ভয়ে ভীত হয় এবং সে এইরূপ দু'আ করে, তার দু'আ কবুল হয়ে থাকে। দু'আটি হল,

“তোমারই দরবারে প্রার্থনা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি! তোমারই স্মরণে আমার ভিক্ষা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, হে সাত আসমান ও মহিমাম্বিত আরশের রব! তোমারই সমীপে আমার মিনতি হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও সাত যমীনের এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু সবকিছুরই পরোয়ারদিগা! তুমিই সর্বশক্তিমান।” -যইফ

২৯১. প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব বঞ্চিত হয়

৭১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নাবী (দ.) এর হতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মাত্রই যখন দু'আ করে। যে দু'আ পাপের বা আত্মীয়তা ছেদনের না হয়, আল্লাহ্ তাকে তিনটির যে কোন একটি প্রদান করেন (১) হয় ইহকালেই নগদ তার দু'আ কবুল করেন, (২) নতুবা তা তার পরকালের জন্য জমা করে রাখেন নতুবা (৩) অনুরূপ কোন বিপদ বা অমঙ্গল তার থেকে সরিয়ে দেন। কেউ একজন বলেন, যদি সে ব্যক্তি বেশি কিছু জন্য দু'আ করতে থাকে তবুও কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ হলেন সবার চেয়ে বেশি দানকারী। -স্বহীহ্

৭১৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি মাত্রই যখন আল্লাহ্'র দিকে মুখ করে তাকায় (কপাল ঠুকে) তাঁর কাছে বিনীত প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দান করেন হয় ইহকালে তা নগদ দান করেন, নতুবা তার পরকালের জন্য তা জমা রেখে দেন-যদি না সে তাড়াহুড়ো আরম্ভ করে দেয়। স্বাহাবাগণ আরজ করলেন যে তাড়াহুড়ো কেমন করে করবে ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, কেন সে বলবে আমি দু'আর পর দু'আ করতে থাকিলাম অথচ আমার কোন দু'আ তো কবুল হতে দেখলাম না। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

২৯২. অনুচ্ছেদ : দু'আর ফাযীলাত

৭১৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বললেন, “আল্লাহ্'র নিকট দু'আর চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই হয় না।” -হাসান

৭১৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী (দ.) বলেছেন, “দু'আ হলো সবচাইতে সম্মানিত ইবাদাত।” -যইফ

৭১৮. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (দ.) বলেন, “নিঃসন্দেহে দু'আই হলো ইবাদাত।” অতঃপর তিনি (কুরআনের আয়াত) আবৃত্তি করলেন, “উদ-উনী আস্তাজিব লাকুম” অর্থ : আমার কাছে দু'আ কর। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব।” -সূরাহ্ নিসা (৪), ৬০। -যইফ

৭১৯. আইশাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম ইবাদাত কি?

তিনি বললেন, মানুষের নিজের জন্য কৃত দু'আ। -যইফ

৭২০. মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি একদা আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে নাবী (দ.) এর খেদমাতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, আবু বাকার নিঃসন্দেহে শিরক (আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো) পিপীলিকার পদচারণা হতেও সুক্ষ্মভাবে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তখন আবু বাকার (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ'র সাথে অপর কোন সত্তাকে উপাস্য মনে করা ছাড়াও অন্য কোন রকমের শিরকও (আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো) আছে নাকি? তখন নাবী (দ.) বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, শিরক (আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো) পিপীলিকার পদচারণা হতেও সুক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিব না যা তুমি বললে শিরকের অল্প ও বেশি সবই দূরীভূত হয়ে যাবে? নাবী (দ.) বললেন, তুমি বলবে,

“হে আল্লাহ! জ্ঞাতসারে তোমার সাথে শিরক (আল্লাহ'র অধিকার ভাগ বসানো) করা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা হতেও তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। -স্বহীহ্

২৯৩. অনুচ্ছেদ : তুফানের সময় পাঠ করার দু'আ

৭২১. আনাস (রা.) বলেন, যখন জোরে তুফান বয় তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বলতেন, “হে আল্লাহ! তার সাথে যে মঙ্গল তুমি প্রেরণ করেছ তা তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এবং তার সাথে যে অমঙ্গল তুমি প্রেরণ করেছ, তা হতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” -স্বহীহ্

৭২২. সালামাহ্ হতে বর্ণিত আছে, যখন হাওয়া জোরে বইত তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বলতেন, “আল্লাহুমা লা-ক্বিহান লা-আক্বীমা” অর্থ : “হে আল্লাহ! তাকে ফলবতী কর, বন্ধা (প্রতিপন্ন) করো না।” -স্বহীহ্

২৯৪. অনুচ্ছেদ : বায়ুকে গালি দিবে না

৭২৩. উবাই (রা.) বলেন, বায়ুকে গালি দিবে না যখন তোমরা অবাঞ্ছিত হাওয়া দেখবে তখন বলবে, “হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে এই হাওয়ার মধ্যে নিহিত এবং তার সাথে প্রেরিত মঙ্গল রাশির প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই বায়ুর মধ্যে নিহিত এবং তার

সাথে প্রেরিত অনিষ্টসমূহ হতে।” -স্বহীহ্

৭২৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, হাওয়া এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র রহমাতের অংশ। তা রহমাত এবং আযাব নিয়ে আবির্ভূত হয়। সুতরাং তাকে গালি দিও না বরং তার মঙ্গলসমূহ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর এবং তার অমঙ্গলসমূহ হতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। -স্বহীহ্

২৯৫. অনুচ্ছেদ : বজ্রধ্বনির সময় দু'আ

৭২৫. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার প্রমখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে তখন বলতেন, “হে আল্লাহ্! তোমার মেঘ নিনাদের দ্বারা আমাদেরকে বধ করো না এবং তোমার আযাবের দ্বারা আমাদের ধ্বংস সাধন করো না এবং তার পূর্বেই স্বাচ্ছন্দে আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও।” -যইফ

২৯৬. অনুচ্ছেদ : যখন বজ্রধ্বনি শুনবে

৭২৬. ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেতেন তখন তিনি বলতেন, “সুবহানাল্লাযী সাব্বাহাত” অর্থ : পবিত্র সেই সত্তা যার পবিত্রতা বজ্রধ্বনি ঘোষণা করল। তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে ঠিক তেমনি হাঁকিয়ে নিয়ে যান যেমন রাখাল তার ছাগ পালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। -হাসান

৭২৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়র (রা.) এর পুত্র আমির বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়র (রা.) যখন বজ্রধ্বনি শুনতে পেতেন, তখন কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে বলতেন।

“পবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যারা পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করে এবং মালাইকাহ্‌রা (ফেরেশতা) যাহর ভয়ে অস্থির থাকেন।” -সুরাহ্ র'দ (১৩), ১৩। -স্বহীহ্

২৯৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে

৭২৮. আওসাত ইবনু ইসমাইল (রা.) বলেন, আমি আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) কে নাবী (দ.) এর ওফাতের পর বলতে শুনেছি-নাবী (দ.) হিজরতের প্রথম বৎসর আমার এই স্থানে দণ্ডায়মান হন-

এ কথা বলে আবু বাকার (রা.) অঝোরে কাঁদতে থাকেন। অতঃপর বলেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়ে থাকবে। কেননা তা পৃণ্যের সাথে এবং এই দু'টিই জান্নাতে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবন প্রার্থনা করবে, কেননা, নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই হলো ঈমানের পর সবচাইতে উত্তম বস্তু এবং তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্চ্ছেদ করবে না, একে অপরের পিছনে লেগে যেও না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ভাই ভাই হয়ে যাও। -স্বহীহ

৭২৯. মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত, আছে যে, একদা নাবী (দ.) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন সে ব্যক্তি তখন বলছিলেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা তামামান-না'মাহ্” অর্থ : হে আল্লাহ্‌! তোমার নি'আমাতের পরিপূর্ণতা আমি তোমার দরবারে চাই।” তিনি বললেন, নি'আমাতের পরিপূর্ণতা কি জানো? সে ব্যক্তি বলল, নি'আমাতের পরিপূর্ণতা হলো জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ। অতঃপর তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর সে ব্যক্তি বলছিল-হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার দরবারে ধৈর্য্য (ধারণের তাওফীক) চাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি তোমার রবের দরবারে বিপদ চাচ্ছ (বরং) নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই চাও। তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যে বলছিল, “ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম” অর্থ : “হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি” (আল্লাহ্‌) তিনি বললেন, এখনই চাও। -যইফ

৭৩০. আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রা.) বলেন, আমি একদা রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) কে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যা আমি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করব। তখন তিনি বললেন, হে আব্বাস! আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন। অতঃপর আমি কিছুক্ষণ বিলম্ব করে পুনরায় তাঁর দরবারে গিয়া বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যা আমি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করব! তখন তিনি বললেন, হে আব্বাস, আল্লাহ্‌র রসূল (দ.) এর চাচা! আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন। -স্বহীহ লি-গইরিহী

২৯৮. পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়

৭৩১. আনাস (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে বা অবস্থায়ই দু'আ করল, “হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে সম্পদ দান করনি যে আমি দান করব। অতএব তুমি আমাকে বিপদ

দিয়ে পরীক্ষা কর অথবা সে ব্যক্তি বলেছিল, যাতে সাওয়াব হবে। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, “সুবহানাল্লাহ্! তা তোমার সামর্থের বাইরে! তুমি বল না কেন, “হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ার মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।” -স্বহীহ্

৭৩২. আনাস (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (দ) রোগ জর্জরিত এমন এক ব্যক্তিকে রোগ শয্যায় তাকে দেখতে গেলেন যার অবস্থা ছিল ছু-মারা মুরগীর ছানার ন্যায় (অত্যন্ত কাহিল)। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাকে বললেন, ওহে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা কর অথবা তিনি বললেন, তার কাছ প্রার্থনা কর। তখন সে ব্যক্তি বলতে লাগল, “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে পরকালে যে শাস্তি প্রদান করবে, তা এ দুনিয়াতেই আমাকে দিয়ে দাও! তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তুমি তা সহ্য করতে পারবে না অথবা তিনি বললেন, তা সহ্য করার শক্তি তোমাদের নেই। তুমি বল না কেন,

“হে আল্লাহ্! আমাকে মঙ্গল দান কর, ইহকালে এবং মঙ্গল দান কর পরকালে এবং জাহান্নামের আযাব হতে আমাকে রক্ষা কর।”

অতঃপর তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং আল্লাহ্ তাহাকে নিরাময় করে দিলেন। -স্বহীহ্

২৯৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চরম পরীক্ষা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে

৭৩৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, লোকে দু'আ করে, প্রভু, চরম পরীক্ষা (সঙ্কট) হতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি, অতঃপর সে ক্ষান্ত দেয়। যে যখন এরূপ দু'আ করবে তখন তার এটাও বলা উচিত, তবে সেই পরীক্ষায় উন্নতি নিহিত রয়েছে তা ব্যতীত। -স্বহীহ্

৭৩৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) চরম পরীক্ষা অলক্ষুণে পাওয়া, শত্রুদের বিদ্রোহ এবং ভাগ্য বিপর্যয় হতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। -স্বহীহ্

৩০০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে

৭৩৫. আবু নাওফিল ইবনু আবু আকরাব বলেন, তাঁর পিতা নাবী (দ.) কে স্বওম (রোজা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, তিনি প্রতি মাসে একদিন স্বওম (রোজা) রাখবে। তার

পিতা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন! আমাকে বাড়িয়ে দিন! যাও, মাসেদুই দিন স্বওম (রোজা) রেখো। আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন, কেননা, আমার সামর্থ্য আছে। তখন তিনি বললেন, আমার সামর্থ্য আছে। আমার সামর্থ্য আছে। আমি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন, যাতে আমার ধারণা হল যে, তিনি বুঝি আমাকে আর বেশি অনুমতি দিবেন না। অতঃপর বললেন, আচ্ছা যাও, প্রতি মাসে তিনটি করে স্বওম (রোজা) রেখো। -স্বহীহ্

৩০১. অনুচ্ছেদ :

৭৩৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (দ.) এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উত্থিত হল। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো তা কি? তা হল ঐ সব ব্যক্তির বায়ু যারা মু'মিনের গীবত (অসাক্ষাতে নিন্দা) করে থাকে। -হাসান লি-গইরিহী

৭৩৭. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) এর যুগে একবার দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, মুনাফিকদের মধ্যকার কিছু লোক মু'মিনদের মধ্যকার কিছু লোকের গীবত করে। এজন্যই এই বায়ু প্রেরিত হয়েছে। -হাসান

৭৩৮. ইবনু উম্মে আব্দ ব বলেন, যার নিকট কোন মু'মিনের গীবত করা হল, আর যে তার (অর্থাৎ সেই অনুপস্থিত মু'মিনের) সাহায্য করল আল্লাহ্ তাহ তাহকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। আর যার কাছে কোন মু'মিনের গীবত করা হল আর সে তার সাহায্য করল না। (অর্থাৎ তার পক্ষ সমর্থন করে গীবতকারীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল না) আল্লাহ তাহ তাহকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তার মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাবেন। মু'মিনের গীবতের চেয়ে মন্দ গ্রাস আর কেউই গ্রহণ করে না-যদি সে তার সম্পর্কে তার জানা সত্য কথাই বর্ণনা করল তবে সে তার গীবত করল। আর যদি সে এমন কথা বলল যা তার জানা নেই, তবে সে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটাল। -স্বহীহ্

৩০২. অনুচ্ছেদ : গীবত, আল্লাহ তা'আলার বাণী, “তোমরা একে অপরের গীবত করবে না”

৭৩৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে ছিলাম। তিনি

এমন দু'টি কবরের পার্শ্বে উপনীত হলেন যেগুলোর অধিবাসীদ্বয় আযাবে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, এই ব্যক্তিদ্বয় কোন গুরুতর ব্যাপারে শাস্তি ভোগ করছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যকার একজন লোকের গীবত করে ফিরত আর অপর ব্যক্তিটি পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। তখন তিনি তাজা একটি খেজুর শাখা বা দু'টি খেজুর শাখা আনতে বললেন এবং এইগুলোকে ভেঙ্গে তার কবরের উপরে গাঁথে দিতে বললেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডাল দু'টি তাজা থাকবে অথবা বললেন, ঐগুলো শুকিয়ে যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হাক্কা করে দেয়া হবে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৭৪০. কায়স বর্ণনা করেন যে, আমার ইবনুল 'আস (রা.) তার কতিপর সঙ্গী-সাথীদের ভ্রমণ করছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যা ফুলে উঠেছিল। তখন তিনি বললেন, কসম আল্লাহ'র কোন ব্যক্তি যদি পেট পুরেও তা খায়, তবুও তা কোন মুসলিমের গোশত খাওয়ার চেয়ে উত্তম। -স্বহীহ

৩০৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গীবত

৭৪১. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, মাইয ইবনু মালিক আসলামী নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নাবী (দ.) চতুর্থবার তাকে (ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) প্রস্তরাঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন। অতঃপর নাবী (দ.) তাঁর কতিপর স্বহাবী তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদের মধ্যকার একজন বলে উঠলেন, এই বিশ্বাসঘাতকটা কয়েকবারই নাবী (দ.) এর দরবারে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকবারই রসূলুল্লাহ (দ.) তাকে ফিরে যেতে বলেন, অতঃপর যেভাবে কুকুর হত্যা করা হয়, তেমনি তাকে হত্যা করা হয়।

নাবী (দ.) তাদের কথা শুনে মৌনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর একটি মৃত গাধার পাশ দিয়ে যখন তারা অতিক্রম করছিলেন এবং গাধাটি ফুলে যাওয়ায় তার পাগুলি উপরের দিকে উঠে রয়েছে তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমরা দু'জনে তা খাও। তারা বললেন, গাধার মৃত দেহ খেতে বলছেন ইয়া রসূলুল্লাহ! বললেন কেন, তোমাদের ভাইয়ের সম্মানহানির মাধ্যমে ইতিপূর্বে তোমরা যা অর্জন করেছে, তা তার তুলনায় কত বেশি গর্হিত। মুহাম্মাদ (দ.) এর প্রাণ যাঁর হাতে সে পবিত্র সত্তার শপথ - সে এখন জান্নাতের ঋণাসমূহের মধ্যকার একটি ঋণাতে (স্বাচ্ছন্দ্যে) সাঁতার কাটছে। -যঈফ

৩০৪. অনুচ্ছেদ : পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বারাকাতের দু'আ করা

৭৪২. ওবাদা ইবনু স্বমিত (রা.) এর পৌত্র উবাদা ইবনু ওয়ালী বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার সাথে একদিন বের হলাম। আমি তখন যুবক। এমন সময় এক প্রবীণ ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। (তার গায়ে একখানা দামী চাদর ও একখানা কম্বল এবং তার ভৃত্যের গায়েও অনুরূপ একখানা দামী চাদর ও কম্বল জড়ানো ছিল)

আমি বললাম, চাচা আপনি তো আপনার কম্বলখানা আপনার ভৃত্যকে দিয়ে আপনি তার এই চাদরখানাসহ দু'টি চাদরই গায়ে দিতে পারতেন, এমনটি করতে আপনাকে কিসে বারণ করল? উক্ত প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, এ বুঝি আপনার পুত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন, আল্লাহ্ তোমাকে বারাকাত দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি-তোমরা যা খাতে তাঁদেরকেও (ভৃত্যদেরকেও) তাই খেতে দিবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দিবে। হে ভাতিজা, দুনিয়ার সামগ্রী যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও আখিরাতের সামান্য ক্ষতির চাইতে তা বরণ করে নেয়াই আমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। আমি বললাম আব্বা এই ব্যক্তি কে? বললেন, আবুল ইসর ইবনু আমর [কা'ব (রা.)]। -স্বহীহ্

৩০৫. অনুচ্ছেদ : মুসলিমদের মধ্যে একের মালের উপর অপরর আবদার খাটানো

৭৪৩. মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ বলেন, আমি পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণের (স্বহাবাগণের) যুগ দেখেছি। তারা এক এক ঘরে কয়েকজন করে স্বপরিবারে বসবাস করতেন। অনেক সময় এমনও হত যে, কোন এক পরিবারের হয়ত চুলায় চড়ানো ডেগটি রয়েছে। মেহমানওয়ালা ঘরের মালিক তখন তার মেহমানের জন্য সেই চুলার উপরে বসানো ডেগটি (সদ্যপ্রস্তুত খাবারসহ) উঠিয়ে নিয়ে যেত আর ডেগটিওয়ালা এসে দেখত যে, তার ডেগটি উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন সে বলত, আমার ডেগটি আবার কে উঠিয়ে নিয়ে গেল? মেহমানওয়ালা বলত, আমরা আমাদের মেহমানের জন্য তা নিয়ে গিয়েছি। তখন ডেগটিওয়ালা বলত, আল্লাহ্ তাতে তোমাদের জন্য বারাকাত দিন বা অনুরূপ কিছু একটা। রাবী বাকিয়া বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ বলতেন, সদ্য প্রস্তুত রুটির ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটত এবং এই দুই পরিবারের মধ্যে নল খাগড়ার বেড়া ছাড়া অন্য কোন আড়াল থাকত

না। বাকিয়া বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ও তাঁর সাথীদের এমনটি প্রত্যক্ষ করেছি। -স্বহীহ্

৩০৬. অনুচ্ছেদ : নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা

৭৪৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে (মেহমানরূপে) উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে তার সহধর্মিণীগণের নিকট (খাবারের) জন্য পাঠালেন। তারা জানালেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া খাওয়ার মত কিছুই নাই তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) (সমবেত স্বহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, কে তাকে মেহমানরূপে গ্রহণ করবে? তখন আনসারদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলেন, আমি আছি। তখন তিনি তাকে নিয়া তার স্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ওহে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তিনি জবাব দিলেন, ছেলেমেয়ের রাতের খাবার ছাড়া ঘরে যে আর কিছুই নাই। তিনি বললেন, খাবার প্রস্তুত করবে, বাতি ঠিক রাখবে এ ছেলেমেয়েরা যখন রাতে খাবার খেতে চাইবে তখন কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়ে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে। মহিলাটি (স্বামীর কথামত) খাবার প্রস্তুত করলেন, বাতি ঠিক করলেন এবং তার শিশু-সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন এবং অন্ধকারে তারাও খাচ্ছেন এটা বোঝানোর জন্য বাতি (অর্থাৎ তার শলতে) ঠিক করার ছুতায় তা নিভাইয়া দিলেন অথচ প্রকৃতপক্ষে রাতে তারা উপবাসেই কাটিয়েছিলেন। অতঃপর যখন ভোরে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর দরবারে গেলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (গতরাতের) কার্যকলাপে হেসেছেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত পছন্দ করেছেন) এবং আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

“এবং তারা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও বা নিজেরা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যারা স্বভাবজাত লোভ-লালসা ও কামনা হতে রক্ষা পেয়েছে, তারাই সফলকাম।” -সূরাহ্ হাশ্বর (৫৯), ৯। -স্বহীহ্

৩০৭. অনুচ্ছেদ : মেহমানের অতিথ্যতা

৭৪৫. আবু হুরাইহ্ আদাবী (রা) বনে, আমার এই দু'টি কান শুনেছে, আমার এই দু'টি চোখ দেখেছে যা রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তার উচিত তার প্রতিবেশীকে সম্মান করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রতি এবং পুনরুত্থান দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার উচিত তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তার প্রাপ্য বিশেষ আতিথ্যের মাধ্যমে। কেউ একজন বলে উঠল, তার বিশেষ আতিথ্য কি ইয়া

রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, একদিন একরাত। এমনিতে মেহমানদারী তিনদিন। তার অধিক যা হবে, তা হবে স্বদাকাস্বরূপ। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পুনরুত্থান দিনের প্রতি বিশ্বাসী তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ করে থাকা। -স্বহীহ্

৩০৮. অনুচ্ছেদ : আতিথ্য তিনদিন

৭৪৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, মেহমানদারী তিনদিন। এর অধিক হলে তা স্বদাকা বলে গণ্য হবে। -স্বহীহ্

৩০৯. অনুচ্ছেদ : মেহমান মেজবানের অসুবিধা করে থাকবে না

৭৪৭. আবু শুরাইহ্ কা'বী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পুনরুত্থান দিনের প্রতি বিশ্বাসী তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা মৌনতা অবলম্বন করা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পুনরুত্থান দিনে বিশ্বাসী তার উচিত তার মেহমানকে সম্মান করা। তার বিশেষ আতিথ্য হলো একদিন একরাত্রি। আর সাধারণ আতিথ্য হলো তিনদিন পর্যন্ত। তার উপরে যা হতে তা স্বদাকা বলে গণ্য হবে। আর মেহমানের পক্ষে উচিত হতে না মেহমানের বাড়িতে এত বেশি অবস্থান করা যাতে সে অসুবিধা বোধ করে। -স্বহীহ্

৩১০. অনুচ্ছেদ : মেহমানের বাড়িতে মেহমানের ভোর

৭৪৮. মিকদাম আবু কারীমা সামী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, রাত্রিবেলায় আগন্তুক মেহমানকে আপ্যায়িত করা প্রত্যেকটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর যদি তারই নিকট মেহমানের ভোর হয় (অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত যদি মেহমান সেখানে অবস্থান করে) তবে তখনকার মেহমানদারীও মেজবানের উপর মেহমানের পাওনা স্বরূপ। এখন ইচ্ছা করলে সে এই পাওনা শোধও করতে পারে, ইচ্ছা করলে তা ছেড়েও দিতে পারে। -স্বহীহ্

৩১১. অনুচ্ছেদ : বঞ্চিত অতিথি

৭৪৯. উকবা ইবনু আমির (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে এমন অনেক সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রেরণ করেন যেখানকার লোকজন আমাদের মেহমানদারী

করে না, এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? (অর্থাৎ তখন আমরা কি করব?) তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে উঠ এবং তারা মেহমানের জন্য যা শোভনীয় তা প্রদান করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের উপর মেহমানের যা পাওনা তা তাদের নিকট হতে আদায় করে নিতে পার। -স্বহীহ্

৩১২. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সেবায় মেযবান

৭৫০. সাহল ইবনু সা'দ বলেন, আবু উসাইদ সাঈদী (রা.) তাঁর বিবাহ বাসরে নাবী (দ.) কে দাওয়াত করেন। তার নববিবাহিতা বধু সেইদিন পর্যন্ত তার পরিচারিকা ছিলেন। তিনি বলেন, জানেন রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর জন্য সেদিন আমি কি পরিবেশন করেছিলাম? রাত্রিবেলা আমি তাঁর জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। (তাই আমি তাঁর জন্য পরিবেশন করি।) -স্বহীহ্

৩১৩. অনুচ্ছেদ : মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়ে নিজে স্বলাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া

৭৫১. নু'আয়ম ইবনু কা'নাব বলেন, আমি আবু যারের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ঘরে পেলাম না। আমি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যার কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, কোন কাজে বাইরে গিয়েছেন, এখনই হত এসে পড়বেন। সুতরাং আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। এমন সময় তিনি আসলেন। সঙ্গে তাঁর দু'টি উট, একটি পিছনে আরেকটি বাঁধা, প্রত্যেকটির ঘাড়ে একটি করে মশক ঝুলছিল। তিনি প্রথমে এগুলো নামালেন তারপরে এলেন। আমি বললাম, আবু যার যাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করি তাঁদের মধ্যে আপনার চাইতে প্রিয়তর আর আমার কাছে কেউ নাই, আবার এ ধরনের লোকদের মধ্যে আপনার থেকে অপ্রিয়ও আমার কাছে আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক। তিনি বললেন, এই পরস্পর বিরোধী দু'টি কথা একত্র হল কেমন করে তা বলুন! আমি জাহেলিয়াতের (অন্ধকার) যুগে একটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছি। আমার ভয় হয় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলেই আপনি বলবেন, তোমার তাওবাহ্ বা নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থাই নাই। আবার এই আশাও মনে জাগে, হয়তবা বা আপনি বলবেন, তোমার তাওবাহ্ ও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা আছে। তিনি বললেন, তুমি এটি জাহেলিয়াতের (অন্ধকার) যুগে করেছিলে না? আমি বললাম জী-হ্যাঁ! তিনি বললেন, অতীতের গুনাহসমূহ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন। খাবার নিয়ে এসো। মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি পুনরায় তাঁকে এই আদেশ করলেন আর মহিলাটিও পুনরায়

অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি পুনরায় তাঁকে এই আদেশ করলেন আর মহিলাটিও পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এমন কি বাদানুবাদে স্বর উচ্চ মাত্রায় উঠল। তিনি বললেন, ওহে তোমরা তো রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কথার ধার-ধারেও না। আমি বললাম রসূলুল্লাহ্ (দ.), তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন? রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, নারী জাতি হলো পাঁজরের বাঁকা হাড়। তুমি যদি উপড়ে সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি (তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে) তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে যাও তবে তা তাদের মধ্যে বক্রতা ও কোমলতা দু'টিই আছে। (একথা শুনে) মহিলাটি চলে গেলেন এবং সারীদ (ঝোলের মধ্যে প্রদত্ত রুটি) নিয়ে বিড়ালের মত চুপিসারে ফিরে এলেন। তখন আবু যার (রা.) আমাকে বললেন, তুমি খাও, আমার কথা ভেবনা। আমি স্বওম (রোজা) আছি। অতঃপর তিনি স্বলাত পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে রুকু (সিজদা) করলেন। অতঃপর স্বলাত শেষে তিনি এসে খাওয়া আরম্ভ করলেন। আমি বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহ্! আমি তো কোন দিন এরূপ আশা করিনি যে, আপনি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবেন। তিনি বললেন, তোমার পিতা আমার জন্য কুরবান হোক, তুমি সাক্ষাৎ করা অবধি তোমার সাথে একটা মিথ্যা কথাও বলিনি। আমি বললাম, কেন আপনি কি বলেননি যে, আপনি স্বওম (রোজা) আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি এই মাসের তিনদিন স্বওম (রোজা) রেখেছি সুতরাং পূর্ণ মাসের সাওয়াব আমার জন্য হয়ে গিয়েছে এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে খাবার-দাবার আমার জন্য লিপিবদ্ধ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। (তাই মেহমানের খাতিরে নফল রোজা ভেঙ্গেই খেতে বসেছি।) -হাসান

৩১৪. অনুচ্ছেদ : নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা

৭৫২. সাওবান (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) হলো তা যা কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে তার সাথীদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে তার বাহন জন্তুর জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে। হাসিসের এক পর্যায়ে রাবী আবু কিলাবা বলেন, এখানে পরিবার-পরিজন হতে শুরু করেছেন। এবং সেই ব্যক্তি হতে বড় সাওয়াব আর কে পাইতে পারে যে ব্যক্তি তার পরিবারের স্বল্পবয়স্কদের জন্য ব্যয় করে যাবত না আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেন। -স্বহীহ

৭৫৩. আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূণ্য লাভের আশায় ও নিয়ত যা তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে তা তার জন্য স্বদাকা স্বরূপ। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৭৫৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির জাবিরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার কাছে একটা দীনার আছে। তিনি বলেছেন, তা তুমি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলল, আমার কাছে অপর একটি মুদ্রা রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, তবে তুমি তা তোমার খাদেমের (ভৃত্যের) জন্য ব্যয় কর অথবা তিনি তার ছেলে-মেয়ের কথাও বলে থাকতে পারেন। সে ব্যক্তি বলল, আমার কাছে আরো একটি আছে। বললেন, তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দাও। আর তা হলো সর্ব নিকৃষ্ট (অর্থাৎ উপরের খাতসমূহ হতে এই খাতের সাওয়াব কম হবে।) -স্বহীহু লি-গইরিহী

৭৫৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, চারটি দীনারের একটি তুমি কোন নিঃস্বকে দান করেছ, একটি দ্বারা দাস মুক্ত করেছ, একটি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছ এবং একটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ। তন্মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ তাই সর্বোত্তম। -স্বহীহু

৩১৫. অনুচ্ছেদ : সর্বব্যাপারেই সাওয়াব আছে এমন কি স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া গ্রাসেও

৭৫৬. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, হে সা'দ! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তুমি যাই ব্যয় কর তাতেই তোমার সাওয়াব হয়ে থাকে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলে দাও তাতেও। -স্বহীহু

৩১৬. অনুচ্ছেদ : রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ

৭৫৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আমাদের মহামহিমাম্বিত রব প্রত্যেক রাতেই রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে পৃথিবীর আকাশে আবির্ভূত হন। অতঃপর বলেন, আছো এমন কেউ যে আমার কাছে দু'আ করবে আর আমি তার দু'আ কবুল করব। যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা পূরণ করব। যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব। -স্বহীহু

৩১৭. অনুচ্ছেদ : নিন্দার উদ্দেশ্যে নয় পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাউকেও নিখো, বেঁটে বা লাম্বু প্রভৃতি বলা

৭৫৮. আবু রেহেম (রা.) বলেন, আর তিনি ছিলেন বৃক্ষতলে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর হাতে যাঁরা বায়'আত হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম। আমি তাবুকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সঙ্গে অংশগ্রহণ

করি। একরাতে আমার পাহারার পালা ছিল এবং আমি তাঁর একেবারে নিকটেই পড়ি (অর্থাৎ আমার ডিউটি একেবারে নাবী (দ.) এর পাশেই পড়ে)। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি অনেক কষ্টে জাগ্রত থাকতে লাগলাম। আমার সাওয়ারী একেবারে তাঁর সাওয়ারীর কাছে এসে পড়ে। আমার ভয় হচ্ছিল কখন যেন আমার সাওয়ারী আরও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে এবং তাঁর কদম মুবারক আমার সাওয়ারীর ধাক্কায় তাঁর রেকাবীতে স্পর্শ করায় তিনি ব্যথা পান। তাই আমি আমার সাওয়ারীকে একটু পিছনে সরিয়ে রাখছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তন্দ্রায় আমার চোখ বুঁজে আসল এবং আমার সাওয়ারী তাঁর সাওয়ারীকে স্পর্শ করল। রসূলুল্লাহ (দ.) এর পা তখন সাওয়ারীর রেকাবীতেই ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পা আমার সাওয়ারীর ধাক্কায় লেগেই গেল। রসূলুল্লাহ (দ.) আমার সাওয়ারীকে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে হুশ বলে না উঠা পর্যন্ত আমার তন্দ্রা ভাঙল না। তন্দ্রা ভাঙতেই আমি বলে উঠলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার জন্য ইস্তিগফার করুন। (মাফ করুন স্থলে এখানে আল্লাহ'র দরবারে মাফ চান ব্যবহৃত হয়েছে) রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, সামলে চল (ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই)। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, বনী গিফার গোত্রের কে যে পিছনে রয়ে গেল? (যুদ্ধ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হয় নাই।) তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে গৌরবর্ণ লম্বাকৃতি আর যাদের কেবল চোয়ালের মধ্যে সামান্য দাঁড়ি রয়েছে তারা কি করেছে? (অর্থাৎ তারা আমাদের সঙ্গী হয়েছে কি'না!) তারা যে আমাদের সঙ্গে আসে নাই আমি তাই তাঁকে জানালাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আর ঐ যে নিখোঁ বেঁটে দেখতে লোকগুলো তারা কি করল? আমি যাদের বাহন পশুগুলি শকবা শদাহ পানির উৎসে আছে? আমি গিফার গোত্রের মধ্যে আমার স্মৃতির চোখ বুলাতে লাগলাম কিন্তু সেই গোত্রের তেমন কেউ আছে বলে আমার স্মরণ হল না। অবশেষে আমার স্মরণ হল যে, ও-হ ওরা তো আসলাম গোত্রের লোক! তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, যখন আসতে পারে নাই তখন তাদের উটনীর উপর আল্লাহ'র রাস্তায় বাহির হতে আত্মহী কোন যুবককে আরোহণ করে কেন পাঠাল না? কেননা এ কথাটি চিন্তা করতে আমার ভীষণ কষ্ট হয় যে, কুরায়শ বংশীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, গিফার গোত্রের লোকজন বা আসলাম গোত্রের কেউ যুদ্ধ যাত্রাকালে পিছনে পড়ে থাকবে! -যঈফ

৭৫৯. আইশাহ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হতে অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, গোত্রের মন্দ লোকটি দেখছি। অতঃপর সে যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন তিনি তার সাথে হাশি-খুশি চেহারায় কথা-বার্তা বললেন। তখন আমি বললাম, এ কি? (মুখে বললেন, লোকটি খারাপ অথচ তার সাথে মিশলেন প্রাণ খুলে এর অর্থ কী?) তিনি বললেন, আল্লাহ অশ্লীল ভাষীকে এবং লজ্জাহীনকে পছন্দ করেন না। -স্বহীহ

৭৬০. আইশাহ্ (রা.) বলেন, জুমু'আর রাতে (অর্থাৎ মুযদালিফায় অবস্থান করা কালে) (নাবী (দ.) এর স্ত্রী) সাওদাহ্ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন আর তিনি ছিলেন স্থূলদেহী মহিলা। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। -স্বহীহ্

৩১৮. অনুচ্ছেদ : ঘটনা বা উপমা বর্ণনা করা দোষের নয়

৭৬১. ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) যখন জি'রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বণ্টন করেন তখন সেখানে অনেক লোক ভিড় করে। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, আল্লাহ্'র কোন এক বান্দাকে আল্লাহ্ কোন এক সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তাঁকে (মারপিট করল) যখম করে দিল। সে তখন তাঁর কপাল হতে রক্ত মুচ্ছিল আর মুখে বলছিল, হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে মার্জনা কর। কেননা, তারা অজ্ঞ। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, আমি যেন দিব্যি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি সেই কপাল মোছায় রত ব্যক্তিটির কাহিনী বর্ণনা করছেন। -হাসান

৩১৯. অনুচ্ছেদ : যে মুসলিম দোষ গোপন করে

৭৬২. আবু হায়সাম বর্ণনা করেন যে, একদা কিছু সংখ্যক লোক উক্বা ইবনু আমির (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ্যপান করে এবং মন্দ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, আমরা কি শাসকের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব? তিনি বললেন, না, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ দেখতে পাইল এবং তাকে গোপন করল সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কবল হতে তুলে তাকে জীবন দান করল। -হাসান লি-গইরিহী

৩২০. অনুচ্ছেদ : লোক ধ্বংস হয়েছে বলা

৭৬৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনবে লোক তো বরবাদ হয়ে গিয়েছে তখন বুঝবে সেই সর্বাধিক বরবাদ হয়েছে। -স্বহীহ্

৩২১. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকদের নেতা বলবে না

৭৬৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু বোরাযদা তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন,

মুনাফিককে নেতা বলো না, কেননা সে যদি সত্যি-সত্যিই তোমাদের নেতা হয়ে থাকে তা হলে তোমরা তোমাদের মহিমাম্বিত রব কে অসম্ভুষ্ট করেছ। -স্বহীহ্

৩২২. অনুচ্ছেদ : অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কি বলবে

৭৬৫. আদী ইবনু আরতাহ বলেন, নাবী (দ.) এর কোন স্বহাবীর যখন প্রশংসা বর্ণনা করা হত তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! তারা যা বলে তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করো না এবং তারা যে ব্যাপারে জ্ঞাত নয় সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করো। -স্বহীহ্

৭৬৬. আবু কিলাবা বলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ আবু মাসউদকে বললেন অথবা ইবনু মাসউদ আবু আবু আব্দুল্লাহ্কে বললেন, (রাবীর সন্দেহ) আন্দাজ অনুমান সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে কি বলতে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি বলেছেন, লোকের কি মন্দ বাহনই না এই আন্দাজ অনুমানটা। -স্বহীহ্

৭৬৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমির স্বহাবী আবু মাসউদকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু মাসউদ! লোকে ধারণা করেছি (জাতীয় কথা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে আপনি কি বলতে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি তা লোকের কি মন্দ বাহন এবং তাকে আরো বলতে শুনেছি, মু'মিনকে অভিসম্পাত দেয়া তাকে হত্যার সমতুল্য। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৩২৩. অনুচ্ছেদ : অথানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন বলবে

৭৬৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার অজ্ঞাত ব্যাপার সম্পর্কে (কিছু বলে) বলবে না আল্লাহ্ তা জানেন। অথচ আল্লাহ্'র জ্ঞানে অন্য রূপ আছে। সে যেন আল্লাহ্ যা নিজে জানেন না তাই তাকে জানাচ্ছে। আল্লাহ্'র কাছে তা মারাত্মক ব্যাপার। -স্বহীহ্

৩২৪. অনুচ্ছেদ : রংধনু

৭৬৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন , ছায়াপথ হলো আসমানের দরজাসমূহের মধ্যকার এশটি দরজা আর রংধনু হলো নূহ্ (আ.) এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর অভয়ের প্রতীক। -যঈফ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : ছায়াপথ

৭৭০. আবু তুফাইল বলেন, ইবনুল কোওয়া আলী (রা.) কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, তা হলো আকাশের দরজা এবং নূহ (আ.) এর প্লাবনের সময় ঐ পথেই জলধারা নামার জন্য আকাশ খোলা হয়েছিল। -স্বহীহ্

৭৭১. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবন হতে অভয়ের প্রতীক আর ছায়াপথ আকাশের সেই দরজা যে দরজা দিয়ে আকাশে ফাটল সৃষ্টি হবে। -স্বহীহ্

৩২৬. অনুচ্ছেদ : রহমাতের স্থানের দু'আ

৭৭২. আবু হারিস কিরমানী বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে আবু রাজাকে সম্বোধন করে বলতে শুনলাম, আপনার প্রতি সালাম নিবেদন করছি এবং দু'আ করছি যেন আল্লাহ তাঁর রহমাতের স্থানে আপনাকে ও আমাকে একত্রিত করেন। তিনি বললেন, কেউ তা করতে পারে? তাঁর রহমাতের স্থান কি? উক্ত ব্যক্তি বললেন, জান্নাত। তিনি বললেন, যথার্থ বলনি। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, তবে তাঁর রহমাতের স্থান কি? তিনি বললেন, আমি বললাম, স্বয়ং রব্বুল আলামীন। -স্বহীহ্

৩২৭. অনুচ্ছেদ : তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না

৭৭৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন এরূপ না বলেন, হায় সর্বনাশা কাল। কেননা কাল তো স্বয়ং আল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ'র নিয়ন্ত্রণাধীন)। -স্বহীহ্

৭৭৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন না বলে হায় সর্বনাশা কাল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাল তো আমি স্বয়ং, আমিই রাত ও দিন প্রেরণ করি। যখন চাহিব তা প্রেরণ করব না আর দেখো কেউ যেন আগুরকে 'করম' না বলে। কেননা করম তো হলো মু'মিন ব্যক্তি। -স্বহীহ্

৩২৮. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না

৭৭৫. মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির তার অপর ভাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অথবা

তার প্রশ্নানকালে তার দিকে ঘোর দৃষ্টিত তাকিয়ে থাকা কিংবা (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) তাকে এরূপ জিজ্ঞেসবাদ করা যে, তুমি কোথা হতে এসেছ, কোথায় যাবে এরকম বাঞ্ছনীয় নয়। -যঈফ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : তোমার সর্বনাশ হোক বলা

৭৭৬. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একদা এক ব্যক্তিকে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন, ওহে, তাতে চড়ে বস। সে বলল, এটা যে কুরবানীর উট। তিনি বললেন, (তাতে কি!) তুমি চড়ে বস! সে পুনরায় বলল, (কেমন করে চড়ি?) তা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি তাতে চড়ে বস। পুনরায় সে বলে উঠল, তা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি তাতে চড়ে বস, তোমার সর্বনাশ হোক। -স্বহীহ

৭৭৭. মিসওয়াল ইবনু রিফা'আ কারযী বলেন, এক ব্যক্তির এরকম প্রশ্নের উত্তরে যে আমি রুটি ও গোশত খেয়েছি আমাকে কি পুনরায় ওয়ু করতে হবে? আমি ইবনু আব্বাস (রা.) কে বলতে শুনেছি তোমার সর্বনাশ হোক (হতচ্ছড়া কোথাকার)। তুমি কি পাক-পবিত্র কিছু দ্বারা ওয়ু করবে? -স্বহীহ

৭৭৮. জাবির (রা.) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (দ.) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বেলালের কোলে স্বর্ণ ছিল আর তিনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) তা বিতরণ করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, সুবিচার করুন, আপনি ইনসাফ করছেন না। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তখন বললেন, ওহে তোমার সর্বনাশ হোক, আমিই যদি সুবিচার না করি তবে সুবিচার আর কে করবে? ওমার (রা.) তখন বলে উঠলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেই! তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, সে তার সঙ্গী-সাথী নিয়া আছে অথবা বললেন, যে তার এ জাতীয় জোটের মধ্যকার একজন (অর্থাৎ সে একা নয় যে, একজনের শিরচ্ছেদ করলেই এই ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে?) তারা কুরআন পাঠ করে বটে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দ্বীন হতে এমনি বেগে বের হয়ে পড়ে যেমনটি বেগে তীর ধনুক-হতে বের হয়ে যায়। হাদিসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ

৩৭৯. বাশীর ইবনু মা'বাদ (রা.) বলেন, পূর্বে যার নাম ছিল যাহাম ইবনু মা'বাদ। অতঃপর তিনি হিজরত করে নাবী (দ.) এর খিদমাতে আসেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন তোমার নাম কি? তিনি জবাব দেন, জাহাম (মানে দুর্দশা)। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, তুমি হলে বাশীর সুসংবাদদাতা। একদা আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাথে পথ চলছিলাম। এমন সময় তিনি যখন মুশরিকদের কবর

স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন, তারা প্রভুত কল্যাণ হারিয়েছে। তিনি এরকম তিনবার বললেন। অতঃপর যখন মুসলিমদের কবরস্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন বললেন, তারা প্রভুত কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি এটাও তিনবার বললেন। এমন সময় নাবী (দ.) এর দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়ল যে কবরসমূহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল অথচ তার পদযুগলে জুতা পরিহিত। তখন তিনি বললেন, হে জুতাধারী, জুতা খুলে ফেলে দাও! সে ব্যক্তি তখন তাকিয়ে রসূলুল্লাহ (দ.) কে দেখতে পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ জুতা দু'টি খুলে দূরে নিক্ষেপ করল। -হাসান

৩৩০. অনুচ্ছেদ : ইমারত নির্মাণ

৭৮০. মুহাম্মাদ ইবনু হিলাল (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী-পত্নীগণের গৃহসমূহে দেখেছেন খেঁজুর পাতা দ্বারা নির্মিত এবং পশমী কম্বল দ্বারা ছাওয়া।

ওবী মুহাম্মা ইবনু আবু ফুদীক বলেন, আমি তাকে আইশাহ'র ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার ঘরের দরজা ছিল শাম অভিমুখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দরজার কপাট একটি ছিল না দু'টি? বললেন, এক কপাটের। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি কাঠের নির্মিত? বললেন, সাইপ্রাস কাঠের অথবা সেগুন কাঠের। -স্বহীহ

৭৮১. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, ক্রিয়ামাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে নক্শী কাঁথার মত কারুকার্য খতিচ ঘরবাড়ী তৈরী না করবে। -স্বহীহ

৩৩১. অনুচ্ছেদ : তোমার মঙ্গল হোক বলা

৭৮২. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ.) এর খেদমাতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! পুণ্যলাভের দিক হতে কোন স্বদাকা দেয়া উত্তম? তিনি বললেন, তোমার মঙ্গল হোক, অবশ্যই তোমাকে তা বলব। সেই স্বদাকাই হলো উত্তম যা তুমি সুস্থ অবস্থায় দান কর অথচ তোমার অন্তরে তখন কার্পণ্য ভাবও আছে আর তুমি দৈন্যও অনুভব কর আর না দিলে তোমার প্রাচুর্য অক্ষুন্ন থাকবে বলে মনে কর। (দানের ব্যাপারে) তুমি এখন সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠগত হবে আর তখন তুমি বলবে অমুকের জন্য এতটা আর অমুকের জন্য এতটা অথচ প্রকৃতপক্ষে তখন তা অমুক-তমুকের হয়েই গেছে। (অর্থাৎ জীবনের

অন্তিম মুহর্তে যখন নিজের ভোগ দখলের সময় অতিবাহিত হয়ে সম্পত্তি পরের ভোগের সময় হয়ে পড়ে তখন আর দানের সার্থকতা কোথায়?) -স্বহীহ

৩৩২. অনুচ্ছেদ : কারো কাছে কিছু চাইতে হলে তোষামোদ না করে সোজাসুজি চাইবে

৭৮১. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কারো নিকট কিছু চাইবে সে যেন সোজাসুজি তা চেয়ে নেয়, কেননা তার জন্য ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তা সে পাবেই। তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন তার কোন সাথীর নিকট গিয়ে তার খোশামোদ-তোষামোদ করে তার পিঠে ছুরিকাঘাত না করে। -স্বহীহ

৭৮৪. আবু উয্য়া ইয়াসার ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হুযালী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দাকে কোন স্থানে মৃত্যুদান করতে চান তখন তাকে সেখানে নিয়ে উপস্থিত করেন অথবা সেখানে তার কোন প্রয়োজনই তাকে নিয়ে যায়। -স্বহীহ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুও অমঙ্গল হোক বলা

৭৮৫. আব্দুল আযীয (র) বলেন, একদা আবু হুরাইরাহ (রা.) আমাদের ঘরে রাত্রি যাপন করেন। সে রাত্রে তিনি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আবু হুরাইরাহ'র প্রাণ যাঁর হাতে সেই সত্তার কসম, অনেক প্রভাব-প্রতাপশালী ও আমলওয়ালা লোক এমন আছে যারা ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে গিয়ে ঝুলতে চাইবে। এটাতে যদিও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আমল হারাতেও হয় তবুও তারা তা কামনা করবে। অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার মঙ্গল হোক। আচ্ছা বলতো প্রাচ্যবাসীরা কি তাদের এই প্রাচ্যেই বসে সব কিছু পায়নি? (অর্থাৎ তারা কি সবকিছু ভোগ করছে না?) আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ! আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করুন এবং বিহিত ব্যবস্থা করুন। আবু হুরাইরাহ (রা.) বললেন, আবু হুরাইরাহ'র প্রাণ যাঁর হাতে সেই পবিত্র সত্তার কসম তাদেরকে ডাকবে ব্যক্তিমতে প্রশস্ত চেহারা বিশিষ্ট ত্রুর স্বভাবের লোকেরা যে পর্যন্ত না কৃষকদের তাদের খামার এবং পশু পালকদের তাদের পশুপালের সঙ্গে মিশিয়ে না দেবে। (অর্থাৎ এরকম লোকের হাতে তাদের শাসনভার অর্পিত হবে।) -যঈফ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ও অমুক বলবে না

৭৮৬. ইবনু জুরাইজ বলেন, আমি শুনলাম ইবনু ওমার (রা.) মুগীস ইবনু ওমারকে তাঁর মনিব

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন (সম্ভবত তার প্রতি মনিবের ব্যবহার সম্পর্কে) তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ ও অমুক। তখন ইবনু ওমার (রা.) বললেন, এরকম বলবে না। আল্লাহ্'র সাথে কাউকেও মিলাবে না বরং এরকম বলবে আল্লাহ্'র পর অমুক। -যঈফ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্'র মর্জি ও আপনার মর্জি বলা

৭৮৭. ইবু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) কে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ্'র ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা! তখন নাবী (দ.) বললেন, তুমি আল্লাহ্'র সাথে শরীক (আল্লাহ্'র অধিকার ভাগ বসানো) সাব্যস্ত করলে (অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্'র সমকক্ষ প্রতিপন্ন করলে?! বল একমাত্র আল্লাহ্'র ইচ্ছা। -সহীহ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ

৭৮৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনার বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) এর সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে একটি ছোট বালিকা গান করছিল। তখন তিনি বললেন, শয়তান যদি কাউকেও ছাড়ত তবে তাকে ছেড়ে দিত। -হাসান

৭৮৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, আমি বাতিলের কেউ নই বাতিলও আমার কেউ নয়। অর্থাৎ বাতিলের সাথে আমার কোনরকম যোগসূত্র নাই। -যঈফ

৭৯০. সাঈদ ইবনু জুবায়র ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন (সূরাহ লুকমানের এই আয়াতের ব্যাখ্যা : “তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ক্রয় করে আমার বাক্য” এ প্রসঙ্গে বলেন, তা হল গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ। -সহীহ

৭৯১. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সালামের বহুল প্রচল কর, তোমরা শান্তি লাভ করবে আর অনর্থক কথাবার্তা হলো অকল্যাণ স্বরূপ। হাদিসের একজন রাবী আবু মু'আত্তিয়াহ বলেন, অনর্থক কথাবার্তা মানে যাতে কোনরূপ উপকার নেই। -সহীহ

৭৯২. ফুযালা ইবনু ওবাইদা একটি মাজলিসে বসেছিলেন, এমন সময় তার নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, কিছু সংখ্যক লোক দাবা খেলায় মত্ত রয়েছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাগে ফেটে

পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে বারণ করলেন। তারপর বললেন, জেনে রাখ, যারা এই খেলা খেলে এবং তার ফল (মানে জয়লাভের দ্বারা অর্জিত ফল) খায়, তারা যেন শুকরের গোশত খায় এবং রক্তের দ্বারা অযু করে। (কুবা অর্থ দাবা, পাশা) -যঈফ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ : সৎভাব ও উত্তম পন্থা

৭৯৩. য়াসিদ ইবনু ওয়াহাব বলেন, আমি ইবনু মাসউদ (রা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা এমন একটি যুগে অবস্থান করছ, যাতে ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণ সংখ্যায় বেশি, বক্তাগণ সংখ্যায় কম, এ যুগে সাহায্য নেয়ার সংখ্যা অল্প, দাতার সংখ্যাই বেশি, আ'মাল এ যুগে প্রবৃত্তির পরিচালক, কিন্তু তোমাদের পর অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণ সংখ্যায় স্বল্প হবেন, আর বক্তার সংখ্যা হবে প্রচুর। ভিক্ষুকের সংখ্যা তখন বেশি হবে আর দাতার সংখ্যা হবে অল্প, আর প্রবৃত্তিই হবে লোকের আ'মালের পরিচালক স্বরূপ। [অর্থাৎ আ'মালও করবে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই, শারী'আহ'র পরোওয়া না করেই] ওহে জেনে রাখ, আখিরি যুগে সৎ-স্বভাবই হবে কোন কোন আ'মালের চাইতে উত্তম। -হাসান

৭৯৪. জারীরী বলেন, আমি আবৃত তুফায়েল (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নাবী (দ.) কে দেখেছেন? জবাবে তিনি বলেন, জী হ্যাঁ, আমি ছাড়া বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে নাবী (দ.) কে যারা দেখেছেন তাঁদের মধ্যকার কেউ বর্তমান আছেন বলে আমার জানা নাই। তারপর তিনি (নাবী (দ.) এর আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে) বললেন, তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। (এ বর্ণনাটি খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ'র প্রমুখাৎ বর্ণিত।)

ইয়াযীদ ইবনু হারুন প্রমুখাৎ বর্ণিত জারীরী বলেন, আমি এবং আবু তুফায়েল [আমির ইবনু ওয়াসিলা কিনানী (রা.)] আল্লাহ'র ঘরের তাওয়াফ করছিলাম। তখন আবু তুফায়েল (রা.) বললেন, আমি ছাড়া নাবী (দ.) কে দেখেছেন এমন কেউই আর জীবিত নেই। আমি বললাম, তিনি কেমন ছিলেন, তিনি বললেন, তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী মধ্যম আকৃতি সম্পন্ন। -স্বহীহ

৭৯৫. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ। -হাসান

৭৯৬. ইবনু আব্বাসের অপর বর্ণনায় আছে যে, নাবী (দ.) বলেছেন, উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ। -যঈফ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ : যাকে তুমি পাথেয় দাও নাই যে উত্তম তোমার নিকট পৌছাবে

৭৯৭. ইকরামা বলেন, আমি আইশাহ্ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে কোন দিন রূপক কবিতা বা কাব্যংশ আবৃত্তি করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, কখনো কখনো ঘরে ঢুকতে তিনি আবৃত্তি করতেন, “ওয়া’তীকা বিল-আখবারী মাল-লাম তাযাও-ওয়াদী” অর্থ : “আসবে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নেই প্রস্তুতি তোর।” -স্বহীহ

৭৯৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, “ওয়া’তীকা বিল-আখবারী মাল-লাম তাযাও-ওয়াদী” অর্থ : “আসবে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নেই প্রস্তুতি তোর।” এ হচ্ছে নাবী (দ.) এর নিজস্ব কথা। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩৩৯. অনুচ্ছেদ : অবাপ্তিত আকাজ্জা

৭৯৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন কিছু আকাজ্জা করে তখন তার উচিত কিসের আকাজ্জা করছে তা একটু ভেবে দেখা, কেননা সে তো জ্ঞাত নয় যে তাকে কি দেয়া হচ্ছে। -যঈফ

৩৪০. অনুচ্ছেদ : আগুরকে ‘কারম’ বলা

৮০০. আলকামা ইবনু ওয়াইল (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন আগুরকে কারম (মানে খাসাবস্ত) না বলে বরং তাকে হাবালা অর্থাৎ আগুর নামেই অভিহিত করে। -স্বহীহ

৩৪১. অনুচ্ছেদ : কাউকে এমন বলা “তোমার মন্দ হোক”

৮০১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। (অথচ সে নিজে পদব্রজে চলছিলেন।) তিনি বললেন, ওহে ওটাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! তা যে কুরবানীর

উট। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি তাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, তা যে কুরবানীর উট। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, তোমার মন্দ হোক, তুমি তাতে আরোহণ কর। -স্বহীহ্

৩৪২. অনুচ্ছেদ : লোকের কথা “ইয়া হানতাহ্”

৮০২. ইমরান ইবনু তুলহা তার মাতা হামনাহ্ বিনতে জাহাশের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা নাবী (দ.) বলেছেন, এটা কি? ধ্যাৎ ছাঁই! -হাসান

৮০৩. হাবীব ইবনু স্বহবান আল আসাদী বলেন, আমি একদা আম্মার (রা.) কে দেখলাম ফারয্ স্বলাত আদায় করলেন, অতঃপর তার পার্শ্ববর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, ধ্যাৎ ছাঁই, অতঃপর (পুনরায় স্বলাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন। -স্বহীহ্

৮০৪. আমর ইবনু শুরাইদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, একদা নাবী (দ.) আমাকে তাঁর সাওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে উঠিয়ে নিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, কিহে উমাইয়া ইবনু আবিস্ সালতের কোন কবিতা কি তোমার স্মরণ আছে? আমি বললাম, জী হ্যা! তখন আমি একটি শ্লোক তাঁকে শুনালাম। বললেন, হ্যা আরও শুনাও! একে একে আমি তাঁকে একশতটি শ্লোক শুনালাম। -স্বহীহ্

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : আমি ক্লান্ত বলা

৮০৫. আইশাহ্ (রা.) বলেন, রাতের ইবাদাত তাহাজ্জুদের স্বলাত কখনো ত্যাগ করো না। কেননা, নাবী (দ.) কখনো তা ত্যাগ করতেন না। আর যখন তিনি অসুস্থ থাকতেন বা ক্লান্ত থাকতেন তখন বসেই স্বলাত আদায় করে নিতেন (তবুও ত্যাগ করতেন না)। -স্বহীহ্

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা

৮০৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন,

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, শোকবিহবলতা, অথর্বতা, অলসতা,

ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা এবং লোকের দাপট ও বাড়াবাড়ি হতে। -স্বহীহ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ : আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত

৮০৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, আবু ত্বলহা রসূলুল্লাহ (দ.) এর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসতেন তাঁর তুণে রক্ষিত তীরগুলোকে ছাড়িয়ে দিতেন আর বলতেন, “আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের ঢাল স্বরূপ, আর আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক!” -যইফ

৮০৮. আবু যার (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) (মাদীনার বিখ্যাত গোরস্থান) বাকীর দিকে চললেন। আমিও তাঁর অনুগামী হলাম। তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন এবং আমাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করলেন, হে আবু যার! আমি বললাম, আমি হাজির হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক। আপনার জন্য আমার জান কবুল। বললেন, আজ যাদের পৃথিবীতে প্রাচুর্য রয়েছে কাল-কিয়ামাতে তারা হবে দৈন্যগ্রস্ত। অবশ্য যারা- এমন এমন (দান-খয়রাত) করবে তারা নয়। আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই এ ব্যাপারে সমধিক জ্ঞাত। তিনি এরকম তিনবার বললেন। তারপর উহুদ পাহাড় আমাদের সম্মুখে পড়ল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, আবু যার! আমি বললাম, আমি হাজির হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক। আপনার জন্য আমার জান কবুল! বললেন, এই উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদ (দ.) এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যায় (অর্থাৎ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ যদি হস্তগত হয়) তবে রাত আসা অবধি এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ (ওজন বিশেষ) স্বর্ণও অবশিষ্ট থাক এ কথা আমি পছন্দ করব না। তারপর আমরা একটি খোলা প্রান্তরে উপনীত হলাম। তখন তিনি প্রান্তরের এক পাশে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন। তাই আমি এক পাশে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও রসূলুল্লাহ (দ.) ফিরছেন না দেখে আমার আশংকা হল তাঁর কোন বিপদ হয়ে গেল কিনা! এমন সময় কোন এক ব্যক্তির সাথে ফিস ফিস করে কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি একাকী আমার নিকট এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কার সাথে ফিস ফিস করে কথা বলছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি বুঝি তা শুনতে পেয়েছ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। বললেন, ইনি ছিলেন জিবরীল (আ.)। এই সুসংবাদ নিয়ে তিনি এসেছিলেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যকার যে ব্যক্তি শিরকে (আল্লাহ্‌র অধিকারী ভাগ বসানোতে) লিপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে ব্যভিচারী হয়, যদিও সে চুরি করে, তবুও কি? বললেন, হ্যাঁ! -স্বহীহ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : “আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান” বলা

৮০৯. আলী বলেন, সা’দ (রা.) ছাড়া আর কারও জন্য রসূলুল্লাহ (দ.) কে ‘কুরবান’ শব্দ ব্যবহার করতে দেখি নাই। তাঁকে বলতে শুনেছি, তীর নিষ্ক্ষেপ করতে থাক? তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোন! -স্বহীহ্

৮১০. বুরাইদা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একদা মাসজিদে গেলেন তখন আবু মুসা (রা.) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি বুরাইদা (ইয়া রসূলুল্লাহ!) আপনার জন্য জান কবুল। তিনি বললেন, একে দাউদ বংশের সুর-মাধুর্যের কিছুটা প্রদান করা হয়েছে। -স্বহীহ্

৩৪৭. অনুচ্ছেদ : অমসুলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন

৮১১. সা’আব ইবনু হাকীম তার পিতা হতে এবং তিনি তার পিতা অর্থাৎ সা’আবের দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি ওমার (রা.) এর খিদমাতে উপনীত হলাম। তিনি আমাকে ভাতিজা বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। তারপর তিনি আমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তাঁর কাছে আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ না করার কথা ফাঁস হয়ে পড়ল। তখন তিনি আমাকে ‘হে বৎস’ ‘হে বৎস’ বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। -যঈফ

৮১২. আনাস (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে (কাজের লোক হিসেবে) নিয়োজিত ছিলাম। সর্বদা অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করতাম। একদা বাইরে থেকে এসেই তিনি বললেন, বৎস, তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। (ঘরে প্রবেশে অনুমতি গ্রহণের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত) এখন অনুমতি গ্রহণ ছাড়া ঘরে প্রবেশ করো না। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৮১৩. আবু সা’সা বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) তাকে বৎস বলে সম্বোধন করেছেন। -স্বহীহ্

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : ‘আমি খবীস নাপাক হয়ে গিয়েছি’ বলবে না

৮১৪. আইশাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন

এরকম না বলে যে, আমি খবীস, নাপাক হয়ে গিয়েছি, বরং (এরকম ক্ষেত্রে) বলবে, আমি পাষণ্ড হয়ে গিয়েছি। -স্বহীহ্

৮১৫. আবু উমামা তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন এরকম না বলে যে, আমি খবীস নাপাক হয়ে গিয়েছি বরং (এরকম ক্ষেত্রে) বলবে, আমি পাষণ্ড হয়ে গিয়েছি। -স্বহীহ্

৩৪৯. অনুচ্ছেদ : উপ-নাম রাখতে সঙ্গতি রক্ষা

৮১৭. হানী ইবনু ইয়াযীদ (রা.) বলেন, তিনি যখন একটি প্রতিনিধি দলের সাথে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন নাবী (দ.) তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাকে ‘আবুল হিকাম’ বলে সম্বোধন করতে শুনলেন। তখন নাবী (দ.) তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্‌ই হলেন হিকাম (ফায়সালাকারী) এবং হুকুম একমাত্র তাঁরই। এমতাবস্থায় তুমি নিজের সম্বোধন যুক্ত নাম ‘আবুল হিকাম’ রেখেছ কেমন করে? জবাবে তিনি বললেন, ব্যাপার তা নয়। বরং আমার সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হয়, তখন তারা তার মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে আর তাদের উভয় পক্ষ আমার মীমাংসা হুঁচকিতে মেনে নেয়। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তা কতই না উত্তম কথা! তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন পুত্র সন্তান আছে? আমি বললাম, গুরাইহ্, আব্দুল্লাহ্ ও মুসলিম নামে আমার তিন পুত্র রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, গুরাইহ্। তিনি বললেন, তা হলে তুমি হলে আবু গুরাইহ্ (অর্থাৎ তাই হতে তোমার সম্বোধন যুক্ত নাম।) তারপর তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর পুত্রদেও জন্য দু’আ করলেন। তাদের মধ্যকার একজনকে আব্দুল হাজার (পাথরের দাস) বলে ডাকতে নাবী (দ.) শুনতে পেলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন, তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল, আব্দুল হাজার। বললেন, না, বরং তোমার নাম হলো আব্দুল্লাহ্। গুরাইহ্ বলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে হানী যখন নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন্ বস্তু দ্বারা জান্নাত আমার জন্য ওয়াজিব হবে তা আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি সর্বদা উত্তম কথা বলবে এবং খাদ্য বা আহার দান করবে। -স্বহীহ্

৩৫০. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) ভাল নাম পছন্দ করতেন

৮১৭. আবু হাদরদ (রা.) বললেন, একদা নাবী (দ.) বললেন আমার এই উঁটনী কে হাঁকাবে

(অর্থাৎ চরানোর জন্য নিয়ে যাবে)? এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল, অমুক নাম। বললেন, তুমি বসে পড়। তারপর আর এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমি। বললেন, তোমার নাম? সে ব্যক্তি বলল, অমুক নাম। তাকেও বললেন তুমিও বসে পড়। তারপর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম? সে ব্যক্তি বলল, আমার নাম নাজিয়া (মুক্তি প্রাপ্ত)। তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমিই তার যোগ্য পাত্র। তুমিই উঁটনী নিয়ে যাও চরাতে। -যঈফ

৩৫১. অনুচ্ছেদ : দ্রুত হাঁটা

৮১৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমাদের দিকে দ্রুত হেঁটে এলেন। আমরা তখন বসে ছিলাম। তার এই দ্রুত হাঁটা দেখে (এক অজানা আশংকায়) আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন, এবং সালাম করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের দিকে দ্রুতপায়ে এলাম এই উদ্দেশ্যে যে তোমাদেরকে ‘লাইলাতুল ক্বদর’ সম্পর্কে অবহিত করব কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই তা ভুলে গেছি। তোমরা তা রমজানের শেষ দশকে খুঁজে নিবে। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৩৫২. মহিমাম্বিত আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম নাম

৮১৯. আবু ওয়াহাব (রা.) বলেন, তিনি ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাহচর্যধন্য। নাবী (দ.) বলেছেন, নামকরণ করবে নাবীগণের নামানুসারে। আর আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়তম না হলো আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুর রহমান। (অর্থেও দিক হতে) যথার্থ না হলো হারিস (চাষী) ও হুমাম (দাতা) এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হলো হারব (যুদ্ধ) ও মুররা তিক্ত। (“নাবীদের নামানুসারে নামকরণ” অংশটুকু বাদে স্বহীহু) -স্বহীহু

৮২০. জাবির (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, তখন তার নাম রাখা হল ক্বসিম। আমরা তাকে বললাম, আমরা কিন্তু তোমাকে আবুল ক্বসিম (ক্বসিমের পিতা) নামের গেল্লব প্রদান করব না। নাবী (দ.) কে যখন এই সংবাদ জানানো হল তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলের নাম আব্দুর রহমান রেখে নাও। -স্বহীহু

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন

৮২১. সাহল বলেন, আবু উসাইদের পুত্র মুনযির ভূমিষ্ঠ হলে তাকে নাবী (দ.) এর খিদমাতে

উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে তাঁর উরুর উপর নিলেন। আবু উসাইদ তখন সামনেই বসে ছিলেন। এমন সময় নাবী (দ.) কি একটি ব্যাপারে একটু ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন এবং আবু উসাইদকে তার শিশু-সন্তানকে সরিয়ে নিতে বললেন। সন্তানটিকে সরান হল তারপর যখন তিনি ধ্যানমুক্ত হলেন তখন বললেন, শিশুটি কোথায়? আবু উসাইদ বললেন, তাকে তো ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি ইয়া রসূলুল্লাহ! বললেন, তার নাম কি? বললেন, অমুক। তিনি বললেন, না বরং তার নাম হবে মুনযির। সেদিন হতে তিনি তার নাম মুনযির রাখলেন। -স্বহীহ

৮২২. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তার নিকট তার নামই সর্ব নিকৃষ্ট যাকে ‘মালিকুল আমলাক’ (রাজাধিরাজ শাহানশাহ) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। -স্বহীহ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা

৮২৩. তালক ইবনু হাবীব বলেন, আমি শাফা’আত বা ক্বিয়ামাতের দিন একের ব্যাপারে অপরের সুপারিশের ব্যাপারটিকে সবচাইতে বেশি জোরেশোরে অস্বীকার করতাম। একদা আমি জাবির (রা.) কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হে তুলাইক, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, একজন লোক (মানে শাফা’আত প্রাপ্তরা) জাহান্নামে যাওয়ার পর সেখান হতে বের হবে, তুমি যা পড় আমরা তো তাই পড়ি। (তবে তোমার একজনের সন্দেহের কারণ কি, তা তো আমাদের বোধগম্য হয় না!?) -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকা

৮২৪. হানযালা ইবনু হুযাইম বলেন, কোন ব্যক্তিকে তার সবচাইতে প্রিয় নামে ও উপনামে ডাকাই নাবী (দ.) এর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল। -যঈফ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : আসিয়া নাম পরিবর্তন

৮২৫. ইবু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) আসিয়া নাম পরিবর্তন করে ফেলেন এবং বলেন, তুমি (আসিয়া নও) জামীলাহ (সুন্দরী)। (গবেষক ইকবাল বিন ফাখরুল বলেন, এ “আসিয়া” নামের প্রথম অক্ষর “আইন” দিয়ে আর ফিরআউনের স্ত্রী’র নামের প্রথম অক্ষর “হামযাহ” দিয়ে) -স্বহীহ

৮২৬. মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আতা বলেন, তিনি একদা যাইনাব বিনতে আবু সালমাহ'র ঘরে গেলে যাইনাব তাকে তার সাথে বোনটির নাম কি জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তার নাম বাররাহ (পুণ্যবতী) তিনি বললেন, তার নাম পরিবর্তন কর। কেননা নাবী (দ.) যখন যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করলেন তখন তার নাম ছিল বাররাহ। নাবী (দ.) তা পরিবর্তন করে তার নাম যাইনাব রেখেছিলেন।

অতঃপর তিনি যখন উম্মে সালমাহ'কে বিবাহ করার পর তার ঘরে গেলেন, আর তখন আমার নাম ছিল বাররাহ। আমাকে এই নামে উম্মে সালমাহ'কে ডাকতে তিনি শুনতে পেলেন। তখন বললেন, দেখুন নিজেকে পুন্যাত্মা, পুণ্যবতী বলে প্রকাশ করবেন না। কেননা কে পুণ্যবতী আর কে পাপিষ্ঠা তা আল্লাহ'ই সর্বাধিক জ্ঞাত। বরং তার নাম যাইনাব রাখুন। তখন তিনি (উম্মে সালমাহ) বললেন, ঠিক আছে তার নাম যাইনাবই রাখা হল। তখন আমি তাকে বললাম (নতুনভাবে) তার মানে আমার বোনটির নাম রেখে দিন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (দ.) পরিবর্তন করে যে নাম রেখে দিলেন, তাই তুমি রেখে দাও। তার নাম যাইনাব রেখে দাও। -স্বহীহ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : স্বরম নাম পরিবর্তন করা

৮২৭. আবু আব্দুর রহমান বলেন, তার পিতা সাঈদ মাখযুমীর পূর্ব নাম ছিল স্বরম (কর্তনকারী বা সম্পর্ক ছিন্নকারী)। নাবী (দ.) তাঁর নামকরণ করেন সাঈদ (ভাগ্যবান)। ঐ আব্দুর রহমান বলেন, আমার দাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমি উসমান (রা.) কে মাসজিদে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় দেখেছি। -যঈফ

৮২৮. আলী (রা.) বলেন, যখন হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করল, তখন আমি তাঁর নাম রাখলাম হারব (যুদ্ধ)। নাবী (দ.) এলেন এবং বললেন, আমার বাছা আমাকে দেখাও। তোমরা তার নাম কি রেখেছ? আমরা বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং তাঁর নাম হাসান। (হুসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করল তখন আমি তার নাম রাখলাম হারব। তারপর নাবী (দ.) এলেন এবং বললেন, আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছ? আমরা বললাম, হারব। তিনি বললেন, না বরং তার নাম হুসাইন। তারপর যখন তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, আমি তাঁর নাম রাখলাম হারব। অতঃপর নাবী (দ.) এলেন এবং বললেন, আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা তার নাম কি রেখেছ? আমরা বললাম, হারব। বললেন, না বরং তার নাম মুহসিন। অতঃপর বললেন, আমি হারুন (আ.) এর সন্তান শুব্বার, শুব্বাইর ও মুশাব্বির-এর নাম অনুসারেই তাদের

এরকম নামকরণ করেছি। -যঈফ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : গুরাব নামের পরিবর্তন

৮২৯. রাইতাহ্ বিনতে মুসলিম বলেন, আমার পিতা মুসলিম (রা.) বলেছেন, আমি নাবী (দ.) এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে शामिल ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি বললাম, গুরাব (কাক)। তিনি বললেন, না বরং তোমার নাম মুসলিম। -যঈফ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : শিহাব নামের পরিবর্তন

৮৩০. আইশাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর দরবারে এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠল যাকে শিহাব (অগ্নিশিখা) নামে আখ্যায়িত করা হত (সে ব্যক্তিও মাজলিসে উপস্থিত ছিল)। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বরং তুমি হিশাম (দানশীল)। -হাসান

৩৬০. অনুচ্ছেদ : আশ্ব বা অবাধ্য নাম রাখা

৮৩১. মুত্ঈ (রা.) বলেন, আমি মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, আজকের পর ক্রিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন কুরাইশ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় কষ্ট দিয়ে মারা হবে না। কুরাইশের আশ্বদের (অবাধ্যদের) মধ্যে মুত্ঈআ ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। হাদিসের রাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুত্ঈআ বলেন, তার (পিতার নামও আসি বা অবাধ্য ছিল। নাবী (দ.) তার নামকরণ করেন মুত্ঈআ (বাধ্য)। -সহীহ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকা

৮৩২. আবু সালামাহ্ (র.) বলেন, আইশাহ্ (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) একদা আমাকে বললেন, হে আইশাহ্! ইনি হলেন জিবরীল, তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমাত হোক। আইশাহ্ (রা.) বলেন, আর তিনি এমন সব বস্তু দেখতে পেতেন যা আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। -সহীহ

৮৩৩. উম্মে কুলসুম বিনতে সামামা হাজ্জ উপলক্ষ্যে (বাস্রা হতে মাদীনা) আগমন করলে তার

ভাই মাখারিখ ইবনু সামামা তাকে বলেন, আইশাহ্‌র নিকট উপস্থিত হয়ে উসমান (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কেননা, লোক এসে তার সম্পর্কে আমার কাছে নানা কথা বলে থাকে। উম্মু কুলসুম (রা.) বলেন, (আমার ভাইয়ের কথা অনুসারে) আমি তার আইশাহ্‌র খিদমাতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, (হে উম্মুল মু'মিনীন) আপনার কোন এক পুত্র আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, তারা উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.) সম্পর্কে আপনাকে আমার মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, ওয়া-আলাইহিস্ সালাম ওয়া-রহমাতুল্লাহি, তার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি উসমান (রা.) এবং আল্লাহ্‌র নাবী (দ.) কে এই ঘরের মধ্যেই এক গরমের রাতে একত্রে দেখেছি। জিবরীল (আ.) তখন তার নিকট ওয়াহী পৌঁছাচ্ছিলেন আর নাবী (দ.) তার হাত অথবা কাঁধের উপর চপেটাঘাত করে বলছিলেন, লিখে নাও হে উসমান! জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি সদয় না হলে তার নাবীর পক্ষ হতে এমন মর্যাদা তাকে দিতে পারেন না। সুতরাং যে উসমান (রা.) কে গালি দেয় তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নাত। -যঈফ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : জাহাম নাম রাখা

৮৩৪. বাশীর ইবনু নাহীক (রা.) নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি (নোহাইক) বললেন, যাহাম (অর্থ জটচাপ)। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, না বরং তোমার নাম বাশীর (সুসংবাদদাতা)। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (দ.) কোথাও যেন যেতে প্রস্তুত হলেন। আমিও তাঁর পিছনে-পিছনে চললাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, কি হে খস্বিস্বিয়ার পুত্র, তুমি কি আল্লাহ্‌র কাজে দোষ খুঁজে বেড়াও আর এ উদ্দেশ্যেই কি তুমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পিছনে পিছনে যাচ্ছ?

আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার কী সাধ্য যে আল্লাহ্‌র কাজে দোষ ধরি অথচ (আল্লাহ্‌র অসীম দয়ায়) আমি সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করেছি। তারপর তার চলার পথে মুশরিকদের কবরস্থান পড়ল। তিনি বললেন, তারা প্রভূত কল্যাণ হারিয়েছে। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করেছে)। তারপর মুসলিমদের একটি কবরস্থান তার পথে পড়ল। তখন তিনি বললেন, তারা প্রভূত কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে। এমন সময় জুতা পরিহিত এক ব্যক্তি কবর স্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে দেখা গেল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, ওহে জুতাওয়ালা, জুতা খোল। তখন সে ব্যক্তি তার জুতা জোড়া খোলে ফেলল। -স্বহীহ

৮৩৫. উবায়দুল্লাহ ইবনু ইয়াদ (রা.) তার পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, (উক্ত) বাশীর (রা.) এর স্ত্রীর লায়লা তার প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে তার নাম জাহাম ছিল। নাবী (দ.) তার নামকরণ করেন বাশীর। -স্বহীহ্

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : বাররাহ্ নাম পরিবর্তন

৮৩৬. ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, (উম্মুল মু'মিনীন) জুওয়াইরিয়াহ্'র নাম প্রথমে বাররাহ্ (পুণ্যবতী) ছিল। অতঃপর নাবী (দ.) তার নামকরণ করেন জুওয়াইরিয়াহ্। -স্বহীহ্

৮৩৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমুনাহ্'র নাম প্রথমে বাররাহ্ ছিল। নাবী (দ.) তার নামকরণ করেন মাইমুনাহ্। -যঈফ (শায)

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আফলাহ্ নাম সম্পর্কে

৮৩৮. জাবির (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমি যদি জীবিত থাকি তবে আল্লাহ্ চাইলে আমার উম্মাতকে এই মর্মে নিষেধ করব যে, তোমাদের মধ্যকার কারও যেন বারাকাত, নাফি (উপকারী) ও আফলাহ্ (সফলকাম) না রাখে।

নাবী বলেন, তিনি রাফি নামের কথা এ প্রসঙ্গে বলেছেন কিনা তা আমার মনে পড়ছে না। (এরকম নাম রাখলে) কেউ বলত, এখানে বারাকাত আছে নাকি? জবাবে অপর একজন বলত না, এখানে বারাকাত নেই। (এ জন্য কোন স্থানকে বারাকাত শূন্য বলেই ঘোষণা করা হত, যা মোটেই শোভনীয় নয়।) তারপর এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারীর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। -স্বহীহ্

৮৩৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ইয়া'লা, বারাকাত, নাফি, ইয়াসার, আফলাহ্ প্রভৃতি নাম রাখতে বারণ করতে মনস্থ করেছেন। তারপর এই ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন এবং আর কিছু বলেননি। -স্বহীহ্

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : রবাহ্ নাম

৮৪০. ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

থাকছিলেন তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর গোলাম রবাহ্'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হই এবং উচ্চকণ্ঠে ডাক দেই, হে রবাহ্! রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর নিকট হতে আমার জন্য দরবারে উপস্থিত হতে অনুমতি গ্রহণ কর। -হাসান

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : নাবীগণের নামানুসারে নাম রাখা

৮৪১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমার নামানুসারে তোমরা নাম রাখবে কিন্তু আমার কুনিয়াতে (আবুল ক্বসিম নাম) কেউ যেন না রাখে। কেননা আবুল ক্বসিম তো আমিই। -স্বহীহ্

৮৪২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) বাজারে ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি ডাকল, হে আবুল ক্বসিম (ক্বসিমের পিতা)! রসূলুল্লাহ্ (দ.) তার দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি তো ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি (আপনাকে নয়)। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, দেখ, আমার নামে তোমরা নাম রাখবে, তবে আমার কুনিয়াতে (মানে আবুল ক্বসিম নামে) কারো নাম রেখো না। -স্বহীহ্

৮৪৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম এর পুত্র ইফসুফ বলেন, নাবী (দ.) আমার নাম রাখেন ইফসুফ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসান এবং মাথায় (স্নেহের) হাত বুলিয়ে দেন। -স্বহীহ্

৮৪৪. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমাদের আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করল। সে ব্যক্তি তার নাম রাখতে চাইল মুহাম্মাদ।

হাদিসের রাবী শু'বা বলেন, মনসুর রাবীর বর্ণনায় এরকম আছে যে, সেই আনসারী (যার ছেলে ভূমিষ্ট হয়েছিল) বলেন, আমি তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হলাম।

আর অপর রাবী সুলাইমান বলেন, তার ছেলে জন্মগ্রহণ করল। আর তারা তার নাম মুহাম্মাদ রাখতে ইচ্ছা করল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার তবে আমার কুনিয়াত (আবুল ক্বসিম) অনুসারে কুনিয়াত রেখো না। কেননা, আমাকে তোমাদের মধ্যে ক্বসিম (বিতরণকারী) বলা হয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করে থাকি। রাবী হিস্ন বলেন, আমাকে ক্বসিম বা বিতরণকারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি। -স্বহীহ্

৮৪৫. আবু মূসা (রা.) বলেন, আমার একটি ছেলে-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। আমি তাকে নিয়ে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর মুখে চিবিয়ে শিশুর তালুতে (মুখের অভ্যন্তরে) লাগালেন এবং তার জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন, অতঃপর তাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিলেন। নাবী বলেন, আর এই শিশুটিই ছিল আবু মূসার বড় ছেলে। -স্বহীহ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : হুয্ন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)

৮৪৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব তাঁর পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তার দাদার (অর্থাৎ নিজ পিতার) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি অর্থাৎ তার দাদা নাবী (দ.) এর দরবারে উপনীত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, হুয্ন (দুঃখ)। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তুমি হলে সাহল-(স্বাচ্ছন্দ্য)। (তিনি বললেন, আমি আমার পিতার দেয়া নাম পরিবর্তন করব না।) -স্বহীহ

৮৪৭. আব্দুল হামীদ ইবনু জুবাইর ইবনু শাইবা বলেন, একদা আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের পাশে বসে ছিলাম। তখন তিনি আমার নিকট এই মর্মে বর্ণনা করলেন যে, তার দাদা হুয্ন (রা.) নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি হে? তিনি তখন বললেন, আমার নাম হুয্ন (দুঃখ)। তিনি বললেন, না বরং তোমার নাম হলো সাহল-(স্বাচ্ছন্দ্য)। তিনি তখন জবাবে বললেন, আমার পিতার রাখা নাম আমি পরিবর্তন করব না।

ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন, সেই অবধি আমাদের পরিবারে দুঃখ সর্বদাই লেগে আছে। -স্বহীহ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : নাবী (দ.) এর নাম ও কুনিয়ত

৮৪৮. জাবির (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে এক পুত্র-সন্তানের জন্ম হল। সে তার নাম রাখল কুসিম। তখন আনসারগণ তাকে বললেন, আমরা তোমাকে না আবুল কুসিম (কুসিমের পিতা) নামে অভিহিত করব, আর না তোমাকে এ মর্যাদা দানে তোমার চক্ষু জুড়াবো। সে ব্যক্তি তখন নাবী (দ.) এর দরবারে ছুটে এলেন এবং তারা যা বলেছেন তা তাঁকে বললেন। নাবী (দ.) তখন বললেন, আনসারগণ খুব উত্তম কাজই করেছে, তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, কিন্তু আমার কুনিয়ত অনুযায়ী কুনিয়ত রাখবে না এবং (পিতৃ সম্বোধনে)। কাউকে আবুল কুসিম নামে অভিহিত করবে না। কেননা, কুসিম (বিতরণকারী) তো আমিই। -স্বহীহ

৮৪৯. ইবনুল হানফিয়া ব বলেন, আলী (রা.) একটি ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। তা হলো একদা তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার পরে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে আমি কি আপনার নাম ও কুনিয়ত অনুসারে তার নাম ও কুনিয়ত রাখতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। -স্বহীহ

৮৫০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) তার নাম ও কুনিয়ত একত্রে কারো জন্য রাখতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমি হলাম আবুল কুসিম (কুসিমের পিতা)। দান করেন আল্লাহ তা'আলা আর আমি বিতরণ করি। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৮৫১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ইয়া'লা, বারাকাত, নাফি, ইয়াসার, আফলাহ প্রভৃতি নাম রাখতে বারণ করতে মনস্থ করেছেন। তারপর এই ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন এবং আর কিছু বলেননি। -স্বহীহ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?

৮৫২. উসামা ইবনু যায়িদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) একদা এমন একটি বৈঠকে উপস্থিত হলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলও উপস্থিত ছিল। তা হলো আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার কথা। তখন সে বলল, ওহে! আমাদের বৈঠকে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। অতঃপর নাবী (দ.) সা'দ ইবনু উবাদাহ'র ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনেছ সা'দ আবু হুবাব কি বলে? এখানে আবু হুবাব বলতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে বুঝিয়েছেন। -স্বহীহ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : বালকের কুনিয়ত

৮৫৩. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই আমাদের ঘরে তাশরীফ আনতেন। আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তাকে আবু উমায়ের কুনিয়াতে নামে অভিহিত করা হত। তার একটি বুলবুলি ছিল। সে তা নিয়ে খেলা করত। তা মরে গেলো। তারপর যখন নাবী (দ.) আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন তখন তাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তার কি হয়েছে? তাঁকে বলা হল যে, তার (শখের) বুলবুলিটি মরে গেছে। তখন নাবী (দ.) বললেন, ওহে আবু উমায়ের। তোমার নুগায়রটি (বুলবুলিটি) করল কি? -স্বহীহ

৩৭১. অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মের আগেই শিশুর পিতা বলে অভিহিত করা

৮৫৪. ইবরাহীম বলেন, আব্দুল্লাহ্ আলকামার ঘরে কোন শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাকে আবু শিবলি বা শিবলির পিতা নামে অভিহিত করেন। -স্বহীহ্

৮৫৫. আলকামা বলেন, আব্দুল্লাহ্ আমার ঘরে কোন শিশু-সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই আমার কুনিয়াত (নাম) রাখেন। -স্বহীহ্

৩৭২. অনুচ্ছেদ : নারীদের কুনিয়াত, অমুকের মা বলে অভিহিত করা

৮৫৬. আইশাহ্ (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে একদা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি আপনার স্ত্রীগণের অমুকের মা তমুকের মা বলে নামকরণ করে দিয়েছেন, সুতরাং আমাকেও এরকম একটি নামকরণ করে দিন! জবাবে তিনি বললেন, তুমি তোমার ভগ্নিপুত্র আব্দুল্লাহ্'র নামে (আব্দুল্লাহ্'র মা) কুনিয়াত নিয়ে নাও। (“সুতরাং আমাকেও এরকম একটি নামকরণ করে দিন!” অংশটুকু ছাড়া স্বহীহ্) -স্বহীহ্

৮৫৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইরের নাতি আব্বাদ বর্ণনা করেন যে, আইশাহ্ (রা.) একদা বললেন, হে আল্লাহ্'র নাবী! আপনি কি আমাকে কারো মা বলে নামকরণ করে দিবেন না? তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার পুত্রের (অর্থাৎ ভগ্নিপুত্রের) নামে কুনিয়াত নিয়ে নাও। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইরের মা নাম গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ্'র মা নামে অভিহিত হতেন। -স্বহীহ্

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : অবস্থা অনুপাতে কুনিয়াত বা নাম রাখা

৮৫৮. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) বলেন, আলী (রা.) এর কাছে তার আবু তুরাব নামটিই ছিল সর্বাধিক প্রিয়। এই নামে কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। স্বয়ং নাবী (দ.)-ই তাঁকে এই নামে অভিহিত করেন। (ব্যাপার হলো যে) একদা তিনি ফাতিমা (রা.) এর উপর রাগ করে ঘর হতে বের হয়ে মাসজিদের দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে শুয়ে পড়েন। নাবী (দ.) কিছুক্ষণ পর তাঁর খোঁজে সেখানে এসে পৌঁছলেন। কেউ একজন বলল, তিনি তো দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে রয়েছেন। নাবী (দ.) তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁর পিঠ মাটিতে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। নাবী (দ.) তখন পিঠ

হতে মাটি মুছতে-মুছতে বলতে লাগলেন, উঠে বস, হে আবু তুরাব (মাটির বাবা)। -স্বহীহ্

৩৭৪. অনুচ্ছেদ : বয়জ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানীগণের সাথে চলার নিয়ম

৮৫৯. আনাস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমাদের খেজুর বাগানসমূহে বিচরণ করছিলেন। এমন সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আবু ত্বলহার বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন বিলাল (রা.) ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন। একটি কবর পথে পড়ল, এমন সময় হঠাৎ নাবী (দ.) দাঁড়িয়ে গেলেন যেন বিলাল তাঁর কাছে চলে আসতে পারেন। তিনি কাছে এলে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, কী হে বিলাল! আমি যা শুনছি তুমি কি তা শুনতে পেয়েছ? উত্তরে বিলাল (রা.) বললেন, কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। বললেন, শুন এই কবরের অধিবাসীর আযাব হচ্ছে। কবরটি ছিল জনৈক ইয়াহুদীর। -স্বহীহ্

৩৭৫. অনুচ্ছেদ : শিরোনামবিহীন অধ্যায়

৮৬০. কায়স বর্ণনা করেন, মু'আবিওয়াহ (রা.) কে তার জনৈক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলতে শুনি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনে তোমার পশ্চাতে বসিয়ে নাও! কিন্তু তার ছোট ভাই তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তখন মু'আবিওয়াহ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি একটা আস্ত বে-আদব!

রাবী কায়স বলেন, তখন আমি (তার পিতা) আবু সুফিয়ানকে বলতে শুনি, তোমার ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলামকে তার সাথে নিতে বাধ্য করো না বা এজন্য আর ভৎসনা করো না। -স্বহীহ্

৮৬১. আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, বন্ধু যত বৃদ্ধি পাবে, ততই পাওনাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই বর্ণনার এক পর্যায়ে রাবী ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব বলেন, আমি আমার পূর্বতন রাবী মুসাকে জিজ্ঞেস করলাম, পাওনাদার বলতে এখানে কি অর্থ বুঝানো হয়েছে? বললেন, হকদারের কথা বলা হয়েছে। [অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সংখ্যা যত বেশি হবে, হকদারের সংখ্যা ততই বেশি হবে। কেননা, বন্ধুর উপর বন্ধুরও অনেক হক বা অধিকার থাকে]। -স্বহীহ্

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে

৮৬২. ইবনু কায়সান নামে প্রসিদ্ধ খালিদ বলেন, একদা আমি ইবনু ওমার (রা.) এর দরবারে

উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আয়াস ইবনু খায়সামা তার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে ফারুকের পুত্র! আমি কি আমার স্বরচিত কবিতা আপনাকে গানের সুরে গেয়ে শুনাব? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ শুনাতে পারো, তবে কেবল রুচিসম্মত কবিতাই শুনাবে। তখন কবিপ্রবর তাকে তা গেয়ে শুনাতে লাগলেন, তারপর কবিতায় এমন এক পর্যায়ে এসে কবি পৌঁছলেন, যা তার রুচিতে বাঁধল। তখন ইবনু ওমার (রা.) বলে উঠলেন, এবার বন্ধ কর হে! -**যঈফ**

৮৬৩. কাতাদা (রা.) বলেন, আমি মাতরফকে এরকম বলতে শুনেছি যে, আমি ইমরান ইবনু হুসাইনের সাথে কূফা হতে বাসরা পর্যন্ত সফর করি। পথে কচিৎ এমন কোন মঞ্জিল বাদ পড়েছে যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন অথচ আমাকে কবিতা গেয়ে না শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, দুর্বোধ্য রচনায় এদিক-সেদিক করার অবকাশ রয়েছে। -**স্বহীহ**

৮৬৪. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। -**স্বহীহ**

৮৬৫. আসওয়াদ ইবনু সারী (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি (আমার কাব্যে) নানাভাবে আল্লাহ'র প্রশংসা কীর্তন করেছি। তিনি বললেন, তোমার প্রভু তাঁর প্রশংসা কীর্তন অত্যন্ত পছন্দ করেন। তার বেশি আর কিছুই তিনি বললেন না। -**হাসান**

৮৬৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পুঁজে ভর্তি পেট বরং তার কবিতা পূর্ণ পেট হতে উত্তম। -**স্বহীহ**

৮৬৭. কায়স বর্ণনা করেন, মু'আবিওয়াহ (রা.) কে তার জনৈক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলতে শুনি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনে তোমার পশ্চাতে বসিয়ে নাও! কিন্তু তার ছোট ভাই তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তখন মু'আবিওয়াহ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি একটা আস্ত বে-আদব!

রাবী কায়স বলেন, তখন আমি (তার পিতা) আবু সুফিয়ানকে বলতে শুনি, তোমার ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলামকে তার সাথে নিতে বাধ্য করো না বা এজন্য আর ভৎসনা করো না। -**হাসান**

৮৬৮. হিশাম ইবনু ওরওয়া তাঁর পিতার প্রমুখাৎ আইশাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসসান

ইবনু সাবিত রসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা রচনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, (তুমি যে তাদের নিন্দা করবে) আমার বংশগত সম্মান যে তাদের সাথে বিদ্যমান তার কি করবে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তাদের মধ্য হতে আপনাকে তো এইভাবে পৃথক করে উঠিয়ে নেবো যেমনটি উঠিয়ে নেয়া হয় আটার খামির হতে চুল। -স্বহীহ

৮৬৯. হিশাম তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি (উম্মুল মু'মিনীন) আইশাহ্‌র হাস্সানকে গালমন্দ দিতে লাগলাম। [সম্ভবত আইশাহ্‌ (রা.) এর পুত্র চরিত্র কলংক লেপনের ঘটনায় হাস্সানের জড়িত থাকার দরুণ।] তিনি বললেন, তাকে গালমন্দ দিও না, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.) এর পক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দার জবাব (তাঁর কবিতার মাধ্যমে) দিতেন। -স্বহীহ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে

৮৭০. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। -স্বহীহ

৮৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কবিতা হলো কথারই মত। ভাল কবিতা ভাল কথার মত আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মত। অর্থাৎ কথা যেমন সুরূচি ও কুরূচিপূর্ণ হয়, কবিতাও তেমনি সুরূচি ও কুরূচিপূর্ণ হয়। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৮৭২. ওরওয়া বলেন, আইশাহ্‌ (রা.) প্রায়ই বলতেন, কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। তার ভালটাকে গ্রহণ কর এবং মন্দটাকে বর্জন কর। আমার নিকট কা'ব ইবনু মালিকের এমন কবিতাও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে চল্লিশটি পর্যন্ত চরণ রয়েছে। তাছাড়া তাঁর আরও কবিতা আছে। -স্বহীহ

৮৭৩. মিকদাম ইবনু শুরাইহ্‌ তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন আইশাহ্‌ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (দ.) কি উপমা দেয়ার জন্য কবিতার কোন পঙক্তি আওড়াতেন? জবাবে উম্মুল মু'মিনীন জানালেন, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার এই পঙক্তিটি তিনি কোন কোন সময় আওড়াতেন, “রয়া'-তীকা বিল-আখবারি মাল্-লাম তাযাও-ওয়াদু” অর্থ : আসলে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নাই প্রস্তুতি তোর।” -স্বহীহ

৮৭৪. আনাস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমাদের খেজুর বাগানসমূহে বিচরণ করছিলেন। এমন সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আবু ত্বলহার বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন বিলাল (রা.) ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন। একটি কবর পথে পড়ল, এমন সময় হঠাৎ নাবী (দ.) দাঁড়িয়ে গেলেন যেন বিলাল তাঁর কাছে চলে আসতে পারেন। তিনি কাছে এলে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, কী হে বিলাল! আমি যা শুনছি তুমি কি তা শুনতে পেয়েছ? উত্তরে বিলাল (রা.) বললেন, কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। বললেন, শুন এই কবরের অধিবাসীর আযাব হচ্ছে। কবরটি ছিল জনৈক ইয়াহুদীর। -স্বহীহ্

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : কবিতা শোনানোর আবেদন করা

৮৭৫. শারীদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একদা আমাকে কবি উমাইয়া ইবনু আবিস্ সালতের কবিতা শোনাইবার জন্য আদেশ করলেন। আমি তাঁকে তা শোনাতে শুরু করতে তিনি বলতে লাগলেন, আরও হোক! আরও হোক! এমন কি আমি একশত চরণ তাঁকে শোনালাম। তিনি বললেন, আর একটু হলেই এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত। -স্বহীহ্

৩৭৯. অনুচ্ছেদ : কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়

৮৭৬. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির পেট কবিতায় ভর্তি থাকার চেয়ে বরং পুঁজে ভর্তি থাকাই তার পক্ষে উত্তম। -স্বহীহ্

৩৮০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, “কবিরা হলো এরকম যে, কেবল পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাদের অনুগামী হয়।” -সূরাহু আশ্-শু'আরা (২৬) ২২৪

৮৭৭. কুরআন মাজীদে আয়াত “আর কবিরা হলো এরকম যে, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়। আর তারা যা বলে তারা তা করে না।” এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন যে, এর এক অংশ একটি ব্যতিক্রমের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। সেই ব্যতিক্রম উক্ত আয়াতের শেষে উক্ত এই অংশের জন্য যাতে বলা হয়েছে পূর্ণ আয়াতের “অবশ্য তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, বহুল পরিমাণে আল্লাহ'র যিকির করে এবং অত্যাচারিত হবার পর (নিজেদের কবিতার মাধ্যমে) তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তাদের নিন্দা আক্রমণাত্মক নয়, বরং আত্মরক্ষামূলক) আর অত্যাচার যারা করেছে তারা অচিরেই জানতে পারবে যে, কেমন স্থানে

তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।” -স্বহীহ

৩৮১. অনুচ্ছেদ : কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে

৮৭৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদা একজন বেদুঈন নাবী (দ.) এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। সে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, কোন কোন কথার যাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কোন কোন কবিতা হয় অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৮৭৯. ওমার ইবনু সালাম বলেন, (খলীফাহ) আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান তাঁর পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য শাবীর (র.) এর হাতে তুলে দেন এবং বলেন, তাদেরকে কাব্য শিক্ষা দিবেন, তাতে তারা উচ্চাভিলাষী ও নির্ভীক হবে, তাদেরকে গোশত খাওয়ার অভ্যাস করাবেন, তাতে তাদের হৃদয়ে শক্তি বৃদ্ধি পাবে, তাদের মস্তক মুণ্ডনের অভ্যাস করাবেন, তাতে তাদের ঘাড় শক্ত হবে এবং তাদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মজলিসে বসাবেন, তাতে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলে তারা কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে। -যঈফ

৩৮২. অনুচ্ছেদ : অবাঞ্ছিত কবিতা

৮৮১. আইশাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, মানব জাতির মধ্যে সে কবিই সবচাইতে বড় অপরাধী যে, গোটা গোত্রের সকলেরই পাইকারীভাবে নিন্দা করে [অর্থাৎ কোন গোত্রের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে তার পুণ্যবান এবং সৎলোকদেরকেও নিষ্কৃতি দেয় না-এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতামাতাকে অস্বীকার করে]। -স্বহীহ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ : বাচালতা

৮৮২. য়াসিদ ইবনু আসলাম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (দ.) এর যুগে পূর্বদেশ হতে দু'জন বাগ্মী লোক (মাদীনায়) আসে। তারা দু'জনে লোকসমক্ষে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করল। অতঃপর বসে পড়ল। অতঃপর নাবী (দ.) এর পক্ষের বক্তা সাবিত ইবনু কায়স (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতা করলেন। কিন্তু শ্রোতামণ্ডলী প্রথমোক্ত দু'জনের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দ.) বক্তৃতা করতে উঠলেন এবং বললেন, মানবমণ্ডলী, বক্তব্য সরলভাবে বলবে-কেননা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলা শয়তানের কাজ। তারপর রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে। -স্বহীহ

৮৮৩. আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি ওমার (রা.) এর সম্মুখে বক্তৃতা করল এবং অনেক দীর্ঘ কথাবার্তা বলল (বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল)। তখন ওমার (রা.) বললেন, “বক্তৃতায় অতিরিক্ত কথা বলা হলো শয়তানের কাজ।” -স্বহীহ

৮৮৪. সাহল ইবনু যিরা বলেন, আবু ইয়াযীদ অথবা মা'আন ইবনু ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি, একদা নাবী (দ.) বলে পাঠালেন, তোমরা তোমাদের মাসজিদসমূহে সমবেত হও এবং যখন লোক সমবেত হবে তখন আমাকে খবর দিবে। অতঃপর আগমণকারী (তিনি) প্রথমে আমাদেরই মাসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন। তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, যাতে তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যার প্রশংসা দ্বারা একমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া আর কিছুই কাম্য নয় আর তিনি ছাড়া পলায়ন করে যাবার অন্যকোন ঠাইও নাই। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) ত্রুঙ্ক হলেন এবং উঠে প্রস্থান করলেন। তখন আমরা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলাম এবং বলাবলি করতে লাগলাম যে, আগন্তুক তো প্রথমে আমাদেরই মাসজিদে তাশরীফ আনলেন (আর আমরা আমাদের ক্রটিতে তাকে অসন্তুষ্ট করলাম)। অতঃপর তিনি অন্য এক মাসজিদে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে বসলেন। আমরা সেখানে তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তার সাথে আলাপ করলাম। ক্রটি মার্জনার জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আমাদের সাথে (ফিরে) তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর পূর্ব আসন বা তার নিকটবর্তী স্থানে বসলেন। অতঃপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ'র যিনি যা ইচ্ছা তাঁর সম্মুখে করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার পশ্চাতে করেন। আর কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে। অতঃপর তিনি আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং তা'লীম দিলেন। -হাসান

৩৮৪. অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্খা

৮৮৫. আইশাহ (রা.) বলেন, একদা রাতে (দুশ্চিন্তায়) নাবী (দ.) ঘুমাতে পারছিলেন না তখন তিনি বললেন, হায়! আমার স্বহাবীদের মধ্য হতে কেউ যদি এসে আমাকে এই রাতে পাহারা দিত। এমনি সময় বাইরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? বলা হল (ইয়া রসূলুল্লাহ) সা'দ, রসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। অতঃপর নাবী (দ.) শুয়ে পড়লেন। এমন কি আমরা তার নাকের ডাক শুনতে পেলাম। -স্বহীহ

৩৮৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বস্ত্র বা ঘোড়াকে 'সাগর' বলা

৮৮৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একদা মাদীনাতে কী এক ব্যাপারে লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। নাবী (দ.) তখন আবু ত্বলহার 'মানদূব' নামক ঘোড়াটি ধার নিয়ে তাতে

আরোহণ করে সেদিকে গমন করলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করে বললেন, তেমনি কিছু তো দেখতে পেলাম না। আর ঘোড়াটি তো দেখছি একেবারে সাগর (অর্থাৎ ভীষণ দ্রুতগামী)। -স্বহীহ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ : ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা

৮৮৭. নাবি' বলেন, ইবনু ওমার (রা.) তাঁর পুত্রকে উচ্চারণের ভুলের জন্য প্রহার করতেন। -স্বহীহ

৮৮৮. আব্দুর রহমান ইবনু আজলান বলেন, ওমার (রা.) এমন দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা তীর ছুঁড়ছিল। এমন সময় তাদের একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে বলল, (আস্ববতা) শুদ্ধ (আস্ববতা)। অর্থাৎ তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়িয়াছ। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি 'স্বদ' অক্ষরের স্থলে 'সীন' উচ্চারণ করল) তখন ওমার (রা.) বললেন, উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপের ভুলের চেয়ে মারাত্মক। -যঈফ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ : বাতিল বস্তু সম্পর্কে 'তা কিছুই না' মন্তব্য করা

৮৮৯. নাবী সহধর্মিনী আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা লোকজন নাবী (দ.) কে গণকদিগের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, তারা কিছুই নয়। তখন তারা পুনরায় বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! অনেক সময় যে তাদের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়। তখন নাবী (দ.) বললেন, এ হলো এমন কথা যা শয়তান ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। অতঃপর সে মুরগীর ডাকের মত করে সে তার বন্ধুদেরকে কানে কানে বলে দেয়, অতঃপর তারা তার সাথে শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত করে (এবং এভাবে একটা বক্তব্য প্রস্তুত করায়)। -স্বহীহ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ : কাব্যিক উপমা প্রয়োগ

৮৯০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) একদা কোন এক সফরে ছিলেন, উট চালক তখন উট হাঁকানোর গান ধরল। তখন নাবী (দ.) উট চালককে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে আনজাশা, ধীরে চল। কাঁচ নিয়ে কারবার যে! [অর্থাৎ মহিলা যাত্রীও যে উটের পিঠে রয়েছে এখানে মহিলাগণকে ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের সাথে তুলনা করা হয়েছে।] -স্বহীহ

৮৯১. ওমার (রা.) বলেন, লোকের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই নির্বিচারে বর্ণনা করে বেড়ায় (তার সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না)। ওমার

(রা.) আরও বলেন আর মুসলিমের জন্য কাব্যিক ভাষা মিথ্যার শামিল। [অর্থাৎ তিলকে তাল বানিয়ে অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলাও সত্যশ্রয়ী মুসলিমের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।] -স্বহীহ

৮৯২. মুতরফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি একদা (কূফা হতে) বাসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনু হুসাইনের সাথে সফর করি। ঐ দীর্ঘ পথে এমন কোন দিন আসেনি, যে দিন তিনি আমাকে কবিতা গানের মত গেয়ে শুনাননি। এই সময় তিনি বলেন, কাব্যিক ভাষায় এক-আধটু মিথ্যা হলেও তা তেমন দোষণীয় নয়। -স্বহীহ

৩৮৯. অনুচ্ছেদ : গোপন তথ্য ফাঁস করা

৮৯৩. আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, আমার অবাক লাগে সেই ব্যক্তির জন্য যে ভাগ্য লিখন হতে দূরে পালাতে চায় অথচ ভাগ্য লিখন অখণ্ডনীয়। আর যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের চোখের সামান্য ময়লাও দেখতে পায় অথচ নিজের চোখে আস্ত খড়িকাঠও তার দৃষ্টিগোচর হয় না। আর (সে ব্যক্তির জন্যও) যে তার অপর ভাইয়ের অন্তরকে বিদ্বেষ মুক্ত করতে প্রয়াস পায় অথচ তার নিজের অন্তরে সে তা পোষণ করে! আর আমি আমার গোপনীয় ব্যাপারে কারো কাছে ব্যক্ত করে দেই। অতঃপর উম্মা প্রকাশ করে দেয়ার জন্য কাউকেও কোন দিন নিন্দা করিনি। আর কেনই বা আমি তাকে নিন্দা করব যেখানে আমি নিজেই নিজের গোপন তথ্য চেপে রাখতে পারিনি। -স্বহীহ

৩৯০. অনুচ্ছেদ : উপহাস করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ অপর পুরুষকে যেন উপহাস না করে, বিচিত্র নয় যে, উপহাসকৃত তার চাইতে (আল্লাহ্'র কাছে) অধিক মর্যদাবান হতে পারে। আর কোন নারী অপর কোন নারীকে যেন উপহাস না করে, বিচিত্র নয় যে, উপহাসকৃত তার চাইতে (আল্লাহ্'র কাছে) অধিক মর্যদাবতী হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে খোঁটা দিও না আর একে অপরকে মন্দনামে আখ্যায়িত করো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দনামে ডাকা কতই না মন্দ! আর যারা (এমন গর্হিত কাজ হতে) তাওবাহ্ না করবে, তারাই যালিম।” (সূরাহ্ হুজুরাত : ১১)

৮৯৪. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা এক বিপন্ন ব্যক্তি কতিপয় মেয়েলোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। অতঃপর তাদের কতক ঐ একই বিপদের শিকার হয়। -যইফ

৩৯১. অনুচ্ছেদ : রয়ে-সয়ে চলা

৮৯৫. যুহুরী (র.) এমন এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ ঘঁনাটি বর্ণনা করেন যিনি নিজে এ ঘঁনার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হই। তিনি আমার অগোচরে পিতার সাথে একান্তে কী যেন কথাবার্তা বললেন। রাবী বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বু! রসূলুল্লাহ্ (দ.) আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বললেন, তুমি যখন কিছু একটা করতে উদ্যত হও তখন রয়ে-সয়ে করবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা নির্গমণের পথ তোমাকে দেখান অথবা আল্লাহ কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দেন। -যঈফ

৮৯৬. মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়াহ্ বলেন, সেই ব্যক্তি জ্ঞানী নয়, যে সব কিছু গোছিয়ে বলতে এবং পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে না পারে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তার স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্গমনের ব্যবস্থা করেন। -স্বহীহ

৩৯২. অনুচ্ছেদ : পথ দেখিয়ে দেয়া

৮৯৭. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দুঃখবতী জম্ব দ্বারা অন্যকে উপকৃত হতে দেয়, অথবা কাউকেও পথ দেখিয়ে দেয়, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব নির্ধারিত হয়ে থাকে। -স্বহীহ

৮৯৮. আবু যার (রা.) বলেন, (রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর বরাত দিয়েছেন কিনা তা রাবীর মনে নাই) তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও স্বাদাকা বিশেষ। তোমার অন্যকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করা ও অসৎকর্ম হতে বারণ করাও স্বাদাকা বিশেষ। তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও একটি স্বাদাকা বিশেষ। লোকের চলাচলের পথ হতে পাথর, কাঁটা বা হাড়গোড় অপসারণ করাও স্বাদাকা বিশেষ। পথহারা লোককে পথ দেখিয়ে দেয়াও স্বাদাকা বিশেষ। -হাসান

৩৯৩. অনুচ্ছেদ : অন্ধকে পথহারা করা

৮৯৯. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে তার প্রতি আল্লাহ'র লা'নাত। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৩৯৪. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

৯০০. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) তার মাক্কাহ'র বাসভবনের সম্মুখে একদা উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় উসমান ইবনু মাযউন (রা.) সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নাবী (দ.) এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। নাবী (দ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী হে, একটু বসে যাবে না? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ, নাবী (দ.) তার দিকে মুখ করে বসলেন। তাঁরা উভয়ে বাক্যালাপ করছিলেন এমন সময় নাবী (দ.) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমার এই বসে থাকা অবস্থায় আল্লাহ'র দূত আমার নিকট এসে গেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আপনাকে কি বলে গেলেন? বললেন, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং বারণ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ এবং বিদ্রোহ হতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরাহ নাহল (১৬) ৯০)

রাবী উসমান (ইবনু মাযউন) বলেন, এ হচ্ছে তখনকার কথা যখন ঈমান আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে আর মুহাম্মাদ (দ.) কে যখন আমি রীতিমত ভালবাসতে শুরু করেছি। -যঈফ

৩৯৫. অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহের পরিণাম

৯০১. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দু'টির মত পাশাপাশি অবস্থান করবো, এ কথা বলে (রাবী) মুহাম্মাদ (ইবনু আব্দুল আযীয) তর্জনি এবং মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। -সহীহ

৯০২. এবং (জাহান্নামের) শাস্তির দু'টি দরজা পৃথিবীতেই নগদ রয়েছে (১) বিদ্রোহ এবং (২) আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদন করা। -সহীহ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ : কৌলীণ্য

৯০৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম ইবনু কারীম হলেন ইফসুফ ইবনু ইয়া'কুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম (আ.)। -সহীহ

৯০৪. আবু হুরাইরহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, ক্রিয়ামাতের দিন মুত্তাকীরাই হবে আমার বন্ধু। বংশগত নৈকট্য কোন কাজে আসবে না। লোকজন তাদের আ'মাল নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে পৃথিবী তোমাদের কাঁধে উঠিয়ে। আর বলবে, হে মুহাম্মাদ! তখন আমি এরকম বলবে, মুহাম্মাদ বলে ডাকলে কী হবে? কোনই কাজে আসবে না। আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেব। -হাসান

৯০৫. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আ'মাল করে না, “হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি...” “নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে সব চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু” (সূরাহ হুজুরাত : ১৩) এর উপর আ'মাল করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলতে পারে না যে, আমি তোমার চেয়ে অধিকতর সম্ভ্রান্ত। কেননা, তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌ভীরুতা ছাড়া অন্য কোনভাবে কেউ অপর কোন ব্যক্তি হতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত হতে পারে না। -স্বহীহ

৯০৬. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা তাক্বওয়া বলতে কি মনে কর? আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়া কি তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাক্বওয়াবান সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌ ভীরু। তোমরা বংশ মর্যাদা বলতে কি মনে কর? চরিত্রের দিক দিয়ে যে সর্বোত্তম, তার বংশ মর্যাদাই সবচেয়ে উত্তম। -স্বহীহ

৩৯৮. অনুচ্ছেদ : মানবাত্মাসমূহ সারিবদ্ধ সৈন্যদল

৯০৭. আইশাহ (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, মানবাত্মাসমূহ (যেন) সমবেত সৈন্যদল। (সৃষ্টির সেই আদি প্রভাতে) যারা পরস্পরে পরিচিত হয়েছে (আজ পৃথিবী ও তারা পরস্পরে মিলে-মিশে থাকে তা আর সেদিন যারা পরস্পরে অপরিচিত রয়ে গিয়েছে এখানেও তারা পরস্পর বিরোধ ভাবাপন্ন হবে।

(.....) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ

৯০৮. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) হতে অনুরূপ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -স্বহীহ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ : আশ্চর্যান্বিত হলে ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা

৯০৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, একদা এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে ছাগপালের উপর চড়াও করল এবং একটি ছাগল ধরে নিয়ে

গেল। তখন রাখাল তার ছাগলটি ছাড়ানোর জন্য নেকড়ে পিছু-পিছু ধাওয়া করল। তখন নেকড়েটি তাকে লক্ষ করে বলে উঠল, যে দিন হিংস্র শ্বাপদের রাজত্ব হবে সেদিন কে তার রক্ষক হবে? সেদিন আমি ছাড়া আর কেউই তার রক্ষক থাকবে না। তখন উপস্থিত লোকজন বলে উঠল? সুবহানাল্লাহ! তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, আমি আবু বাকার এবং ওমার আমরা তিনজনে তা বিশ্বাস করি। -স্বহীহ

৯১০. আলী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কোন এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন সময় কি একটি বস্তু হাতে নিয়ে তা দ্বারা মাটিতে রেখা অংকন করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে অথবা জান্নাতে পূর্ব হতে লিখিত হয়ে থাকেনি। তখন উপস্থিত স্বহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কি আমাদের উক্ত ভাগ্য লিখনের উপর নির্ভর করে আ'মাল করা হতে বিরত থাকবো না? বললেন, আ'মাল করে যাও, কেননা যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তাই সহজসাধ্য হবে। আরো বললেন, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান হবে তার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ হবে, আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ হবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন।

“অনন্তর যে ব্যক্তি দান করে, তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বাণী অর্থাৎ কালিমার সত্যতা ঘোষণা করে (তার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজসাধ্য করা হয়)।” (সূরাহ লাইল (৯২), ৫-৭) -স্বহীহ

৪০০. অনুচ্ছেদ : মাটিতে হাত বুলানো

৯১১. উসাইদের মা বলেন, আমি আবু কাতাদা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি হল যে, লোকে যেমন রসূলুল্লাহ (দ.) এর বরাত দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে আপনি তেমনটি করেন না? তখন তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার পার্শ্বদেশকে জাহান্নামের বিছানার জন্য প্রস্তুত রাখে। একথা বলতে-বলতে তিনি তার হাত মাটিতে বুলাচ্ছিলেন। -যঈফ

৪০১. অনুচ্ছেদ : গুলতি ব্যবহার না করা

৯১২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল মুযানী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) গুলতি দ্বারা নুড়ি পাথর ছুঁড়তে বারণ করেছেন। (এ সম্পর্কে) তিনি বলেছেন, এটা না পারে শিকার নিধন করতে আর না

পারে শত্রুকে কাবু করতে, বরং এটা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভেঙ্গে দেয়। -স্বহীহ

৪০২. অনুচ্ছেদ : বাতাসকে গালি দিও না

৯১৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা মাক্কাহ্'র পথে কতিপয় লোক বাতাসের মুখে পড়ে গেল। ওমার (রা.) ও (তাদের সাথে একই কাফিলায়) হাজ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সে বাতাস অত্যন্ত বেগবতী হয়ে উঠল। ওমার (রা.) তার নিকটবর্তী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই বাতাসটা কী? কিন্তু কেউই কোন উত্তর দিল না। তখন আমি আমার বাহনটিকে তার দিকে ধাবিত করলাম এবং তাঁর নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন আমি তাকে বললাম, শুনতে পেলাম আপনি নাকি বাতাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন? আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, বাতাস হলো আল্লাহ্'র রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। তা রহমাতও নিয়ে আসে আবার আযাবও নিয়ে আসে। সুতরাং কেউ তাকে ভৎসনা করো না বরং আল্লাহ্'র দরবারে তার কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। -স্বহীহ

৪০৩. অনুচ্ছেদ : গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে বলা

৯১৪. য়াযিদ ইবনু খালিদ জুহানী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর এক বৃষ্টিমুখর রাতের প্রভাতে হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফাজরের স্বলাত আদায় করলেন। স্বলাত শেষে নাবী (দ.) উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, (আল্লাহ্ বলেছেন) আমার বান্দারা প্রভাতে আমার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী (মু'মিন ও কাফিররূপে) ঘুম থেকে উঠে। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্'র করুণা ও দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে-- সে মু'মিন কারণ সে গ্রহসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর যে ব্যক্তি বলে অমুক-অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে সে আমাতে অবিশ্বাসী আর গ্রহসমূহে বিশ্বাসী। -স্বহীহ

৪০৪. অনুচ্ছেদ : লোকজন মেঘমালা দেখে কি বলবে?

৯১৫. আইশাহ্ (রা.) বলেন : নবী করিম (দ.) যখন ঘনঘটা লক্ষ্য করতেন তিনি (অধীরভাবে) ক্ষণে ঘরে আসতেন, ক্ষণে বাহিরে যেতেন, ক্ষণে এদিকে, ক্ষণে ওদিকে ছুটাছুটি করতে থাকতেন এবং তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত, যখন বৃষ্টি হত তখন তাঁর মুখে হাসির লক্ষণ ফুটে উঠত।

রাবী আতা বলেন, একদা আইশাহ্ (রা.) নাবী (দ.) এর চিন্তা দূরীভূত হয়েছে দেখে তাঁর এই অস্থিরতা ও কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন জবাবে নাবী (দ.) বললেন, কি জানি এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন,

“অতঃপর তারা যখন মেঘরাশিকে তাদের প্রান্তর অভিমুখে লক্ষ্য করল...” -স্বহীহ

৯১৬. আব্দুল্লাহ্ (ইবনু মাসউদ) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক্ (অর্থাৎ আল্লাহ্'র অধিকারে ভাগ বসানোর শামিল) তা আমাদের অর্থাৎ মু'মিনদের কাজ নয়। বরং আল্লাহ্ তার কুপ্রভাবকে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্'য় নির্ভরতার দ্বারা দূর করে দেন। -স্বহীহ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ ধরা

৯১৭. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন শুভাশুভ নির্ণয় উহার মধ্যে ফালই উত্তম। উপস্থিত য স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ফাল কি ইয়া রসূলুল্লাহ্! তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যে উত্তম কথা শুনে থাকে তা হচ্ছে ফাল। -স্বহীহ

৪০৬. অনুচ্ছেদঃ অশুভ লক্ষণ যারা ধরে না তাদের মাহাত্ম্য

৯১৮. আব্দুল্লাহ্ (ইবনু মাসউদ) (রা.) বলেন, যে, নাবী (দ.) বলেছেন, একদা হাজ্জের মৌসুমে আমার উম্মাতকে আমার সম্মুখে (রূপকভাবে) পেশ করা হল। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। সমভূমি ও পাহাড় পর্বত তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি সন্তুষ্ট হলেন? আমি বললাম : জি হ্যাঁ। রব বললেন, উপরন্তু তাদের সাথে রয়েছে সেই সত্তর হাজার ও যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো যারা (চিকিৎসার্থে) ঝাঁড়ফুক করায় না, শরীরে দাগ দেয় না এবং অশুভ লক্ষণ ধরে না বরং তাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের উপরই তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে। তখন (স্বহাবী) উক্বাশা (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু'আ করলেন, প্রভু, উক্বাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তখন অপর এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। বললেন, উক্বাশা তোমার পূর্বেই এই ব্যাপারে অগ্রগামী হয়ে গেছে। ০০০ অপর একটি সূত্রেও এ

হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ

৪০৭. অনুচ্ছেদ : জিনের আশ্বর হতে বাঁচার অহেতুক তদবীর

৯১৯. আলকামাহ্ তার মায়ের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, কারো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আইশাহ্ (রা.) এর কাছে আনা হত। তিনি তার জন্য বারাকাতের দু'আ করতেন। একদা আমি একটি নবজাত শিশুকে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তার বালিশ ধরতেই একটি ক্ষুর তার শিরের নিচ হতে বের হয়ে পড়ল। তিনি তখন তাদেরকে ক্ষুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আমরা জিনের অনিষ্ট হতে নবজাতককে বাঁচানোর জন্য তা রেখে থাকি। তিনি ক্ষুর তুলে দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং এরকম করতে বারণ করে দিলেন। তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) অশুভ-লক্ষণ ধরা অপছন্দ করতেন এবং কাউকেও এরকম করতে দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। আইশাহ্ (রা.) এরকম করতে বারণ করতেন। -যঈফ

৪০৮. অনুচ্ছেদ : ফাল নেয়া

৯২০. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বা অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই। সুন্দর শব্দাশ্রিত শুভ লক্ষণই আমি ভালবাসি। -স্বহীহ

৯২১. হাব্বা তামীমী বলেন, তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, জন্তু বা পেঁচাতে শুভ বা অশুভের কিছু নেই। শুভ নির্ণয়ে ফালই হলো সবচাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বদনজর সত্য। অর্থাৎ ভিত্তিহীন নয়।

(ব্যাখ্যা : জীবজন্তুও চলাচল বা আওয়াজকে অনেক সময় অশুভ মনে করা হয়ে থাকে। যেমন সামনে দিয়ে বেড়াল অতিক্রম করলে, পেঁচা শব্দ করে উঠলে বা কাকের রব শুনলে অনেকে তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে যাত্রা স্থগিত রাখে। এটা নেহায়েত অর্থহীন। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় খালি কলসি কাঁখে কোন রমণীকে যেতে দেখলেও এটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে থাকে। আসলে শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে তার কোনই মূল্য নেই।) -স্বহীহ

৪০৯. অনুচ্ছেদ : উত্তম নামকে বারাকাতের লক্ষণ হিসেবে নেয়া

৯২২. আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাযিব (রা.) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসর যখন উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.)

বলেন, সুহাইলকে তার সম্প্রদায় এ সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করেছে যে, এই বৎসর মুসলিমগণ ফিরে যাবে এবং আগামী বৎসর তারা (কুরাইশগণ) তিনদিনের জন্য মাক্কাহ ছেড়ে যাবে (তখন মুসলিমগণ হাজ্জ ওমরাহ প্রভৃতি নির্বিবাদে সম্পন্ন করতে পারবে।) তখন সুহাইল আগমণ করলে নাবী (দ.) বললেন, সুহাইল এসেছে! আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজ (সমাধান) করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, এ আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িব নাবী (দ.) এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৪১০. অনুচ্ছেদ : ঘোড়াতে কুলক্ষণ

৯২৩. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কুলক্ষণ বলে যা আছে তা বাড়িতে, নারীতে এবং ঘোড়ায়। -যঈফ (শায)

৯২৪. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) বলেন, কুলক্ষণ যদি কিছুতে থেকে থাকে তবে তা হল নারীতে, ঘোড়াতে এবং বাসস্থানে। -স্বহীহু

৯২৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা একটি বাড়িতে অবস্থান করতাম যেখানে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধন সম্পদ বর্ধিত হয়েছে অতঃপর আমরা অপর একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হই, যেখানে আমাদের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং আমাদের ধন-সম্পদেও ভাটা পড়ল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমরা সেই বাড়িতে ফিরে যাও অথবা বললেন, তোমরা এই বাড়ি ছেড়ে দাও, কেননা তা নিন্দনীয়। রাবী আবু আব্দুল্লাহ বলেন, এই বর্ণনার সানাদে এটি আছে। -হাসান

৪১১. অনুচ্ছেদ : হাঁচি

৯২৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং (আল-হামদুলিল্লাহ বলে) আল্লাহ'র প্রশংসা করে, তখন প্রত্যেক মুসলিম যারা তা শুনতে পায়, তাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়া তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা হলো শয়তানের পক্ষ হতে। যথাসাধ্য তা চেপে থাকা চাই। যখন কোন ব্যক্তি হাই তুলতে গিয়ে বলে 'হা'-তখন শয়তান হেসে উঠে। -স্বহীহু

৪১২. অনুচ্ছেদ : হাঁচির সময় কি বলবে

৯২৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ হাঁচি দেয় এবং বলে 'আল-

হামদুলিল্লাহ' তখন মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) বলেন, 'রব্বুল আলামীন' আর যখন সে (আল-হামদুলিল্লাহি) রব্বিল আলামীন বলেন, তখন মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতা) বলেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ্, আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন। -যঈফ

৯২৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন কেউ হাঁচি দেয় তখন বলবে, 'আল-হামদুলিল্লাহ' আর যখন সে তা বলবে তখন তার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' তখন (প্রত্যুত্তরে) তার বলা উচিত 'ইয়াদীকাল্লাহ্ ওয়াযুযলিহ্ বালাকা' "আল্লাহ্ তোমাকে সৎপথে রাখুন এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন।"

আবু আব্দুল্লাহ্ বুখারী (র) এই প্রসঙ্গেও হাদিসীসমূহের মধ্যে এই হাদিসটিকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সনদেও বলে মন্তব্য করেছেন। -স্বহীহ্

৪১৩. অনুচ্ছেদ : যে হাঁচি দেয় তার জবাব দেয়া

৯২৯. আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফ্রীকী তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা মু'আভিয়াহ্ (রা.) এর সময়ে নৌ-যুদ্ধে ছিলেন। (তিনি বলেন) একদা যখন আমাদের জাহাজ আবু আইয়ুব আনসারীর জাহাজের নিকটবর্তী হল এবং আমাদের দুপুরের খাবারের সময় হল, তখন আমরা তাঁকে আনার জন্য তাঁর জাহাজে লোক পাঠালাম। তিনি এসে বললেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত করেছ অথচ আমি স্বওম (রোজা) অবস্থায় আছি। এতদসত্ত্বেও আমি যে তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিলাম, তার কারণ হলো আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, এক মুসলিমের উপর তার অপর মুসলিম ভাইয়ের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যদি তার একটাও কেউ লংঘন করে তবে সে একটি হক লংঘন করল যা তার উপর তার ভাইয়ে অধিকার ছিল।

১. যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দিবে।
২. যখন সে তাকে আহ্বান করবে বা দাওয়াত করবে তখন তার আহ্বানে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন হাঁচি দিবে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ্) বলে তার হাঁচির জবাব দিবে।
৪. যখন সে রোগগ্রস্ত হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে।
৫. সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করবে এবং
৬. সে যখন পরামর্শ চাবে, তখন তাকে উত্তম পরামর্শ দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের সাথে (ঐ অভিযাবে) একজন হাস্যরসিক লোকও ছিলেন। সে আমাদের সাথে ভোজনে শামিল এক ব্যক্তিকে বলল, ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়াবাররান’-আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কিন্তু বারবার তাকে এরকম বললে সে ব্যক্তি ক্ষেপে যেত। তখন সেই হাস্যরসিক ব্যক্তিটি আবু আইয়ুব (রা.) কে জিজ্ঞেস করল এই লোকটি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যদি আমি তাকে ‘জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া বাররান’ বলি তখন সে ক্ষেপে যায় এবং আমাকে গালি দিতে শুরু করে। আবু আইয়ুব (রা.) বলেন, আমি বলি মঙ্গলে যাকে সাজে না অমঙ্গলেই তাকে সাজে, সুতরাং তার জন্য তা পাল্টিয়ে দাও। তখন ঐ লোকটি তার নিকটে এলে তাকে বলল, ‘জাযাকাল্লাহু শাররান ওয়া বাররান’ ‘আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গল ও কঠো প্রতিদান দিন।’ তখন সে ব্যক্তি হেসে উঠল এবং খুশি হয়ে গেল এবং বলে উঠল, তুমি বুঝি তোমার হাস্য-রসিকতা ছাড়তে পার না! তখন সে বলল, আল্লাহ আবু আইয়ুব আনসারীকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! (কেননা তাঁর পরামর্শেই তো তা হল!) -যঈফ

৯৩০. আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের চারটি অধিকার রয়েছে :

১. যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাকে দেখতে যাবে।
২. সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযার স্বলাতে অংশগ্রহণ করবে।
৩. যে যখন তাকে ডাকবে, তখন সে তার ডাকে (বা দাওয়াতে) সাড়া দিবে এবং
৪. সে যখন হাঁচি দিবে, তখন তার হাঁচির জবাব দিবে। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৯৩১. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আমাদেরকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ হতে বারণ করেছেন। যে সাতটি কাজের আদেশ করেছেন তা হল, ১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, ২. জানাযায় অংশগ্রহণ করা, ৩. যে হাঁচি দেয়, তার হাঁচির জবাব দেয়া, ৪. ওয়াদা রক্ষা করা, ৫. উৎপীড়িতে সাহায্য করা, ৬. সালামের বহুল প্রচলন করা, ৭. আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তিনি আমাদেরকে বারণ করেছেন : ১. স্বর্ণের আংটি, ২. রৌপ্যেও বাসনপত্র, ৩. গদীর উপর নরম বিলাসবহুল রেশমী চাদর, ৪. অচল মূদ্রা এবং ৫. ইসতিবরাক (তসর), ৬. দীবাজ, (খাঁটি রেশমী কাপড়) এবং ৭. হারীর খাঁটি রেশমী পোশাক হতে। -স্বহীহু

৯৩২. আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, এক মুসলিমের উপর অপর

মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, সেই হকগুলি কি কি ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন,

১. যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাকে সালাম দিবে।
২. সে যখন তোমাকে ডাকবে, তখন তার ডাকে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ চাইবে, তখন উত্তম পরামর্শ দিবে।
৪. যে যখন হাঁচি দিয়ে (আল-হামদুলিল্লাহ বলে) আল্লাহ'র প্রশংসা করবে, তখন তার জবাব দিবে।
৫. সে যখন অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে এবং
৬. সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করবে। -স্বহীহ

৪১৪. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা

৯৩৩. খায়সামা (র.) আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও হাঁচি দিতে শুনে বলে 'আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন আলা কুল্লি হালি' অর্থাৎ "সর্বাবস্থায় বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা যতদিন তিনি বর্তমান আছে" কস্মিনকালেও তার দাঁত ও কানের অসুখ হবে না। -যঈফ

৪১৫. অনুচ্ছেদ : হাঁচি শুনলে কিভাবে জবাব দিবে?

৯৩৪. আবু হুরাইরাহ (রা.) নাবী (দ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ যখন হাঁচি দেয় তখন তার বলা উচিত 'আল-হামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার)। যখন সে বলবে 'আল-হামদুলিল্লাহ', তখন তার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত 'নয়ারহামুকাল্লাহ'-আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন" এবং প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত 'ইয়াহুদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউস্বলিহ বালাকুম'-“আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করুন!” -স্বহীহ

৯৩৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন আল্লাহ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ'র প্রশংসা করে, ('আল-হামদুলিল্লাহ' বলে) তখন অপর যে মুসলিম তা শুনতে পায় তার উপর হক হয়ে দাঁড়ায় এটা

বলা ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন! আর হাই হলো শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির যখন হাই আসে তখন যথাসাধ্য তা চেপে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন হাই তোলে তখন তাতে শয়তান হেসে উঠে। -স্বহীহ্

৯৩৬. আবু জামরাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে হাঁচির জবাব দিতে এরকম বলতে শুনেছি, “আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন! আল্লাহ্, তোমার প্রতি সদয় হোকন!!” -স্বহীহ্

৯৩৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সামনে বসে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আল্লাহ্’র প্রশংসা করল, তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) তার জবাবে বললেন, “ইয়ারহামুকাল্লাহ্”। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি হাঁচি দিল কিন্তু তার জবাবে তিনি কিছুই বললেন না। তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি অপর লোকটির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার জবাব কিছুই বললেন না? তিনি বললেন, সে তো আল্লাহ্’র প্রশংসা করেছে কিন্তু তুমি তো কিছুই বলনি। -স্বহীহ্

৪১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্’র প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিতে নাই

৯৩৮. সুলাইমান তায়মী বলেন, আমি আনাস (রা.) কে বলতে শুনেছি, দুই ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে হাঁচি দিল, তখন নাবী (দ.) একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির তো জবাব দিলেন না? তিনি বললেন, সে তো আল্লাহ্’র প্রশংসা করেছে অথচ তুমি আল্লাহ্’র প্রশংসা করনি। -স্বহীহ্

৯৩৯. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, দুই ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে বললেন। একজন অপরজনের চেয়েও বেশি সম্ভ্রান্ত। তখন তাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি হাঁচি দিল কিন্তু আল্লাহ্’র প্রশংসা করল না (অর্থাৎ “আল-হামদুলিল্লাহ্” বলল না) নাবী (দ.)ও তার হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলে) আল্লাহ্’র প্রশংসা করল, তখন নাবী (দ.) তার হাঁচির জবাব দিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি বলে উঠল (ইয়া রসূলুল্লাহ্!) আমি আপনার সামনে হাঁচি দিলাম কিন্তু আপনি তার কোন জবাব দিলেন না। অথচ এই অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং আপনি তার জবাবও দিলেন! (ব্যাপারটা কি?) তখন রসূলুল্লাহ্

(দ.) বললেন, ঐ ব্যক্তিটি আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে সুতরাং আমিও তাকে স্মরণ করেছি আর তুমি আল্লাহ্কে ভুলে রয়েছ সুতরাং আমিও তোমাকে ভুলে রয়েছি। -হাসান

৪১৭. অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা কি বলবে?

৯৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) যখন হাঁচি দিতেন এবং তার জবাবে বলা হত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলতেন, “ইয়ারহামনা ওয়া-ইয়্যাকুম ওয়া-ইয়াগফিরুলানা ওয়ালাকুম” অর্থ : “আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে দয়া করুন ও আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা করুন।” -স্বহীহ

৯৪১. আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন তার বলা উচিত, “আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন” অর্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র) আর যে জবাব দিবে তার বলা উচিত, “ইয়ারহামুকাল্লাহ্” এবং প্রত্যুত্তরে প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত “ইয়াগফিরুল্লাহ্ লী ওয়ালাকুম” অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন। -স্বহীহ

৯৪১. ইয়াস ইবনু সালমা তার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরবারে হাঁচি দিল। তখন তিনি “ইয়ারহামুকাল্লাহ্” বললেন সে পুনরায় হাঁচি দিলে রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত। -স্বহীহ

৪১৮. অনুচ্ছেদ : ‘তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন’ বলা

৯৪৩. মাকহুল আযদী বলেন, আমি একদা ইবনু ওমার (রা.) এর পাশে বসে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি মাসজিদেও এক পাশে হাঁচি দিয়ে উঠল। তখন ইবনু ওমার (রা.) বললেন, “ইয়ারহামুকাল্লাহ্ ইং-কুংতু হামিদ্-তাল্লাহ্ “তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাক, তবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন।” -যঈফ

৪১৯. অনুচ্ছেদ : ‘আ-বা’ বলবে না

৯৪৪. মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের এক পুত্রকে (নাম আবু

বাকার অথবা ওমার ছিল) হাঁচির সময় ‘ধা-বা’ বলতে শুনে বললেন, ‘আ-বা’ তো হলো শয়তানের মধ্যকার একটি শয়তানের নাম। তাকে হাঁচি ও আল-হামদুলিল্লাহ্‌র মধ্যে জুড়ে দিয়েছে। -স্বহীহ্

৪২০. অনুচ্ছেদ : বার বার হাঁচি আসলে

৯৪৫. ইয়াস ইবনু সালামাহ্‌ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর দরবারে বসে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে উঠল। তখন নাবী (দ.) বললেন, “ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌” অতঃপর সে ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে নাবী (দ.) বললেন, এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত। -স্বহীহ্

৯৪৬. আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) বলেন, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দাও, একবার দুইবার তিনবার এর পর যা তা হল সর্দি (অর্থাৎ সর্দির প্রভাব সূতরাং তাতে আল-হামদুলিল্লাহ্‌ বা জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই)। -স্বহীহ্

৪২১. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ইয়াহুদী হাঁচি দেয়

৯৪৭. আবু মূসা (রা.) বলেন, ইয়াহুদীরা নাবী (দ.) “ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌” বলবেন এই আশায় তার দরবারে এসে হাঁচি দিত। কিন্তু (তা না বলে তিনি বলতেন, “ইয়াহুদীকুমুল্লাহ্‌ ওয়াইউস্বলিহ্‌ বা-লাকুম” অর্থ : আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ঠিক করে দিন।” আবু বুরদার সূত্রে অপর একটি বর্ণনা হুবহু রয়েছে। -স্বহীহ্

৪২২. অনুচ্ছেদ : নারীর হাঁচির জবাব পুরুষের দেয়া

৯৪৮. আবু বুরদা (রা.) বলেন, একদা আমি আবু মূসা (রা.) এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম, আর তিনি তখন ইবনু আব্বাসের মাতা উম্মু ফাযলের ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না। অথচ যখন উম্মুল ফাযল হাঁচি দিলেন, তখন তিনি তার জবাব দিলেন। আমি আমার মাতাকে এই কথা জানালাম। অতঃপর যখন তার (আমার মাতার) কাছে আবু মূসার আগমণ ঘটল, তখন তিনি এ ব্যাপারে অনুযোগ করে বললেন, আমার ছেলে হাঁচি দিল, তখন আপনি তার জবাব দিলেন! তখন উত্তরে আবু মূসা বললেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং (আল-হামদুলিল্লাহ্‌ বলে)

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তখন তোমরা তার জবাব দিবে, আর যদি সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করে তবে তোমরা তার জবাব দিতে যাবে না। আমার বৎসটি (অর্থাৎ আপনার ছেলেটি) হাঁচি দিয়েছে সত্য কিন্তু ‘আল-হামদুল্লাহ্’ বলেছে, সুতরাং আমিও তার জবাব দিয়েছি। আমার মাতা (তা শুনে) বললেন, আপনি ঠিক কাজ করেছেন। -স্বহীহ্

৪২৩. অনুচ্ছেদ : হাই তোলা

৯৪৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কারও হাই আসে তখন সে তা যথাসাধ্য চেপে রাখবে। -স্বহীহ্

৪২৪. অনুচ্ছেদ : ডাকের জবাবে লাক্বাইক বলা

৯৫০. মু'আয (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর পিছনে একই বাহনের আরাহী ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে মু'আয, জবাবে আমি বললাম, লাক্বাইক ও স্'দাইকা-উপস্থিত আছি। অতঃপর তিনি বার বার তিনবার বললেন, তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কী? (হক হলো) তারা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকেও শরীক (আল্লাহ্‌র অধিকারে ভাগ বসানো) করবে না। অতঃপর কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হতেই আবার ডাকলেন, মু'আয! আমি আবার জবাব দিলাম, লাক্বাইক ও স্'দাইকা! বললেন, জান কি মহামহিমাম্বিত আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কী হক, যখন বান্দা তাঁর সে হক আদায় করে চলে? (তা হল) তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। -স্বহীহ্

৪২৫. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

৯৫১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু কা'আব হতে বর্ণিত কা'আবের অন্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন- আব্দুল্লাহ্, কা'আব ইবনু মালিককে তাবুক যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সঙ্গে যাননি, পেছনে থেকে যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাওবাহ্ কবুল করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (দ.) ফাজরের স্বলাতের সময় আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের তাওবাহ্ কবুল করার কথা ঘোষণা করলেন। এটা শুনামাত্র দলে দলে লোক এসে আমার তাওবাহ্ কবুল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। তারা বলছিল, আমরা আপনার তাওবাহ্ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন

জানাচ্ছি। এমতাবস্থায় আমি গিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখি রসূলুল্লাহ (দ.) লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন রহিয়াছেন। তখন তুলহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে এসে আমার সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। কসম আল্লাহ'র মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেউই আমার দিকে ওঠে আসেন নাই। আমি তালহার এ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি কখনও ভুলতে পারব না। -স্বহীহ্

৯৫২. আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, (মুসলিমগণ এবং বনু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীদের বিরোধের ব্যাপারে ইয়াহুদী) লোকেরা যখন সা'ব ইবু মু'আযের ফায়সালাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করল তখন তার লোক পাঠানো হল। তিনি একটি গাধায় চড়ে এলেন। যখন তিনি মাসজিদের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন নাবী (দ.) বললেন, তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে অথবা বলেছে, তোমাদের সর্দারকে অভ্যর্থনা কর। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, হে সা'দ! তারা তোমার ফায়সালা মানবে বলে তাদের অভিমত প্রকাশ করেছে, (সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তোমার ফায়সালা গুনিয়ে দাও!) তখন সা'দ (রা.) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হল, তাদের মধ্যকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে এবং তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। তখন নাবী (দ.) বললেন, তুমি আল্লাহ'র অভীষ্ট অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ অথবা বললেন, তুমি মালিকের হুকুম মুতাবিক ফায়সালা দিয়েছে। -স্বহীহ্

৯৫৩. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে দেখে স্বহাবাগণ যত আনন্দিত হতেন, আর কাউকেও দেখে তারা ততটুকু আনন্দিত হতেন না, অথচ তারা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য (সম্মানার্থে) কখনো উঠে দাঁড়াতেন না যেহেতু তা যে তাঁর অপছন্দনীয় তাঁরা জানতেন। -স্বহীহ্

৯৫৪. উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ (রা.) বর্ণনা করেন, কথাবার্তায় উঠাবসায় ফাতিমার চেয়ে নাবী (দ.) এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কউই ছিলেন না। তিনি আরও বলেন, নাবী (দ.) যখন তাঁকে দেখতেন, তাঁকে খোশ-আমদেদ জানাতেন, তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁকে চুমু দিতেন। অপরদিকে নাবী (দ.) তাঁর নিকট গমন করলে তিনিও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং উঠে চুমু দিতেন। নাবী (দ.) এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি খোশ-আমদেদ জানালেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন এবং তাঁকে কী যেন কানে কানে বললেন। তিনি (ফাতিমা) হেসে উঠলেন। আমি তখন উপস্থিত মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি মনে করতাম নারী জাতির মধ্যে এই মহিলাই অনন্যা, কিন্তু এখন দেখছি ইনি একজন সাধারণ মহিলাই, কখনো তিনি কেঁদে ফেলেন, আবার কখনো হেসে উঠেন! (যার কোন অর্থই হয় না)

তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বললেন? বললেন, আপাতত এর রহস্য আমি ফাঁস করতে পারব না। অতঃপর যখন নাবী (দ.) এর ইত্তিকাল হল, তখন তিনি (ফাতিমা) বললেন, প্রথমবার তিনি কানে কানে বলেছিলেন, আমার মৃত্যু আসন্ন, তাই আমি কেঁদেছিলাম। অতঃপর কানে কানে বলেছিলেন, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (ইত্তিকাল করে) আমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে, তাতে আমি খুশ হই এবং তা আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। (তাই তখন আমি হেসে উঠি)। -স্বহীহ

৪২৬. অনুচ্ছেদ : বসে থাকা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো

৯৫৫. জাবির (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পশ্চাতে স্বলাত আদায় করলাম অথচ তিনি তখন বসে থাকাবস্থায় ছিলেন আর আবু বাকার (রা.) (মুকাব্বির হিসেবে) তাঁর তাকবিরাদি জামা'আতের লোকজনকে গুনিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাদেরকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তখন আমরাও বসে পড়লাম এবং বসে থাকাবস্থায়ই তাঁর সাথে স্বলাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন বললেন, তোমরা তো পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের মত কাজ শুরু করে দিয়েছিলে, তারা তাদের রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় থাকে অথচ তারা (রাজা-বাদশাহগণ) থাকে বসে। তোমরা এরূপ করো না। তোমরা তোমাদের ইমামগণের অনুসরণ করবে। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করান, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করবে, আর তারা যদি বসে স্বলাত আদায় করান, তবে তোমরাও বসে স্বলাত আদায় করবে। -স্বহীহ

৪২৭. অনুচ্ছেদ : হাই উঠলে মুখে হাত দিবে

৯৫৬. আবু সাঈদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কারো হাই আসে, তখন সে যেন তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে। কেনন (তা না করলে) শয়তান মুখে প্রবেশ করে।

৯৫৭. ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তির হাই আসে তখন তার হাত মুখে চেপে ধরা উচিত। কেননা তা শয়তানের প্রভাবেই হয়ে থাকে। -স্বহীহ

৯৫৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কারো যখনই হাই আসে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া উচিত। কেননা শয়তান তাতে

প্রবেশ করে। -স্বহীহ্

৪২৮. অনুচ্ছেদ : অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা

৯৫৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) প্রায়ই মিলহানের কন্যা উম্মু হারামের ঘরে যেতেন এবং তিনি (উম্মু হারাম) তাঁকে খাওয়াতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইবনু স্বমিতের স্ত্রী। একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) গেলেন এবং উম্মু হারাম তাঁকে খাবার খাওয়ালেন এবং অতঃপর তাঁর মাথার উকুন বাছার মত চুল নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর ঘুম পেল এবং (অল্পক্ষণ পরেই) তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন হাসতে ছিলেন। -স্বহীহ্

৯৬০. হাসান (বাসরী) বলেন, কাইস ইবনু আসম সাদী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, ইনি হলেন তাঁর রসূবাসীদের সরদার! আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার কী পরিমাণ মাল থাকলে কোন যাক্ষকারী বা মেহমানের আমার উপর কোন হক অবশিষ্ট থাকবে না? রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, চল্লিশটি (পশু সংখ্যা) উত্তম, আর উর্ধ্বতম সংখ্যা হলো ষাট, আর দু'শয়ের মালিকদের তো বিপদ। অবশ্য যে ব্যক্তি উট বা বকরী স্বদাকা প্রদান করে তার পশু দ্বারা অপরের উপকার করে এবং ছুঁপুঁপ পশু যবাই করে যাতে নিজেও খেতে পারে এবং ভদ্র স্বভাবের অভাবীদেরকে এবং যাক্ষকারীদেরকেও খাওয়াতে পারে (তার জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই। কারণ সে মালের হক আদায় করছে)। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! তাতো অতি উত্তম স্বভাব কিন্তু আমি যে প্রান্তরে বাস করি, সেখানে তো কেউ আমার পশুর প্রাচুর্যের কারণে আসে না, আমি তাকে খাওয়াতে পারি! রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, তুমি কিরূপ পশু দান খয়রাত করে থাক? আমি বললাম, দাঁতান ও দাঁতহীন উভয় প্রকারের পশুই দান করে থাকি। নাবী (দ.) বললেন, তুমি কিভাবে দুধপানের জন্য উটনী ধার দিয়ে থাক? আমি বললাম, আমি শত সংখ্যক দান করে থাকি। রসূলুল্লাহ্ (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, প্রজনেদের ব্যাপারে (যদি কেউ তোমার পশুপালের সাহায্য নিতে চায় তখন) তুমি কি করে থাক? আমি বললাম, লোকজন তাদের গর্ভ গ্রহণকারীণী উটনী নিয়ে আসে এবং আমার উটের পাল থেকে যে উটটিকে প্ররোচিত করতে পারে, তা নিয়ে যায় এবং যতদিন তার প্রয়োজন থাকে তা তার কাছে রেখে দেয়, প্রয়োজন শেষে আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তখন নাবী (দ.) বললেন, তোমার নিজের মাল তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় নাকি তোমার উত্তরাধিকারীদের মালই তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়? নাবী বলেন, আমার মাল। রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, তোমার মাল হল ঐ মাল যা তুমি নিজে পানাহারের মাধ্যমে ভোগ করে নাও অথবা নিজে (আল্লাহ্‌র রাহে) দান করে ফেল, তা ছাড়া

অবশিষ্টসমূহ সম্পদই তোমার উত্তরাধিকারীদের মাল। (কারণ তা শেষ পর্যন্ত তাদেরই দখলে আসবে) তখন আমি বললাম, এবার ফিরে গেলে নিশ্চয়ই তার সংখ্যা কমিয়ে ফেলবে। অতঃপর (নাবীজীর খিদমাত হতে প্রত্যাবর্তনের পর) যখন তার মৃত্যুর সময় আসন্ন হয়ে উঠল, তিনি তার পুত্রদেরকে ডেকে একত্র করলেন এবং বললেন, ছেলেরা! তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর, কেননা আমার চেয়ে তোমাদের অধিকতর মঙ্গলকামী উপদেশদাতা কাউকেও পাবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ (করার ব্যবস্থা তোমরা) করো না। কেননা রসূলুল্লাহ (দ.) এর ইত্তিকালের পর তাঁর জন্য বিলাপের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমি নাবী (দ.) কে বিলাপের ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। আর আমার কাফন দিবে সেই বস্ত্রে যে আমি স্বলাত আদায় করতাম। তোমাদের মধ্যকার বয়স্কদেরকে সরদার নির্বাচিত করবে। কেননা যে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের বয়স্কদেরকে সরদার বানাতে থাকবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার বয়ঃকনিষ্ঠদেরকে সরদার নির্বাচিত করবে, তখন লোকসমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা সূচিত হবে এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যুহদ (সংসারের প্রতি অনাসক্তি) এর প্রেরণা যোগাইও। নিজেদের সংসার ধর্ম সমুন্নত রেখো, কেননা তাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবর মাটির সাথে মিলিয়ে সমান করে দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বকর ইবনু ওয়ায়েলের গোত্রের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য চলত। পাছে তাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে বসে, তোমাদের পক্ষ হতে যার পাল্টা ব্যবস্থা তোমাদের দ্বীনের জন্য অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। -হাসান লি-গইরিহী

৪২৯. অনুচ্ছেদ : বিস্ময়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে ধরা

৯৬১. আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর ওয়ুর পানি দিয়ে এলাম, তিনি তখন মাথা দুলালেন এবং দাঁতের দ্বারা নিজের ঠোট দু'টি চেপে ধরলেন, আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে কষ্ট দিলাম? বললেন, না তা নয়। বরং (ব্যাপার হলো) তুমি এমন অনেক আমীর ও ইমামের দেখা পাবে, যারা সময়মত স্বলাত আদায় করবে না, দেরিতে স্বলাত আদায় করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! এই ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বললেন, তুমি সময় মতই স্বলাত আদায় করে নিবে, তারপর যদি তাদের সাথে মিলিত হও, তবে তাদের সাথেও স্বলাত আদায় করে নিবে, কখনও বলবে না যে, আমি তো স্বলাত আদায় করে নিয়েছি, তাই আর পুনরায় পড়বে না। -স্বহীহু

৪৩০. অনুচ্ছেদ : বিস্ময়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা

৯৬২. আলী (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর এবং নাবী কন্যা ফাতিমার দরজায় করাঘাত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি (রাতের নফল) স্বলাত আদায় করবে না? আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ'র হাতে, যখন তাঁর মর্জি হবে তখনই আমরা উঠব। তখন নাবী (দ.) আমার কথার কোনই উত্তর না করে ফিরে গেলেন এবং যেতে তাকে উরুতে হাত মেরে বলতে শুনলাম : “ওয়াকানালা ইংসানু আকসারা শাই-ইং যাদালা” অর্থ : আর মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াপ্রবণ”-সূরাহ্ কাহ্ফ, (১৮), ৫৪। -স্বহীহ্

৯৬৩. আবু রাযীন বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (রা.) কে দেখেছি, তিনি তার নিজের ললাটে আঘাত করে বলছেন, হে ইরাকবাসীরা! তোমরা কি মনে কর হাদিস বর্ণনার নামে আমি রসূলুল্লাহ (দ.) এর উপর মিথ্যারোপ করছি? তোমরা আনন্দ করবে আর আমার মাথার উপর গুনাহের বোঝা থাকবে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির এক জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তখন সে যেন অপর জুতা পায়ে দিয়ে না হাটে, যে পর্যন্ত না তা মেরামত করে নেয়। -স্বহীহ্

৪৩১. অনুচ্ছেদ : অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মেরে কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়

৯৬৪. আবুল আলিয়া বারা বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু স্বমিত (রা.) আমার বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, আমি তাঁর জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তিনি তাতে বসলেন। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, আচ্ছা ইবনু যিয়াদ যে স্বলাত দেৱিতে আদায় করতে শুরু করল, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তখন তিনি আমার উরুতে একটি থাপ্পড় মারলেন। (রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি এ প্রসঙ্গে এটাও বলেছেন যে, তার আঘাত আমার উরুতে যেন লেগেও ছিল।) তারপর তিনি বললেন, হুবহু এই প্রশ্নটি আমি আবু যারকে করেছিলাম। তখন তিনি আমার উরুতে থাপ্পড় মারলেন। যেমনিভাবে তোমার উরুতে আমি থাপ্পড় মারলাম, তখন তিনি বললেন, তুমি ওয়াক্ত মতই স্বলাত আদায় করে নিবে, যদি পরে তাদের সাথে মিলিত হও তবে (তাহাদের সাথে) স্বলাত আদায় করে নিবে, তবুও বলবে না, আমি তো স্বলাত আদায় করে নিয়েছি, সুতরাং এখন আর স্বলাত আদায় করছি না। -স্বহীহ্

৯৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, একদা ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) এর

সাথে একদল স্বহাবীসহ ইবনু সাইয়াদের খোঁজে বের হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাকে বনি মাগাল গোত্রের দুর্গে ছেলেপেলেদের সাথে খেলায় রত অবস্থায় পেলেন। ইবনু সাইয়াদ তখন প্রায় বালিগ হয় হয়। তাদের উপস্থিতি সে টের পায়নি। রসূলুল্লাহ (দ.) শেষ পর্যন্ত পবিত্র হস্তে তার পিঠে থাপ্পড় মারলেন। অতঃপর বললেন, তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ'র প্রেরিত রসূল? সে তখন তাঁর দিকে তাকালো এবং বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষরদের নাবী। ইবনু সাইয়াদ বলল, আমি যে আল্লাহ'র রসূল আপনি কি তার সাক্ষ্য দেন? নাবী (দ.) তখন তার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বললেন, আমি আল্লাহ'র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি ইবনু সাইয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি দেখতে পাও? ইবনু সাইয়াদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়টিই আসে। প্রত্যুত্তরে নাবী (দ.) বললেন, ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। নাবী (দ.) বললেন, আমি তোমার কাছে একটি ব্যাপার গোপন করছি। (অর্থাৎ আমি মনে মনে একটি জিনিষের কথা চিন্তা করছি যা তোমার কাছে প্রকাশ করছি না।) সে বলল, তা হলো দুখ (ধোঁয়া) [অন্য হাদিসের দ্বারা জানা যায় নাবী (দ.) তখন সূরাহ দুখনের কথাই ভাবছিলেন। (দুখান অর্থ ধোঁয়াই)] নাবী (দ.) বললেন, তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। ওমার (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে তার গর্দান কেটে অনুমতি দিন। নাবী (দ.) বললেন, যদি সে (অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে প্রকাশমান দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তবে তুমি তার সাথে পেরে উঠবে না, আর যদি সে না হয়ে থাকে, তবে তার হত্যায় তোমার কোন মঙ্গল নেই।

রাবী সালিম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারকে বলতে শুনেছি, তার পর আর একবার নাবী (দ.) এবং উবাই ইবনু কা'ব (রা.) সেই খেজুর বাগানে গিয়েছিলেন সেখানে ইবনু সাইয়াদ ছিল। নাবী (দ.) যখন সেখানে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সংগোপনে খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে ইবনু সাইয়াদ তাঁকে দেখবার পূর্বেই সে যা বলে যাচ্ছিল, তা শুনতে লাগলেন। ইবনু সাইয়াদ তখন একটি কন্মল গায়ে জড়িয়ে তার বিছানায় শায়িত অবস্থায় কী বেন বিড়বিড় করে বকছিল। ইবনু সাইয়াদের মাতা তখন তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, হে স্বফ (এটা ছিল তার নাম) এই যে মুহাম্মাদ। তখন ইবনু সাইয়াদ থেমে গেল। নাবী (দ.) বলেন, সে যদি তাকে সতর্ক করা হতে বিরত থাকত তবে সে তার মনের কথা বলে যেত। এবং তার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত।

সালিক বলেন, আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (দ.) একদা জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করতে দণ্ডায়মান হলে। চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে প্রথমে তিনি আল্লাহ'র প্রশংসা করলেন, যে প্রশংসা

তাঁর জন্যই শোভনীয়। অতঃপর দাজ্জাল প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি এবং এমন কোন নাবী নাই যিনি তাঁর ক্বওমকে এ ব্যাপারে সতর্ক না করেছেন এমন কি নূহ নাবীও তাঁর ক্বওমকে সতর্ক করেছেন, তবে আমি তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলছি যা পূর্ববর্তী নাবীগণ বলেননি। জেনে রাখ সে হতে কানা (একচক্ষু বিশিষ্ট) আর আল্লাহ কখনো কানা হতে পারেন না। -স্বহীহ

৯৬৬. জাবির (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন জুনূবী হতেন অর্থাৎ যখন গোসল তাঁর উপর ফারয হত, তখন তিন আঁজলা পানি তাঁর মাথার উপর ঢেলে দিতেন।

হাসান ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার চুল যে অনেক বেশি ঘন, (তিনি অঞ্জলিতে আমার চুল কি ভিজবে) রাবী বলেন, এটা শুনে জাবির হাসানের উরুতে একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, ভাতিজা, নাবী (দ.) এর চুল তোমার চুলের চাইতেও বেশি ঘন ও সরস ছিল। (সুতরাং তাঁর যদি তিন অঞ্জলিতে মাথা ভিজতে পারে, তোমার ভিজবে না কেন?) -স্বহীহ

৪৩২. অনুচ্ছেদ ৪ বসে থাকা ব্যক্তির সামনে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

৯৬৭. জাবির বলেন একদা মাদীনায় নাবী (দ.) ঘোড়ার পিঠ হতে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর পড়ে গেলেন এবং তাঁর পায়ে ব্যথা পান। আমরা আইশাহ্ (রা.) এর ঘরে তাঁকে দেখতে যেতাম। একবার আমরা তাঁর নিকট গেলাম, তখন তিনি বসে স্বলাত আদায় করছিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়লাম। অন্য একবার আমরা তাঁর নিকট এলাম। তখন তিনি ফারয স্বলাত বসে আদায় করছিলেন। আমরা কিন্তু তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে অবস্থায় স্বলাত আদায় করলাম। তিনি আমাদেরকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর যখন স্বলাত সমাপ্ত হল, তখন তিনি বললেন, যখন ইমাম বসে স্বলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে স্বলাত আদায় করবে, আর যখন ইমাম দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করবে। ইমাম যখন বসে থাকেন তখন তোমরা দাঁড়িয়ো না, যেমনটা করে পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে। -স্বহীহ

৯৬৮. রাবী বলেন, আনসারদের জনৈক যুবকের ঘরে একটি শিশুর জন্ম হল। সে তার নাম রাখল মুহাম্মাদ। আনসারগণ তখন বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কুনিয়েতে তাকে ডাকব না। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কাছে যাওয়ার পথে রাস্তায় এক জায়গায় বসে পড়লাম এবং তাঁর কাছে ক্রিয়ামাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করব বলে আলোচনা করলাম। অতঃপর যখন তাঁর খিদমাতে

উপস্থিত হলাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এসেছ কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে? আমরা বললাম, জ্বী হ্যাঁ। বললেন, এমন কোন জীবিত ব্যক্তি নেই, যার উপর শতাব্দ কাল ঘুরে আসবে (আর সে কিয়ামাতের দ্বার প্রাপ্তে উপস্থিত না হবে)। আমরা বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আনসারদের জনৈক যুবকের ঘরে একটি শিশু জন্ম হয়েছে সে তার নাম রেখেছে মুহাম্মাদ। আনসারগণ তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (দ.) এর কুনিয়াতে আমরা তাকে অভিহিত করব না। তিনি বললেন, আনসারগণ যথার্থ কাজই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কাউকেও অভিহিত করো না। -স্বহীহ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ :

৯৬৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) মাদীনাবাসীদের উর্ধ্ব দিকের পথে বাজারে প্রবেশ করলেন। তার উভয় পাশেই লোক ছিল। একটি (মৃত) কানবিহীন ছাগল ছানা পথে পড়ল। রসূলুল্লাহ (দ.) তার একটি কানে ধরে বললেন, কেউ আছে কি যে, এই মৃত ছাগল ছানাটি এক দিরহাম মূল্যে ক্রয় করতে রাজী? উপস্থিত লোকজন বললেন, কোন মূল্যেই আমরা তা কিনতে রাজী নই। এটা দিয়ে আমরা কি করব? নাবী (দ.) বললেন, তোমরা কি তার মালিক হতে পছন্দ করবে? তারা বললেন, জ্বী না। তিনি তা আমাদেরকে তিনবার বললেন। তখন তারা বললেন, কসম আল্লাহ'র আমরা পছন্দ করি না। যদি তা জীবিতও হত তবুও তা দোষযুক্ত হত, কেননা, তার কান নাই। তা মৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কি করে তা পছন্দ করতে পারি? রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, কসম আল্লাহ'র তোমাদের কাছে তা যেমন তুচ্ছ আল্লাহ'র কাছে দুনিয়া ততোধিক তুচ্ছ। -স্বহীহ

৯৭০. উতাই ইবনু যামরা বলেন, এক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে দেখলাম যে, জাহেলী যুগের ন্যায় বিলাপ করছে। তখন আমার পিতা কোনরূপ ভ্রক্ষেপমাত্র না করে তাকে কঠোরভাবে ভৎসনা করলেন। তখন তার সাথীরা তার দিকে তাকাতে লাগল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কাছে হয়ত তা খারাপ লাগবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কখনো কাউকেও পরওয়া করব না। আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের ন্যায় শোকে বিলাপ করবে, তোমরা তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে এবং এ ব্যাপারে মোটেও তার প্রতি কোমল হবে না। উতাই হতে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে ঝাঁ ঝাঁ ধরলে কি বলবে

৯৭১. আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ বলেন, একদা ইবনু ওমারের পায়ে ঝাঁ ঝাঁ ধরল। তখন এক

ব্যক্তি তাকে বলল, আপনার নিকট যে প্রিয়তম ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন। তিনি বলে উঠলেন, হে মুহাম্মাদ। -যঈফ

৪৩৫. অনুচ্ছেদ :

৯৭২. আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি নাবী (দ.) এর সাথে মাদীনায় কোন এক প্রাচীরের নিকটে অবস্থান করছিলেন। নাবী (দ.) এর হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। তিনি তা দ্বারা কাদা মাটিতে নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজায় টোকা দিলেন। নাবী (দ.) বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দেখি আবু বাকার। আমি তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলাম। অতঃপর একটু সময় যেতে না যেতেই অপর এক ব্যক্তি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। নাবী (দ.) বললেন, তাকে দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। গিয়ে দেখি ওমার! আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলাম। অতঃপর একটু সময় যেতে না যেতেই অপর এক ব্যক্তি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। নাবী (দ.) তখন হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, যাও তাঁকে দরজা খুলে দাও এবং তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর যা একটি কঠিন বিপর্যয়ের পর তিনি প্রাপ্ত হবেন। আমি গিয়ে দেখি উসমান। আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলাম এবং নাবী (দ.) যা বলেছেন তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ই সাহায্যকারী। -স্বহীহ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ : বালকদের সাথে মোসাফাহা

৯৭৩. সালামা ইবনু বিরদান বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.) কে লোকজনের সাথে মোসাফাহা করতে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে হে বাপু? আমি বললাম, আমি বনি লাইস গোত্রের একজন মুক্ত দাস। তিনি তিনবার আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাকে বারাকাত দান করুন। -হাসান

৪৩৭. অনুচ্ছেদ : মোসাফাহা (করমর্দন)

৯৭৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, যখন ইয়েমেনবাসীগণ নাবী (দ.) এর খিদমানে উপস্থি হলেন তখন নাবী (দ.) বললেন, ইয়েমেনবাসীগণ এসেছেন। তোমাদের তুলনায় তাদের অন্তর

কোমলতর। তারাই সর্বপ্রথম মোসাফাহার (করমর্দনের) প্রচলন করেন। -স্বহীহ্

৯৭৫. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, সালাম বা অভিবাদনের পূর্ণতার মধ্যে তাও शामिल যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে মোসাফাহা বা করমর্দনও করবে। -স্বহীহ্

৪৩৮. মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো

৯৭৬. ইবরাহীম ইবনু মারযুক সাকাফী বলেন, আমার পিতা যিনি প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের খিদমাতে ছিলেন এবং পরে হাজ্জাজ তাকে তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়। বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) আমাকে তার মাতা আসমা বিনতে আবু বাকারের কাছে প্রায়ই পাঠাতেন এবং আমি তাঁকে হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারের কথা অবহিত করতাম। তিনি আমার জন্য দু'আ করতেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাতেন। আমি তখন বালক মাত্র। -যঈফ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ : মু'আনাকা (আলিঙ্গন)

৯৭৭. আবু আকীল (র) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ'র (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর জনৈক স্বহাবী একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি একখানা হাদিসের সন্ধান পান, তিনি বলেন, অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করি এবং তাতে আরোহণ করে এক মাসের পথ অতিক্রম করে শাম দেশে (সিরিয়ায়) গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু আনিস বসবাস করতেন। তাঁর নিকট এই বলে সংবাদ পাঠালাম যে, জাবির দ্বারা অপেক্ষমান। দূত ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ নাকি? আমি বললাম হ্যাঁ! তখন তিনি বাইরে ছুটে এলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি বললাম এমন একটি হাদিসের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে যা আমি নিজে শুনি নি। আমার আশংকা হল পাছে এই হাদিসখানা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার পূর্বে আমিই মৃত্যুমুখে পতিত হই, অথবা আপনিই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে এই ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্য ছুটে এসেছি। তিনি বললেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন বান্দাগণকে অথবা (তিনি বলেছেন) মানবকে উত্তীর্ণ করবেন বস্ত্রহীন, সহায়-সম্বলহীনভাবে। আমরা বললাম, সহায়-সম্বলহীন আবার কি? তিনি বললেন, তাদের কোন সাজ-সরঞ্জাম কিছুই থাকবে না। তিনি সকলকে এমন ধ্বনিতে আহ্বান করবেন যে, দূরবর্তিগণ তা শুনতে পাবে। (আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি তাও বলেছেন, যেমন শুনতে পাবে নিকটবর্তীরা) আমিই রাজাধিরাজ কোন

জান্নাতবাসা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্নামবাসীর তার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আর কোন জাহান্নামবাসীও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জান্নাতবাসীর তার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আমি বললাম, কেমন করে সে দাবি চুকাবে যেখানে আমরা সকলে উত্তীর্ণ হব আল্লাহ'র সমীপে সহায়-সম্মলহীনভাবে? বললেন, নেকী এবং গুনাহ দ্বারা। অর্থাৎ সেদিন দাবি চুকানোর মাধ্যম হবে পাপ এবং পুণ্য। পাপী তার পুণ্য পাওনাদারকে প্রদান করে তার দাবি চুকাবে আর পুণ্যবান তার পুণ্য পাওনাদারের দাবি আদায় করবে। -হাসান

৪৪০. অনুচ্ছেদ : কন্যাকে চুমু দেয়া

৯৭৮. উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ্ (রা.) বলেন, কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে ফাতিমার চাইতে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাথে অধিকতর মিল আমি আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি (ফাতিমা) তাঁর নিকটে আসতেন, তখন তিনি তাঁর পানে ছুটে যেতেন। তাঁকে খোশ-আমদেদ জানাতেন, তাঁকে চুমু দিতেন এবং তাঁর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বসার জায়গায় তাঁকে বসতে দিতেন। তিনি (ফাতিমা) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তার নিকট এলেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁকে খোশ-আমদেদ জানালেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন। -স্বহীহ্

৪৪১. অনুচ্ছেদ : হাতে চুমু দেয়া

৯৭৯. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধে ছিলাম। (প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে) আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা কেমন করে নাবী (দ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করব যেখানে আমরা যুদ্ধ হতে পালিয়েছি। এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে নাযিল হল কুরআন মাজিদের আয়াত- “ইল্লা মুতাহারিরিকুল-লিক্বিতাল” অর্থ : অবশ্য যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন স্বরূপ যদি কেউ যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ হয় তবে স্বতন্ত্র কথা” (সূরাহ্ আনফাল (৮), ১৬)।

তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা আর মাদীনায় গিয়ে পা দিব না। তা হলে আমাদেরকে কেউ দেখবে না। আমরা আরও বলাবলি করতে লাগলাম, যদি আমরা মাদীনায় যাই (তবে লোকে কি বলবে?) অতঃপর নানা কথা ভেবে আমরা মাদীয়নায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। নাবী (দ.) ফাজরের স্বলাত আদায় করে তখন বের হয়েছেন। আমরা বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমরা তো পলাতকের দল! বললেন, কে বলে তোমরা পলাতকের দল বরং তোমরা তো হলে, পাল্টা

আক্রমণকারী দল! (অর্থাৎ পাল্টা আক্রমণ করার সদুদ্দেশ্যেই তোমরা যুদ্ধ হতে পশ্চাৎপসারণ করে থাকবে নিশ্চয়ই!) যদিও বা তোমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর হাতে চুমু দিলাম। তিন বলে উঠলেন, আমিও কিন্তু তোমাদেরই একজন। -যঈফ

৯৮০. আব্দুর রহমান ইবনু রাযীন বলেন, আমরা একদা রাবাযা নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম। আমাদেরকে বলা হল যে, (রসূলুল্লাহ্'র স্বহাবী) সালমা ইবনু আকওয়া (রা.) এখানে বসবাস করেন। আমরা তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপস্থিতি হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় বের করলেন এবং বললেন, এই দুই হাতে আমি আল্লাহ্'র নাবীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি। এই বলে তিনি তাঁর এক হাতের তালু বের করলেন। যা ছিল উটের পাঞ্জার মত বেশ মাংসল ও মসৃণ। আমরা উঠে তাঁর সেই তালুতে চুমু খেললাম। -হাসান

৯৮১. সাবিত আনাসকে বললেন, আপনি কি নিজের হাতে নাবী (দ.) কে স্পর্শ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর হাতে চুমু খেলেন। -যঈফ

৪৪২. অনুচ্ছেদ : পায়ে চুমু দেয়া

৯৮২. আল ওয়া'আ বিন আমির (রা.) বলেন, আমি একদা রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে বলা হল, ইনিই হলেন আল্লাহ্'র রসূল। আমরা তখন তাঁর দু'হাত ও দু'পায়ে চুমু খেললাম। (উম্মু আ'বান একজন মাজহুল বর্ণনাকারী) -যঈফ

৯৮৩. সুহাইব বলেন, আমি আলী (রা.) কে দেখেছি তিনি আব্বাসের হাত ও দু'পায়ে চুমু খাচ্ছেন। -যঈফ

৪৪৩. অনুচ্ছেদ : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

৯৮৪. আবু মিয়লায বলেন, একদা মু'আভিয়াহ (রা.) এলেন তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমির ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর (রা.) বসে ছিলেন। ইবনু আমির উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনু যুবাইর (রা.) বসে থাকাবস্থায়ই রইলেন আর তিনি ছিলেন অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। মু'আভিয়া (রা.) বললেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র বান্দারা তার জন্য দাঁড়ালে খুশি অনুভব করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। -স্বহীহ

৪৪৪. অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা

৯৮৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) নাবী (দ.) এর বরাত দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদামকে সৃষ্টি করলেন, আর তিনি ছিলেন ষাট হাত দীর্ঘ পুরুষ। তিনি বললেন, যাও এবং ঐ যে ফেরেশতার দল বসে রয়েছে তুমি তাদেরকে গিয়ে সালাম দাও এবং তারা কি জবাব দেন তা শুন। তাই হলো তোমার এবং তোমার সন্তানদের অভিবাদন। তিনি গিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জবাবে তারা বললেন, 'আসসালামু আলাইকা ওয়া-রহমাতুল্লাহি' অর্থ : তোমার উপর শান্তি ও আল্লাহ্'র রহমাত বর্ষিত হোক। তারা 'রহমাতুল্লাহ্' শব্দটি যোগ করলেন। সুতরাং যারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা তারই আকৃতির হবে। তৎপর মানুষের আকৃতি খর্ব হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। -স্বহীহ্

৪৪৫. অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার

৯৮৬. বারা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। -হাসান

৯৮৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার না হবে, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে সৌহার্দ্য স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা জ্ঞাত করব না, যাতে তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? স্বহাবাগণ বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন করবে। -স্বহীহ্

৯৮৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, রহমান অর্থাৎ দয়ালু প্রভুর ইবাদাত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, সালামের বহুল প্রচলন কর এবং (এইসব কাজের মাধ্যমে) জান্নাতে প্রবেশ কর। -হাসান

৪৪৬. অনুচ্ছেদ : যে সালাম প্রথমে দেয়া

৯৮৯. বাশীর ইবনু ইয়াসার বলেন, ইবনু ওমারের পূর্বে কেউ সালাম দিতে পারত না। -স্বহীহ্

৯৯০. আবু যুবাইর বলেন, তিনি জাবির (রা.) কে বলতে শুনেছেন, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেটে চলা পথচারীকে সালাম দিবে। পায়ে হেটে চলা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে আর দুই পথচারীর মধ্যে যে প্রথম সালাম দিবে সেই উত্তম। -স্বহীহ্

৯৯১. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, আগর (সুযায় নামক গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দ.) এর সাহচর্যে ধন্য হয়েছিলেন) আমর ইবনু আউফ গোত্রের কোন এক ব্যক্তির নিকট তিনি কয়েক সের খেজুর পাওনা ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবারই এজন্য তাঁকে তাগাদা দেন। তিনি বলেন শেষ পর্যন্ত আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থি হলাম এবং এ ব্যাপারে নালিশ করলাম। তিনি আমার সাথে আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) কে পাঠালেন। তিনি বলেন, আমরা তথায় গেলে যারাই আমাদের সাক্ষাতে এলো তারাই আমাদেরকে সালাম প্রদান করল। তখন আবু বাকার (রা.) বললেন, তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে লোকজন তোমাকে আগে সালাম দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সাওয়া হচ্ছে? তুমিই তাদেরকে আগে সালাম দাও তা হলে তোমারই সে সাওয়াব হবে। ইবনু ওমার (রা.) তাঁর নিজের ব্যাপারেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। -হাসান

৯৯২. আবু আইউব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য তা বৈধ নয় যে, তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কাল সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকবে। তারপর তাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হবে। আর একজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে অপরজন অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয়। -স্বহীহ্

৪৪৭. অনুচ্ছেদ : সালামের মাহাত্ম্য

৯৯৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি তখন মাজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি বলল, আসসালামু আলাইকুম। রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, (এ ব্যক্তির) দশটি নেকী হল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করল। সে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ (অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহ'র রহমান বর্ষিত হোক) রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, (এ ব্যক্তির) বিশটি নেকী হল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করল। সে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, এ ব্যক্তি ত্রিশটি নেকী পেল। এমন সময় এক ব্যক্তি মাজলিস হতে উঠে চলে গেল, আর সালাম করল না। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তোমাদের

সাথী কত তাড়াতাড়িই না ভুলে গেল (যে সালামের কি মাহাত্ম্য?) যখন কোন ব্যক্তি মজলিসে আসে তখন তার উচিত সালাম দেয়া। তারপর তার যদি মাজলিসে বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় তবে সে বসবে, আবার যে যখন চলে যাবে তখনও তার সালাম দেয়া উচিত। আগমণ ও প্রস্থানের এ উভয় সালামের মধ্যে কোনটাই কোনটির চেয়ে বেশি বা কম নয়। (অর্থাৎ উভয় সালামেরই সফল সাওয়াব ও গুরুত্ব রয়েছে।) -স্বহীহ্

৯৯৪. ওমার (রা.) বলেন, একদা আমি বাহনে আবু বাকারের সহযাত্রী ছিলাম। তিনি যে কোন জনগোষ্ঠীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তাদেরকেই ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে অভিবাদন করলেন। উত্তরে তারা বলত ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ্’ আর তিনি যখন বললেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ্’ তারা উত্তরে বলতে লাগল, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহি ওয়া-বারকাতুহ্’। তখন আবু বাকার (রা.) বলতে লাগলে, লোকজন আজ আমাদের চাইতে অনেক বেশি সাওয়াব অর্জন করল। -স্বহীহ্

৯৯৫. আইশাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, ইয়াহুদীরা অন্য কোন কিছুর ব্যাপারে তোমাদের প্রতি অতটুকু ঈর্ষান্বিত নয়, যতটুকু না ‘সালাম ও আমীন’ বলার ব্যাপারে। -স্বহীহ্

৪৫২. অনুচ্ছেদ : সালাম আল্লাহ্’র নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম

৯৯৬. আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সালাম হলো আল্লাহ্’র মহিমান্বিত নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য তা দান করেছেন। সুতরাং নিজেদের মধ্যে তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর। -হাসান

৯৯৭. ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, লোকজন নাবী (দ.) এর পিছনে স্বলাত আদায় করত। এক ব্যক্তি একদা (আত্তাহিয়্যাতু-এর স্থলে) বলে উঠল ‘আসসালামু আলাল্লাহ্’, আল্লাহ্’র প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নাবী (দ.) যখন স্বলাত শেষ করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘আসসালামু আলাল্লাহ্’, কে বলল? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হলেন সালাম বরং তোমরা বল ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ স্বলাওয়াতু ওয়াত-তুয়্যিবাতু, আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্ আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বলিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ্ ওয়া রসূলুহ্’। “সর্বপ্রকার সম্মান, মৌখিক ও আর্থিক ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্’র করুণা

এবং বারাকাতসমূহ অবতীর্ণ হোক। শান্তি আমাদের উপর এবং সমূদয় নেক বান্দাগণের উপর অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (দ.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।] স্বহাবীগণ তা এমনভাবে গুরুত্ব ও যত্নসহকারে শিক্ষা করতেন যেমনভাবে তোমাদের মধ্যকার কেউ কুরআন মাজিদের সুরাহ্ শিক্ষা করে থাক। -স্বহীহ্

৪৪৮. অনুচ্ছেদ : সাক্ষাতে সালাম করা মুসলিমের অধিকার

৯৯৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (সা) বলেছেন, এক মুসলিম উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল সেই অধিকারগুলো কি কি ইয়া রসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, (১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তুমি তাকে সালাম দিবে, (২) সে যখন তোমাকে আহ্বান করবে বা দাওয়াত করবে তখন তুমি তার আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাইবে তুমি তাকে সৎপরামর্শ বা সদুপদেশ দিবে, (৪) সে যখন হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলতে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন বলে) তার হাঁচির জবাব দিবে এবং (৫) সে যখন ইত্তিকাল করবে তখন তার সঙ্গী হবে (অর্থাৎ জানাযায় ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করবে)। -স্বহীহ্

৪৪৯. অনুচ্ছেদ : পদচারী বসে থাকা থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে

৯৯৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবলী বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, সাওয়ারীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে, অল্প সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল, যে সালাম তার জন্য আর যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল না তার জন্য কিছুই নাই। -স্বহীহ্

১০০০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সাওয়ারীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

১০০১. আবু জুবাইর বলেন, আমি জাবির (রা.) কে বলতে শুনেছি, দু'জন পদচারী ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তখন তাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সেই উত্তম। -স্বহীহ্

৪৫০. অনুচ্ছেদ : আরোহী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে

১০০২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

১০০৩. ফুযালা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, অশ্বারোহী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

৪৫১. অনুচ্ছেদ : পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?

১০০৪. হুসাইন (রা.) শা'বী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন এক আরোহী ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন তাকে প্রথমে সালাম দেন। আমি একটু বিস্মতভাবে তাকে প্রশ্ন করলাম। আপনি তাকে প্রথমে সালাম দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি শুরাইহ্কে পদচারী অবস্থায় প্রথমে সালাম দিতে দেখেছি। -স্বহীহ্

৪৫২. অনুচ্ছেদ : কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দিবে

১০০৫. ফুযালা ইবনু উবাইদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

১০০৬. ফুযালা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, অশ্বারোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ছোট বড়কে সালাম দিবে

১০০৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

১০০৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, ছোট বড়কে, পদচারী ব্যক্তি

উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

৪৫৪. অনুচ্ছেদ : সালামের পরম সীমা

১০০৯. আবু যিনাদ বলেন, (যাইদ ইবনু সাবিত তনয়) খারিজা যখন যাইদকে পত্রে সালাম লিখতেন, তখন বলতেন, “আপনার প্রতি সালাম, হে আমিরুল মু’মিনীন এবং আল্লাহ্‌র রহমাত, বারাকাতসমূহ তাঁর মাগফিরাত (ক্ষমা) ও সর্বোৎকৃষ্ট করুণা রাশি বর্ষিত হোক।” -স্বহীহ্

৪৫৫. অনুচ্ছেদ : ইঙ্গিতে সালাম

১০১০. আবু কুররা খুরাসানী বলেন, আনাস (রা.) কে আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে আমাদেরকে সালাম করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর হাতে শ্বেত রোগের দাগ ছিল এবং আমি হাসানকে দেখেছি তিনি জরদ-হলুদ খেযাব ব্যবহার করতেন এবং তার মাথায় থাকত কাল পাগড়ি। আসমা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) তাঁর হাত দ্বারা মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিতে সালাম করেন। (লাল অংশটুকু স্বহীহ্) -যঈফ

১০১১. সা’দ বলেন, তিনি একদা আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর এবং কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের সাথে ভ্রমণে বের হন। তারা যখন সারফ নামক স্থানে উপস্থিত হন তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর সেই পথে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম করলেন এবং তারা দু’জনে তার জবাবও দিলেন। -যঈফ

১০১২. আলকামা ইবনু মারসাদ আতা ইবনু আবু রাবাহ্‌র প্রমুখাত বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী যুগের বুয়ুর্গগণ হাত দ্বারা সালাম অপছন্দ করতেন অথবা রাবী বলেন, তিনি (অর্থাৎ আতা ইবনু আবু রাবাহ্‌) হাত দ্বারা সালাম করা অপছন্দ করতেন। -স্বহীহ্

৪৫৬. অনুচ্ছেদ : শুনিয়ে সালাম

১০১৩. সাবিত ইবনু উবাইদ বলেন, আমি এমন এক মাজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাম প্রদান কর, তখন শুনিয়ে করবে। কেননা তা হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি বারাকাতপূর্ণ পবিত্র অভিবাদন। -স্বহীহ্

৪৫৭. অনুচ্ছেদ : সালাম আদান প্রদানের জন্য বের হওয়া

১০১৪. ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবু তালহা (র) বলেন, তুফাইল ইবনু উবাই ইবনু কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের কাছে যেতেন এবং তাঁর সাথে তিনি বাজারে যেতেন। রাবী বলেন, আমরা যখন বাজারে যেতাম তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) এমন কোন মামুলী লোক, দোকানদার, ফাকীর, মিসকিন বা অন্য কোন ধরনের লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতেন না, যাকে তিনি সালাম না করতেন। তুফাইল বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের খিদমাতে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। -স্বহীহ

আমি বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? না আপনি কোন কেনাকাটা করেন, না কোন সদাইপাতির দামদর জিজ্ঞেস করেন, না দরদস্তুর করেন, আর না বাজারের কোন মাজলিসে কোন দিন বসেন। বরং এখানেই আমাদেরকে নিয়ে বসুন, আপনার সাথে কিছু আলাপ-আলোচনা করি। তখন আব্দুল্লাহ (রা.) আমাকে বললেন, আরে পেটমোটা। (তুফাইলের পেট প্রকৃতই মোটা ছিল) আমি তো বাজারে যাই কেবল যাকে সামনে পাই তাকেই সালাম দেয়ার জন্য। -স্বহীহ

৪৫৮. অনুচ্ছেদ : মাজলিসে গিয়ে সালাম দেয়া

১০১৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোন মাজলিসে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন তারা উচিত সালাম করা। সে যদি ফিরে যায় তখনও সালাম করবে। কেননা পরের সালাম প্রথমে সালাম হতে কম নয়। -স্বহীহ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে উঠবার সময় সালাম

১০১৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মাজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তার উচিত সালাম দেয়া। সে যদি মাজলিসে বসে এবং অতঃপর মাজলিস ভঙ্গের পূর্বেই উঠে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তার সালাম করে উঠা উচিত। কেননা, প্রথম সালাম কোন অংশেই শেষের সালাম হতে উত্তম নয়। (অর্থাৎ উভয় সালামই সাওয়াবের দিক দিয়ে সমান)।

৪৬০. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক

১০১৭. মু'আযিয়া ইবনু কুররা বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস, তুমি যদি কোন মাজলিসে উপকার লাভের আশায় বসে থাক, আর কোন প্রয়োজনে তোমাকে সেখান হতে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে বাধ্য করে তবে (প্রস্থানকালে) বলবে, সালামুন আলাইকুম! তা হলে সেই মাজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ যে কল্যাণ লাভ করবে তুমিও তা পাবে আর যারা কোন মাজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহকে স্মরণ করা ব্যতিরেকেই মাজলিস ভঙ্গ করে উঠে যায়, তারা যেন একটা মৃত গাধা হতে উঠে গেল। -স্বহীহ্

১০১৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার অপর কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে তার উচিত তাকে সালাম দেয়া। যদি তাদের মধ্যে কোন বৃক্ষ অথবা প্রাচীর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয় তখন পুনরায় তাকে সালাম দেয়া উচিত। -স্বহীহ্

১০১৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর সহচরবর্গের পথে যদি কখনো গাছ পড়ত আর তাদের একদল গাছের ডান পাশ দিয়ে এবং অপর দল বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তবে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তারা পরস্পরে সালাম করতেন।

৪৬১. অনুচ্ছেদ : মুসাফাহ্'র উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা

১০২০. সাবিত বুনাঈ বলেন, আনাস (রা.) প্রত্যেক দিন সকারৈ বন্ধুবান্ধবের সাথে মুসাফাহ্ করার উদ্দেশ্যে তার হাতে সুগন্ধি তৈল মালিশ করতেন। -স্বহীহ্

৪৬২. অনুচ্ছেদ : পরিচয় অপরিচয়ে সালাম

১০২১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? (অর্থাৎ ইসলামের কোন আ'মাল সর্বোত্তম?) তিনি বললেন, তুমি ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করবে এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

৪৬৩. অনুচ্ছেদ রাস্তার হক

১০২২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) ঘরের দাওয়ায় এবং উঁচু স্থানসমূহে বসতে

বারণ করেছেন। মুসলিমগণ বললেন, এটা তো আমাদের সাধ্যাতিত ব্যাপার (ইয়া রসূলুল্লাহ!) তিনি বললেন, কেন? তবে তোমরা তার হক আদায় করবে। স্বহাবীগণ বললেন, তার হক কি কি? তিনি বললেন, চক্ষু সংযত রাখা, পথিককে পথ চিনিয়ে দেয়া, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া যদি সে ‘আল-হমাদুলিল্লাহ’ বলে থাকে এবং সালামের জবাব দেয়া। **-স্বহীহ**

১০২৩. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, সর্বাপেক্ষা কৃপণ হলো ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং আত্ম প্রতারণাকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে সালামের জবাব দেয় না। যদি তোমার এবং তোমার অপর ভাইয়ের মধ্যখানে কোন গাছ পড়ে, তবে যথাসাধ্য তুমিই তাকে আগে সালাম দিবে, সে যেন তোমার আগে তোমাকে সালাম দিতে না পারে। **-যঈফ**

১০২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.) বলেন, যখন কেউ ইবনু ওমার (রা.) কে সালাম দিত, তিনি বর্ধিত শব্দের দ্বারা তার জবাব দিতেন। একদা আমি তার খিদমাতে উপস্থিত হলাম, তিনি তখন বসে ছিলেন। আমি বললাম, ‘আসসালামু আলাইকুম’। তিনি জবাব দিলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ! অতঃপর আর একবার আমি তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। এবার আমি বললাম, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ! তিনি জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! তারপর আর একবার আমি তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। এবার আমি বললাম, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।’ তিনি এবার জবাব দিলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া তাইয়্যিবু স্বলাওয়াতিহি! **-যঈফ**

৪৬৪. অনুচ্ছেদ ৪ ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না

১০২৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আ’স (রা.) বলেন, তোমরা মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে সালাম দিবে না। **-যঈফ**

১০২৬. কুতাদাহ (রা.) বলেন, হাসান (রা.) হতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমার এবং ফাসিক (অনাচারী পাপাসক্ত) ব্যক্তির মধ্যে সম্মানের কোন সম্পর্ক থাকবে না। **-স্বহীহ**

১০২৭. আবু যুরাইক বলেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, আলী ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) দাবা খেলা অপছন্দ করতেন এবং প্রায়ই বলতেন যারা এই খেলায় অভ্যস্ত তাদেরকে সালাম দিবে না।

(কেননা) তা জুয়া বিশেষ। -যঈফ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ : আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসক্তদেরকে সালাম না দেয়া

১০২৮. আলী ইবনু আবু তালিব (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল আবীর মাখা। তিনি তাদের প্রতি তাকালে এবং তাদেরকে সালাম দিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিটির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন? রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে জ্বলন্ত তুলা রয়েছে। -হাসান

১০২৯. আমর ইবনু শুয়াইব ইবনু মুহাম্মাদ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত তিনি তদীয় পিতার প্রমুখ্যৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দারবারে স্বর্ণ নির্মিত আংটি পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। নাবী (দ.) তার দিক হতে মুখ ফিরে রইলেন। সেই ব্যক্তি যখন স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (দ.) এর অপছন্দ প্রত্যক্ষ করল তখন সে ঐ আংটিটি ফেলে দিয়ে একটি লোহার আংটি পরিধান করল এবং পুনরায় নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, তা মন্দ- এটা হলো দোষখবাসীদের অলংকার। তখন সেই ব্যক্তি ফিরে গেল এবং তাও ফেলে দিয়ে একটি রৌপ্য নির্মিত আংটি পরিধান করল। তখন নাবী (দ.) এই ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করলেন না। -হাসান

১০৩০. আবু সাঈদ (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বাহরাইন হতে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। তার হাতে ছিল একটি স্বর্ণের আংটি এবং তার পরিধানে ছিল একটি রেশমী জুব্বা। তখন সেই ব্যক্তি বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করল এবং তার স্ত্রীকে এই দুঃখের কথা জানাইল। তার স্ত্রী বলল, সম্ভবত তোমার এই জুব্বা এবং স্বর্ণের আংটির জন্যই রসূলুল্লাহ (দ.) এরূপ করে থাকবেন। তখন সেই ব্যক্তি এ দু'টি ফেলে দিয়ে পুনরায় রসূলুল্লাহ (দ.) এর খিদমাতে এসে উপস্থিত হল এবং পুনরায় তাঁকে সালাম দিল। এবার রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রসূলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আমি যখন এলাম, তখন আপনি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে লইলেন? তিনি বললেন, তোমার হাতে জাহান্নামের অঙ্গার ছিল। তখন সেই ব্যক্তি বলল, তা হলে তো আমি অনেক অঙ্গারই সঞ্চয় করেছি (অর্থাৎ এরূপ আংটি তো আমার সংখ্যায় কম নয়)। তিনি বললেন, তুমি তো তাই নিয়ে এসেছিলে। (মনে রেখো) কেউ হারুরা প্রান্তরের নুড়ি পাথর দিয়ে প্রাচুর্যসম্পন্ন ও ও অভাবমুক্ত হতে পারবে না, বরং এগুলো হলো পার্থিব জগতের (স্বল্পস্থায়ী)

সামগ্রী মাত্র। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তা হলে আমি সীল মোহর বানাবো কি দিয়ে? তিনি বললেন, রৌপ্য, পিতল অথবা লোহা দিয়ে। -যঈফ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ : আমীরকে সালাম প্রদান

১০৩১. ইবনু শিহাব বলেন, একদা উমার ইবনু আব্দুল আযীয (র) সুলাইমান ইবনু আবু হাসমাকে জিজ্ঞেস করলেন সেখানে আবু বাকার (রা.) পত্রে শিরোনামা লিখতেন আবু বাকার খলীফায়ে রসূলুল্লাহ (দ.) এর পক্ষ হতে। অতঃপর ওমার (রা.) লিখতেন ওমার ইবনুল খাত্তাব আবু বাকারের খলীফার (প্রতিনিধির) পক্ষ হতে সেখানে ‘আমীরুল মু’মিনীন’ শব্দটি লেখার প্রচলন প্রথম কে করল? তখন তিনি জবাব দিলেন, আমার পিতামহী শিক্ষা দিলেন প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাগণের একজন এবং ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বাজারে গেলেই যার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতেন। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইরাকের শাসনকর্তাকে লিখে পাঠাইলেন আমার নিকট দু’জন বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাও যাদেরকে আমি ইরাক ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব। ইরাকের শাসনকর্তা তখন লাবীদ ইবনু রাবীয়া এবং আদী ইবনু হাতিম (তাঈ) কে তাঁর খিদমতে পাঠালেন। তাঁরা মাদীনায় উপস্থি হলেন এবং তাদের বাহন দুটোকে মাসজিদ প্রাঙ্গণে এসে থামালেন। অতঃপর তারা মাসজিদে প্রবেশ করেই আমার ইবনু আ’স (রা.) কে সম্মুখে পেলেন। তখন তাঁরা তাঁকেই বললেন, হে আমর আমীরুল মু’মিনীন! ওমারের নিকট হতে আমাদেরকে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি নিয়ে দেন। আমরা তখন ওমারের কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মু’মিনীন। তখন ওমার (রা.) বললেন, এ পদবী কোথা থেকে আবিষ্কার করলে হে ইবনু আ’স? তুমি যা বলেছ তা প্রত্যাহার কর! তিনি বললেন, জ্বী, লাবীদ ইবনু রাবীয়া এবং আদী ইবনু হাতিম আগমন করেছেন এবং তাঁরা আমাকে বলেছেন, আমীরুল মু’মিনীনের নিকট হতে আমাদের জন্য অনুমতি নিয়ে দিন! তখন আমি বললাম, কসম আল্লাহ’র তোমরা দুজনে তাঁর যথার্থ নামকরণ করেছ, তিনি আমীর আর আমরা মু’মিনুন। সেদিন হতেই তা লেখার প্রচলন হয়। -স্বহীহ

১০৩২. যুহরী (র.) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেছেন, খলীফাহ হিসেবে মু’আভিয়া (রা.) যখন প্রথমবার হাজ্জ করতে আসলেন তখন উসমান ইবনু হানিফ আনসারী (রা.) তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আসসালামু আলাইকুম আইয়্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ- হে আমীর! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ’র রহমত বর্ষিত হোক। সিরিয়াবাসীরা (অর্থাৎ মু’আভিয়ার সঙ্গীপদগণের তা অত্যন্ত অপছন্দ হল। তারা বলল, কে এই মুনাফিক যে আমীরুল মু’মিনীনের

প্রতি অভিবাদনটাকে খাটো করছে? তখন উসমান তার দুই জানুর উপর ঠিক হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'নীন! তারা এমন একটি ব্যাপারকে অপছন্দ করল যা তাঁদের চাইতে আপনার সম্যকভাবেই জানা আছে। কসম আল্লাহ'র এই সম্বোধনে আমি আবু বাকার, ওমার ও উসমান (রা.) কে সম্বোধন করেছি, তাদের মধ্যকার একজনও তাতে অসম্মত হননি বা অপছন্দ করেননি। তখন মু'আযিয়া (রা.) সিরিয়াবাসীদের মধ্য থেকে যে কথা বলেছিল তাকে বললেন, ওহে চুপ কর, সে যা বলছে ব্যাপার অনেকটা তাই। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যখন সাম্প্রতিক যোগলযোগ ঘটে তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি (করে স্থির) করে যে, আমাদের খলীফার প্রতি অভিবাদনকে আর খাটো করতে দেব না। হে মাদীনাবাসীরা! আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তোমরা যাকাত আদায়কারীদেরকেও তো হে আমীর, বলে সম্বোধন করে থাক! (সুতরাং কেবল যাকাত আদায়কারীদেরকেই হে আমীর বলে সম্বোধন করবে, আর আমীরুল মু'নীন বা খলীফাহকে তাঁর পূর্ণ পদবী ব্যবহার করে সম্বোধনের সাথে 'আমিরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করবে। তা হলে উভয় সম্বোধনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান থাকবে। কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকবে না, কেউ আনুগত্যের ব্যাপারেও সন্দেহ করবে না।) -স্বহীহ

১০৩৩. জাবির (রা.) বলেন, আমি হাজ্জাজের নিকট গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে সালাম দেইনি। -স্বহীহ

১০৩৪. তামীম ইবনু হাযলাম বলেন, কুফাতে প্রথমে আমীর সম্বোধন করে কে সালাম দিয়েছিল তা আমার বেশ মনে আছে। একদা (কুফার আমীর) মুগীরা ইবনু শু'বা কুফার রাহ্বা ফটক দিয়ে বের হন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিন্দা হতে আগমন করে। ধারণা করা হয় যে, উনি ছিলেন আবু কুরা কিন্দী। তিনি তাকে সালাম দিতে গিয়ে বলেন, 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর ও রাহমাতুল্লাহু আসসালামু আলাইকুম।

মুগীরা তা অপছন্দ করেন এবং প্রত্যুত্তরে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া আইয়্যুহাল আমীর ওয়া রাহমাতুল্লাহু আসসালামু আলাইকুম" (অর্থাৎ হুবহু ঐ কথাগুলিরই পুনরুক্তি করেন এবং সাথে সাথে বলেন) আমি তাদেরই একজন কিনা!

রাবী সাম্মাক বলেন, তারপর পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ অভিবাদনকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন। -স্বহীহ

১০৩৫. যিয়াদ ইবনু উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রুওয়াযফার খিদমাতে উপস্থিত

হই আর তিনি তখন (মিসরের আমীরের অধীনে আলেকজান্দ্রিয়া ও বুর্জার মধ্যবর্তী) উনতাবুলসের আমীর ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিল (এবং বলল আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীর) আবদা-এর বর্ণনাতে আছে। সে বলল, ‘আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর!’ তখন রুওয়াইফা তাকে বললেন, তুমি যদি আমাকেই সালাম দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমার সালামের জবাব দিতাম বরং তুমি মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদকেই সালাম দিয়েছ (মাসলামা তখন মিসরের আমীর ছিলেন)। সুতরাং তুমি তার নিকট যাও, তিনিই তোমার সালামের জবাব দিবেন।

রাবী যিয়াদ বলেন, আমরা যখন তার ওখানে যেতাম আর তিনি মাজলিসে হাযির থাকতেন, তখন (কেবল) ‘আস্‌সালামু আলাইকুম’-ই বলতাম। -যঈফ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া

১০৩৬. মিকদাম ইবনু আসওয়াদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) রাতে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি তাতে জেগে উঠত না অথচ জাগ্রত ব্যক্তি তা শুনতে পেতো। -স্বহীহ্

৪৬৮. অনুচ্ছেদ : ‘আল্লাহ্ হায়াত দারাজ করুন’ বলা

১০৩৭. শা’বী বলেন, ওমার (রা.) হাতিম (তাঈ)-এর পুত্র আদীকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ সুনামসহ তোমার হায়াত দারাজ করুন! -যঈফ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ : মারহাবা স্বাগতম

১০৩৮. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা ফাতিমা (রা.) হাঁটতে এসে উপস্থিত হলেন, আর তার হাঁটা ছিল নাবী (দ.) এর হাঁটারই অনুরূপ। নাবী (দ.) তখন বলে উঠলেন, মারহাবা-স্বাগতম কন্যা আমার! তারপর তাঁকে নিজের ডানপাশে অথবা বামপাশে বসিয়ে দিলেন। -স্বহীহ্

১০৩৯. আলী (রা.) বলেন, একদা আম্মার (রা.) নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর আওয়াজ চিনতে পেরে বলে উঠলেন, সুজন ও পবিত্র ব্যক্তিকে মারহাবা-স্বাগতম! -যঈফ

৪৭০. অনুচ্ছেদ : কিভাবে সালামের জবাব দিবে

১০৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, একদা আমরা মাক্কাহ ও মাদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি গাছের ছায়ায় নাবী (দ.) এর সাথে বসে ছিলাম, এমন সময় একজন বর্বর ও কঠোর স্বভাবের বেদুইন এসে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম’! জবাবে উপস্থিত লোকজন বললেন, ওয়া আলাইকুম! -স্বহীহ্

১০৪১. আবু হামযা বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) কে সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা ‘ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতে শুনেছি। -স্বহীহ্

১০৪২. আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী) বলেন, কলা বিবি বর্ণনা করেছেন এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ! জবাবে তিনি বললেন, ‘ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ! -স্বহীহ্ লি-গইরীহী

১০৪৩. আবু যার (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে এসে উপস্থিত হলাম আর তিনি তখন সবেমাত্র স্বলাত পড়ে উঠেছেন। আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম তাকে ইসলামী রীতি অনুসারে সালাম দেই। জবাবে তিনি বললেন, ওয়া লাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ! তুমি কোন গোত্রের লোক হে! গিফার গোত্রের। -স্বহীহ্

১০৪৪. আইশাহ্ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) বললেন, হে আইশাহ্! ইনি হলেন জিবরীল, তিনি আপনাকে সালাম বলছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ্! আমি যা দেখতে পাই না আপনি তো তা দেখতে পান! আইশাহ্’র এই সম্বোধন ছিল রসূলুল্লাহ (দ.) এর প্রতি। -স্বহীহ্

১০৪৫. মু’আভিয়াহ্ ইবনু কুররা বলেন, আমার পিতা একদা আমাকে বললেন, বৎস যখন কোন ব্যক্তি তোমার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তোমাকে বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম’, তখন তুমিও আলাইকা (এবং তোমার উপর) বলো না, কেননা, তাতে মনে হয়, তুমি শুধুমাত্র তাকেই বুঝি সালাম দিচ্ছ, অথচ সে একা নয়, বরং তুমি বলবে ‘আসসালামু আলাইকুম।’ -স্বহীহ্

৪৭১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না

১০৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনু স্বমিত বলেন, আমি একদা আবু যারকে বললাম, আমি আব্দুর রহমান ইবনু উম্মুল হিকামের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার

সালামের কোন জবাব দিলেন না। জবাবে তিনি বললেন, ভাতিজা, তোমার তাতে কি আসে যায়? তোমার সালামের জবাব দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম জন, তিনি হলেন তার ডানপাশের মালাইকাহ (ফেরেশতা)। -স্বহীহ্

১০৪৭. য়াঈদ ইবনু ওয়াহাব আদাল্লাহ'র সূত্রে বলেন, সালাম হলো আল্লাহ'র পবিত্র নাম সমূহের একটি। তিনি তা পৃথিবীতে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা পরস্পরের মধ্যে তার প্রচলন কর। এক ব্যক্তি যখন কোন এক দল লোককে সালাম দেয় আর তারা তার জবাব দেয় তাদের চাইতে তার একটি মর্যাদা (দর্জা) বেশি হয়, কেননা সেই তাদেরকে সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তার সালামের জবাব একান্ত নাও দেয়, তবে এমন একজন তার দিয়া দেন যে, তার (বা তাদের) চাইতেও উত্তম ও পবিত্র। -স্বহীহ্

১০৪৮. হিশাম বলেন, হাসান (রা.) বলেছেন, সালাম দেয়া হলো নাফল (ঐচ্ছিক) কিন্তু তার জবাব দেয়া ফারয (বাধ্যতামূলক)। -স্বহীহ্

৪৭২. অনুচ্ছেদ : সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য

১০৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, সবচাইতে বড় মিথ্যাবাদী হলো ঐ ব্যক্তি যে শপথ করে মিথ্যা বলে, কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং সবচাইতে বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে স্বলাতে চুরি করে, (অর্থাৎ স্বলাতের রুকন ইত্যাদি আদায়ে ফাঁকি দেয়।) -যঈফ

১০৫০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তিই সবচাইতে বড় কৃপণ যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে, আর সবচাইতে অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে, দু'আ করার ব্যাপারে অক্ষম। -স্বহীহ্

৪৭৩. অনুচ্ছেদ : বালকদেরকে সালাম দেয়া

১০৫১. সাবিত বুনাঈ বলেন, একদা আনাস ইবনু মালিক (রা.) বালকদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন নাবী (দ.) এমন করতেন। -স্বহীহ্

১০৫২. আম্বাসা (র.) বলেন, আমি ইবনু ওমার (রা.) কে মক্তবের বালকদেরকেও সালাম দিতে দেখেছি। -স্বহীহ্

৪৭৪. অনুচ্ছেদ : মহিলার সালাম পুরুষকে

১০৫৩. আবু তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর ঘরে গেলাম, তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমি তাকে (স্বশব্দে) সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, উম্মু হানী। তিনি বললেন, মারহাবা। -স্বহীহ্

১০৫৪. মুবারক বলেন, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি, (প্রাথমিক যুগে) মহিলাগণ পুরুষগণকে সালাম প্রদান করতেন। -হাসান

৪৭৫. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সালাম করা

১০৫৫. আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী (দ.) মাসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা সেখানে বসে ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর দেয়া নিয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমাদের কোন নারীর স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত হলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি। এটাই হলো আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এটাই হলো নিয়ামাতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা। (ইটালিক অংশটুকু বাদে স্বহীহ্) -স্বহীহ্

১০৫৬. আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী (দ.) আমাকে অতিক্রম করলেন। আমি তখন আমাদের মহিলাদের সাথে বসে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন, নিয়ামাতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। নারীদের মধ্যে আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতে খুবই নির্ভীক ছিলাম। অতএব আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! নি'আমাতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বলেন, হয়তো তোমাদের কারো পিত-মাতার ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে স্বামী দান করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তানাদি দান করেন। তারপরও সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তোমার নিকট কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না। -স্বহীহ্

৪৭৬. অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট করে কাউকেও সালাম দেয়া জরুরী নয়

১০৫৭. তারিক বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদের সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় ইকামাতের ধ্বনি এলো। 'ক্বদ-ক্বা-মাতিস্ স্বলাহ্'। তখন তিনি উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে

উঠলাম এবং আমরা গিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখলেন, লোকজন মাসজিদের অগ্রভাগে রুকুত। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে চলে গেলেন। আমরাও এগিয়ে গিয়ে তাঁরই মত কাজ করলাম। এমন সময় একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি এলেন। তিনি তাঁকেও সম্বোধন করে বললেন, আলাইকুমুস সালাম ইয়া আবাবাবদির রহমান! তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন এবং তাঁর রসূল পূর্ণভাবে পৌঁছিয়েছেন। আমাদের স্বলাত শেষ হবার পর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর পরিবারবর্গের কাছে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। আর আমরা আমাদের জায়গায় বসে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় তিনি বের হয়ে এলেন। তখন আমরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলাম, কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে? রাবী তারিক বললেন, আমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তারপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে ইবনু মাসউদ বললেন, নাবী (দ.) বলেছেন, ক্রিয়ামাতের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার ঘটবে, এমন কি নারী তার স্বামীকে ব্যবসার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার প্রবণতা দেখা দিবে, কলম-চর্চার বহুল প্রচলন ঘটবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রাধান্য হবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে। -স্বহীহ্

১০৫৮. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ কার্য উত্তম ইয়া রসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি মানুষকে খাদ্য দান করবে এবং পরিচিত এবং অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। -স্বহীহ্

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : পর্দার আয়াত কেমন করে নাযিল হয়?

১০৫৯. ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মাদীনার শুভাগমনের সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তিনি (আনাস) বলেন, আমার মা-খালাগণ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাত করার জন্য সর্বদা তাগিদ করতেন। আমি দীর্ঘ দশ বছর তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি এবং তিনি যখন ইত্তিকাল করেন তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। সেই সুবাদে পর্দার (আয়াতের) শানে-নুযূল সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জানতে পারি। পর্দার আয়াত নাযিল হবার ঘটনাটা এরকম, “রসূলুল্লাহ্ (দ.) যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করেন এবং তাঁর সাথে বাসর রাত্রি যাপনের পর সকালে ওলীমার দাওয়াত করেন। লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর চলে যায়, কিন্তু কয়েকজন লোক তাঁর ওখানে থেকে যান এবং তাঁরা তাঁদের এ বৈঠক দীর্ঘায়িত করেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (দ.) (বিস্ত্রতবোধ করেন এবং) উঠে বের হয়ে যান এবং আমিও বের হয়ে যাই, যাতে (ই ইশারা বুঝে) তাঁরাও বের হয়ে যান। তিনি বাইরে এসে পায়চারি করতে

থাকেন এবং আমিও তাঁর সাথে পায়চারি করতে থাকি। নাবী (দ.) পায়চারি করতে করতে আইশাহ্‌র ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছেন। তারপর তারা ততক্ষণে চলে গিয়ে থাকবেন এই ধারণা করে তিনি ফিরে আসেন এবং আমিও তার সাথে ফিরে আসি। তিনি বিবি যাইনাবের কাছে যান কিন্তু তাঁরা তখনও বসে ছিলেন। তিনি আবার বের হলেন এবং সাথে সাথে আমিও বের হলাম। তিনি (দ.) পুনরায় আইশাহ্‌র ঘরের দরজায় গিয়ে গেলেন। তারপর ধারণা করেন যে, এতক্ষণে হয়ত তারা চলে গিয়েছে। তাই তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি। তখন দেখা গেল যে, তাঁরা চলে গিয়েছেন। এই সময় নাবী (দ.) তাঁর এবং আমার মধ্যে পর্দা টেনে দেন এবং তখনই পর্দার হুকুম-সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। -স্বহীহ

১০৬০. ইবনু শিহাব (রহ.) সা'লাবা ইবনু আবু মালিক কুরাজী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা'লাবা) সাওয়ারীতে আরোহণ করে পর্দার তিনটি সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবার জন্য গমন করেন। বনি হারিসা ইবনু হারিস এর আব্দুল্লাহ ইবনু সুয়াইদের নিকট। উক্ত আব্দুল্লাহ এই তিনটি সময় মেনে চলতেন। তিনি (আব্দুল্লাহ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে, আগমন? আমি বললাম, আমিও (পর্দার) এই সময়গুলো মেনে চলতে চাই। তিনি বললেন, যুহরের পর যখন আমি গায়ের কাপড়-চোপড় খোলে রাখি, তখন আমার গৃহের কোন সাবালক ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া আমার কক্ষে প্রবেশ করতে পারে না। হ্যাঁ, আমি নিজে যদি তাকে ডাকি, তবে তা তো তার জন্য অনুমতিই হল। আর যখন উষার উদয় হয় এবং মানুষকে (তার আলোকে) চেনা যায়, তখন হতে ফাজরের স্বলাতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যখন এশার স্বলাত শেষ হয় আমি আমার গায়ের কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে ঘুমাতে যাই (তখনও কেউ আমার কক্ষে আসতে পারে না)। -স্বহীহ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার

১০৬১. আইশাহ্‌ (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর সাথে একত্রে বসে খেজুর ও গমের ছাতু দ্বারা তৈরী হালুয়া (হাইস) খাচ্ছিলাম। এমন সময় ওমার (রা.) এলেন, নাবী (দ.) তাঁকেও ডেকে নিলেন। তিনিও (আমাদের সাথে) খেলেন। খাওয়ার সময় তাঁর (ওমার (রা.) হাত আমার আঙ্গুল স্পর্শ করে। তখন তিনি বলে উঠলেন, ধ্যাৎ! আপনাদের (মহিলাদের) ব্যাপারে যদি আমার কথা মানা হত, তা হলে কোন (বেগানা পুরুষের) চক্ষু আপনাদেরকে (মহিলাদেরকে) দেখতে পেতো না। তার পরপরই পর্দার বিধান (সম্বলিত আয়াত) নাযিল হয়। -স্বহীহ

১০৬২. খারিজা ইবনু হারিসের দাদী উম্মে হাবীবা বিনতে কায়িস (রা.) (যাঁর আসল নাম ছিল খাওলা) বলেন, একই পাত্রে আমার এবং রসূলুল্লাহ (দ.) এর হাতের মধ্যে বাজাবাজি হয়।

(অর্থাৎ একই পাত্রে আমরা খাবার খেয়েছি। -স্বহীহ্

৪৭৯. অনুচ্ছেদ : অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ

১০৬৩. নাফি' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) বলেছেন, কেউ কোন অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ করলে তার বলা উচিত, 'আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লিহিস্ স্বলিহীন' অর্থ : আমার ও আল্লাহ'র সমুদয় নেককার বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। -হাসান

১০৬৪. ইকরামা, ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “তোমরা নিজেদের ঘরসমূহ ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশকরবে না যে পর্যন্ত না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার অধিবাসীদেরকে সালাম প্রদান কর।” (সূরাহ নূর (২৪), ২৭) এর ব্যতিক্রম নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন,

“তোমাদের জন্য কোন বাধা নেই এমন গৃহে প্রবেশে যাতে কেউ বাস করে না অথচ সেখানে তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। আল্লাহ অবগত আছেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন রাখ।” (সূরাহ নূর : ২৯) -স্বহীহ্

৪৮০. অনুচ্ছেদ : দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে

১০৬৫. ইবনু ওমার (রা.) কুরআন মাজীদে (সূরাহ নূর (২৪), ৫৮নং আয়াত “তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ যেন ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি গ্রহণ করে”.... এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষদের অর্থাৎ দাসদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, নারীদের তথা দাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। -স্বহীহ্

৪৮১. অনুচ্ছেদ : ‘শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়’ কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে

১০৬৬. নাফি' ইবনু ওমার (রা.) সম্পর্কে বলেন, যখন তাঁর কোন সন্তান সাবালক হত, তখন তিনি তাকে পৃথক করে দিতেন (অর্থাৎ তার থাকার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করতেন) এবং তখন আর তাঁর অনুমতি ছাড়া এই সন্তান তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতে পারত না। -স্বহীহ্

৪৮২. অনুচ্ছেদ : মায়ের কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

১০৬৭. আলক্বমাহ বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মায়ের নিকট যেতে হলেও কি আমাকে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তার সর্বাবস্থায় তুমি তাকে দেখতে পছন্দ করবে না। -স্বহীহ্

১০৬৮. মুসলিম ইবনু নাযীর বলেন, এক ব্যক্তি ছয়াইফা (রা.) কে প্রশ্ন করল, আমি কি আমার মায়ের নিকট যেতেও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করব? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি তাঁর নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা না কর, তবে এমন অবস্থা তোমার চোখে পড়তে পারে যা দেখতে তুমি পছন্দ কর না। -হাসান

৪৮৩. অনুচ্ছেদ : পিতার নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা

১০৬৯. মুসা ইবনু তুলহাহ্ বলেন, একবার আমি আমার পিতার সাথে আমার মায়ের কাছে গেলাম। তিনি গিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। তিনি তখন আমার দিকে তাকালেন এবং আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে নিতম্বের উপর বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, অনুমতি ছাড়াই কি তুমি ঢুকে পড়লে? -যঈফ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : পিতা এবং পুত্রের নিকট যেতে অনুমতি চাইবে

১০৭০. আবু যুবাইর (র) বলেন, জাবির (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করতেও তার অনুমতি চাইবে। তার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করতে, যদিও সে বৃদ্ধা হয়, এমনকি তার ভাই, বোন ও তার পিতার কক্ষে প্রবেশ করতেও তার অনুমতি প্রার্থনা করবে। -যঈফ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ : বোনের নিকট যেতে অনুমতি চাওয়া

১০৭১. আ'ত্বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার বোনের নিকটও কি আমি অনুমতি চাইব। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বললাম, আমার দুই বোন আমার অভিভাবকত্বে আছে; আমিই তাদের ব্যয়ভার বহন করে থাকি। তবুও কি তাদের কাছে যেতে আমাকে তাদের অনুমতি নিতে হবে? বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? তারপর তিনি (তাঁর বক্তব্যের সম্বন্ধে) তিলাওয়াত করলেন,

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যকার যারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফাজরের স্বলাতের পূর্বে, যুহরে তোমরা যখন কাপড়-চোপড় খুলে (হাক্কাভাবে) থাক এবং এশার স্বলাতের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (সূরাহ নূর (২৪), ৫৮)।

তারপর তিনি বলেন, তাদেরকে এই তিনটি গোপনীয়তা অবলম্বনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

“আর যখন তোমাদের অপ্রাপ্ত বয়স্করা বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) হবে, তখন তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে।” (সূরাহ নূর (২৪) ৫৯) ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, সুতরাং অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। ইবনু জুরাইজ তাতে আরও বর্ণিত করেন, সকল লোকের কাছে গমনের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। -স্বহীহ্

৪৮৬. অনুচ্ছেদ : ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া

১০৭২. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একজন লোককে তার পিতা, মাতা, ভাই অথবা বোনের কক্ষে প্রবেশ করতে তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। -যঈফ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা তিনবার

১০৭৩. উবাইদ ইবনু উমাইর বলেন, একবার আবু মূসা আশ'আরী (রা.) ওমার ইবনুল খাত্তাবের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হল না। সম্ভবত তিনি তখন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আবু মূসা (রা.) ফিরে গেলেন। তারপর ওমার (রা.) তাঁর কাজ হতে অবসর হলেন, বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কায়সের আওয়াজ যেন আমার কাছে এসেছিল, তাঁকে ডাক। বলা হল, তিনি তো চলে গিয়েছেন। তখন ওমার (রা.) তাঁকে ডেকে এনে তাঁর ফিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, (রসূলুল্লাহ (দ) এর পক্ষ হতে) আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দেয়া হত। ওমার (রা.) বললেন, তোমার এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে এসো! তিনি এখন আনসারদের এক মাজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদেরকে ব্যাপারটি আনুপূর্বিক বলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যকার কেউ কি নাবী (দ.) এর এই নির্দেশ শুনেছে এবং এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছে? তাঁরা বললেন, আমাদের সর্বকনিষ্ঠ আবু সাঈদ খুদরী এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারে। তখন তিনি আবু সাঈদকে নিয়েই উপস্থিত হলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে ওমার (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর এমন একটি নির্দেশ কি আমার নিকট অবিদিত থাকতে পারে? হ্যাঁ, বাজারে বাজারে বেচাকেনা নিয়ে ব্যস্ততার কারণে আমি উক্ত নির্দেশ শ্রবণ করতে পারিনি। -স্বহীহ্

৪৮৮. অনুচ্ছেদ : সালাম না করে অনুমতি প্রার্থনা

১০৭৪. আ'ত্বা আবু হুরাইরাহ্ (রা.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সালাম না করেই অনুমতি প্রার্থনা করে, তাকে অনুমতি দেয়া উচিত নয়, যে পর্যন্ত না সে প্রথমে সালাম করে তারপর অনুমতি প্রার্থনা করে। -স্বহীহ্

১০৭৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি 'আসসালামু আলাইকুম' না বলে প্রবেশ করে তবে তাকে বলে দিবে, না, তোমার জন্য অনুমতি নাই, যে পর্যন্ত না সালামরূপী চাবি নিয়ে আসে। -স্বহীহ্

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : ঘরে উঁকি মারলে চক্ষু ফুঁড়ে দেয়া

১০৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমার অনুমতি ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি তার চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু কানা করে দাও, তবুও তোমার কোন দোষ হবে না। -স্বহীহ্

১০৭৭. আনাস (রা.) বলেন, একবার নাবী (দ.) স্বলাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর ঘরে উঁকি দিল, তিনি তখন তাঁর ত্বনীর হতে একটি তীর নিয়ে তার চক্ষুদ্বয় বরাবর তাক করলেন। -স্বহীহ্

৪৯০. অনুচ্ছেদ : তাকানোর জন্যই অনুমতির প্রয়োজন

১০৭৮. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (দ.) এর দরজায় ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল। তিনি তখন চিরুণী হাতে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। নাবী (দ.) তাকে দেখতে যেয়ে বললেন, যদি আমি পূর্বে জানতে পারতাম যে, তুমি এভাবে আমার দিকে উঁকি মেরে দেখছো তবে তা দ্বারা তোমার চক্ষু ফুটা করে দিতাম। -স্বহীহ্

১০৭৯. অন্য এক হাদিসে নাবী (দ.) বলেন, এই তাকানোর জন্যই তো অনুমতি নেয়ার বিধান। -স্বহীহ্

১০৮০. আনাস (রা.) বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি একটি ফাঁদ দিয়ে নাবী (দ.) এর ঘরের দিকে উঁকি মেরে তাকায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর তীরের ধারাল ফলা দ্বারা তা বন্ধ করলেন। তখন

ঐ ব্যক্তি তার মাথা বের করে নিল। -স্বহীহ্

৪৯১. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেয়া

১০৮০. আবু মূসা (রা.) বলেন, একবার আমি ওমার (রা.) এর কাছে উপস্থিত হবার জন্য তিন তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। আমি ফিরে আসার পর তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং (আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে) বললেন, হে আব্দুল্লাহ! আমার দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা তোমার জন্য যেমন কষ্টকর ঠেকেছে, মনে রেখো, ঠিক তেমনি তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাও লোকদের জন্য কষ্টকর ঠেকে। আমি বললাম (ঠিক তা নয়) বরং আমি তিন তিনবার করে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করেও অনুমতি না পেয়ে অগত্যা ফিরে এসেছি আর আমাদেরকে এরূপ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এমন বিধানের কথা তুমি কার নিকট হতে শুনেছ? আমি বললাম, স্বয়ং নাবী (দ.) এর নিকট হতে শুনেছি। তিনি বললেন, তুমি কি রসূলুল্লাহ (দ.) এর নিকট হতে এমন একটি কথা শুনলে, যা আমি শুনতে পেলাম না? যদি তুমি তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করতে না পার, তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তোমাকে প্রদান করব। আমি তখন (প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে পড়লাম এবং মাসজিদে বসে আছে কয়েকজন আনসারের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম (যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (দ.) প্রদত্ত এই বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা?)। তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে কি কারও সন্দেহ থাকতে পারে? তখন আমি তাঁদেরকে ওমার (রা.) যা বলেছেন, তা অবগত করলাম। তাঁরা বললেন, আমাদের সর্বকনিষ্ঠজনই আপনার সঙ্গে যাবেন। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা.) অথবা আবু মাসউদ (রা.) আমার সঙ্গে ওমারের নিকট উপস্থি হয়ে (নিম্নলিখিত ঘটনাটি) বর্ণনা করেন :

একবার আমরা নাবী (দ.) এর সাথে বের হলাম। তিনি সা'দ ইবনু উবাদার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি তাঁকে (সাদ'দকে বাড়ির বাহির হতে) সালাম দিলেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, তবুও অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি বললেন, আমাদের দায়িত্ব আমরা সম্পন্ন করলাম। তারপর তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। এমন সময় সা'দ (রা.) পিছন হতে এসে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নাবী করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, প্রত্যেকবারই আমি তা শুনেছি এবং সাথে সাথে তার জবাবও (চুপি চুপি) দিয়েছি। কিন্তু আপনার পবিত্র মুখ হতে আমার ও আমার গৃহবাসীদের প্রতি বেশি সালাম

বর্ষিত হোক, তাই ছিল আমার কাম্য। (তাই ইচ্ছা করেই সশব্দে উত্তর দেইনি, যেন আপনি বারবার সালাম দেন।)

তারপর আবু মূসা (রা.) বললেন, কসম আল্লাহ্‌র রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর হাদীসের ব্যাপারে আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত! তাতে ওমার (রা.) বললেন, সত্য বটে, তবে আমি তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

৪৯২. অনুচ্ছেদ : ডেকে পাঠানোই অনুমতি দান

১০৮২. আবুল আহুওয়াস বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয় তখন ধরে নিতে হবে যে, তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। -স্বহীহ্

১০৮২. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকেও ডেকে পাঠানো হয় এবং সে প্রেরিত ব্যক্তি সাথে সাথে চলে আসে, তখন তাই তার জন্য অনুমতিস্বরূপ। [অর্থাৎ নতুন করে তার আর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন করে না।] -স্বহীহ্

১০৮৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির দূত পাঠানোর অর্থ তাকে (প্রবেশের) অনুমতি দেয়া হল। -স্বহীহ্

১০৮৫. আবুল আলানিয়া বলেন, একবার আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু আমি অনুমতি পেলাম না। আমি পুনরায় সালাম দিলাম কিন্তু এবারও অনুমতি পেলাম না। তারপর আমি তৃতীয়বার সালাম দিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম, “আসসালামু আলাইকুম” হে গৃহবাসী! কিন্তু এবারও আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। তখন আমি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লাম। এমন সময় একজন বালক বের হয়ে এস বলল, ভিতরে আসুন! তখন আবু সাঈদ (রা.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! যদি তুমি তার বেশি সংখ্যকবার অনুমতি প্রার্থনা করতে তবে তোমাকে আদৌ অনুমতি দেয়া হত না। (অর্থাৎ আমি আড়ালে থেকে লক্ষ্য করলাম, অনুমতি প্রার্থনার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কিনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর কিনা!)

রাবী আলুল আলানিয়া বলেন, তারপর আমি তাঁকে কয়েক ধরনের পাত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম,

কিন্তু আমি যে কয়েকটি পাত্র সম্পর্কেই তাঁকে প্রশ্ন করলাম, সব কয়টি সম্পর্কেই তিনি শুধুমাত্র ‘হারাম’ শব্দ বললেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে মশক (ভর্তি) সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, এবারও তিনি বললেন,- ‘হারাম’। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, তা এমন পাত্র যারা মুখে চামড়া রেখে মুখ বন্ধ করে দেয়া হত। -স্বহীহ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ : দরজার সামনে কেমন করে দাঁড়াবে

১০৮৬. নাবী (দ.) এর স্বহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুশর (রা.) বলেন, যখন কারও দ্বারপ্রান্তে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হবে এবং অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন একেবারে দরজায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে না, বরং একটু ডানপাশে বা বামপাশে সরে দাঁড়াবে। যদি অনুমতি দেয়া হয়, তবে ঢুকবে, নতুবা চলে যাবে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৪৯৪. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা করলে যদি জবাব আসে যে, আমি আসছি তখন কোথায় বসবে?

১০৮৭. আব্দুর রহমান ইবনু মু’আভিয়াহ ইবনু খারীজ (রা.) তাঁর পিতার প্রমখ্যাৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর দরবারে গেলাম এবং তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তাঁর লোকজন আমাকে বলল, অপেক্ষা করুন, তিনি আসছেন। আমি তখন দরজার কাছে বসে পড়লাম।

রাবী বলেন, তারপর তিনি বের হয়ে এলেন। পানি এনে অঙ্গু করলেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! এটা কি পেশাব হতে পাক হবার জন্য? তিনি বললেন, পেশাব হতে হোক বা অন্য কিছু হতে হোক। (উযুতে মোজাদ্বয় মাসেহ করা যায়।) -হাসান

৪৯৫. অনুচ্ছেদ : দরজা খটখটানো

১০৮৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, নাবী (দ.) এর দরজাসমূহে আঙুলগুলোর নখ দ্বারা খটখটানো হত। -স্বহীহ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে প্রবেশ

১০৮৯. আমর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু স্বফওয়ান (র) বলেন, কালদা ইবনু হাম্বল (র) তাঁকে বলেছেন, স্বপওয়ান ইবনু উমাইয়া (রা.) তাঁকে নাবী (দ.) এর দরবারে মাক্কাহ বিজয়ের সময় দুধ, ছাগলের বাচ্চা এবং ছোট শশা (হাদিয়া স্বরূপ) দিয়ে পাঠান। (রাবী আবুল আসিম ছোট শশার স্থলে ‘সজী’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।) নাবী (দ.) তখন মাক্কাহ উপত্যকার উচ্চভূমিতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম না কিংবা তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম না। তখন নাবী (দ.) বললেন, ফিরে যাও এবং (পরে এসে) বল, ‘আসসালামু আলাইকুম’, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এ ঘটনা স্বফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের কিছু পরে ঘটেছিল।

রাবী আমর বলেন, উমাইয়া ইবনু স্বফওয়ান (রা.) এই ঘটনা সম্পর্কে আমাকে কালদার বরাতে অবহিত করেছেন কিন্তু ‘আমি কালদার কাছ হতে নিজে শুনেছি’ এই একটি তিনি বলেননি। -সহীহ

১০৯০. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি আগেই গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তার অনুমতি পাওয়ার অধিকার নেই। -যঈফ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, ‘আসতে পারি কি? এবং সালাম করে না’

১০৯১. আত্ফা বলেন, আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেছেন, যখন কেউ বলে, আসতে পারি কি? অথচ সে সালাম দেয়নি, তখন বলে দাও, না, যে পর্যন্ত না তুমি প্রবেশের চাবি নিয়ে আস।

রাবী (আত্ফা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাবি মানে কি ‘সালাম’? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -সহীহ

১০৯২. রিব্বী ইবনু হিরাশ বলেন, বী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার নাবী (দ.) এর দরবারে উপস্থি হয়ে বলেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? তখন নাবী (দ.) তাঁর বাঁদীকে বললেন, বাহিরে গিয়ে তাকে বলে দাও, ওহে! তুমি বল ‘আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?’ কেননা, সে যথারীতি সুন্দরভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেনি।

রাবী বলেন, আমি বাঁদীকে বাহিরে আসার পূর্বেই তা শুনতে পেয়ে, তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম,

“আসসালামু আলাইকুম! আমি কি ভিতরে আসতে পারি?” তিনি বললেন, ‘ওয়া আলাইকা, এসো!’ রাবী বলেন, তারপর আমি ভিতরে প্রবেশ করে বললাম, আপনি কি বার্তা নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন, উত্তম বার্তা নিয়ে এসেছি? আমি তোমাদের নিকট এসেছি যাতে তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং লাত ও উয্যার পূজা পরিত্যাগ কর, দিনে রাতে পাঁচবার স্বলাত আদায় কর, বছরে একটি মাস স্বওম পালন কর, এই ঘরটির (কা’বা ঘরের) হাজ্জ কর এবং তোমাদের ধনীদের সম্পদ হতে কিছু অংশ বের করে তা তোমাদের গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

রাবী বলেন, তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, এমন কোন ইলম আছে কি যা আপনারও অজ্ঞাত? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তবে এমন অনেক ইলম আছে যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না। পাঁচটি বস্তু এমন আছে যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই জানে না। (তারপর কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন)

“কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে।” (সূরাহ লকুমান : ৩৪) -স্বহীহ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ : কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়

১০৯৩. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একবার ওমার (রা.) নাবী (দ.) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন এ বলে, “আসসালামু আলাইকুম! ওমার কি ভিতরে ওমার কি ভিতরে আসতে পারে? -স্বহীহ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর ‘কে?’ বলার জবাবে ‘আমি’ বলা সম্পর্কে

১০৯৪. জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতার দেনা সংক্রান্ত এক ব্যাপারে আমি একবার নাবী (দ.) এর দরবারে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ‘কে?’ আমি বললাম, ‘আমি।’ তিনি বলে উঠলেন, ‘আমি, আমি!’ যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন। -স্বহীহ

১০৯৫. আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু বারীদাহ্‌ তাঁর পিতা বারীদাহ্‌ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নাবী (দ.) মাসজিদের দিকে বের হলেন। আবু মুসা (রা.) তখন মাসজিদে কুরআন

তिलाওয়াত করছিলেন। এমন সময় নাবী (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? জবাবে আমি বললাম, বারীদাহ্ অর্থাৎ আবু মুসা, আপনার জন্য কুরবান! তখন তিনি বললেন, তাকে তো দাউদ বংশীয়দের সুরমাধুর্য প্রদান করা হয়েছে! -স্বহীহ্

৫০০. অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার জবাবে ‘শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর’ বলা

১০৯৬. আব্দুর রহমান ইবনু জাদ’আন বলেন, একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমারের সাথে ছিলাম। তিনি একটি গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহবাসীদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে জবাবে তাঁকে বলা হল, (শান্তি সহযোগে প্রবেশ করুন) কিন্তু তিনি (এই জবাব শুনে) প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। -স্বহীহ্

৫০১. অনুচ্ছেদ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা!

১০৯৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.). বলেছেন, অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই যদি কারও দৃষ্টি ঘরের অভ্যন্তরে পড়ে তবে তার (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি পাবার কোন অধিকার নেই। -যঈফ

১০৯৮. মুসলিম ইবনু নায়ীর বলেন, এক ব্যক্তি হুযাইফাহ্ (রা.) এর কাছে তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তারপর ভিতরের দিকে উঁকি মারল এবং বলল, ভিতরে আসতে পারি কি? জবাবে হুযাইফাহ্ (রা.) বললেন, তোমার চক্ষু তো প্রবেশ করেই ফেলেছে, বাকী রইল তোমার নিতম্ব, তা আর প্রবেশের প্রয়োজন নেই। (অর্থাৎ তার পর আর অনুমতি চাওয়ার কী প্রয়োজন? মোটকথা, বিরক্তি সহকারে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।) -স্বহীহ্

১০৯৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একবার জনৈক বেদুইন রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর দরবারে এলো এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি মারল। রসূলুল্লাহ্ (দ.) উক্ত বেদুইনের চোখ ফুঁড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি তীর বা চোখা কাঠ তুলে নিলেন, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সরে পড়ল। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তখন বললেন, ওহে! তুমি যদি ওখানে থাকতে তবে আমি অবশ্যই তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। -স্বহীহ্

১১০০. ওমার (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি অনুমতি লাভের পূর্বেই কোন ঘরের আগিনার দিকে

তাকিয়ে নিজের দৃষ্টি জুড়ালো সে একটি ফাসেকী করল। -যঈফ

১১০১. রসূলুল্লাহ (দ.) এর গোলাম সাওবান (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বিনা অনুমতিতে কারও ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দেয়া বৈধ নয়। যদি সে এরূপ করে, তবে যেন সে তাতে প্রবেশ করে ফেলল। আর কোন মুসলিমের জন্য তাও বৈধ নয় যে, সে কোন সম্প্রদায়ের ইমামতী করবে অথচ দু'আর সময় তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে দু'আ করবে। সে প্রশ্রাব পায়খানার বেগ চেপেও যেন স্বলাত আদায় না করে যে পর্যন্ত না মলমূত্র ত্যাগ করে হাক্কা হয়।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের মধ্যে এটাই বিশুদ্ধতম হাদীস। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৫০২. অনুচ্ছেদ : সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফাযীলাত

১১০২. আবু উমামা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ'র--তাদের জীবিত অবস্থায় আল্লাহ'ই তাদের জন্য যথেষ্ট আর মৃত্যু হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে : (১) যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশকরে সে মহামহিম আল্লাহ'র দায়িত্বে, (২) যে ব্যক্তি মাসজিদে গমন করে, সে ব্যক্তিও আল্লাহ'র দায়িত্বে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ'র রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়ে পড়ে, সেও আল্লাহ'র দায়িত্বে। -স্বহীহ

১১০৩. আবু যুবাইর (র) বলেন, আমি জাবির (রা) কে বলতে শুনেছি, যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সালাম করবে, যা আল্লাহ'র পক্ষ হতে তাদের জন্য হবে একটি বারাকাতপূর্ণ উৎকৃষ্ট বস্তু।

রাবী বলেন, আমার মতে তা মহান আল্লাহ'র বাণী :

“যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা তার চাইতে উত্তম প্রত্যাভিবাদন কর অথবা তাই ফিরিয়ে দাও। [অর্থাৎ কমপক্ষে তারই পুরাবৃত্তি কর।]” (সূরাহ নিসা [৪], ৮৬) এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। -স্বহীহ

৫০৩. অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাত্রিয়াপন করে

১১০৪. জাবির (রা.) বলেন, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় তখন শয়তান বলে, এই ঘরে রাতে থাকা যাবে না, খাদ্যও জুটবে না। আর যখন সে ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে উঠে, বেশ, রাতে থাকার ব্যবস্থা হল, আর যদি খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় তাহলে শয়তান বলে উঠে, বেশ, রাতে থাকার ব্যবস্থা ও খাদ্য উভয়ই পেয়ে গেলাম। -স্বহীহ্

৫০৪. অনুচ্ছেদ : যেখানে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন নেই

১১০৫. আইয়ান খাওয়ারিয়মী বলেন, একবার আমরা আনাস (রা.) এর কাছে গেলাম, তিনি তখন তাঁর দরজায় বসে ছিলেন। আমার সঙ্গী তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, ভিতরে আসতে পারি কি? তখন আনাস (রা.) বললেন, এসো; তা তো এমনি একটি স্থান যেখানে কারও জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদেরকে খাবার খেতে দিলেন। আমরা তা খেলাম। তারপর তিনি একটি সুমিষ্ট নাবীযের পাত্র নিয়ে এলেন। তিনি নিজেও তা হতে পান করলেন এবং আমাদেরকেও পান করালেন। -যঈফ

৫০৫. অনুচ্ছেদ : বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না

১১০৬. মুজাহিদ (রা.) বলেন, ইবনু ওমার (রা.) বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতেন না। -স্বহীহ্

১১০৭. আতা বলেন, কাপড় বিক্রেতাদের ছাওনীতে প্রবেশে ইবনু ওমার (রা.) অনুমতি গ্রহণ করতেন। -স্বহীহ্

৫০৬. অনুচ্ছেদ : ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ

১১০৮. ওমার (রা.) এর নাতী উম্মে মিস্কীনের গোলাম আবু আব্দুল মালিক বলেন, একবার

আমার মনিব (উম্মে মিসকীন) আমাকে আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কে ডাকতে পাঠালেন। তিনি আমার সাথে এলেন। তিনি যখন দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন, তখন (ফারসীতে) বললেন, “আনদারাবীম” অর্থ : ভিতরে আসতে পারি কি? জবাবে তিনি বললেন, “আত্‌দারুনা” অর্থ : ভিতরে আসুন! তিনি (উম্মে মিসকীন) বললেন, “হে আবু হুরাইরাহ্! দর্শনার্থীরা ইশার পর আমার কাছে আসে, আমি কি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওিতরের স্বলাত না আদায় না করেন, আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু যখন ওিতরের স্বলাত পড়ে ফেলবেন, তখন আর আলাপ-আলোচনা করা চলবে না। -যঈফ

৫০৭. অনুচ্ছেদ : বিধর্মী সালাম লিখে পত্র দিলে জবাব দেয়া

১১০৯. আবু উসমান নাহ্‌দী বলেন, একবার আবু মূসা (রা.) জনৈক খ্রিষ্টান সন্নাসীকে সালাম লিখলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি তাকে সালাম দিচ্ছেন, অথচ সে কাফির। তিনি বললেন, সে আমাকে পত্র লিখেছে এবং তাতে সালাম দিয়েছে, আমি কেবল তার উত্তরই দিয়েছি। -স্বহীহ্

৫০৮. অনুচ্ছেদ : যিম্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না

১১১০. আবু বুররা গিফারী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একবার বলেছেন, আগামীকাল আমি ইয়াহুদি পল্লীতে যেতে মনস্থ করেছি। সেখানে গিয়ে তোমরা কিন্তু আগে সালাম দিতে শুরু করো না। যখন তারা তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন তোমরা বলবে, “ওয়াআলাকুম”। (অর্থাৎ তোমাদের উপরও) অপর এক রিওয়াতে অনুরূপ বর্ণনা আছে। কেবল বেশি আছে, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি। -স্বহীহ্

১১১১. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তোমরা কিন্তু অগ্রে সালাম দিবে না এবং তাদিগকে সংকীর্ণতার পথে চলতে বাধ্য করবে। -স্বহীহ্

৫০৯. অনুচ্ছেদ : যিম্মীদেরকে (বিধর্মীদেরকে) ইশারায় সালাম করা

১১১২. আলকুমাহ্ (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (ইবনু ওমার) বিধর্মী নেতাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম দিয়েছেন। -স্বহীহ্

১১১৩. আনাস (রা.) বলেন, একদা জনৈক ইয়াহুদী নাবী (দ.) এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলল, “আস্‌সামু আলাইকুম”। স্বহাবীগণ তখন তাঁকে সালামের জবাব দিলেন। তখন নাবী (দ.) বললেন, সে তো (আস্‌সালামু আলাইকুম এর স্থলে) ‘আস্‌সামু আলাইকুম’ (অর্থাৎ তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক), বলেছে। তখন তাঁরা ইয়াহুদিকে, আসলে কি বলেছে সত্য করে বলবার জন্য ধরলেন। তখন সে তা স্বীকার করল। তখন নাবী (দ.) বলেছেন, সে যা বলেছে তোমরাও তার পুনরাবৃত্তি করে জবাব দিয়ে দাও। -স্বহীহ্

৫১০. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?

১১১৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, ইয়াহুদীদের কেউ যখন তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন বলে থাকে, ‘আস্‌সামু আলাইকা’ অর্থ : তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক।) তখন জবাবে তোমরা বলবে, “ওয়া আলাইকা” (তোমার উপরও)। -স্বহীহ্

১১১৫. ইকরামা (র) ইবনু আব্বাসের প্রমুখাৎ বলেন, সালামের জবাব দিবে, চাই সে ইয়াহুদী হউক, খ্রিষ্টান হোক, কিংবা অগ্নি উপাসকই হোক। কেননা, আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন, “যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে।” (সূরাহ্ নিসা (৪), ৮৬) -হাসান

৫১১. অনুচ্ছেদ : মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মাজলিসে সালাম দেয়া

১১১৬. উসামা ইবনু যায়িদ (রা.) বলেন, একবার নাবী (দ.) একটি গাধায় চড়েন যার হাওদায় ছিল ফাদাকে নির্মিত মখমলী চাদর বিছানো এবং উসামা ইবনু যায়িদ একই বাহনে তাঁর পিছনে বসে ছিলেন। তিনি সা’দ ইবনু ওবাদার রোগশয্যায় তাঁকে দেখতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এমন একটি মাজলিস পড়ল যাতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উবাই সালালও ছিল, আল্লাহ্‌র এই দুশমন তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সেই মাজলিসে মুসলিম, মুশরিক এবং মূর্তিপূজক সব শ্রেণির লোকই ছিল। নাবী (দ.) তাদেরকে সালাম দিলেন। -স্বহীহ্

৫১২. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদেরকে কিভাবে পত্র লিখিবে?

১২১৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রুম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডাকলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (দ.) সেই পত্রখানা আনলেন, যাহা দাহইয়া কালবী (রা.) বাসরার শাসনকর্তার

কাছে নিয়ে আসেন। তা তখন হিরাক্লিয়াসের কাছে দেয়া হয়। তিনি তা পাঠ করলেন। যাতে লিখিত ছিল “বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রুম-প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াত তথ্য সত্যপথের যে অনুসারী তার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন (অর্থাৎ এই দাওয়াত প্রত্যাখান করেন) তবে প্রজাকূলের গোনাহ ও আপনার উপর বর্তাবে।

“হে কিতাবধারীগণ! আইস সে কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে...। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।” (আলি-ইমরান (৩), ৬৪) -স্বহীহ

১১১৮. আবু যুবাইর বলেন, আমি জাবির (রা.) কে বলতে শুনেছি, একবার ইয়াহুদী নাবী (দ.) কে সালাম দিতে গিয়ে বলল, আস্সামু আলাইকুম (আপনার মৃত্যুবর্ষিত হোক) জবাবে তিনি বললেন, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও হোক!) তখন আইশাহ্ (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনি কি শুনেনি, তারা কি বলল? নাবী (দ.) বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি! তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দু’আ তো কবুল হবে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বদদু’আ কবুল হবে না। -স্বহীহ

৫১৩. অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদেরকে সংকীর্ণ পথে ঠেলে দিতে হবে

১১১৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, দেখুন যখন রাস্তায় মুশরিকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিবে না এবং তাদেরকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করবে। (অর্থাৎ সদর রাস্তায় বুক ফুলিয়ে চলতে দিবে না।) -যঈফ (শায)

৫১৪. অনুচ্ছেদ : জিম্মির জন্য কিভাবে দু’আ করবে?

১১২০. ইয়াহুইয়া ইবনু আমর শায়বানী তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, উক্বা ইবনু আমির জুহানী এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে বেশভূষায় মুসলিম বলে মনে হচ্ছিল। সে

তাকে সালাম দিলে তিনি ‘ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’ বলে তার উত্তর দিলেন। তাঁর গোলাম বলে উঠল, লোকটি কিষ্টান খৃষ্টান। তখন উক্বা তার পিছনে পিছনে ছুটলেন, এমন কি তাকে ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, ‘ইন্না রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আ’লাল মু’মিনীন’-নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রহমাতও আশিষসমূহ কেবল মু’মিনদের প্রতিই। তবে আল্লাহ্‌ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তোমার ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করুন। -হাসান

১১২১. সা’দ ইবনু জুবাইর বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, ফির’আউনও যদি আমাকে বলতো, ‘বা-রকাল্লুহু ফীকা’-‘আল্লাহ্‌ তোমাতে বারাকাত দিন’ তবে আমিও জবাবে বলতাম ‘ওয়া ফীকা’ অর্থাৎ ‘তোমাতেও’; অথচ ফির’আউন তো সেই কবেই মৃত্যুবরণ করেছে। -স্বহীহ

১১২২. আবু মূসা (রা.) বলেন, ইয়াহুদীরা নাবী (দ.) এর কাছে এসে হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি তাদেরকে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌’ বলে (তাদের জন্য রহমাতের দু’আ করে) জবাব দিবেন; কিন্তু তিনি জবাব দিতেন ‘ইয়াহুদীকুমুল্লাহ্‌ ওয়া-যুস্বলিহু বা-লাকুম’ বলে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন। -স্বহীহ

৫১৫. অনুচ্ছেদ : না চিনে খৃষ্টানকে সালাম দেয়া

১১২৩. আব্দুর রহমান (র) বলেন, একবার ইবনু ওমার (রা.) জনৈক খৃষ্টানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিলেন এবং সে তার জবাব দিল। এমন সময় তাঁকে জানানো হল যে, এই ব্যক্তিটি আসলে খৃষ্টান। তিনি যখন তা জানতে পারলেন তখন ফিরে তার নিকট গেলেন এবং বললেন, ওহে, আমার সালামা ফেরত দাও। [অর্থাৎ আমি আমার সালাম প্রত্যাহার করে নিলাম।] -হাসান

৫১৬. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, ‘অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে’

১১২৪. আইশাহ্‌ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) তাঁকে বললেন, জিবরীল আপনাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন আইশাহ্‌ (রা.) বললেন, ওয়া আলাইহিস্‌ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি অর্থাৎ তাঁর প্রতিও সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমাত বর্ষিত হোক। -স্বহীহ

৫১৭. অনুচ্ছেদ : পত্রের জবাব দান

১১২৫. আমির ইবনু আব্বাস (রা.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার সুস্পষ্ট

অভিমত হল এই যে, সালামের জবাব দেয়ার মত চিঠির জবাব দেয়াও অবশ্য কর্তব্য। -হাসান

৫১৮. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়

১১২৬. আইশাহ্ বিনতে তুলহা (র) বলেন, একদা আমি আইশাহ্ (রা.) কে বললাম- আর আমি তাঁর কোলে প্রতিপালিত হয়েছিলাম এবং দেশ বিদেশ হতে লোকজন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আর বয়সে যারা নবীন তারা আমাকে বোন মনে করতেন এবং আমার কাছে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন এবং দেশ-বিদেশ হতে আমার কাছে চিঠিপত্র লিখতেন। তখন আমি আইশাহ্কে বলতাম, খালাম্মা, এই হল অমুকের পত্র এবং তার প্রেরিত হাদিয়া। তখন তিনি আমাকে বলতেন, হে আমার কন্যা, তুমিও তার জবাব দাও, উপহারের প্রতিদান দাও। আর যদি তোমার কাছে প্রতিদানে দেয়ার মত কিছু না থাকে, তবে আমিই তোমাকে তা দিয়ে দিব। রাবী আইশাহ্ বিনতে তাল্হা বলেন, তারপর তিনি আমাকে তা প্রদান করতেন। -হাসান

৫১৯. অনুচ্ছেদ : পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হবে?

১১২৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনার বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.), আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে বাই'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছিলেন। তিনি লিখেন : “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম”-এই পত্র আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সমীপে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমারের পক্ষ হতে আপনার প্রতি সালাম। তারপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ্'র বিধান ও তার রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ শ্রবণের ও আপনার আনুগত্যের ওয়াদা করছি। -স্বহীহ

৫২০. অনুচ্ছেদ : ‘বাদ সমাচার’ লেখা

১১২৮. যায়িদ ইবনু আসলাম বলেন, একবার আমার পিতা আমাকে ইবনু ওমারের নিকট প্রেরণ করেন, আমি দেখলাম যে, তিনি (তাঁর পত্রে) লিখেছেন, “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম”-‘বাদ সমাচার’ এই যে... -স্বহীহ

১১২৯. হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন, আমি নাবী (দ.) এর বেশ কয়েকটি পত্র দেখেছি। যখনই কোন ঘটনা বলা শেষ হত অমনি তিনি বলতেন, আম্মা বা'দ (বাদ সমাচার এই যে,) -স্বহীহ

৫২১. অনুচ্ছেদ : পত্রের শুরুতে “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম” লেখা

১১৩০ খারিজ ইবনু য়ায়িদ, য়ায়িদ ইবনু সাবিতের পরিবারবর্গের জনৈক প্রবীণ বুজুর্গ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, য়ায়িদ (রা.) (আরি মু'আভিয়াহ'কে) এভাবে পত্র লিখেন- “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ'র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন মু'আভিয়াহ'র প্রতি, আপনার উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হউক। আমি সেই আল্লাহ'র প্রশংসা করিতেছি-যিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নাই। বাদ সমাচার এই যে...” -হাসান

১১৩১. আবু মাসউদ জারীরী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি হাসানকে স্বলাতে “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম” পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, তা তো পত্রসমূহের শিরোনাম। -স্বহীহ

৫২২. অনুচ্ছেদ : পত্রের শুরুতে কী লেখা হবে?

১১৩২. নারি' বর্ণনা করেন যে, একবার ইবনু ওমার, মু'আভিয়াহ'র কাছে কোন এক প্রয়োজন পড়ল। তখন তিনি তাঁকে পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁর পাশে থাকা ব্যক্তিগণ তাঁকে বললেন, (কোন প্রকার ভূমিকা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যতিরেকেই) সরাসরি তাঁর নামে পত্র শুরু করুন। তাঁদের এই জিদ অব্যাহত রইল। কিন্তু তিনি লিখলেন, “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম”! মু'আভিয়ার প্রতি। -স্বহীহ

১১৩৩. আনাস ইবনু সীরীন (র) বলেন, একবার আমি ইবনু ওমার (রা.) এর পক্ষ হতে পত্র লিখছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হ্যাঁ, লেখ, “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম”। তারপর অমুকের প্রতি। -স্বহীহ

১১৩৪. আনাস ইবনু সীরীন (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু ওমারের সম্মুখে লেখলো “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম”, অমুকের প্রতি। তখন তিনি তাকে বারণ করে বললেন, বরং বল, বিস্মিল্লাহ এবং তা তাঁরই উদ্দেশ্যে। (অমুকের প্রতি বিস্মিল্লাহ আবার কী?) -স্বহীহ

১১৩৫. খারিজ ইবনু য়ায়িদ, য়ায়িদ ইবনু সাবিতের পরিবারবর্গের জনৈক প্রবীণ বুজুর্গ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, য়ায়িদ (রা.) (আরি মু'আভিয়াহ'কে) এভাবে পত্র লিখেন- “বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ'র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন মু'আভিয়াহ'র প্রতি, আপনার উপর শান্তি ও

কল্যাণ বর্ষিত হউক। আমি সেই আল্লাহ'র প্রশংসা করিতেছি-যিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নাই। বাদ সমাচার এই যে..." -হাসান

১১৩৬. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, বনি ইসরাঈল বংশের এক ব্যক্তিকে তাঁর বন্ধু চিঠি লিখলো- (অতঃপর পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেন) অমুকের তরফ হতে অমুকের প্রতি। -যঈফ

৫২৩. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন-অতিবাহিত হলো'-বলা

১১৩৭. মাহমুদ ইবনু লাবীদ বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'আদের বাহুর রণ যখম দারণভাবে যখন হয়ে গেল এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হল তখন তাঁকে রাফীদা নাম্নী এক মহিলার নিকট নেয়া হল যে, আহতদের চিকিৎসা করত। নাবী (দ.) যখন তার পাশ দিয়ে যেতেন তখন তার কুশল জিজ্ঞেস করে বলতেন, তোমার সন্ধ্যা কেমন অতিবাহিত হলো? আবার যখন সকাল বেলা তার পাশ দিয়ে যেতেন তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমার সকাল কেমন অতিবাহিত হলো? উত্তরে সা'দ (রা.) তাঁর নিজ অবস্থা তাকে অবহিত করতেন। -স্বহীহ

১১৩৮. যুহরী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক আনসারী (রা.) আমাকে বলেছেন (আর কা'ব ইবনু মালিক ছিলেন সেই তিনজনের একজন যাদের তাওবাহ ক্ববুল হয়েছিল।) ইবনু আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, আলী ইবনু আবু ত্বলিব (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) এর অন্তিম শয্যায় তাঁর সাথে দেখা করে এলে, লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হাসানের পিতা, রসূলুল্লাহ (দ.) এর সকাল কেমন গেল? তিনি বলতেন, আল্লাহ'র শুকর, তাঁর সকাল ভালই গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তাঁর হাতে ধরে বললেন, আমি দেখছি মাত্র তিন দিন পরই তুমি অন্যের প্রভাবাধীনে চলে যাবে, আর কসম আল্লাহ'র আমি দিব্য দেখছি যে, রসূলুল্লাহ (দ.) অচিরেই তাঁর এই রোগেই মৃত্যুবরণ করবেন। মুত্তালিব বংশের লোকদের মৃত্যুকালীন চেহারা আমি ভালভাবেই চিনি। চল, আমার সাথে রসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে চল, তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেই যে, তাঁর পর কার খিলাফাহ হবে? যদি আমাদের মধ্যে হয় তা হলে আমরা তা জেনে নিবো। আর যদি অন্য কারও হাতে তা চলে যায়, তবে আমরা এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করব, তখন তিনি আমাদের ব্যাপারে উপদেশ করে যাবেন। তখন আলী (রা.) বললেন, আল্লাহ'র কসম! আমি তা করতে যাবো না, যদি আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস

করতে যাই আর তিনি বারণ করে দেন, তবে অতঃপর লোক আর কোনদিনই আমাদেরকে এই পদ দান করবে না। সুতরাং কসম আল্লাহ'র, আমি কস্মিনকালেও রসূলুল্লাহ (দ.) কে তা জিজ্ঞেস করতে যাবো না। -স্বহীহ

৫২৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে

১১৩৯.. ইবনু আবুযু যিনাদ বলেন, খারিজা ইবনু যায়িদ, যায়িদ বংশের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট হতে এই পত্র উদ্ধার করেন, যাতে লেখা ছিল 'বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম'। যায়িদ ইবনু সাবিতের পক্ষ হতে আল্লাহ'র বান্দা মু'আভিয়াহু-আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ'র রহমাত বর্ষিত হোক! তারপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ'র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।

বাদ সমাচার এই যে, আপনি দাদা ও ভাইদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। (তিনি এখানে পত্রের উল্লেখ করলেন)। আমরা আল্লাহ'র দরবার হেদায়েত, হিফাযত এবং আমাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকার তাওফীক প্রার্থনা করছি এবং পথভ্রষ্ট হওয়া ও অজ্ঞ থাকা হতে আল্লাহ'র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যা আমাদের জ্ঞানে নেই এমন ব্যাপারের দায়িত্ব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ওয়াসসালামু আলাইকা, আমীরুল মু'মিনীন ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু।

এই পত্র ওয়াহাইব বৃহস্পতিবার ৪২ হিজরীর রমযান মাসের বারদিন থাকতে লেখলো। -হাসান

৫২৫. কেমন আছেন? বলা

১১৪০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে এক ব্যক্তি সালাম দিল তিনি তাঁকে ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দিতে গুনেছেন। তারপর উমার (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? জবাবে সে ব্যক্তি বলল, আমি আপনার সমীপে আল্লাহ'র প্রশংসা করি। তখন ওমার (রা.) বললেন, আমি তোমার নিকট তাই আশা করছিলাম। -স্বহীহ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : 'সকাল কেমন গেল', বললেন, জবাবে কী বলা হবে

১১৪১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সকাল কেমন গেল? জবাবে তিনি বললেন, যে সমস্ত লোক কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি, আর কোন রোগীকেও দেখতে যায়নি, তাদের চেয়ে ভাল। -স্বহীহ লি-গইরিহী

১১৪২. মুহাজির (র) (তিনি ছিলেন স্বর্ণকার) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর জনৈক হাযরামী (স্থান বা গোত্রবোধক শব্দ) স্বহাবীর সাথে উঠাবসা করতাম, যিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, ‘আপনার সকাল কেমন গেল?’ তখন তিনি জবাব দিতেন, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করছি না (অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ) শিরক (আল্লাহ্‌র অধিকারে ভাগ বসানো) বিহীন ঈমানের সাথে সকাল হয়েছে।) -হাসান

১১৪৩. সাইফ ইবনু ওয়াহাব বলেন, আবু তুফাইল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত? আমি বললাম তেত্রিশ বছর। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি ব্যাপার শুনাবো না যা আমি হুযাইফাহ্ ইবনু ইয়ামানের কাছে শুনিয়েছি? (তা হলো এই যে,) মাহারিবে-খস্বফার এক ব্যক্তি যাকে আমরা ইবনু সুলাই বলে ডাকা হতো এবং যিনি নাবী (দ.) এর সাহচর্যও লাভ করেছিলেন, তাঁর বয়স তখন ছিল আমার আজকের বয়স, আর আমার বয়স তখন ছিল তোমার আজকের বয়সের মত। আমরা মাসজিদে হুযাইফাহ্‌র কাছে গেলাম। আমি সবার শেষের কাতারের পিছনে বসলাম। কিন্তু আমরা আগে গিয়ে একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আপনার সকাল কেমন গেল, অথবা সন্ধ্যা কেমন গেল, হে আব্দুল্লাহ্? [সকাল না বিকারের কথা তা রাবীর সঠিক স্মরণ নাই] জবাবে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সূত্রে যে সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাই, সেগুলি সত্য? তখন হুযাইফাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমার সূত্রে তোমার কাছে কী কথাবার্তা পৌঁছিয়েছে, হে আমরা? তিনি বললেন, এমন সব কথাবার্তা যা ইতোপূর্বে আর কোনদিন শুনিনি। জবাবে তিনি বললেন, কসম আল্লাহ্‌র, আমি যা শুনতে পাই তা যদি তোমাদের কাছে বলি তবে এই রাত পর্যন্ত তোমরা তা শুনার অপেক্ষা করবে না। কিন্তু হে আমরা ইবনু সুলাই! (যখন একান্তই শুনতে এসেছো, তখন শুনে রাখ,) যখন সিরিয়ার উপর বনী কায়েস গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা হবে। কসম আল্লাহ্‌র, হে কায়েস, আল্লাহ্‌র কোন মুমিন বান্দাকেই ভীতি প্রদর্শন করতে অথবা হত্যা করতে ছাড়বে না। কসম আল্লাহ্‌র, এমন একটি সময় আসবে যখন এমন কোন পাপ নেই যা তারা করবে না। তখন আমরা বললেন, আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি দয়া করুন! এমতাবস্থায় আপনি আপনার স্বজাতিকে কি সাহায্য করবেন? তিনি বললেন, তাই তো আমি ভাবছি। তারপর তিনি বসে পড়লেন। -যঈফ

৫২৭. অনুচ্ছেদ ৪ প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম

১১৪৪. আব্দুর রহমান ইবনু আবু উমারা আনসারী (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কে এক জানাযায় ডাকা হলো। রাবী বলেন, তিনি সম্ভবত আসতে দেরি করেছিলেন। ততক্ষণে লোকেরা

জানাযার স্থানে এসে যার যার স্থান গ্রহণ করে ফেলেছিল। তারপর তিনি আগমন করলেন। যখন লোকজন তাঁকে দেখতে পেল তখন সকলেই সরে দাঁড়াতে লাগল, এমন কি কেউ কেউ নিজ নিজ স্থান হতে সরে গেল, যেন তিনি সে স্থানে আসন গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, না, তা হয় না, আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম মাজলিস বা আসন গ্রহণের স্থান হলো প্রশস্ততর স্থান। এই কথা বলে তিনি এক পার্শ্বে চলে গেলেন এবং প্রশস্ততর স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। -স্বহীহ্

৫২৮. অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে বসা

১১৪৫. সুফিয়ান ইবনু মুন্কিয় (র) তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) অধিকাংশ সময়ই কেবলামুখী হয়ে বলতেন। একদা ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু কুসাইত সূর্যোদয়ের পর সাজদাহ্'র আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সাথে সাথে সাজদাহ্ করলেন। অন্যান্যরাও অনুরূপ সাজদাহ্ করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার (রা.) কিবলামুখী বসে থাকা সত্ত্বেও সাজদাহ্ করলেন না। যখন সূর্য (পূর্ণরূপে) উদিত হলো তখন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাঁর পিঠ ও পায়ের সাথে জড়িয়ে থাকা কাপড়ের ভাঁজ খুললেন। তারপর সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন, তোমার সঙ্গীদের সাজদাহ্ দেখেছো তো? তারা এমন অসময়ে সাজদাহ্ করল যখন স্বলাত আদায় করা যায় না। -যইফ

৫২৯. অনুচ্ছেদ : মাজলিস হতে উঠে গিয়ে ফিরে আসা

১১৪৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তাঁর (বসার) জায়গা হতে উঠে যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসে, তখন সে-ই সেই জায়গায় বসার বেশি হক্দার। -স্বহীহ্

৫৩০. অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা

১১৪৭. আনাস (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। আমরা তখন ছেলে মানুষ। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন। তিনি আমাদের একটি কাজে পাঠালেন এবং আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় রাস্তায় বসে রইলেন। তিনি বলেন, তাতে (আমার মাতা) উম্মে সুলাইমের কাছে পৌঁছতে আমার বিলম্ব হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকে রেখেছিলো? আমি বললাম, নাবী (দ.) একটি কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি

জিজ্ঞেস করলেন, কাজটি কি? বললাম, তা একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বললেন, বেশ, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর গোপনীয় ব্যাপারের গোপনীয়তা রক্ষা করো। -স্বহীহ্

৫৩১. অনুচ্ছেদ : মাজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও

১১৪৮. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেন, কোন ব্যক্তিকে, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন কখনো তার স্থান হতে উঠিয়ে সেখানে নিজে না বসে; বরং স্থান একটু প্রশস্ত করে দিবে এবং খোলামেলা হয়ে বসবে। -স্বহীহ্

৫৩২. অনুচ্ছেদ : মাজলিসের শেষ প্রান্তে বসা

১১৪৯. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) বলেন, আমরা যখন নাবী (দ.) এর দরবারে যেতাম, তখন মাজলিসের শেষ প্রান্তে বসতাম। [অর্থাৎ লোক ঠেলে কেউ আগে যেয়ে বসবার চেষ্টা করত না, বরং যে স্থান পর্যন্ত মাজলিসের লোক থাকত আগন্তুক তার পিছনেই বসত।] -হাসান লি-গইরিহী

৫৩৩. অনুচ্ছেদ : দু'জনের মধ্যস্থলে বসবে না

১১৫০. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য দু'জনের মধ্যস্থলে বসে তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা বৈধ নয়, অবশ্য তাদের অনুমতি সাপেক্ষে তা বৈধ হবে। -হাসান

৫৩৪. অনুচ্ছেদ : মাজলিস প্রধানের কাছে লোক ডিঙ্গিয়ে যাওয়া

১১৫১. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, ওমার (রা.) যখন আহত হন, তখন তাঁকে বহনকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাঁকে ঘরে পৌঁছালাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাতিজা, একটু দেখে এসোতো কে আমাকে আহত করল এবং আমার সাথে আর কারা আহত হলো! আমি তখন গেলাম তারপর তাঁকে তা জানাতে এলাম। তখন ঘর লোকে লোকারণ্য। লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আমি আগে যাব তা যেন আমার কাছে কেমন কেমন লাগলো? আর বয়সেও তখন আমি নবীন। অগত্যা আমি বসে পড়লাম। তিনি সাধারণত কাউকেও কোন কাজে পাঠালে ফিরে এসে তাঁকে তা জানাতে বলতেন। তখন তিনি কাঁথা মুড়ি দেয়া অবস্থায় ছিলেন।

এমন সময় কা'ব (রা.) এলেন এবং বললেন, দোহাই আল্লাহ'র, আমীরুল মু'মিনের উচিত দু'আ করা যেন আল্লাহ তাঁকে আরো দীর্ঘকাল জীবিত রাখেন এবং এই উম্মাতের স্বার্থেই তাঁকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেন, যাতে উম্মাতে অমুক অমুক কাজ তিনি করে যেতে পারেন। বলতে বলতে তিনি এই প্রসঙ্গে কোন কোন মুনাফিক ব্যক্তির নাম যদিও নিলেন এবং কারও কারও কথা ইশারা ইঙ্গিতে বললেন। আমি বললাম, এসব কথা কি আমি তাঁর কানে তুলবো? তিনি বললেন, তাঁর কানে তুলবার উদ্দেশ্যেই তো আমি এসব বলছি। তখন আমি সাহসে ভর করে উঠলাম এবং লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে একেবারে তাঁর শিয়রে গিয়ে বসলাম। আমি তখন বলতে লাগলাম (আমীরুল মু'মিনীন) আপনি আমাকে অমুক দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে আরও তেরো ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং কুলাইব আল-জায়যারও আহত হয়েছেন, তিনি তখন উখলির পাশে বসে অযু করছিলেন। আর কা'ব আল্লাহ'র কসম করে অমুক অমুক কথা বলছেন। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, কা'আবকে ডাকো দেখি! তখন তাঁকে ডাকা হলো। তিনি আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বল? তিনি বলেন, আমি অমুক অমুক কথা বলি। তিনি বললেন, না, আল্লাহ'র কসম, আমি এরূপ দু'আ করবো না। বরং ওমারকে যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তবে তার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না। [অর্থাৎ এ পর্যন্ত দায়িত্বপালনে যত ত্রুটি হয়েছে, তাই আল্লাহ ক্ষমা না করলে আমার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না। আরো জীবিত থাকার দু'আ করে নিজের উপর আর বর্ধিত দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাই না।] -যঈফ

১১৫২. শা'বী বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হতে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলো। সে লোকজনকে ঠেলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। উপস্থিত লোকজন তাকে বাধা দিল। তিনি বললেন, তাকে পথ ছেড়ে দাও। সে তাঁর নিকটে এসে বলল এবং বলল, আপনি রসূলুল্লাহ (দ.) এর মুখ হতে শুনেছেন এমন কিছু কথা আমাকে শুনান! তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ.) কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ'র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাকে। -স্বহীহ

৫৩৫. অনুচ্ছেদ : তার পাশের জন সর্বাধিক সম্মানের পাত্র

১১৫৩. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমার নিকটতর ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। -স্বহীহ

১১৫৪. ইবনু মুলাইকা বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমার নিকট সর্বাধিক সম্মানের পাত্র হচ্ছে আমার পার্শ্বচর, যদিও আমার নিকট আসতে গিয়ে সে লোকের ঘাড় টপকাইয়া বসে। -যঈফ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ : পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?

১১৫৫. কাসীর ইবনু মুররা বলেন, কেদা আমি জুমু'আর দিন মাসজিদে প্রবেশ করে আওফ ইবনু মালিক আশজারীকে একটি বৃত্তাকার সমাবেশে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলাম। তিনি তখন তাঁর সম্মুখ দিকে দু'পা বিস্তার করে বসে ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি দু'পা গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, তুমি কি জান কেন আমি পদবিস্তার করে বসেছিলাম? এই উদ্দেশ্যে যে, কোন যোগ্য ব্যক্তি আসলে এখানে বসবে। [কেননা, পা মেলে ঐ জায়গা জুড়ে না রাখলে এতক্ষণে অন্যলোক এখানে বসে পড়ত, আর তোমার মত যোগ্য লোককেও জায়গা দিতে অসুবিধা হতো।] -হাসান

৫৩৭. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসে থুথু ফেলা

১১৫৬. হারিস ইবনু আমর সাহ্মী (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মিনা অথবা আরাফাতে অবস্থান করছিলেন এবং লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। বেদুইনরা এসে তাঁর চেহারা মুবারক দর্শনে বলছিল, তা হলো বারাকাতপূর্ণ আশীসপ্রাপ্ত চেহারা। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন! তিনি আবার বললেন, প্রভু, আমাদের সবাইকে মাগফিরাত করুন! তখন (লক্ষ্য করলাম) তাঁর হাতের মুঠোয় থুথু এবং তিনি তা তাঁর জুতায় মুছিয়া লইলেন। তাঁহার আশেপাশের কারও উপর পতিত হোক তা তিনি পছন্দ করলেন না। -হাসান

৫৩৮. অনুচ্ছেদ : বারান্দায় মজলিস জমানো

১১৫৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বারান্দায় মাজলিস জমিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। তখন স্বহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! ঘরের মধ্যে বসে থাকা যে আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়! বললেন, যদি তোমরা একান্তই বারান্দায় বস, তবে বারান্দায় মাজলিসের হুক আদায় করো! তখন স্বহাবীগণ আরজ করলেন, তার হুক কি কি ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, প্রশ্নকারীকে রাস্তার সন্ধান দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, চক্ষুসমূহকে সংযত রাখা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

১১৫৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সাবধান, রাস্তায় মজলিস জমিয়ে বসো না। তখন উপস্থিত স্বহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়া বসে একটু কথাবার্তা বলার আর যে কোন উপায়ই নাই ইয়া রসূলুল্লাহ! (অথবা এরকম ও অর্থ করা যায়, আমরা যদি এরকম বসে কথাবার্তা বলি, তবে আমাদের করণীয় কি?) তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, একান্তই যখন তোমরা মানছো না, তখন রস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কি ইয়া রসূলুল্লাহ? বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু পথে ফেলা হতে বিরত থাকা (বা তা সরিয়ে ফেলা), সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা। -স্বহীহ

৫৩৯. অনুচ্ছেদ : কূপের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসা

১১৫৯. আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) মাদীনার কোন এক খেজুর বনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে-পিছনে চললাম। যখন তিনি খেজুর বনে প্রবেশ করলেন তখন আমি তার দ্বারদেশে বসে পড়লাম এবং বললাম, আজ আমি অবশ্যই নাবী (দ.) এর দ্বাররক্ষী হবো। অবশ্যই, তিনি এজন্য আমাকে আদেশ দেন নাই। নাবী (দ.) গেলেন এবং তাঁহার প্রয়োজন চুকিয়ে কূপের কিনারে গিয়ে বসলেন। তিনি তাঁর পায়ের গোছাধ্বয় অনাবৃত করলেন এবং কূপের ভিতর উহা ঝুলাইয়া বসলেন। তখন আবু বাকার (রা.) এলেন। তিনি আমার মাধ্যমে ভিতরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে চাইলেন। আমি বললাম, একটু দাঁড়ান আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি দাঁড়ালেন এবং আমি নাবী (দ.) এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আবু বাকার আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। বললেন, তাঁকে আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও! তিনি এলেন এবং পায়ের গোছাধ্বয় অনাবৃত করে পদদ্বয় কূপে ঝুলিয়ে রসূলুল্লাহ (দ.) এর ডানপাশে বসে পড়লেন। তারপর ওমার (রা.) এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি তাঁকেও বললাম, একটু থামুন, আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও! তিনিও এসে রসূলুল্লাহ (দ.) এর বামপাশে বসে গোছাধ্বয় অনাবৃত করে পদদ্বয় কূপের ভিতর ঝুলিয়ে দিয়ে বসলেন। তখন কূপের কিনার পূর্ণ হয়ে গেল এবং বসবার মত স্থান আর রইল না। তারপর উসমান (রা.) এলেন। আমি বললাম, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে আসি। রসূলুল্লাহ (দ.) তখন বললেন, তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও--তবে তার সাথে তাঁকে বিপর্যয়ও পোহাতে হবে। তারপর তিনি ভিতরে এলেন কিন্তু তাঁদের সাথে বসবার স্থান পেলেন না। তিনি ঘুরে গিয়ে তাঁদের মুখোমুখি কূপের অপর পাশে গিয়া গোছাধ্বয় অনাবৃত করে পদদ্বয় কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন।

তখন আমি মনে মনে আশা করছিলাম, যদি আমার ভাইও এমন সময় এসে পড়তেন, এমন কি আমি তাঁর আগমনের জন্য দু'আও করছিলাম। কিন্তু তাঁরা উঠে সেখা হতে প্রস্থান করলেন কিন্তু, ভাই এলেন না।

ইবনু মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, তা দ্বারা আমি এই লক্ষণ ধরে নিলাম যে, তাঁদের কবর একত্রে হবে এবং উসমান (রা.) একাকী থাকবেন। -স্বহীহ্

১১৬০. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) সদলবলে বের হলেন। পথে তিনিও আমাকে কিছু বললেন না এবং আমি তাঁহাকে কিছু বললাম না। এমন অবস্থায় তিনি বানি কুইনুকা'আর বাজারে এসে গেলেন। (তারপর সেখান থেকে) ফাতিমা (রা.) এর বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে বসলেন। তারপর বললেন, খোকা কি এখানে আছে? তখন ফাতিমা (রা.) শিশুকে আসতে দিতে কিছু দেরী করছিলেন। আমি ধারণা করলাম হয় বাচ্চাকে তিনি কাপড় পরাচ্ছেন অথবা তাকে গোসল দিচ্ছেন। তখন খোকা দ্রুত ছুটে এলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ভালবেসো এবং যে তাকে ভালবাসবে তাকেও ভালবেসো। -স্বহীহ্

৫৪০. অনুচ্ছেদ : মাজলিসে কেউ জায়গা ছেড়ে দিলেও সেখানে বসবে না

১১৬১. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কাউকেও তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসতে নিষেধ করেছেন। আর ইবনু ওমার (রা.) কেউ তাঁর জন্য জায়গা ছেড়ে দিলে, সেখানে তিনি বসতেন না। -স্বহীহ্

৫৪১. অনুচ্ছেদ : আমানতদারী

১১৬২. সাবিত বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন আমি কাজ শেষ করলাম, তখন মনে মনে ভাবলাম, এবার নাবী (দ.) বুঝি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। (তাই আমার আর তাঁর ঘরে থাকা সমীচীন হবে না) এই ভেবে যখন বের হয়ে এলাম তখন কয়েকজন বালক বাইরে খেলছিল। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলাম। এমন সময় নাবী (দ.) বের হয়ে এলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং একটি কাজে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আমি কাজ সেরে তাঁর কাছে

এলাম এবং আমার মায়ের কাছে যেতে আমার বিলম্ব হয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, নাবী (দ.) একটি কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কি? আমি বললাম, তা নাবী (দ.) এর একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বললেন, নাবী (দ.) এর গোপনীয় ব্যাপারে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করবে। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের কারও কাছে সেই কাজটি যে কী ছিল প্রকাশ করিনি। যদি তার বলবারই হতো, তবে (হে সাবিত!) অবশ্যই তোমাকে কাছে তা বলতাম। -স্বহীহ

৫৪২. অনুচ্ছেদ : কারও দিকে তাকালে পুরোপুরি তাকাবে

১১৬৩. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন যে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর প্রশংসায় এরূপ বলতে শুনেছেন, তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির তবে সামান্য একটু লম্বাটে। উজ্জ্বল শুভ্র, ঘনকৃষ্ণ শরীরমণ্ডিত, উজ্জ্বল দন্তশোভিত, প্রশস্ত ঙ্র ও বিশাল কাঁধ, মাংসর চেহারা বিশিষ্ট এবং তিনি তাঁর পূর্ণ পদতল ব্যবহার করে হাঁটতেন। তাতে গর্ত ছিল না, কারও দিকে যখন তাকাতেন, তখন পুরোপুরি তার দিকেই তাকাতেন এবং যখন মুখ ফিরাতে পূর্ণরূপেই ফিরাতে। (একদৃষ্টি বা চোরাই দৃষ্টিতে কারও দিকে তাকাতেন না।) আমি আগেও তাঁর মত কাউকেও দেখিনি এবং পরেও (এরকম গুণবিশিষ্ট কোন পুণ্যাত্মা ও সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ লাভ আমার ভাগ্যে জুটেনি।) -হাসান

৫৪৩. অনুচ্ছেদ : কারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না

১১৬৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বলেন, উমার (রা.) একদা আমাকে বললেন, যখন আমি তোমাকে কারও নিকটে তদন্তের উদ্দেশ্যে পাঠাই, তখন কি জন্য তোমাকে পাঠিয়েছি, তা তার কাছে বলবে না, নতুবা শয়তান ঐ মুহূর্তেই তাকে একটি মিথ্যা (অজুহাত) গড়তে সাহায্য করবে। -হাসান লি-গইরিহী

৫৪৪. অনুচ্ছেদ : 'কোথেকে এলেন' বলা

১১৬৫. লাইস (র.) বলেন, মুজাহিদ অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, কোন ব্যক্তির তার অপর ভাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা সে যখন উঠে যায় তখন সে কোথায় যায় দেখবার জন্য তার যাত্রাপথের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা কোথা থেকে এসেছো বা কোথায় যাবে এরকম প্রশ্ন করাকে। -যঈফ

১১৬৬. মালিক ইবনু যুবাইদ বলেন, একদা আমরা রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (রা.) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছো হে! আমরা বললাম, মাক্কাহ হতে অথবা বাইতুল আতীক হতে (অর্থাৎ হাজ্জ বা ওমরাহ পালন করে এসেছি)। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কেবল এ কাজের জন্যই এসেছিলেন? আমরা বললাম, জ্বী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বেচা-বিক্রি কিছু উদ্দেশ্য ছিল না তো? আমরা বললাম, জ্বী না। বললেন, নতুন করে কাজ শুরু করে দাও! [অর্থাৎ এমন হাজ্জ বা উমরার পর অতীতের গুনাহগুলো মোচন হয়ে গিয়েছে। এবার নতুন করে আবার জীবন শুরু কর।] -যঈফ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ : কারো অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পেতে তার কথা শোনা

১১৬৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে কিয়ামাতের দিন তাকে বলা হবে, 'তাতে প্রাণ দাও'। এবং এজন্য তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। এবং যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন রচনা করবে তাকে বলা হবে, দু'টি যবের মধ্যে গিরা লাগাও দেখি! এবং যখন সে গিরা লাগাতে অক্ষম হবে তখন এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পেতে শুনবে অথচ তারা তাকে তা শুনাতে অনিচ্ছুক, এমন ব্যক্তিদের কানে উত্তপ্ত তরল শীসা ঢেলে দেয়া হবে। -স্বহীহ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : খাটে বসা

১১৬৮. উরইয়ান ইবনু হায়সাম বলেন, একবার আমার পিতা একটি প্রতিনিধিদলসহ মু'আওয়্যাহ (রা.) এর দরবারে গেলেন। আমি তখন বালক মাত্র। যখন তিনি তাঁর দরবারে প্রবেশ করলেন তখন তিনি মারহাবা! মারহাবা!! বলে তাঁকে স্বাগতম জানালেন। তখন অপর একব্যক্তিও তাঁর সাথে আসীন ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, কাকে স্বাগত জানাচ্ছেন হে আমীরুল মু'মিনীন? জবাবে তিনি বললেন, ইনি হলেন পূর্বদেশীয়দের সর্দার হায়সাম ইবনু আস্ওয়াদ! আমি তখন প্রশ্ন করলাম, আর উনি? উপস্থিত সকলে বলে উঠলেন, উনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স্ব (রা.)। আমি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে অমূকের পিতা! দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে? তিনি বললেন, তুমি যে দেশের লোক সেখানের লোক ছাড়া নিকটের কথা ছেড়ে সুদূরের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করতে আর কোথাকার লোককেও আমি দেখিনি! তারপর তিনি বললেন, বৃক্ষ ঘেরা ইরাকের খেজুর বীথিকা হতে তার উদ্ভব হবে। -যঈফ

১১৬৯. আবুল আলিয়া বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর সাথে চৌকিতে বসেছি। ০০০ আবু জামরাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.) এর সাথে প্রায়ই বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর চৌকিতে

বসাতেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি আমার সাথে থেকে যাও, যে পর্যন্ত না আমার সম্পত্তির একাংশ আমি তোমাকে দিয়ে দেই। তারপর আমি তাঁর সাথে দুইমাস অবস্থান করি। -স্বহীহ্

১১৭০. খালিদ ইবনু দীনার আবু খালদাহ্ বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রা.) বসরার শাসনকর্তা হাকামের সাথে চৌকিতে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, নাবী (দ.) গরমের মওসুমে রৌদ্রের তেজ কমলে (মানে, একটু দেরী করে) স্বলাত পড়তেন। পক্ষান্তরে, শীত মওসুমে তিনি স্বলাত একটু তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। -হাসান

১১৭১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে হাযির হলাম, তিনি তখন খেজুরের চটে নির্মিত একটি চৌকির উপর শায়িত। তাঁর মাথার নীচে চট নির্মিত একটি বালিশ যার ভিতরে খেজুরের ছাল পরিপূর্ণ। চৌকি এবং তাঁর চটের মাঝখানে কোন কাপড় ছিল না। এমন সময় ওমার (রা.) সেখানে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি তো রীতিমত কেঁদে ফেললেন। তখন নাবী (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কিসে কাঁদালো হে ওমরা? বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! কসম আল্লাহ্‌র আমি যদি আল্লাহ্‌র নিকট রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের চাইতেও আপনার অধিক মর্যাদ সম্পন্ন হবার কথা না জানতাম, তবে হয়তো কাঁদতাম না। তারা পৃথিবীর সকল রকম আরাম-আয়েশ লুটছে, আর আপনাকে এখন কী অবস্থায় দেখছি? তখন নাবী (দ.) বললেন, হে ওমরা! তুমি কি তাতে খুশি নও যে, তারা পৃথিবীর মজাই কেবল লুটবে আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরতের নিয়ামাতরাজি। আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, ব্যাপার স্যাপার এই রকমই। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১১৭২. আবু রিফা'আ আদাওয়ী (রা.) বলেন, একদা আমি নাবী (দ.) এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন খুতবা দিতেছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! এক আগন্তুক দ্বীন সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করার জন্য উপস্থিত হয়েছে, সে তার দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তিনি তখন খুতবাহ্ বাদ দিয়ে আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই সময় তার জন্য একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার ধারণা হলো তার পায়াগুলি লোহা দিয়ে নির্মিত। (অধঃস্থন রাবী হুমাইদ বলেন, আমি দেখেছি তা ছিল কাল কাঠের। অনেকটা লোহা বলে ধারণা হতো।) তিনি তাতে বসলেন এবং আমাকে দ্বীনের শিক্ষা দিতে লাগলেন, যে শিক্ষা আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছেন। তারপর তিনি তাঁর খুতবার অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করলেন। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১১৭৩. মূসা ইবনু দিহকান (র) বলেন, আমি ইবনু ওমার (রা.) কে উরুসী (বাসর ঘরের

জাঁকজমকপূর্ণ পালঙ্ক) এ বসে দেখেছি- যার উপর একটি লাল কাপড় ছিল।

০০০ ইমরান ইবনু মুসলিম (র) বলেন, আমি আনাস (রা.) কে একটি পালঙ্কে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে বসে থাকতে দেখেছি। -হাসান

৫৪৭. অনুচ্ছেদ : চুপি চুপি যারা কথা বলছে তাদের মধ্যে দুকবে না

১১৭৪. সাঈদ আল-মাকবুরী বলেন, একবার ইবনু ওমার (রা.) একটি লোকের সাথে কী যেন আলাপ করছিলেন। এমন সময় আমি সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িলাম। তিনি আমার বুকে একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, যখন দু'জনকে কোন কথা বলতে দেখবে তখন না তাদের পাশে দাঁড়াবে, আর না সেখানে বসবে যে পর্যন্ত না তাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তখন আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! আমি তো এই আশায় দাঁড়িয়েছিলাম যে, আপনাদের দু'জনের নিকট কোন ভাল কথা শুনবো। -স্বহীহ

১১৭৫. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আলাপরত ব্যক্তিদের আলাপ কান পেতে শুনে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, তার কানে শীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন দেখে, তাকে ক্রিয়ামাতের দিন বলা হবে, যবের মধ্যে গিরা দিতে। -স্বহীহ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ : তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'কানেকানে কথা বলবে না

১১৭৬. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যখন তিনজন বিদ্যমান থাকবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জন কানেকানে কথা বলবে না। -স্বহীহ

৫৪৯. অনুচ্ছেদ : যখন চারজন থাকে

১১৭৭. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একসাথে থাকবে, তখন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু'জন কানাকানি করবে না। কেননা, তা তাকে মনঃক্ষুন্ন করবে। -স্বহীহ

১১৭৮. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একসাথে থাকবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জন কানাকানি করবে না। কেননা,

তা তাকে মনঃক্ষুন্ন করবে। আমরা তখন বললাম, যদি চারজন হয়? বললেন, তা হলে কোন ক্ষতি নেই। -স্বহীহ্

১১৭৯. আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু'জন কানেকানে কথা বলবে না যে পর্যন্ত না অন্যান্য মানুষের সাথে মিশে যাবে। কেননা, তা তাকে মনঃক্ষুন্ন করবে। -স্বহীহ্

১১৮০. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, যখন চারজন হবে, তখন (কানে কানে যে কোন দু'জন কথা বলতে) কোন আপত্তি নেই। -স্বহীহ্

৫৫০. অনুচ্ছেদ : যখন কারো কাছে বসবে তখন উঠার সময় তার অনুমতি নিবে

১১৮১. আবু মূসা (রা.) বলেন, একবার আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম (রা.) এর নিকট বসলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তো আমার নিকট এসে বসলে অথচ আমার এখন উঠার সময় হয়ে গিয়েছে। তখন আমি বললাম, আপনার যখন মর্জি হয়, উঠে যেতে পারেন। তখন তিনি উঠে গেলেন, আর আমি তাঁর পিছনে পিছনে দরজা পর্যন্ত গেলাম। -যইফ

৫৫১. অনুচ্ছেদ : রৌদ্রে বসবে না

১১৮২. কায়েস তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর খিদমাতে যান। রসূলুল্লাহ্ (দ.) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি গিয়ে রৌদ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর আদেশে তিনি ছায়ার দিকে আসেন। -স্বহীহ্

৫৫২. অনুচ্ছেদ : পায়ের গোছা ও কোমরে বেঁধে কাপড় পরা

১১৮৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) দু'রকমের কাপড় পরতেন এবং দু'রকমের বেচা-বিক্রি সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। কাপড় স্পর্শের বেচা-বিক্রি এবং কাপড় নিক্ষেপের বেচা-বিক্রি। এধরণের বেচা-বিক্রি সম্পাদিত হতো পণ্য (ভালমতে) না দেখেই। আর যে দু'ধরণের কাপড় পরিধান সম্পর্কে নিষেধ করেছেন তা হলো, এক কাঁধে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে অপর কাঁধ উন্মুক্ত রাখা এবং কোমরের সাথে কাপড় বেঁধে গোছা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া এমনভাবে

যে, বসে থাকলে সতর খোলা থাকে (লজ্জাস্থানের সাথে কোন পাকড় সংলগ্ন থাকে না।) -স্বহীহ্

৫৫৩. অনুচ্ছেদ : আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান

১১৮৪. আবু মালীহ্ বলেন, আমি তোমার পিতা যায়িদ (র) একসাথে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন, একবার নাবী (দ.) এর নিকট আমার স্বিয়াম প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলো। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার ঘরে এলেন। আমি তাঁর সম্মানার্থে একটি বালিশ তাঁর দিকে ছুড়ে দিলাম যার আবরণ ছিল চামড়ার আর ভিতরে ছিল খেজুরের খোসা। তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন এবং বালিশ আমার এবং তাঁর মাঝে ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, ওহে! প্রতি মাসে তিনটি স্বিয়াম রাখলে কি তোমার চলে না? তখন আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ্! (তার বেশি কি দেয়া যায় না?) বললেন, পাঁচ? আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, যাও, সাতটা। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, যাও নয়টা। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! বললেন, যাও এগারটি। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! এবার তিনি বললেন, দাউদ (আ) এর স্বিয়ামের উপর আর স্বিয়াম হয় না। অর্ধেক সময়। একদিন স্বিয়াম এবং একদিন ইফতার (বিরতী)। -স্বহীহ্

১১৮৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুসর (রা.) বলেন, যে, একবার নাবী (দ.) তাঁর পিতার ওদিক হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর একটি মখমলী চাদর ছুড়ে দেন এবং তিনি তাতে বসেন। -স্বহীহ্

৫৫৪. অনুচ্ছেদ : গোট মেরে বসা

১১৮৬. বিবি কুইলা (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে দেখেছি, দুই উরুর নিচের দিকে হাত রেখে পেট ও উরু মিলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকতে। আমি যখন তাঁকে এরূপ বিনীত বিনম্র অবস্থায় দেখতে পেলাম, তখন আমি ভয়ে শিহরিয়ে উঠলাম। -হাসান

৫৫৫. অনুচ্ছেদ : চারজানু বসা

১১৮৭. হানযালা ইবনু হিযইয়াম (রা.) বলেন, একবার আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন চারজানু অবস্থায় বসে ছিলেন। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১১৮৮. আবু রুযাইক বলেন, তিনি আলী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে তাঁর ডান পা তাঁর বাম পায়ের উপর তুলে বসতে দেখেছেন। -যঈফ

১১৮৯. ইমরান ইবনু মুসলিম বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.) কে চারজানু অবস্থায় একপায়ের উপর অপর পা রেখে বসতে দেখেছি। -স্বহীহ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : কাপড় জড়িয়ে গোট মেরে বসা

১১৯০. সালীম ইবনু জাবির হুজাইমী (রা.) বলেন, একবার আমি নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন চাদর জড়িয়ে গোট মেরে বসা অবস্থায় ছিলেন এবং চাদরের প্রান্তদ্বয় তাঁর পদদ্বয়ের উপর ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন! বললেন, অবশ্যই আল্লাহ ভীতি (তাকুওয়া) অবলম্বন করবে এবং নেকী সেটা যত ছোটই হোক না কেন তাকে ছোট মনে করবে না যদিও তা কোন পানি প্রার্থীর পাতে তোমার বালতি হতে পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে কথা বলাই হয়। আর লুঙ্গি (গিরার নিচে) ঝুলিয়ে পরিধান করা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা, তা অহংকার বিশেষ এবং আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। আর যদি কোন ব্যক্তি তার জ্ঞাত তোমার কোন দোষণীয় ব্যাপারের জন্য তোমাকে খোঁটা দেয়, তবে তুমি তোমার জ্ঞাত তার কোন দোষের জন্য তাকে খোঁটা দিবে না। তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তার পাপের ফল সেই ভোগ করবে এবং তোমার এই চেয়ে যাবার জন্য তুমি তার প্রতিফল (নেকী) পাবে। এবং কখনো কিছুকে গালি দিবে না। রাবী বলেন, তারপর আমি আর কাউকেও কোনদিন গালি দেইনি না কোন মানুষকে আর না কোন চতুষ্পদ জন্তুকে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

১১৯১. আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, যখনই আমি হাসান (রা.) কে দেখেছি তখনই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। তা এই কারণে এই যে, নাবী (দ.) একবার (তাঁর হুজরা হতে) বের হয়েই আমাকে মাসজিদে পেলেন। তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। তিনি আমার সাথে কোন কথাই বললেন না। এভাবে আমরা বনি কাইনুকার বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি সেখানে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি দিতে লাগলেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে এলাম। এমন কি আমরা মাসজিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তিনি সেখানে গোট মেরে বসলেন এবং গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, বাছা কোথায়? বাছাকে আমার কাছে ডাক? হাসান ছুটে এসে তাঁর কোলে বসে পড়লেন এবং তাঁর

হাত তাঁর দাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তখন নাবী (দ.) তাঁর মুখ খুলে আপন পবিত্র মুখ তাঁর মুখে দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস এবং যে বা যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরকেও তুমি ভালবেসো। -হাসান

৫৫৭. অনুচ্ছেদ : দুই জানু বসা

১১৯২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) তাঁদেরকে সাথে নিয়ে যুহরের স্বলাত আদায় করলেন। স্বলাত শেষে তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিয়ামাতের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাতে (কিয়ামাতারে সময়) অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হবে। তারপর বললেন, যে কেউ এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে চায়, তার উচিত প্রশ্ন করা। কসম আল্লাহ্'র, তোমরা যে প্রশ্নই আজ করবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই আজ আমি তার উত্তর দিব।

আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মুখে এরূপ কথা শুনে অধিকাংশ শ্রোতাই কেঁদে আকূল হলেন। নাবী (দ.) ঘন ঘন বলছিলেন, কার কি প্রশ্ন করবার আছে প্রশ্ন কর! প্রশ্ন কর! তখন ওমার (রা.) দু'জানুতে (আদবের সাথে স্বলাতের বসার মত) বসলেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে এবং মুহাম্মাদ (দ.) কে রসূলরূপে পেয়ে তুষ্ট আছি। উমার (রা.) একথা বলার সময় নাবী (দ.) চুপ রইলেন। তারপর বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, স্বলাত পড়ার সময় আজ ঐ প্রাচীরের গায়ে (আয়নার মত) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত মঙ্গলও অমঙ্গল (পাশাপাশি এত স্বচ্ছভাবে) দেখার সুযোগ আমার আর হয়নি। -স্বহীহু লি-গইরিহী

৫৫৮. অনুচ্ছেদ : চিত হয়ে শয়ন

১১৯৩. আব্বাদ ইবনু তামীম তাঁর চাচার প্রমখাৎ বলেন, 'আমি তাঁকে দেখেছি' (রাবী আব্বাদ জিজ্ঞেস করেন, নাবী (দ.) কে? তিনি বললেন, হ্যাঁ) চিত হয়ে শোয়া অবস্থায়, এক পায়ের উপর অপর পা রেখে। -স্বহীহু

১১৯৪. মিস্ওয়্যার (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) কে চিত হয়ে শোয়াবস্থায় দেখেছি, এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখাবস্থায়। -যঈফ

৫৫৯. অনুচ্ছেদ : উপুড় হয়ে শয়ন করা

১১৯৫. ইবনু তিখফা গিফারী (রা.) এর পিতা, যিনি আশ্বহাবে সুফ্যাদের একজন ছিলেন। বলেন, একবার আমি শেষ রাতে মাসজিদে শোয়াবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন আগন্তুক এলেন আর আমি তখন উপুড় অবস্থায় নিদ্রিত। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা নাড়া দিলেন এবং বললেন, ওহে, ওঠ, এভাবে শোয়া আল্লাহ'র নিকট অপছন্দনীয়। তখন আমি মাথা উঠিয়ে দেখি, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দ.) আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। -স্বহীহ

১১৯৬. আবু উমামা (রা.) বলেন, একদা নাবী (দ.) মাসজিদে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। তিনি তাকে পা দ্বারা ঠুকলেন এবং বললেন, ওহে উঠ, তা হলো জাহান্নামীদের শোয়া। -যঈফ

৫৬০. অনুচ্ছেদ : ডান হাতে আদান-প্রদান

১১৯৭. সালিম তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বললেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতের সাহায্যে না খায় এবং বাম হাতের সাহায্যে পানীয় গ্রহণ না করে, কেননা, শয়তান বাম হাতের দ্বারা আহাৰ্য্য ও পানীয় গ্রহণ করে থাকে। -স্বহীহ

৫৬১. অনুচ্ছেদ : বসবার সময় জুতা কোথায় রাখবে ?

১১৯৮. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন কোন ব্যক্তি কোথাও বসবে, তখন তার জুতাজোড়া খুলে নিবে এবং পাশে রেখে দিবে। -যঈফ

৫৬২. অনুচ্ছেদ : বিছানায় ধুলোবালি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ

১১৯৯. আবু উমামা (রা.) বলেন, শয়তান তোমাদের মধ্যকার কারও বিছানায় আসে যখন তার পরিবার বিছানা ঠিকঠাক সম্পন্ন করে এবং কাঠ, পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করে যাতে সেব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি রেগে উঠে। সুতরাং যখন কোনব্যক্তি এমন দেখতে পাবে, সে যেন তার পরিবারের উপর রাগ না করে, কেননা তা শয়তানের কাজ। -হাসান

৫৬৩. খোলা ছাদে ঘুমানো

১২০০. আব্দুর রহমান ইবনু আলী তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনরকম আবরণ ছাড়াই খোলা ছাদে রাত যাপন করে, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বাতিল হয়ে যায়।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এই বর্ণনার সনদ সংশয়মুক্ত নয়। -স্বহীহ

১২০১. আলী ইবনু উমারা বলেন, একবার আবু আইয়ূব আনসরী (রা.) আমার এখানে এলেন। আমি তাঁকে নিয়ে খোলা ছাদে উঠলাম। কিন্তু তিনি নিচে নেমে এলেন এবং বললেন, আমি তো এমনভাবেই রাতযাপন করতে উদ্যত হলাম যে, আমার রক্ষণাবেক্ষণের কোন দায়-দায়িত্ব থাকতো না। -যঈফ

১২০২. যুহাইর জনৈক স্বহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মাচানের উপর রাত যাপন করে এবং তা হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য অপর কেউ দায় হবে না, আর যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাপরে পাড়ি জমায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তার জন্যও অপর কেউ দায়ী হবে না। (সে নিজেই তার এরকম অবিমূষ্যকারিতাপূর্ণ মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।) -স্বহীহ

৫৬৪. অনুচ্ছেদ : পা' ঝুলিয়ে বসা

১২০৩. আবু মূসার আশ'আরী (রা.) বলেন, নাবী (দ.) একবার এক খেজুর বাগানের কূপের পাড়ে পা' ভিতর দিকে ঝুলিয়ে বসেছিলেন। -স্বহীহ লি-গইরিহী

৫৬৫. অনুচ্ছেদ : ঘর হতে বের হবার সময় কী পড়বে ?

১২০৪. মুসলিম ইবনু আবু মারইয়াম বলেন, ইবনু ওমার (রা.) যখন ঘর হতে বের হতেন, তখন এরকম দু'আ পড়তেন, “আল্লাহুম্মা সাল্লিমনী ওয়া-সাল্লিম মিন্নী” হে আল্লাহ্ ! আমাকেও নিরাপদ রাখুন এবং আমা হতেও নিরাপদ রাখুন। -যঈফ

১২০৫. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন ঘর হতে বাহির হতেন। তখন বলতেন,

“বিসমিল্লাহি, আত্-তুকলানু আল্লাহু লা-হাওলা ওয়া-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহু।” অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে- আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা। একটু নড়বার বা কিছু করবার শক্তি নাই আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া।” -যইফ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ : বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়িয়ে বসা বা বালিশ ব্যবহার করা

১২০৬. শিহাব ইবনু আব্বাদ আল-আস্বরী বলেন, আব্দুল কায়ে প্রতিनिধিদলের জনৈক সদস্যকে তিনি বলতে শুনেছেন, যখন আমরা আমাদের प्रतिनिধিদল একত্রে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপনীত হয়, তখন আমরা মাদীনার সন্নিবর্তী হতেই একব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। সাওয়ারীর উপর বসা অবস্থায়ই সে আমাদেরকে সালাম দিল। আমরাও তাঁর সালামের জবাব দিলাম। তারপর সেব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা কোন গোত্রের লোক হে ? আমরা বললাম আমরা আব্দুল কায়েস গোত্রের प्रतिनिধিবর্গ। সে ব্যক্তি বলল, তোমাদেরকে খোশ-আমদেদ ! তোমাদের সন্ধানই আমি এসেছি। আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। নাবী (দ.) গতকাল (তোমাদের কথা) আমাদেরকে বলেছেন। তিনি পূর্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আগামীকাল এদিক হতে অর্থাৎ পূর্বদিক হতে আরবের সেরা प्रतिनिধিবর্গ আসবে। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রাত কাটিয়েছি এবং সকাল হতেই বাহন প্রস্তুত করে পথপানে তাকিয়ে আছি। দেখতে-দেখতে বেলা উঠে গেল এবং আমি ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম এমন সময় তোমাদের বাহনসমূহের উর্ধ্বোখিত শিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হলো। তারপর সেই ব্যক্তি উটকে ফিরাবার জন্য তার লাগাম কষে ধরল এবং দ্রুতবেগে যাত্রা করে নাবী (দ.) এবং তাঁর চতুর্দিকে সমবেত আনস্বর ও মুহাজিরগণের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আমি আপনাকে আব্দুল কায়েসের प्रतिनिধিবর্গের সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। তখন তিনি বললেন, তাদের সাথে কোথায় তোমার সাক্ষাৎ হে উমার ? তিনি বললেন, তারা আমার পিছনেই আসছে ! তখন উপস্থিত স্বহাবীগণ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি বসে পড়লেন। নাবী (দ.) ও বসে রইলেন। তিনি তাঁর চাদরের কোণসমূহকে হাতের নিচে রেখে তার উপর ঠেস দিয়ে (বালিশের মত ব্যবহার করে) বসলেন এবং পদদ্বয় ছড়িয়ে বসলেন। এমন সময় प्रतिनिধিদল এসে পৌঁছল। তাঁদের উপস্থিতিতে আনস্বর ও মুহাজির মহলে খুশীর ধুম পড়ল। তাঁরাও নাবী (দ.) এবং তাঁর স্বহাবীগণকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল হন এবং সাওয়ারী হতে লাফিয়ে পড়েন এবং দ্রুতবেগে তাঁদের সম্মুখে যান। লোকজন একটু নড়ে-চড়ে তাদের স্থান করে দিলেন। নাবী (দ.) পূর্বের মতই ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আশাজ্জ পিছনে রইলেন। তিনি হলেন মুনযির ইবনু আয়িয ইবনু মুনযির ইবনু হারিস ইবনু নু’মান ইবনু যিয়াদ ইবনু আসর। তিনি বাহনসমূহকে একত্রিত

করেন, ঐগুলোকে বসান, ঐগুলির পিঠের বোঝা নামান এবং গোটা প্রতিনিধি দলের সকল আসবাবপত্র একত্রিত করেন। তারপর পেটরা বের করে সফরের কাপড় খুলে রেখে তা হতে নতুন কাপড় নিয়ে পড়লেন এবং তারপর ধীরপদক্ষেপে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। নাবী (দ.) তখন প্রতিনি দলের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নেতা এবং তোমাদের কাজ-কর্মে দায়িত্বশীল ব্যক্তি কে? তাঁরা সকলেই একবাক্যে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, ইনিই কি তোমাদের নেতার ছেলে? জবাবে তারা বললেন, জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর পিতৃপুরুষগণই আমাদের নেতা ছিলেন। আর ইতি হলেন ইসলামের পথে আমাদের অগ্রণী। আশাজ্জ যখন নাবী (দ.) এর নিকটবর্তী হলেন, তখন এক কোণে বসে পড়তে উদ্যত হলেন। তখন নাবী (দ.) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, এখানে এসো হে আশাজ্জ এখানে। এই প্রথম দিনের মত আশাজ্জ এই নামে সম্বোধন হলো। ব্যাপারটা ছিল এই যে, শিশুকালে একটি গর্দভী যার বাচ্চার দুধ ছাড়ান হয়েছিল তাকে লাথি মারে এবং তার আঘাতের চিহ্ন চাঁদের মত তাঁর চেহারায় ফুটেছিল। নাবী (দ.) তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও সম্মানজনক ব্যবহার করলেন। তারপর তাঁরা নাবী (দ.) কে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন আর তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। আলাপ-আলোচনা শেষে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে কি তোমাদের পাথেয়স্বরূপ কিছু আছে? তাঁরা বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তাঁদের প্রত্যেকেই তখন দ্রুত উঠে নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে গেলেন এবং মুঠি ভরে-ভরে খেজুর এনে নাবী (দ.) এর সামনে রাখা চামড়ার দস্তুরখানে রাখলেন। তাঁর সামনে একটি ছড়ি রক্ষিত ছিল যা দৈর্ঘ্যে দুই হাতের চেয়ে কম অথচ এক হাতের চেয়ে বেশি ছিল। তিনি সাধারণত বেড়াতে বের হলে তা হাতে রাখতেন এবং খুব কমই তা তাঁর হাত হতে বিচ্ছিন্ন হতো। তা দ্বারা খেজুরের স্তূপের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, তোমরা কি এই খেজুরকে ‘তা’যূয’ বলে থাক? তাঁরা বললেন, জ্বী হ্যাঁ! তিনি বললেন, এই খেজুগুলো তোমাদের জন্য উত্তম ও উপাদেয়। কবীলার কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, এবং বারাকাতের দিক দিয়েও ঐগুলি সেরা। রাবী বলেন, আমরা চাষবাস বলতে করতাম তরিতরকারী-সজীর চাষ যা প্রধানত আমাদের উট গাধার খাবাররূপেই আমরা ব্যবহার করতাম। কিন্তু যখন আমরা এই ডেপুটেশনের পর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন ঐসব খেজুরের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেলো। আমরা তার প্রচুর চারা লাগালাম। এমন কি এখন তাই আমাদের প্রধান ফসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাতে প্রভূত বারাকাতও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। -যইফ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : ভোরে পাঠের দু’আ

১২০৭. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ভোরে এ দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ্ ! তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমারই নামে আমি জীবন ধারণ

করি। তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।”

আর যখন সন্ধ্যা হতো তখন তিনি এরূপ বলতেন, “হে আল্লাহ্ ! তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমি জীবন ধারণ করি, তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।” -সহীহ

১২০৮. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ বলতে রসূলুল্লাহ্ (দ.) কখনও ছাড়তেন না, “হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বাচ্ছন্দ্য। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি ক্ষমা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমার দীন ও দুনিয়াতে আমার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদে। হে আল্লাহ্ ! আমার গোপনীয়তা তুমি রক্ষা কর ! আমার ভীতিবিহ্বলতা হতে আমাকে মুক্ত রাখ। হে আল্লাহ্ ! আমাকে সাহায্য কর আমার সামনে হতে, আমার পেছন হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিকে হতে, আমার উপরদিক হতে এবং আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে আশ্রয় কামনা করছি যেন আমার নিচেরদিক হতে আমার জন্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয়।” -যঈফ

১২০৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বলে, “হে আল্লাহ্ ! আমি ভোরে উপনীত হয়েছি। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাকে, তোমার আরশবাহীদেরকে, তোমার মালাইকাহগণকে (ফেরেশতাগণকে) এবং তোমার সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এই মর্ম যে, নিঃসন্দেহে তুমিই সেই স্বত্ত্বা, যে স্বত্ত্বা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক (অংশীদার) নেই এবং এই মর্মে স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও তোমার রসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐদিনের চারভাগের একভাগের জন্য মুক্তি দান করেন, আর যে ব্যক্তি দু'বার বলে তাকে অর্ধদিনের জন্য এবং যে ব্যক্তি চারবার বলে তাকে ঐদিনের পূর্ণ দিবসের জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন। -যঈফ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ : সন্ধ্যায় কী বলবে ?

১২১০. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, একবার আবু বাকার (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবো। তিনি বললেন, তুমি সকারে, সন্ধ্যায় ও তোমার ঘুমাবার সময় বলবে, “হে আল্লাহ্ ! গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞানী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তোমারই করপুটে সবকিছু। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোনই ইলাহ নেই তুমি ছাড়া। আমি আশ্রয় নিচ্ছি তোমারই কাছে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে, শয়তানের অনিষ্ট হতে এবং তার

শির্ক (আল্লাহ্‌র অধিকারে ভাগীদার) হতে। -স্বহীহ্

১২১১. আবু হুরইরহ্ (রা.) ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে, “প্রত্যেক জিনিষের প্রভু ও তার মালিক” এবং “শয়তানের অনিষ্ট ও তার শির্ক (আল্লাহ্‌র অধিকারে ভাগীদার) হতে। -স্বহীহ্

১২১২. আবু রশিদ আল-হিবরানী (রা.) বর্ণিত। আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.)’র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নাবী (দ.) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) নাবী (দ.) এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, হে আবু বাকার ! তুমি বলো, “হে আল্লাহ্ ! আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রতিটি জিনিষের প্রতিপালক ও মালিক ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে।” -স্বহীহ্

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : ঘুমাবার সময় যা বলবে

১২১৩. হুযাইফাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন, “বিইসমিকা আমূত ওয়া-আহইয়া” অর্থ : “তোমারই নামে হে প্রভু, আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং জীবিত হবো [অর্থাৎ ঘুমাবো ও জেগে উঠবো।] এবং যখন জেগে উঠতেন, তখন বলতেন, “আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা’দা-মা আমাতানা ওয়া-ইলাইহিন নূশূর” অর্থ : “সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি আমাকে জীবিত করেছেন আমাকে মৃত্যুদান করার পর এবং তাঁরই কাছে পুনরুত্থিত হতে হবে। -স্বহীহ্

১২১৪. আনাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন বলতেন, “আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া-সাক্বানা ওয়া-কাফানা ওয়া-আওয়াতানাকুম মিম্মাল-লা কাফিয়া লাহ্ ওয়ালা মা’ওয়া” অর্থ : “সেই আল্লাহ্ তা’আলার প্রশংসা কীর্তন করি যিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন, আমার প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং আমাকে ঠাই দিয়েছেন। কত লোক তো এমনও রয়েছে যাদের প্রয়োজন মিটাবার এবং ঠাই দিবার কেউ নাই। -স্বহীহ্

১২১৫. জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) আলিফ-লাম-মীম তাংযীল এবং ‘তাবারকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক’ না পড়া যন্ত ঘুমাতে যেতেন না।

আবুয যুবাইর বলেন, উক্ত দুই সূরাহ কুরআনের অন্যান্য সূরারহ’র তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফাযীলাতসম্পন্ন। যে ব্যক্তি উক্ত দু’টি সূরাহ তিলাওয়াত করবে, তার জন্য সত্তরটি নেকী লেখা হয় এবং এই সূরাহদ্বয় দ্বারা তার সত্তরটি দরজা বুলন্দ হয় এবং এই সূরাহদ্বয় দ্বারা তার সত্তরটি গুনাহ মোচন হয়। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

১২১৬. আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, যিকিরের সময় ঘুম আসে শয়তানের প্রভাবে। যদি চাও পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারো। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি ঘুমাতে যাবে এবং নিদ্রা যেতে চায়, তখন তার উচিত যিকুর করা। **-স্বহীহ্**

১২১৭. জাবির (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ‘তাবারকা’ ও আলিফ-লাম-মীম তাংযীল’ সাজদাহ্ না পড়ে ঘুমাতে যেতেন না। **-স্বহীহ্ লি-গইরিহী**

১২১৮. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি ঘুমাতে যায়, তখন আলাদা কোন কাপড় না থাকলে তার লুঙ্গির ভিতরের অংশ (অর্থাৎ ভিতরের ভাঁজ) খোলে তা দ্বারা তার বিছানা ঝেড়ে নেয়া উচিত। কেননা, সে ব্যক্তি জানে না যে, তার বিছানায় কি পড়ে আছে! আর সে তার ডান পাশের উপর ঘুমাবে এবং বলবে, “হে আল্লাহ! তোমারই নামে ঘুমালাম, যদি (এই ঘুমেই) তুমি আমার প্রাণ নাও, তবে তুমি তাকে দয়া করো আর যদি প্রাণ ফিরিয়ে দাও (আবার জাগ্রত কর) তবে, পুণ্যবানদেরকে অথবা বলেছেন, তোমার পুণ্যবান বান্দাদেরকে যেরূপ রক্ষা কর, সেরূপ তার রক্ষা করো।” **-স্বহীহ্**

১২১৯. বারী ইবনু আযিব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন তিনি ডান কাতে ঘুমাতে তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! তোমারই দিকে মুখ করলাম, তোমারই কাছে আমার প্রাণ সঁপলাম, তোমাকেই আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে বরণ করলাম- তোমারই ভয়ও ভক্তি অনুরাগ অন্তরে পোষণ করে, ছুটে বা পালিয়ে যাওয়ার স্থান নাই তোমারই দিকে ছাড়া। আমরা তোমার সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি যা তুমি অবতীর্ণ করেছো এবং সেই নাবী প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।” **-স্বহীহ্**

তারপর নাবী (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে তা বলল, তারপর (ঐ রাতে) মৃত্যুবরণ করল, সে মৃত্যুবরণ করল ফিতরাতের উপর। -স্বহীহ্

১২২০. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ্ ! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব এবং সবকিছুর রব, শস্যবীজও আঁটি অংকুরকারী, তাওরাত-ইঞ্জীল ও কুরআনের অবতরণকারী, সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি, যার ললাটের চুল তোমারই মুঠোয় রয়েছে। [অর্থাৎ কোন অনিষ্টকারীকেই তো তোমার ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়।] তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অন্ত, তোমার পরে আর কিছুই নেই। তুমিই প্রকাশ্য, (সবার উপরে মহিয়ান-গরিয়ান) তোমার উপরে কেউই নেই, তুমিই গোপন, তোমার চাইতে গোপনীয় আর কিছুই নাই। আমার ঋণ তুমি পরিশোধ করে দাও এবং আমার অভাব-অনটন তুমিই দূর করো। -স্বহীহ্

৫৭০. অনুচ্ছেদ : ঘুমের দু'আর ফাযীলাত

১২২১. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, নাবী (দ.) ঘুমের সময় ডান কাতে ঘুমাতে, তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ্ ! আমি নিজকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম এবং তোমার রহমাতের আশা ও তোমার শান্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে রসূল পাঠিয়েছো, আমি তার উপর ঈমান আনলাম, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলল তারপর ঐ রাতেই মৃত্যুবরণ করলো, সে ফিতরাতের উপর মৃত্যুবরণ করলো।” -স্বহীহ্

১২২২. জাবির (রা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে অথবা ঘুমাতে যাবে তখন মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) ও শয়তানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফেরেশতা বলেন, তোমার সারাদিনের ব্যস্ততা পুণ্যের সহিত সমাপ্ত কর, আর শয়তান বলে, পাপের সহিত সমাপ্ত কর। যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রশংসা ও যিক্র করে, তাহলে সে শয়তানকে বিতাড়িত করে এবং মালাইকাহ্'র (ফেরেশতার) রক্ষণাবেক্ষণে সে রাত যাপন করে। তারপর যখন সে জেগে উঠে, তখনও মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) ও শয়তান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং অনুরূপ বলে। তখন সে ব্যক্তি যদি আল্লাহ্'র যিক্র করে এবং বলে, সেই আল্লাহ্'র প্রশংসা যিনি আমার মৃত্যুর পর

পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং নিদ্রার মধ্যে তা (প্রাণ) হরণ করেন নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে থামিয়ে রাখছেন। যদি এই দু’টি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউই এদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি পরম সহিষ্ণু পরম ক্ষমাশীল।” (সূরাহ ফাতির : ৪১) “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দায়ার্দ পরম দয়ালু।” (সূরাহ হাজ্জ (২২), ৬৫।

-আর (ঐ দিন) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। আর যদি সে বেঁচে থাকে এবং স্বলাত আদায় করে, তবে তার এই স্বলাত অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। -স্বহীহ্

৫৭১. অনুচ্ছেদ : গালের নীচে হাত রাখবে

১২২৩. বারা (রা.) বলেন, নাবী (দ.) যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর হাত ডান গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন “আল্লাহুম্মা ফিনী আযাবাকা ইউমা তুব’আসু ইবাদুকা”-“প্রভু, তোমার শাস্তি হতে সে দিন আমাকে রক্ষা করো, যেদিন তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে।” বারা (রা.) এর অন্য একটি রিওয়ায়েত অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। -স্বহীহ্

৫৭২. অনুচ্ছেদ :

১২২৪. আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, দু’টি অভ্যাস এমন; যা যে কোন মুসলিম করলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, ঐ দু’টি কাজ অতি সহজ অথচ তার আ’মালকারীর সংখ্যা অতি অল্প। জিজ্ঞেস করা হলো, এই আ’মাল দু’টি কি, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ ! বললেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি প্রত্যেক স্বলাতের পর দশবার ‘আল্লাহ্‌ আকবার’ বলবে, দশবার ‘আলহামদুলিল্লাহ্‌’ বলবে এবং দশবার সুবহানাল্লাহ্‌ বলবে। মুখে বলতে তো তা (পাঁচ ওয়াক্তে) দেড়শত (বার) অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে তা) দেড় হাজার।

রাবী বলেন, আমি নাবী (দ.) কে হাতে তার গণনা করে পড়তে দেখেছি। আর যখন সে ঘুমাতে যাবে, তখনও “সুবহানাল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌ আকবার” (একশত বার) পড়বে। তা মুখে বলতে একশত (বার), অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে তা) এক হাজার। এবার বল দেখি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দিনে-রাতে আড়াই হাজার গুনাহ্‌ করে ? -স্বহীহ্

তখন বলা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! তা হলে এমন দু'টি সহজ অথচ মাহাত্মপূর্ণ্য অভ্যাস কেমন করে ছাড়া পড়ে ? বললেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি স্বলাতে থাকে, তখন শয়তান তার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাকে তার অমুক অমুক প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে সে আর যিকর করতে পারে না। -স্বহীহ্

৫৭৩. অনুচ্ছেদ : ঘুম থেকে উঠার পর পুনরায় ঘুমালে বিছানা ঝেঁড়ে নিবে

১২২৫. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার বিছানায় যায় তখন তার উচিত লুঙ্গির ভিতরের (নিচের) অংশ দিয়ে তার বিছানা ঝেঁড়ে নেয়া এবং আল্লাহ্‌র নাম নেয়া, কেননা, সে ব্যক্তি জানেনা যে তার যাওয়ার পর বিছানা কী পড়েছে ! তারপর যখন সে ঘুমাতে ইচ্ছা করে, তখন তার ডানে ঘুমাবে এবং বলবে, “হে প্রভু, তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমারই নামে গা রাখছি এবং তোমারই নামে আবার জেগে উঠবো। যদি এই ঘুমেই তুমি আমার প্রাণ নাও, তবে তাকে ক্ষমা করো, আর যদি পুনরায় প্রাণ দান কর অর্থাৎ জাগাও তবে যেভাবে তোমার নেক্কার-বান্দাদের রক্ষা করো, সেভাবে তার রক্ষা করো। -স্বহীহ্

৫৭৪. অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম ভাঙলে কি বলবে ?

১২২৬. রাবী'আ ইবনু কা'ব (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) এর দরজার নিকটেই রাতযাপন করতাম এবং আমি তাঁর অযুর পানি উঠিয়ে রাখতাম। তিনি বলেন, আমি কখনো রাতে তাঁকে ‘সামি’আল্লাহ্-লিমান হামিদা’ বলতে শুনতাম, আবার কখনো শুনতাম রাতে তিনি বলেন, “আল-হামদুলিল্লাহি রবিবল ‘আলামীন।” -স্বহীহ্

৫৭৫. অনুচ্ছেদ : হাতে চর্বি লাগাবস্থায় ঘুমাবে না

১২২৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাতযাপন করল এবং সে কারণে কোন বিপদ ঘটল, তবে সে যেন তার জন্য নিজেকে ছাড়া অপর কাউকেও দোষারোপ না করে। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১২২৮. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাতযাপন করল এবং সে কারণে তার কোন বিপদ ঘটলো, তবে সে যেন তার জন্য নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেও

দোষারোপ না করে। -স্বহীহ্

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : বাতি নিভিয়ে দেয়া

১২২৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, (ঘুমের সময়) দরজাসমূহ বন্ধ করে দিবে, মশকের (বা কলসীর) মুখ আটকে দিবে, পাত্র বা ভাণ্ডসমূহ উপুড় করে রাখবে এবং (তাতে কোন বস্তু থাকলে) তা ঢাকনা দ্বারা ঢেকে রাখবে এবং বাতি নিভিয়ে দিবে, কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না, বা মশকের বন্ধমুখ খোলে না বা ঢাকনা দিয়ে রাখা পাত্রের ঢাকনা সরায় না। তবে ছিঁছকে ইঁদুর লোকের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। -স্বহীহ্

১২৩০. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদা একটি ইঁদুর এসে প্রদীপের সলতা টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। একটি মেয়ে বলছে, তাকে ছেড়ে দাও ! তখন ঐ নেংটি ইঁদুর তা ঐ মেয়ে যে চাটাইয়ের উপর বসে ছিল তার উপর নিয়ে ফেলে দিলো ! তাতে তার এক দিরহাম পরিমাণ স্থান পুড়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলবে। কেননা শয়তান এরকমই করতে শিখিয়ে দেয়। আর তারা এভাবে তোমাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়। -স্বহীহ্

১২৩১. আবু সাঈদ (রা.) বলেন, একবার রাতে নাবী (দ.) ঘুম হতে জেগে উঠলেন। উঠে দেখেন একটি নেংটি ইঁদুর ঘর পুড়াবার জন্য সলতে নিয়ে ছাদের দিকে উঠছে। তখন নাবী (দ.) তাকে অভিশাপ দিলেন এবং ইহরামকারীদের জন্য তার হত্যা বৈধ করে দিলেন। -যইফ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ : ঘুমের সময় ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখবে না

১২৩২. সালিম তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, ঘুমের সময় তোমাদের ঘরসমূহকে আগুন প্রজ্বলিত অবস্থায় রাখবে না। -স্বহীহ্

১২৩৩. ইবনু ওমার (রা.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন, আগুন হলো শত্রু। সুতরাং তোমরা তা হতে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তাই ইবনু ওমার (রা.) বরে অভ্যাস ছিল সবাই ঘুমিয়ে গেলে তার ঘরে তালাশ করে দেখতেন কোথাও প্রজ্বলিত আগুন রয়ে গেল কিনা এবং ঘুমাবা আগেই নিজেই তা নিভিয়ে দিতেন। -স্বহীহ্

১২৩৪. ইবনু ওমার (রা.) বলেন যে, তিনি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের ঘরে প্রজ্জলিত আগুন রেখে দিবে না, কেননা তা হলো শত্রু।

১২৩৫. আবু মূসা (রা.) বলেন, একবার রাতে মাদীনায় এক ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটলো। নাবী (দ.) কে তা বলা হলে তিনি বললেন, আগুন হলো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাও তখন তা নিভিয়ে দাও।

৫৭৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দ্বারা বারাকাত হাসিল করা

১২৩৬. ইবনু আবু মূলাইক, ইবনু আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, বৃষ্টিপাত হলেই তিনি তাঁর দাসীকে বলতেন, হে বালিকা, আমার ঘোড়ার জিন এবং কাপড়-চোপড় বের তরে (বৃষ্টিতে) দাও ! (যাতে রহমাতের বৃষ্টি তাতে পতিত হয়।) সাথে সাথে তিনি তিলাওয়াত করতেন কুরআনে এই আয়াত, “ওয়া নায্যালনা মিনাস সামাই মা-আম্মুবারকা”। (সূরাহ বাকুরহ [২], ৯।) -স্বহীহ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ : কোড়া ঘরে ঝুলিয়ে রাখা

১২৩৭. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নাবী (দ.) কোড়া (বেত বা ছড়ি) ঘরে ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। -স্বহীহ

৫৮০. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় দরজা বন্ধ করা

১২৩৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, রাত গভীর হলে তোমরা গালগল্পের মজলিসে বসো না। কেননা তোমরা জানোনা যে, (রাতে) আল্লাহ তাঁর কোন কোন সৃষ্টজীবকে ছড়িয়ে দেন। দরজাসমূহ বন্ধ করে দিবে। মশকসমূহের মুখ ঐটে দিবে। ভাণ্ডসমূহ উপড় করে রাখবে এবং বাতিসমূহ নিভিয়ে দিবে। -হাসান

৫৮১. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় শিশুদেরকে বের হতে দিবে না

১২৩৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, রাতের অন্ধকারে যখন নেমে আসে (অর্থাৎ সূচনালগ্নে) তখন শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা, এই সময়টি হলো

এমন সময় যখন শয়তান উড়ে বেড়ায়। -স্বহীহ্

৫৮২. অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করানো

১২৪০. মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, ইবনু উমার (রা.) চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। -হাসান লি-গাইরিহী

৫৮৩. অনুচ্ছেদ : কুকুর ও গাধার নৈশ চিৎকার

১২৪১. হাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, রাত গভীর হয়ে এলে তোমরা ঘর হতে কমই বের হবে। কেননা, আল্লাহ্‌র অনেক সৃষ্টজীব আছে যাদেরকে তিনি ঐ সময়ে ছড়িয়ে দেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যকার যে কেউ কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চিৎকার শুনবে সে যেন “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম” পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা, তারা এমন সব বস্তু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাওনা। -স্বহীহ্ লি-গাইরিহী

১২৪২. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চিৎকার রাতে শুনতে পাবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করবে। কেননা, তারা এমন বস্তু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাওনা। এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। কেননা, শয়তান, বন্ধ করে রাখা দরজা এবং যে দরজায় আল্লাহ্‌র নামের যিক্র হয়েছে, তা খোলে না। কলসী ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ ঐটে দিবে এবং খালি ভাণ্ডসমূহ উপুড় করে রাখবে। -স্বহীহ্

১২৪৩. জাবির (রা.) রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর পবিত্র মুখ হতে শুনেছেন, রাত গভীর হতে তোমরা কম বের হবে। কেননা, আল্লাহ্‌র এমন অনেক সৃষ্টজীব আছে যাদেরকে ঐসময় তিনি ছেড়ে দেন। সুতরাং তোমরা যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চিৎকার শুনতে পাবে তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। -স্বহীহ্

৫৮৪. অনুচ্ছেদ : মোরগের ডাক শুনলে

১২৪৪. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, রাতের বেলায় যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন বুঝবে যে সে মালাকা (ফেরেশতা) দেখতে পেয়েছে, তখন আল্লাহ্‌র

কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে আর যখন রাতের বেলায় গাধার চিৎকার শুনতে পাবে, তখন বুঝবে সে শয়তানকে দেখতে পেয়েছে। তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে অর্থাৎ “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম” পাঠ করবে। -স্বহীহ্

৫৮৫. অনুচ্ছেদ : মশাকে গালি দিবে না

১২৪৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, একব্যক্তি নাবী (দ.) এর সম্মুখে মশাকে অভিশাপ দিল। তিনি বললেন, তাকে অভিশাপ দিও না, কেননা, তা আল্লাহ্‌র নাবীগণের মধ্যকার একজন নাবীকে স্বলাতের জন্য ঘুম হতে উঠিয়েছিল। -যঈফ

৫৮৬. কাইলুলা বা দুপুরে খাবারের পর বিশ্রাম

১২৪৬. ওমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, কুরইশ বংশীয় কিছু লোক প্রায়ই ইবনু মাসউদের বাড়িতে সমবেত হতেন। যখন ছায়া ঢলে পড়তো অর্থাৎ দুপুর গড়িয়ে যেতো তখন তিনি বলতেন, এবার উঠে পড়, বাকী সময়টা (এভাবে বসে কাটালে তা হবে) শয়তানের। একথা বলতে বলতে যারা নিকট দিয়েই তিনি যেতেন, তখন তাঁকে বলা হলো, এই ব্যক্তি হলো বনি হাসহাস গোত্রীয় গোলাম, কবিতা চর্চায় লিপ্ত রয়েছে। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি বলছো বল দেখি ! তখন সে ব্যক্তি আবৃত্তি করলো,

“সুলাইমা প্রেমিকার বিদায়ের আয়োজন যদি করেই থাকো, তবে তাকে বিদায় দাও
কেননা, প্রতিবন্ধকরূপে অবৈধ প্রণয়ের পথে বার্ষিক্য আর ইসলামই যথেষ্ট।”

ইবনু মাসউদ (রা.) তখন বলে উঠলেন, যথার্থ বলেছো ! যথার্থ বলেছো ! -স্বহীহ্

১২৪৭. সাযিব ইবনু ইয়াযীদ বলেন, ওমার (রা.) দ্বিপ্রহরে বা দ্বিপ্রহর হয় হয় এমন সময় আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন এবং বলতেন, উঠো এবং গিয়ে একটু আরাম কর, বাকীটা শয়তানের। -স্বহীহ্

১২৪৮. আনাস (রা.) বলেন, প্রাথমিক যুগে স্বহাবীগণ বৈঠকে মিলিত হতেন অতঃপর (বৈঠক শেষে) ঘুমাতেনও। -স্বহীহ্

১২৪৯. আনাস (রা.) বলেন, মদ্যপান হারাম হওয়ার সময় মাদীনাবাসীদের নিকট যে মদ সর্বাধিক প্রিয় ছিল তা হলো খেজুর ও খোর্মাহতে উৎপন্ন মদ। রসূলুল্লাহ (দ.) এর একদল স্বহাবীকে আমি মদ পরিবেশন করছিলাম। তাঁরা তখন আবু ত্বলহার ঘরে সমবেত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল, “মদ্যপান তো হারাম ঘোষিত হয়েছে।” তখন না কেউ বললেন যে, কখন হারাম ঘোষিত হলো অথবা না কেউ বললেন যে, আচ্ছা দেখা যাবে সত্যসত্যই হারাম ঘোষিত হয়েছে কিনা ! বরং সকলে একবাক্যে বললেন, হে আনাস, এই মদ ঢেলে দাও ! তারপর তাঁরা বিবি উম্মু সুলাইমের ঘরে আরাম করলেন এবং যখন রৌদ্র একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলো তখন গোসল করলেন। বিবি উম্মু সুলাইম তাদেরকে সুগন্ধি প্রদান করলেন। তারপর তাঁরা নাবী (দ.) এর দরবারে গিয়ে উপনীত হলেন। গিয়ে শুনলেন যে, লোকটি যা বলেছে সে খবর সত্যই।

রাবী আনাস (রা.) বলেন, তারপর আর কোনদিন তাঁরা মদ মুখে দিয়েও দেখেননি। -স্বহীহ্

৫৮৭. অনুচ্ছেদ : শেষ প্রহরে ঘুমানো

১২৫০. খাওয়াত ইবনু জুবাইর বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ঘুমানো নির্বুদ্ধিতা, মধ্যভাগে শয়ন করা স্বভাব-জাত এবং শেষভাগে শয়ন করা অর্বাচীনতা। -স্বহীহ্

৫৮৮. অনুচ্ছেদ : মা'যুবাহ্ বা গণ দাওয়াত খাওয়ানো

১২৫১. মাইমুন ইবনু মিহ্রান বলেন, আমি একবার নাকি'কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনু ওমার (রা.) কি সাধারণভাবে বেশি লোক ডেকে মা'যুবাহ্ বা গণ দাওয়াত খাওয়াতেন ? তিনি বললেন, (তেমন বড় না) না তবে একবারের কথা- তাঁর একটি উট অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা তা জবাই করে ফেলি। তখন তিনি বললেন, মাদীনাবাসীকে সাধারণভাবে মা'যুবাহ্ বা গণ দাওয়াত করে দাও ! নাফি' বলেন, আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান, কিসের দ্বারা মা'যুবাহ্ বা গণ দাওয়াত ? আমাদের কাছে রুটি নাই। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্ ! তোমারই সব প্রশংসা ! এই হলো গোশত, এ হলো ঝোল, যার রুচি হবে খাবে, যার রুচি হবে না (খাবে না) চলে যাবে। -স্বহীহ্

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্

১২৫২. আবু হুরইরহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আশি বৎসর বয়সে খাৎনা (ত্বকচ্ছেদ) করেন এবং তাঁর এই খাৎনাহ্ হয় কুদূম নামক স্থানে। -স্বহীহ্

৫৯০. অনুচ্ছেদ : স্ত্রী লোকের খাৎনাহ্

১২৫৩. আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন যে, আমাকে কূফার জনৈক বৃদ্ধা আলী ইবনু গুরাবের দাদী বলেছেন, আমার কাছে বিবি উম্মুল মুহাজির বলেছেন, রুমের যুদ্ধে আমি অন্যান্য কতিপয় দাসীর সাথে বন্দিনী অবস্থায় আসি। উসমান (রা.) আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াতন দিলেন। আমি অপর একজন দাসী ব্যতিরেকে আর কেউই কিন্তু এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো না। তখন উসমান (রা.) বললেন, তাদেরকে নিয়ে যাও, তাদের খাৎনার ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর ! -যইফ

৫৯১. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্ উপলক্ষ্যে দাওয়াত

১২৫৪. সালিম (রা.) বলেন, ইবনু ওমার (রা.) আমার এবং নঈমের খাৎনাহ্ করান এবং এই উপলক্ষ্যে একটি মেস জবাই করেন। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেদের মধ্যে এই নিয়ে আমি গর্ব প্রকাশ করতাম যে, আমার খাৎনাহ্ উপলক্ষ্যে একটি মেস জবাই করা হয়েছে। -যইফ

৫৯২. অনুচ্ছেদ : খাৎনাহ্ উপলক্ষ্যে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ

১২৫৫. উম্মু আলকুমাহ্ বর্ণনা করেন যে, আইশাহ্ (রা.) এর ভাইবুদের খাৎনাহ্ হলো। তখন আইশাহ্ (রা.) কে বলা হলো, তাদেরকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য কি আমরা কাউকেও ডেকে নিবো না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আদীকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। আদী তাদের নিকট এসে পৌঁছল। আইশাহ্ (রা.) ঘরে এসে দেখলেন সে গান গাচ্ছে এবং গানের নেশায় তন্ময় হয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সে ছিল ঝোঁপড়া চুলবিশিষ্ট। [তাই তার এই মাথা নাড়ায় অবিন্যস্ত চূলে তাকে কিছুৎকিমাকার দেখাচ্ছিলো।] তিনি তখন বললেন, উহু ! কি শয়তান ! তাকে বের করে দাও ! তাকে বের করে দাও !! -হাসান

৫৯৩. অনুচ্ছেদ : বিধর্মীর দাওয়াত

১২৫৬. ওমার (রা.) এর তৃত্য আসলাম (রা.) বর্ণনা করেন, ওমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে যখন আমরা সিরিয়ায় পদার্পণ করলাম, তখন তাঁর নিকট জনৈক বিধর্মী সর্দার এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনার জন্য ভোজের আয়োজন করেছি, আমার একান্তই কাম্য হলো আপনার

সম্ভ্রান্ত সঙ্গী-সাথীগণসহ আমার কুটিরে পদধূলি দান করবেন। তা আমার শক্তিও মর্যাদার কারণ হবে। উত্তরে ওমার (রা.) বললেন, তোমাদের গীর্জাসমূহে (এবং গৃহসমূহে) রক্ষিত চিত্রগুলো বর্তমান থাকতে তোমার গৃহ প্রবেশে তথা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমরা অপারগ। -স্বহীহ্

৫৯৪. অনুচ্ছেদ : বাঁদীদের খাতনা

১২৫৭. আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ বলেন, কুফার জনৈক বৃদ্ধা আলী গুরাবের দাদী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুহাজির আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রুম থেকে আমি এবং অপর কতিপয় দাসী বন্দিণী অবস্থায় আসি। তখন ওসমান (রা.) আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু আমি এবং অপর একটি বাঁদী ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো না। তখন তিনি বললেন, তাদের খাতনার ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর ! তারপর আমি উসমানের সেবায় নিয়োজিত হই। -যইফ

৫৯৫. অনুচ্ছেদ : অধিক বয়সে খাতনা

১২৫৮. আবু হুরইরহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ.) যখন খাতনা করান তখন তাঁর বয়স একশ কুড়ি বছর। তারপর তিনি আরও আশি বছর জীবিত ছিলেন। এই রিওয়াতের এক পর্যায়ের রাবী সাঈদ বলেন, ইবরাহীম (আ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি খাতনা করেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অতিথি আপ্যায়ন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ ছাঁটেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নখ কাটেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বার্ষিক্য প্রাপ্ত হন। বার্ষিক্যের পরিচায়ক শুভ্র কেশ দর্শন করেই তিনি আল্লাহ'র দরবারে ফরিয়াদ করেন, “হে আমার রব, এটা কি ? আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন, এটা হলো সম্ভ্রমের প্রতীক ! তখন তিনি বললেন, হে আমার রব, আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি কর।” -স্বহীহ্

১২৫৯. হাসান (রা.) বলেন, তোমাদের কাছে কি তার অর্থাৎ মালিক ইবনু মুনযিরের এই আচরণ অদ্ভুত ঠেকে না যে সে কাকর (ইরাকের একটি গ্রাম) এর নওমুসলিম বৃদ্ধদের লুঙ্গি খুলে তল্লাশী নেয় যে, তারা খাতনা করেছেন কিনা, তারপর যখন দেখা গেল যে, তারা খাতনা করেননি, তখন আদেশ বলে এমন তীব্র শীতের সময় তাঁদের খাতনা করালো যে, আমার কাছে তো এমনও সংবাদ পৌঁছেছে যে, তাঁদের মধ্যকার কেউ কেউ মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেছেন অথচ রসূলুল্লাহ (দ.) এর কাছে তো রুমী ও হাবশী অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কই, তাঁদের তো কোনদিন খাতনার তাল্লাশী নেয়া হয়নি ! -স্বহীহ্

১২৬০. ইবনু শিহাব বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো, তখন তার খাতনা করার আদেশ দেয়া হতো, যদিও বা সে ব্যক্তির বয়স বেশি হতো। -স্বহীহ্

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের জন্ম উপলক্ষে দাওয়াত

১২৬১. বিলাল ইবনু কা'ব মাক্কী বর্ণনা করেন, আমরা ইয়াহইয়া ইবনু হাস্‌সানের সাথে তাঁর গ্রামে গিয়ে দেখা করি। এই দলে আমি ছিলাম আর ছিলেন ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রা.)। আব্দুল আযিয ইবনু কুদায়েদ ও মুসা ইবনু ইয়াসার। তিনি যাদের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। কিন্তু মুসা হাত গুটিয়ে নিলেন। তিনি স্বওম (রোযা) রেখেছিলেন। ইয়াহইয়া বলেন, এই মাসজিদে বনী কিনানা বংশীয় এক ব্যক্তি যিনি নাবী (দ.) এর স্বহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন-দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত আমাদের ইমামতী করেছেন, তাঁকে আবু কুরসাফা নামে অভিহিত করা হতো। তিনি পালাক্রমে একদিন স্বওম (রোযা) রাখতেন এবং একদিন রাখতেন না। [তাঁর এই ইমামতির আমলেই] একবার আমার পিতার একটি শিশুসন্তানের জন্ম হলো। তিনি তাঁকে এমন একদিনে দাওয়াত করলেন যেদিন তিনি স্বওম (রোযা) রেখেছিলেন। তিনিই (এই দাওয়াত উপলক্ষে) স্বওম (রোযা) ভেঙ্গে ছিলেন। তারপর ইবরাহীম দাঁড়ালেন এবং আপন পরিধেয় কাপড় দ্বারা তার স্থানটি পরিস্কার করেছিলেন। আর মুসা স্বওম (রোজা) ভেঙ্গে ফেললেন। [আবু আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং বলেন, আবু কুরসাফার নাম জুনদায়া ইবনু খায়শানা।] -যইফ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ : শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান

১২৬২. আনাস (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু ত্বলহা যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন আমি তাকে নিয়ে নাবী (দ.) এর খিদমাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নাবী (দ.) তখন একখানা কম্বল গায়ে জড়ানো অবস্থায় তাঁর একটি উট চরাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি খেঁজুর-টেজুর আছে? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তখন আমি তার সম্মুখে কয়েকদানা খেঁজুর পেশ করলাম। তিনি ঐগুলো চাবালেন। তারপর শিশুটির মুখ খুলে তা তার মুখে রাখলেন। শিশুটি চু চু করে ঠোঁট চাটতে লাগলো। তখন নাবী (দ.) বললেন, আনসারদের প্রিয় বস্তু হলো খেঁজুর এবং তিনি ঐ নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। -স্বহীহ্

৫৯৮. অনুচ্ছেদ : জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ করা

১২৬৩. হাযম বলেন, আমি মু'আভিয়া ইবনু কুররাকে বলতে শুনেছি, আমার ঘরে যখন 'ইয়াস' ভূমিষ্ঠ হলো, সেদিন আমি নাবী (দ.) এর কতিপয় স্বহাবীকে দাওয়াত করে খাওয়ালাম-এবং তাঁরা

দু'আ করলেন। আমি বললাম, আপনারা দু'আ করেছেন আল্লাহ্ আপনারদেরকে বারাকাত দান করুন এবং আপনারদের দু'আ কবুল করুন। এবার আমি দু'আ করবো, আপনারা আমার সাথে আমীন বলবেন, তিনি বলেন, তারপর আমি তার দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির ব্যাপারে অনেক দু'আ করলাম। তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত তার মধ্যে সেদিনের সে দু'আ কবুল হবার লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করছি। -স্বহীহ্

৫৯৯. অনুচ্ছেদ : ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সুষ্ঠুদেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা

১২৬৪. কাসীর ইবনু উবাইদ বলেন, আইশাহ্ (রা.) তাঁদের মধ্যে অর্থাৎ পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন শিশু সন্তানের জন্ম হলে কখনো জিজ্ঞেস করতেন না যে, নবজাতক ছেলে না মেয়ে? তিনি বরং জিজ্ঞেস করতেন, সুষ্ঠুদেহী হয়েছে তো? যখন বলা হতো, জ্বী হ্যাঁ, তখন তিনি বলতেন, “আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন” অর্থ : সকল প্রশংসা জগতসমূহের রবের জন্য। -হাসান

৬০০. অনুচ্ছেদ : নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা

১২৬৫. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, পাঁচটি কাজ হলো স্বভাবজান। যথা- ১. গোঁফ ছাঁটা, ২. নখসমূহ কাটা, ৩. নাভীর নিজের লোম পরিষ্কার করা, ৪. বগলের লোম পরিষ্কার করা এবং ৫. মিস্‌ওয়াক করা। -যইফ (মুনকার)

৬০১. অনুচ্ছেদ : সময় সীমা নির্ধারণ

১২৬৬. নাফি' বলেন, ইবনু ওমার (রা.) প্রতি পনেরো রাতের মধ্যে একবার নখসমূহ কাটতেন এবং প্রতিমাসে অবশ্যই একবার বগলের নিচের লোম এবং নাভীর নীচের লোম খুর দিয়ে চাঁদতেন। -স্বহীহ্

১২৬৭. ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, উটের জুয়া কেমন? জবাবে তিনি বললেন, দশ ব্যক্তি একত্র হয়ে দশটি উট-ছানার দামে একটি উটনী ক্রয় করতো। তারপর একদিকে নয়জন এবং অপরদিকে একজন দাঁড়িয়ে তীর ঘুরাতে থাকতো। যতক্ষণ পর্যন্ত তীর একব্যক্তির নামে না উঠতো ততক্ষণ পর্যন্ত তীর ঘুরানোর পালা চলতো এবং একজনের দিকের লোক পালাক্রমে বদল হতে থাকতো এবং ঐ একজন অংশীদারিত্ব হতে বাদ পড়ে

যেতো। এভাবে নয় চক্রে নয় জন বাদ পড়ার পর। তারপর সর্বশেষে যখন একজনের দিকে তীর উঠতো, তখন ঐ ব্যক্তি তার ঐ এক অংশের বিনিময়ে পূর্ণ দশ অংশের মালিক হয়ে যেতো এবং অবশিষ্ট নয়জন তাদের অংশ হেরে যেতো। এটাই জুয়া। -যইফ

১২৬৮. নাফি' বলেন, ইবনু ওমার (রা.) বলেছেন, তীরের সাহায্যে বাজী ধরা হলো জুয়া। -স্বহীহ

৬০২. অনুচ্ছেদ : মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা

১২৬৯. রাবী' ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, ওমার (রা.) এর যুগে দু'ব্যক্তি দু'টি মোরগের দ্বারা জুয়া খেলে। ওমার (রা.) মোরগগুলোকে জবাই করার নির্দেশ দেন। এমন সময় জনৈক আনসরী তাঁকে বললেন, আপনি এমন একটি জীব হত্যা করবেন যে, আব্দুল্লাহ'র গুণগান (তাসবীহ) করে থাকে? তখন তিনি ঐগুলো জবাই না করে ছেড়ে দেন। -যইফ

৬০৩. অনুচ্ছেদ : বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেয়া

১২৭০. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার যে, ব্যক্তি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে লাত ও উজ্জার নাম নেয়, তার উচিত হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর যে ব্যক্তি তার কোন সাথীকে বলে এসো, জুয়া খেলী, তার উচিত হবে স্বদাকাহ করা। -স্বহীহ

৬০৪. অনুচ্ছেদ : কবুতরের জুয়া

১২৭১. হুসাইন ইবনু মাস'আব বলেন, একবার এক ব্যক্তি আবু হুরইরহ (রা.) কে বললেন, আমরা দু'টি কবুতরের মধ্যে বাজী ধরে থাকি, কিন্তু পাছে সালিসই তা মেরে দেয় এই ভয়ে আমরা কোন সালিস নিযুক্ত করতেও কুণ্ঠিত থাকি। আবু হুরইরহ (রা.) বললেন, এটাতো একটা ছেলে মানুষের ব্যাপার! তোমরা কি তা পরিত্যাগ করতে পারো না? -যইফ

৬০৫. অনুচ্ছেদ : রমণীদের উদ্দেশ্যে হুদীখানি বা গান গাওয়া

১২৭২. আনাস (রা.) বলেন, বারা ইবনু মালিক পুরুষদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে) হুদীখানি করতেন আর আনজাশা করতেন রমণীদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুরেলা

কণ্ঠী। তাই নাবী (দ.) তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আনজাশা, একটু রয়ে-সয়ে গাও। কেননা তোমার পালা যে কাঁচ জাতীয়দের সাথে! -স্বহীহ্

৬০৬. অনুচ্ছেদ : গান গাওয়া

১২৭৩. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, কুরআন মাজীদে আয়াত “ওয়ামিনান্নাসি মাইয়াশতারী লাহ-ওয়াল হাদিসী” (সূরাহ লুকমান ৫) [অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা- অসার বাক্য বেছে নিয়ে (সূরাহ লুকমান ৫)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তা হলো গান এবং অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে। -স্বহীহ্

১২৭৪. বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, তোমরা সালামের বিস্তার তথা বহুল প্রচলন কর। তাতে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং ‘আশিরী’ হলো অকল্যাণ। আবু মু’আভিয়া তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আশিরী হলো বেহুদা কার্যকলাপ। -হাসান

১২৭৫. সালমান আল-ইলহানী বর্ণনা করেন যে, ফুযালা ইবনু উবাইদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, একদল লোক সমবেতো হয়ে কোন এক মজলিসে ছক্কা পাঞ্জা খেলছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোরভাবে তাতে বাধা দেয়ার জন্য উঠলেন। তারপর বললেন, তা দ্বারা যারা খেলে এবং এই খেলার বিজয়লব্ধ বস্তু খায় সে যেন শূকরের মাংস খায় এবং রক্তের দ্বারা উষু করে। ছক্কা পাঞ্জার গুঁটি দ্বারা যারা খেলে তিনি এখানে তাদের কথাই বুঝিয়েছেন। -যইফ

৬০৭. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়দেরকে সালাম দিবে না

১২৭৬. ফুযাইল ইবনু মুসলিম তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার আলী (রা.) যখন ‘বাবুল কাসর’ হতে বের হতেন। তখন যদি তাঁর দৃষ্টিতে কোন পাশা খেলার লোক পড়ে যেতো, তবে তিনি তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সকাল হতে রাত পর্যন্ত আটক করে রাখতেন। তাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তি তিনি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আটক করে রাখতেন।

রাবী বলেন, যাদেরকে তিনি রাত পর্যন্ত আটক রাখতেন, তারা হলো যারা টাকা কড়ি দিয়ে এই খেলা খেলতো। অর্থাৎ এই খেলায় টাকা পয়সার বাজী ধরতো, আর দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখতেন ঐ সমস্ত লোককে যারা শুধু খেলাই খেলতো (টাকা পয়সার বাজী ধরতো না)। আর তিনিই এমন

ব্যক্তিদেরকে সালাম দিতে নিষেধ করতেন। -যইফ

৬০৮. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলার পাপ

১২৭৩. আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলা খেললো, সে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নাফরমানি করলো। -হাসান

১২৭৪. আবুল আহওয়াস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন, সাবধান ঐ দু'টি গুঁটি হতে সাবধান, যে গুঁটিগুলো থাকে চিহ্নিত এবং ঐগুলো (খেলার সময়) নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। মনে রেখো, ঐগুলো হলো জুয়া (অর্থাৎ জুয়ার উপকরণ)। -সহীহ

১২৭৫. আবু বুরইদাহ'র পিতা বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে পাশা গুঁটি দিয়ে খেলা করে সে যেন শূকরের রক্তমাংসে নিজের হাত রঞ্জিত করলো। -সহীহ

১২৭৬. ইবনু মুসা বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাশার গুঁটি দিয়ে খেললো, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। -হাসান

৬০৯. অনুচ্ছেদ : পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হতে বের করে দেয়া

১২৭৭. নাবী' বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) তাঁর পরিবারের কেউ পাশা গুঁটি খেললে তাকে মারধর করতেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলতেন। -সহীহ

১২৭৮. আবু আলকামাহ তাঁর মায়ের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ (রা.) এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, তাঁর ঘরে যারা বসবাস করে তাদের কাছে পাশার গুঁটি আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের কাছে বলে পাঠালেন, তোমরা যদি তা ঘর হতে বের না করবে তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার ঘর হতে বের করে দেবো। আর এজন্য তিনি তাদের উপর ভীষণ রাগ হন। -হাসান

১২৭৯. রবিয়া ইবনু কুলসুম ইবনু জুবাইর বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) আমাদের সম্মুখে খুৎবাহ প্রদান করলেন এবং উক্ত খুৎবায়

তিনি বললেন, হে মাক্কাহবাসীগণ ! আমি জানতে পেরেছি যে, কুরাইশ বংশীয় কিছুলোক একপ্রকার খেলা খেলে থাকে। যাকে পাশা খেলা বলা হয়ে থাকে। তাতো হলো জুয়া বিশেষ। আর আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, “ইন্না মাল খমরু ওয়াল-মাইসিরু” অর্থ : নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়া (নিষিদ্ধ ও শয়তানী কর্মকাণ্ড...) আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি এই খেলার অপরাধে যাকেই পাকড়াও করা হবে, আমি তাকে চুলে চামড়ায় শাস্তি দেব এবং তার পরিধেয় সেই ব্যক্তিকে দান করবো যে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে। -হাসান

১২৮০. ইয়ালা আবু ওমার বলেন, আমি আবু হুরইরহ্ (রা.) কে যে ব্যক্তি পাশার মাধ্যমে জুয়া খেলে তার সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে শূকরের মাংস খায়, আর যে, জুয়া ছাড়া শুধু পাশা খেলে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের রক্ত হাতে মাখে, আর যে ব্যক্তি তার ধারে বসে তা দেখে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের মাংসের দিকে তাকিয়ে থাকে। -যইফ

১২৮১. আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আ'স (রা.) বলেন, বাজি ধরে দু'টি গুঁটি দ্বারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের মাংস ভক্ষণকারীর সমতুল্য এবং বাজিবিহীন খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের রক্তে হাত ডোবানো ব্যক্তিতুল্য। -স্বহীহ

৬১০. অনুচ্ছেদ : মু'মিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না

১২৮২. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার পতিত হয় না। -স্বহীহ

৬১১. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলায় তীরন্দাযী করা

১২৮৩. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি রাতের বেলায় তীর নিক্ষেপ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -স্বহীহ লি-গইরিহী

আবু আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং তার সনদ সম্পর্কে বলেন যে, তার সনদ সংশয়মুক্ত নয়।

১২৮৪. আবু হুরইরহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -স্বহীহ

১২৮৫. আবু মূসা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -স্বহীহ্

৬১২. মৃত্যুস্থানের হাতছানি

১২৮৬. আবুল মালীহ্ (র) তাঁর স্বগোষ্ঠীয় এক স্বহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন স্থানে তার কোন বান্দার জান কবজ করতে [অর্থাৎ মৃত্যুদান করতে চান। তখন তিনি সেখানে তার কোন না কোন প্রয়োজন রেখে দেন। যাতে সে সেখানে যেতে বাধ্য হয়]। -স্বহীহ্

৬১৩. অনুচ্ছেদ : কাপড় দিয়ে নাক ঝাঁড়া

১২৮৭. মুহাম্মাদন ইবনু সীরীন (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা আবু হুরইরহ্ (রা.) রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়লেন এবং নিজের মনেই বলে উঠলেন, বাহঃ বাহঃ, আবু হুরইরহ্ আজ রেশমী রুমালে নাক ঝাড়ছে, অথচ এমনও এক সময় গিয়েছে যখন আমি আইশাহ্ (রা.) এর হুজরা এবং মাসজিদে নাবাঐীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে লুটোপুটি খেয়েছি। আর লোকজন বলাবলি করছিলো, পাগল, পাগল ! অথচ ক্ষুধার কষ্ট ছাড়া অপর কোন রোগ তখন আমার ছিলো না। -স্বহীহ্

৬১৪. অনুচ্ছেদ : ওয়াসুওয়াসা বা অশুভের কুমন্ত্রণা

১২৮৮. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, একবার স্বহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমাদের অন্তরে সময় সময় এমন সব কথার উদ্ভব হয়, যা মুখে প্রকাশ করতে আমরা পছন্দ করি না যদিও বা তার বিনিময়ে সূর্যালোক যতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় তার সবটাই আমাদের হস্তগত হয়ে পড়ে। নাবী (দ.) বললেন, সত্যই কি তোমাদের অন্তরে এরূপ কথার উদ্ভব হয়ে থাকে ? তাঁরা বললেন, জ্বী, হ্যাঁ। বললেন, তাই তো সুস্পষ্ট ঈমান (এর পরিচায়ক)। -যইফ

১২৮৯. শাহ্ ইবনু হাওশাব বলেন, একবার আমি এবং আমার মামা আইশাহ্ (রা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। মামা বললেন, আমাদের এক এক জনের অন্তরে এমন সব কথার উদ্বেক হয় যে, যদি তা মুখে উচ্চারণ করে তবে তার পরকাল উজাড় হয়ে যাবে। আর যদি তা প্রকাশ পায় তবে এজন্য তাকে হত্যা করা হবে। তা শুনে আইশাহ্ (রা.) তিনবার তাকবীর

বললেন। তারপর বললেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) কে এই প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারোর এমন অবস্থা হয়, তখন তিনবার তাকবীর বলবে, কেননা, মু'মিন ছাড়া আর কেউ এরূপ অনুভব করে না। -যইফ

১২৯০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, লোকজন অবাস্তব প্রশ্ন করতেই থাকবে। এমন কি এমন কথাও বলতে ছাড়বে না যে, আল্লাহ্ তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করলো? -স্বহীহ

৬১৫. অনুচ্ছেদ : কু-ধারণা

১২৯১. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সাবধান, কু-ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকবে, কেননা, কু-ধারণাই হলো সবচাইতে বড় মিথ্যা। আর কারোও বিরুদ্ধে খোঁজ করো না। একে অপরের পতন বা ধ্বংস সাধন করে নিজের উত্থান কামনা করো না, একে অপরের পিছনে লেগো না, একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা-ভাই ভাই হয়ে যাও। -স্বহীহ

১২৯২. আনাস (রা.) বলেন, একবার নাবী (দ.) তাঁর জনৈকা সহধর্মিনীর সাথে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। তখন নাবী (দ.) সেই ব্যক্তিটিকে ডেকে বললেন, ওহে ! ইনি হলো আমার সহধর্মিনী অমুক। তখন সে ব্যক্তি বরৈ উঠলো, ('ইয়া রসূলুল্লাহ্' !) আমি যদি অপর কারো সম্পর্কে এরকম খারাপ ধারণা পোষণ করতামও তবে আপনার ব্যাপারে তো আমি এরকম খারাপ ধারণা পোষণ করতাম না ! বললেন, শয়তান আদাম সন্তানের রক্তপ্রবাহের শিরায় শিরায় বিচরণ করে। [সুতরাং খারাপ ধারণা যে কোনদিনই হবে না, এমন কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। তা, চিরতরে তার মূলোৎপাটন করে দিলাম।] -স্বহীহ

১২৯৩. আবু ওয়ায়েল বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেছেন, যার বস্ত্র চুরি যায়, কু-ধারণা পোষণ করতে-করতে সে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যখন সে চোর হতেও বড় অপরাধী হয়ে যায়। [অর্থাৎ অযথাই এমন অনেক সৎলোক সম্পর্কে সে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে যে, এমন পুণ্যবান ও সৎব্যক্তিদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা চুরির চেয়েও গুরুতর।] -স্বহীহ

১২৯৪. বিলাল ইবনু সা'দ আল-আশ'আরী (র) বলেন, একবার মু'আত্তিয়া (রা.) আবুদারদা

(রা.) কে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, দামেশকের দাগী লোকগুলোর নাম আমার কাছে লিখে পাঠাও। তিনি উত্তরে লিখলেন, দামেশকের দাগীদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, আর কোথা থেকেই বা আমি তাদেরকে চিনতে পারবো? তখন তাঁর পুত্র বিলাল বললেন। (আব্বাজান), আমি তাদের নাম লিখে দিচ্ছি। এই কথা বলে তিনি তাদের নাম লিখে দিলেন। আবুদারদা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে তুমি তা জানতে পারলে? তুমি নিজে দাগী না হলে তারা যে দাগী তাহা তুমি কিভাবে জানলে? তাহা হলে নিজের নাম দিয়েই (তালিকা) শুরু কর। ফলে, বিলাল আর তা পাঠালেন না। -যইফ

৬১৬. অনুচ্ছেদ : বাঁদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুণ্ডন

১২৯৫. সুকাইন ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু কাইস তাঁর পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর দাসী তাঁর মস্তক মুণ্ডন করে দিচ্ছিলো। তিনি তখন বললেন, চূণ চামড়াকে নরম করে। -যইফ

৬১৭. অনুচ্ছেদ : বগলের লোম পরিস্কার করা

১২৯৬. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, পাঁচটি কাজ স্বভাবধর্মভুক্ত। যথা- ১. খাতনা বা ত্বকচ্ছেদ, ২. ক্ষৌর করা, ৩. বগলের লোম পরিস্কার করা, ৪. গোঁফ ছাঁটা এবং ৫. নখ কাটা। -সহীহ

১২৯৭. আবু হুরইরহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) বলেছেন, পাঁচটি কাজ হলো স্বভাবজাত বা একান্তই সহজাত। যথা- ১. খাতনা করা, ২. নাবীর নিচের লোম পরিস্কার করা, ৩. নখকাটা, ৪. বগল পরিস্কার করা এবং ৫. গোঁফছাঁটা। -যইফ (শায)

১২৯৮. আবু হুরইরহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, পাঁচটি কাজ স্বভাব ধর্মজাত। যথা- ১. নখ কাটা, ২. গোঁফ ছাঁটা, ৩. বগল পরিস্কার করা, ৪. নাবীমূল পরিস্কার করা এবং ৫. খাতনা করা। -সহীহ

৬১৮. অনুচ্ছেদ : সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দতা প্রদর্শন

১২৯৯. আবুত তুফাইল বলেন, একবার আমি নাবী (দ.) কে জা'রানা নামক স্থানে গোশত বিতরণ করতে দেখতে পাই। আমি তখন ছেলে মানুষ; আমি উটের এক একটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধরে

উঠাচ্ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক মহিলা এলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর জন্য নিজের চাদরখানি বিছিয়ে দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাটি কে? জবাবে একজন বলে উঠলো, নাবী (দ.) এর সেই মা যিনি তাকে শৈশবে দুধপান করিয়েছিলেন। -যইফ

৬১৯. অনুচ্ছেদ : পরিচয়

১৩০০. মুগীরা ইবনু শু'বা সম্পর্কে আবু ইসহাক বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ আমীরের মঙ্গল করুন! আপনার দ্বাররক্ষী কোন কোন লোককে চিনে। তাই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে সে ঐ সব লোককেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে [এবং তার নিকট অপরিচিতদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয়] শুনে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই তাকে মা'যুর (ওযরগ্রস্ত) করে রেখেছেন। [এটা তার দোষ নয়] কেননা, পরিচয় দংশনকারী কুকুর এবং মাতোয়াল অর্থাৎ আক্রমণোদ্যত উটোর সম্মুখেও মানুষের উপকারে আসে। অর্থাৎ পরিচয় থাকলে এমন যে দংশনকারী কুকুর বা আক্রমণোদ্যত হিংস্র উট- তাও পরিচয় জনকে খাতির করে। -যইফ

৬২০. অনুচ্ছেদ : বালকদের জন্য খেলাধুলোর অনুমতি

১৩০১. ইবরাহীম (র.) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ আমাদেরকে সর্বপ্রকার খেলাধুলো করারই অনুমতি দিতেন- তবে কুকুরের খেলা ছাড়া। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ বালকদেরকে এই অনুমতি দেয়া হতো। -স্বহীহ

১৩০২. আব্দুল আযীয (র.) বলেন, আবু উকবা নামে যাকে অভিহিত করা হতো এমন একজন পূণ্যবান প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইবনু ওমারের সাথে রাস্তায় চলছিলাম। কতিপয় কাফ্রী (হাবশী) বালক রাস্তায় পড়লো। তিনি তাদেরকে খেলা করছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি দু'টি দিরহাম বের করে তাদেরকে প্রদান করলেন। -যইফ

১৩০৩. আইশাহ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) আমার নিকট আমার বান্ধবীদের পাঠাতেন। তারা এসে আমাকে নিয়ে খেলাধুলা করতো। তারা ছিল ছোট ছোট বালিকা। -স্বহীহ

৬২১. অনুচ্ছেদ : কবুতর যবাই করা

১৩০৪. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (দ.) জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটতে দেখে বললেন, একটা শয়তান একটা শয়তানীর পিছু পিছু ছুটছে। -স্বহীহ লি-গইরিহী

১৩০৫. হাসান (রা.) বলেন ওসমান (রা.) জুমু'আরহ'র কোন খুৎবাই দিতেন না যাতে তিনি কুকুর হত্যাও কবুতর জবাইয়ের কথা না বলতেন।

০০০ (অন্যসূত্রে) হাসান (রা.) বলেন, ওসমান (রা.) কে আমি জুমু'আহ'র খুৎবায় কুকুর হত্যাও কবুতর জবাইয়ের আদেশ দিতে শুনেছি। -যইফ

৬২২. অনুচ্ছেদ : যার প্রয়োজন সেই অপরজনের কাছে যাবে

১৩০৬. য়াসিদ ইবনু সাবিত (রা.) বলেন, একবার ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর কাছে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন- তাঁর মাথা তখন তাঁর বাঁদীর হাতে। সে তখন তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি মাথা টেনে সরিয়ে নিলেন। তখন ওমার (রা.) তাঁকে বললেন, তাকে তোমার চুল আঁচড়িয়ে দিতে দাও। তখন তিনি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনি যদি একটা লোক পাঠিয়ে দিতেন তবে তো আমি নিজেই আপনার খিদমাতে এসে উপস্থিত হতাম। ওমার (রা.) বললেন, (তা কেমন করে হয় ?) প্রয়োজন যে আমার নিজের। -হাসান

৬২৩. অনুচ্ছেদ : মজলিসে বসে থুথু ফেলতে হলে

১৩০৭. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, যখন লোক সমক্ষে থুথু ফেলতে হয়, তখন দুই হাতে উহ্য আড়াল করে মাটিতে ফেলবে, যাহাতে থুথু না ছড়ায়। আর যখন স্বওম (রোজা) রাখবে তখন তৈল ব্যবহার করবে, তা হলে স্বওম (রোজা) আলামত (রোজাজণিত গুহুতা) পরিলক্ষিত হবে না। -যইফ

৬২৪. অনুচ্ছেদ : মজলিসে কথা বলতে একজনের দিকেই কেবল তাকাবে না

১৩০৮. হাবীব ইবনু আবু সাবিত (রা.) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ অর্থাৎ স্বহাবায়েকিরামগণ যখন কোন ব্যক্তি কথা বলতো তখন কেবল একজনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে সকলের দিকে সমানভাবে তাকিয়ে কথা বলা পছন্দ করতেন। -হাসান

৬২৫. অনুচ্ছেদ : অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো

১৩০৯. আবুল হুযাইল বলেন, একবার আব্দুল্লাহ (রা.) একব্যক্তির রোগভোগের সময় তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁর সহিত তাঁর জনৈক সঙ্গীও ছিল। যখন তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন

তখন তাঁর সঙ্গীটি এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো। তখন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাকে বললেন, যদি তোমার চক্ষু ফোঁড়া করে দিতাম তবে, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হতো। -হাসান

১৩১০. নাফি' বলেন একবার ইরাকবাসীদের একটি দল ইবনু ওমার (রা.) এর খিদমাতে এসে উপস্থিত হলো। তাদের খিদমাতের জন্য নিয়োজিত খাদিমের কাছে একটি স্বর্ণের হার দেখতে পেয়ে তারা- মুখ দেখা-দেখি করতে লাগলো। তখন ইবনু ওমার (রা.) বললেন, অনিষ্টের দিকে তোমাদের দৃষ্টি কতই না সজাগ! -স্বহীহ

৬২৬. অনুচ্ছেদ : বেহুদা কথাবার্তা

১৩১১. আতা বলেন, আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেছেন, বেহুদা কথাবার্তায় কোনই মঙ্গল নেই। -হাসান

১৩১২. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, আমার উম্মাদের মধ্যে দু'ষ্ট লোক হলো তারা যারা কেবল ফরফর করে কথা বলতে থাকে, যারা চাপিয়ে চাপিয়ে কথা বলে, যারা কোনদিকে দিকপাত না করে অবলীলাক্রমে বলে যেতে থাকে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম লোক তারা যাদের চরিত্র উত্তম। -হাসান

৬২৭. অনুচ্ছেদ : দু'মুখী লোক

১৩১৩. আবু হুরইরহ্ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, সর্বনিকৃষ্ট লোক হলো দু'মুখী লোক যে একদলের কাছে এক মুখ নিয়ে যায়। আর অপর দলের কাছে যায় আর এক মুখ নিয়ে। -স্বহীহ

৬২৮. অনুচ্ছেদ : দু'মুখো লোকের পাপ

১৩১৪. আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'মুখী হবে, তার জন্য ক্রিয়ামাতের দিন দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে। এমন সময় একটি মোটাসোটা লোক ঐপথে অত্রিক্রম করছিল। নাবী (দ.) বললেন, এই ব্যক্তিও ঐ দলভুক্ত। -হাসান

৬২৯. অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো সে, যার অনিষ্ট হতে মানুষ দূরে পালায়

১৩১৫. আইশাহ্ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি এসে নাবী (দ.) এর খিদমাতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। নাবী (দ.) বললেন, তাকে আসতে দিন। তবে লোকটি গোত্রের

নিকৃষ্টতম লোক। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করলো, তিনি তার সাথে সদয়ভাবে কথাবর্তা বললেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আপনি তার সম্পর্কে যা বললেন, তা তো বললেন ? তারপর আবার সদয়ভাবে কথাবর্তা বললেন ? রসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন, হে আইশাহ্, নিকৃষ্টতম লোক হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তার অশ্লীলতার জন্য লোক পরিত্যাগ করে [অর্থাৎ কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষে না।] -স্বহীহ্

৬৩০. অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

১৩১৬. ইমরা ন ইবনু হুসাইন (রা.) বলেন, আমি নাবী (দ.) কে বলতে শুনেছি, লজ্জাশীলতা মঙ্গলই আনয়ন করে। তখন বাশীর ইবনু কা'ব বললেন, 'হিকমাহ্' গ্রন্থে লিখিত আছে : লজ্জাশীলতায় সম্মম, লজ্জাশীলতায় প্রশান্তি। তখন ইমরান তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্'র হাদিস শুনাচ্ছি আর তুমি তোমার পুস্তিকার কথা আমাকে শোনাচ্ছ ! -স্বহীহ্

১৩১৭. সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, ইবনু ওমার (রা.) বলেছেন, লজ্জাশীলতা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যখন ঐ দু'টির একটি তিরোহিত হয়ে যায় তখন অপরটিও সাথে সাথে তিরোহিত হয়ে যায়। -স্বহীহ্

৬৩১. অনুচ্ছেদ : অত্যাচার

১৩১৮. আবু বাকার (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশবিশেষ। আর ঈমান জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর রুঢ়তা হলো অত্যাচার বিশেষ আর অত্যাচার জাহান্নামে নিয়ে যাবে। -স্বহীহ্ লি-গইরিহী

১৩১৯. মুহাম্মাদ ইবনু আলী (ইবনুল হানফিয়া) (র) তাঁর পিতা আলী (রা.) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নাবী (দ.) অপেক্ষাকৃত বড় মস্তক ও আয়তলোচন বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন পথ চলতেন, তখন মনে হতো যেন কোন উচ্চস্থান হতে অবতরণ করছেন এবং যখন কারো দিকে তাকাতেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিষ্কেপ করে তাকাতেন। -হাসান

৬৩২. অনুচ্ছেদ : যখন লজ্জাবোধই কর না তখন যা ইচ্ছা করতে পারো

১৩২০. আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নাবী (দ.) বলেছেন যে সমস্ত নবুওয়াতী বাণী মানুষ এপর্যন্ত আয়ত্ত করতে পেরেছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হলো, যখন তোমার লজ্জাবোধ রহিত হয়ে যায় তখন তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। -স্বহীহ্

৬৩৩. অনুচ্ছেদ : ক্রোধ

১৩২১. আবু হুরইরহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, কুস্তী (মল্লযুদ্ধ) শক্তি মত্তার পরিচায়ক নয় বরং প্রকৃত শক্তিমান হলো ঐ ব্যক্তি যে, ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে। -স্বহীহ্

১৩২২. হাসান (রা) ইবনু ওমার (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিদান পাবার দিক থেকে সর্বোত্তম ঢোক গেলা হলো ক্রোধের ঐ ঢোক গেলা যা বান্দা তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গিলে থাকে এবং তা হজম করে যায়। -স্বহীহ্

৬৩৪. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কি বলবে ?

১৩২৩. সালমান ইবনু মুরাদ (রা.) বলেন, একবার দু'ব্যক্তি নাবী (দ.) এর সম্মুখেই পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হলো। তন্মধ্যে একজন খুব ত্রুষ্ক হয়ে উঠলো এবং তার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো। নাবী (দ.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি এমন একটি কথা জানি যা ঐ ব্যক্তি বললেন তার এই অবস্থা দূরীভূত হয়ে যাবে। তা হলো, “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম” অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি। তখন এক ব্যক্তি গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বলল, জান, তিনি কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন, “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম” অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি। তখন সে ব্যক্তি বলল, তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছো নাকি ?

সালমান ইবনু মুরাদ বলেন, আমি একবার নাবী (দ.) এর নিকট বসে ছিলাম তখন দুই ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করছিলো। তন্মধ্যে একব্যক্তির চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো এবং তারা ঘাড়ের শিরাসমূহ ফুলে উঠলো। তখন নাবী (দ.) বললেন, আমি এমন একটি কথা জানি যা বললে তারা এই অবস্থা দূর হবে। তখন উপস্থিত লোকজন ঐ ব্যক্তিকে বললেন, নাবী (দ.) তোমাকে “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম” অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিতে বলেছেন। তখন সে বলল, আমি পাগল নাকি ? -স্বহীহ্

৬৩৫. অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় নীরবতা অবলম্বন করবে

১৩২৪. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) তিন তিনবার বললেন, শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর। শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর আর যখন তুমি ত্রুষ্ক হও, তখন নীরবতা অবলম্বন কর। -স্বহীহ্ লি-গইরীহী

৬৩৬. অনুচ্ছেদ : বন্ধুত্বের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি ঠিক নয়

১৩২৫. মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ আল-কিন্দী বলেন, আমি আলী (রা.) কে, ইবনুল কাওয়াকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, প্রবীণরা কি বলেছেন জান ? তোমার বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেও সীমার মধ্যে থাকবে। একসময় হয়তো সে তোমার শত্রুতে পরিণত হবে এবং তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কালে সে হয়তো তোমার বন্ধুতেও পরিণত হবে। -হাসান লি-গইরিহী

৬৩৭. অনুচ্ছেদ : তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়

১৩২৬. য়াঈদ ইবন আসলাম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (র.) বলিয়াছেন : তোমার বন্ধুত্ব যেন কাহারও কষ্টের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। আর তোমার শত্রুতা যেন কাহারও ধ্বংসের কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। আমি বলিলাম : তাহা কিভাবে হইতে পারে ? বলিলেন : যখন তুমি কাহারও বন্ধু তখন তোমার বন্ধুসুলভ আবদার শিশুসুলভ জেদে পরিণত হয়, আর যখন তুমি তোমার সাথীর শত্রু হও, তখন তাহার ধ্বংস তোমার কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। -স্বহীহ্